ঐতিহাসিক-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

<u> প্রামদাস সেন প্রণীত</u>

V

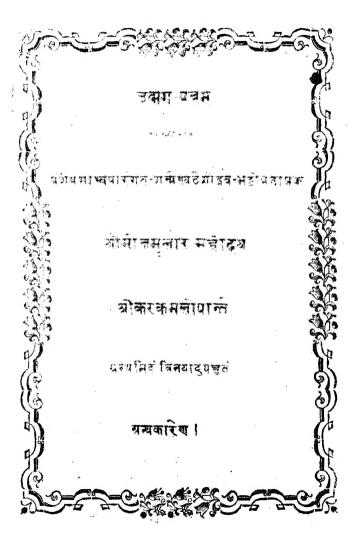
জীনিমাইচরণ শুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to see correctly, my sole en leavour."—LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শুরুজ ঈশ্বরচন্দ্র বয় কোং, বছবাজারন্থ ২৪৯ লংখ্যক ভবনে উ্যান্ধোপ্রস্থে মুদ্রিত।

मन ১২৮> मान।







THIS WORK

IS DEDICATED

PROFESSOR MAXMÜLLER

30

AS A TESTIMONY OF RESPECT AND ADMIRATION

THE AUTHOR.

1874.





বিজ্ঞাপন।

"ঐতিহাসিক-রহক্ত," প্রথম ভাগ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ভাগবত-সৃদ্ধীর স্মালোচন
রহস্থ-সন্ধর্ভেও অপর প্রস্তাবগুলিসমুদ্র "বঙ্গদর্শনে"
প্রকাশিত হইরাছিল। আমার পরম স্থদ বঙ্গদর্শনের
স্থোগা সম্পাদক প্রীযুক্ত বাবু বঙ্গিমচক্র চটোপাধ্যার
মহোদয়ের অভ্রোধক্তমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু
পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করত নানাবিধ প্রাচীন
সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রস্থ হইতে স্কলন করিয়া বজ্লদর্শনে প্রকাশ করি, প্রস্তার জাহার এবং কতিপ্র
সান্ধরের বিশেষ উদ্যোগে প্রস্তার-নিচর সংশোধনামন্তর স্কৃত্র পুত্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

"ভারতবর্ধের-পুরারত সমালোচন" এবং "মহাকবি কালিদাস" ইতিপুর্বে কুজ পুস্তকাকারে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য মুজিত হইয়াছিল, তাহাও এই প্রায়ু মধ্যে এবারে সংশোধনান্তর প্রকাশ করা গেল।

ইহার পরিশিক্টে আমার কোন কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া মাহারা দেখনী ধারণ করিয়াছিলের তাঁহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি তাহাই পুনমুদ্রিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন-পুরারত-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র প্রস্থোনি এক একবার আজোপান্ত পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে ক্তজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমার অধ্যাপক মহাভারত-অভ্যাদক ও " অকাল-কুস্থম "-প্রত্কার পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহা-শ্র গোড়ীর বৈষ্ণবাচার্যারন্দের প্রত্যাবলীর বিবরণ লিখিবার সময় আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার প্রযুক্তে এই প্রবন্ধী সঙ্গলিত হইয়াছে।

বহরমপুর। ১ বৈশাখ, ১২৮১ দাল।

এরামদাস সেন।

সূচি-পত্ত।

ভারতবর্ষের	পুরাত্বত	मग्र	লাচন		•••	5
মহাকবি কার্	ले म भ	• • •	***		•••	২৩
বর্ৰুচি	•••	• •	•••		•••	aa
শ্ৰীহর্ষ	•••	•••	•••	• •	••	St
(२मठख	•••	•••	• •	***	•••	99
হিন্দুদিগের -	गोगिङ	ায়		•••		69
বেদ প্রচার		•••	•••	•••		১০৯
গোড়ীয় বৈষ	ৰ বাচাৰ্য্যস্থ	ন্দের	গ্রন্থ বলীর	বিবর	ન	5 2¢
<u> এমন্তাগবত</u>		••	•••	• •		200
ভারতবর্ষের	সঙ্গীত-শ	াত্র	•••	•••	•••	১৬১
পরিশিষ্ট			•••			550

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন।

Let all the ends thou aim'st at be thy country's!

মাতভারতভূমি ! সর্বস্কৃতস্যাভূঃ প্রস্তিঃপুরা

ত্ত্মামাখিললোকবিশ্রুতমভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা।

যাতাতে দিবদাত্তথা সুখময়াঃস্কায়! তান্সাম্পত্ম

হা হ: ! কন্য ন মানসং বদ মহাশোকাসূধো মজ্জতি ॥ ২ ॥—পদ্যমালা ।

ভারতবর্ষের পুরাবৃ

मगोलाइन*।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ধের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং প্রীক্ষান প্রায়ত্ত রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দ্রা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমূহ অলোকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সারভাগ উদ্ধৃত করা দূরপরাহত। ইতিহাস-নিচয় গতে রচনা করাই বিধেয়, পতে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, স্তরাং তাহা অত্যুক্তি দোমে দ্যিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল প্রভাব গতে রচনার যোগা,

লয়ু ভারত। কলীভিহান - ১।২ খণ্ড। জ্রীনোবিদ্দেশ্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ানিয়াও তমোয় য়য়ে য়ুয়িত।

তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্ম শ্লোকে রচনা করিয়া শিয়াছেন। গভে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে স্থাম হয়, পত্তে তাহা হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ধের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাম্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের প্রস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিলুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈত্যদেব, জয়দেয় গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমা-দিগের দেশে কয়েক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবনচরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রির রাজাকেও
"সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজী বিক্রোরিয়া ও ইংরাজ
জাতির কিরপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে
পারিনা।

ভারতবর্ষের পুরারত্ত পর্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে " ঋ্রেদসংহিতার" উল্লেখ করা কর্ত্তব্য । ঋ্রেদের স্থায় প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুস্থম প্রথম প্রক্ষুটিত হইয়াছিল, এ জন্ম হিন্দুরা চতুর্বেদ চতুর্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথে চিত সমান कतिशा थारकन, वनः वज्र श जर्मनरमर्भाष्ट्र मर्य-শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত-চ্চুন, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইয়ু-রোপীয় ভাষাতত্ত্বিৎ মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ष्ट्रकः जोग ১२०० रहेए ५०००, मख जोग ५००० रहेए ৮০০, ব্ৰাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং স্থত্ৰ ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীফ্টান্দের পূর্বের রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্রভাগে বৈদিক উপা-সনার সম্পূর্ণ তালক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রতাঙ্গ, এবং স্থৃত্ত ভাগে বেদার্থ প্রকাশক ব্ৰাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহু কথা সকল প্ৰকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ "ভাতি" নামে প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভাগ পছে, ও ব্রাহ্মণ ভাগ গছে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বৰুণ, উষা, মৰুৎ, অশ্বিনীকুমার, স্থ্য, পূষা, ক্স্ত্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋথেদসংহিতা আলো-চনায় অৰণত হওয়া যায়, আর্ষোরা মধ্য এদিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দ্স্থা, রাক্ষ্স, অমুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ষরজাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার। অতীব সাহস সহ-কারে আ্র্যাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান দেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম স্থাখে পার্ক্কতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্যান্ত বাদ করিয়াছিল। আর্যাগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড অরণ্যমালা অগ্নি সংযোগদারা ক্রমে ভস্মাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কৃষিকার্য্য দ্বারা উদর পোষণ করিতেন, এবং বেছইন আরবগণের স্থায় দেশে দেশে পর্যাটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষ পালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসাছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণানন্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মুগচর্ম পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ধরজাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত

ছইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্দাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের कत्म कत्म छेन्नि इरेट नांगिन; ভीयनशां शम्भून অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋথেদসংহিতার প্রথম অফক, সপ্তদশ অতুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম স্থত্তে লিখিত আছে, তুত্ররাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তক উৎপীড়িত হও-রাতে তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভুজ্ঞাকে স্বসজ্জিত রণ-পোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্ঠে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন; এতংপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যাণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্বের পোত-নির্মাণ-কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহার। প্রথমে সপ্তদিরু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। "মতুসংহিতা" পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময় তাঁহা-দিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্ব স্থ আবাদ ভূমি পরিতাাণ করিয়া-

ছিল I প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ বৃদ্ধবি বেশে বাস করত মধ্যদেশাভিমুখে যাতা করি-লেন, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ আর্ধ্যাগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার রূদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋথেদ পুৰুষস্থকে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শুদ্ৰ, চতুৰ্ব্বৰ্ণের উৎ-পত্তি প্রকাশ করিলেন। মতুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাশ্য দেবতার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মতুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নুপতিগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্যীকির "রামায়ণ" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সং-গৃহীত হইয়াছে। "মহাভারত" কুৰুপাণ্ডবগণের যুদ্ধ-वृज्ञे ७ वर्ष्णने भारत विवद्गा भितिभून । ध समग्र হিন্দ্রগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিল্থগণের যুদ্ধবিত্যা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিস্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রের সূচাক প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবাল র্দ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ বায় করিয়া পাওবেরা স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, পুরোচন নামক ঘবন (প্রীক) জতুগৃহ
নির্মাণ করে, এবং দৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক,
ঘবন, কাম্বোজ, পারদ, পহলব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ
নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক
কোশ ব্যবধানে পুরাণ কেলা নামক হুর্গ সন্নিকটে
ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর
ভগ্গাবশেষে পুরিত রহিয়াছে। হিন্দ্র ভূপতিগণের
প্রাসাদাদির কিছু মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।
কালে এই মহাতেজা কুরুপাগুবদিগের কীর্ত্তিকলাপ
একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে ব্যেধ হইতেছে—

"ভীন্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

444

পুরাণে কোন কোন হিল্ম নুপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। " শ্রীমন্তাগবত" ও "বিষ্ণুপুরাণে" শুদ্রাজা নন্দবংশীয় নুপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণের ভবিষাদাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির खेतरम ७ भूजानीत गर्ड महावीर्गनान कूमात महाश्रम निमत जन्म इहेरत। ठाँकांत समय इहेरठ काबिय ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারত রাজ্য শুদ্র নুপবর্গের করকমলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শোর্যা, বীর্যা প্রভাবে একচ্ছত্র ধরণীমওলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার স্মাল্য প্রভৃতি অফস্কুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বংসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক বান্দণের ক্রোধ-হতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধংস হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক মের্য্য বংশীয় নুপতি চক্তগুপ্ত পাটলীপুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" "রহৎকথা" নামক প্রস্থে পাটলীপুলের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ দোমদেব ভট কাশীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর

गरनांतअनार्थ तहना करतन। विशाधन छ " मूखांताकम " নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুলের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধংস এবং রাক্ষ্যের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চল্রগুপ্ত মহানন্দের मूत्रानां भी नीठका जीवा नामी-गटर्ड कच्या चर कटतन। मगधरमण्य भारेनीभूल नगंती देशांत ताजधानी हिन। মুক্রাক্ষদে পাটলীপুত্রের অপর নাম 'কুস্থমপুর' লিখিত আছে। "বায়ুপুরাণের" মতাকুসারে কুস্কুমপুর বা পাটলী-পুত্র, অজাতশত্রর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তক নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু "মহা-বংশের" বর্ণনাত্মারে উদয় অক্তাতশক্রর পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবান্ত নদ-তীরে স্থাপিত ছিল। * স্কুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপত্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চল্রগুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু-नुभिज्ञिरात्व महत्यार्ग आत्नक्ष्मधात्वत धीक् मिना গণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে

^{*} শো**রো** হিরণ্য বাহুঃস্যাৎ ইত্যমরকোষঃ।

দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিল্ফ-ভূপালবর্গের একতা নিবন্ধন আলেক্জওরেয় ন্যায় দিখিজায়ী বীর ভারত-বর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়া-हिल्न। हे छे थे भी है नी श्रु खे ति श्रु मन दि । করিলে চাণক্যকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিম্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেক্জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিল্লাকস্ সিরিয়া হইতে বহু रेमना ममिखना हारत हल ७ ७ एक नमन कत्र गार्थ मगधा-ভিমুখে যাতা করিয়াছিলেন। কিন্তু চল্রগুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করার তিনি मरेमना आर्थाज्ञि পরিত্যাগ করেন, এবং অবশেষে চল্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার একটি রপলাবণাবতী হুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিল্প অম্বকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু ত্রীক পুরাব্বত্ত-লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকা-রান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগান্থিনিস্ থীক রাজ-দৃত স্বরূপ পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারায় ত্রীকৃগণের সহিত চক্রগুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল

হইয়াছিল। চক্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সিল্লাকসের সমীপে সর্ব্বদা বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুফ করিতেন। এ বিষয় স্থ্রিখ্যাত যবন ইতিহাস-লেখক জন্তিন প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্বস্ব ইতি-হাদে লিখিয়া গিয়াছেন। চক্রগুপ্ত তৎকালে ভারত-বর্ষীয় সকল নুপতির শিরোর জম্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুল্র বিল্কসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। ভাঁহার রাজ্যকালে গ্রীকরাজদৃত ভোনিসম্, নৃপতি টলমি ফিলেদেলফস কর্ত্তক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃপূঃ বিভুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় নিয়ে।জিত করেন। তিনি 'খস' নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজা-তুসারে উজ্জরিনীর শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬০ খ্রীঃ পূঃ বিল্কুসারের মৃত্যু হইল; এবং অশোক রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিয়া ভিন্ন সকল ভাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিক্ষ-টিকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে "চণ্ডাশোক" বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসরকাল যাবৎ হিল্পর্যো প্রবল বিশ্বাস অভুসারে প্রত্যাহ ৬০,০০০ ষ্টি সহজ্র বান্ধণ

ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধযতিগণের সহিত সর্কাদ! ধর্মা বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে ছিল্ফধর্ম পরিত্যাগ कतिया तोक्षधर्मावनची इहेतन, धवर প্রত্যহ ७०,००० ষষ্টি সহঅ বান্ধণের পরিবর্ত্তে ৬৪,০০০ বৌদ্ধ গুৰুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। ধর্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিরৎকালের মধ্যে ছিল্ড-ধর্ম ক্রমে তিরোহিত হইল এবং বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সমু-ন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে তিনি ৮৪,০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। আমরা কাণী, প্ররাগ এ ং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভ গুলি দর্শন করিয়াছি। এক এক খণ্ড প্রস্তর নির্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্কে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ ধর্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধর্ম প্রচার, প্রভৃতি সংকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি নুপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনান্তি উন্নতি ছইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারতবর্ধ এবং তাতার দেশ পর্যান্ত অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিত পালিভাষা লিপি কাবুলে "ক শর্দগিদি" নামক অদি অন্ধ

শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আস্ত্যোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস্ এবং মগাযবন নুপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। এ সময়ে বৌদ্ধর্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, দৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশীয়৴ গণও এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক্ যতিগণকে "যবনধর্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম প্রচারকগণ অকুতো-ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপ বেলিধর্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাওবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে ভারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। আমে আমে, নগরে নগরে, বিভালয়, চিকিৎসালয়, ধর্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তারনির্বিত রখ্যা সেতু প্রভৃতি নির্বিত হইয়া-ছিল। এক্ষণে অশোক, পালি ভাষায় "দেবানাম পির পিরদশি," অর্থাৎ দেবতার প্রিয় প্রিয়দশী, এবং "ধর্মাশোক" নামে খ্যাত হইলেন। " দ্বীপবংশে" এবং " মহাবংশে '' লিখিত আছে, অশোকপুত্ৰ মহামহেন্দ্ৰ ঈত্তের, উত্তের, সমূল, ভাদ্রশাল নামক স্থবির সমভি-ব্যাহারে দিংহলদ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুলতাত নুপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বেদ্ধি-

ধর্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যাণের তিন্টী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্যসিংহের উপদেশস্ত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম " ত্রিপেটক "। বুদ্ধ-যোষ নামক জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার " অর্থ কথা" পালি ভাষায় সিংহলদ্বীপবাদিগণের জন্ম প্রস্তুত করেন।

২২২ ঞ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগাবত, বায়ুপুরাণ এবং মৎস্থপুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ুরীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নূপতি স্থক্ষছনে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আদিলে সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারত হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটা প্রকাণ্ড বুরস্তুপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বোভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কণ্বংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্যান্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিলুধর্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীণ হইয়া বৌদ্ধর্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল

গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত,
গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে
৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়।
এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি
পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র
গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি
ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত
শক্রবর্গের ক্রতান্ত স্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা
স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল,
সোরাক্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয়
প্রভৃত্ব স্থাপন করেন। এসময় হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ
প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জারনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক প্রচারিত হইয়া সংক্ষৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়া ছিলেন। কান্যকুজের রাজ সিংহাসনে যে সকল হিন্দু-নূপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্বর্দ্ধনের নাম ভ্বনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়ায় সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্ৰমণরতাত্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বংসর স্থাথে রাজ্য করিয়া ৩৫০ খ্রীঃ আঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত প্রস্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজ-রাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিছা বিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্র শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলম্বার লিখিত আছে, "ধারানগরে কোন মুর্খ ছিল না। জীমন ভোজরাজকে সতত বরক্চি, স্থ্রু, বাণ, ময়ূর, বাম-**(मव, इ**त्रिवर्**भ, भक्र**त, विष्ठावित्नाम, काकिल, जात्तु প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকিতেন।'' পালবংশীয়, এবং গদাবংশীয় ভূপালবর্গ গেড়ি ও উড়িয়ার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ কোন সংক্ষৃত থান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীর পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তামশাসন, প্রস্তরফলকে প্রথোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্জিৎ সংগ্রাহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সরিবেশিত করিয়াছেন। চীনদেশীয় বেদি পরিবাজক ্ফাহিয়ান ও হিয়ামু সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ

স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিল্প ও বেদি নৃপতিগণের অদ্বেদক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অদ্ব্ সকল ক্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অন্ব্রাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বারু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাশ্র-শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, "সোম বংশীয়" গৌড়দেশস্থ সেনরাজদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্রমাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈতা বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেনবংশোপাখ্যানে, তাঁহা-দিগকে প্রাযুকার মহাশয় বৈছা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তামু-শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পান্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে "রাজতরঙ্গিনী" অতীব প্রামাণিক। এখানি কাশ্মীর দেশের পুরারত। ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ খ্রীফান্দ পর্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস কল্পন পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ "রাজাবলী" যোণরাজ-কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজ-ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসন পর্যান্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশীরদেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মূর্করাফট* সাহেব কাশীর-নিবাদী শিবস্বাদীর নিকট হইতে বহু যড়ে সংগ্রহ করেন। পরে আদিয়াটিক দোসাইটা কর্তৃক ১৮৩৫ খ্রীফ্রাব্দে চারি অংশ একতে মুদ্রিত হয়। পারীস নগ-রীতে টুয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্ড ভাষায় অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহলণ প্রণীত প্রথ-মাংশে বিখ্যাত ছিল্ম নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত ছইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহলণ, চম্পকতনয় সিংছদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "নীলপুরাণ" ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ ধর্ম শাস্ত্র, তাম্-শাসনপত্র প্রভৃতি হইতেএই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহলণ রাজ তরজিণীর প্রথমে পোরাণিক বিবরণ,তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃপূঃ গো়েনর্দ্দভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংঅামদেবের রাজ্য শাসন পর্যান্ত ইতিহাস লিথিয়াছেন। কাশ্মীররাজ শ্রহর্যদেব "রত্নাবলী" ও"নাগানন্দ"রচনাকরেন।রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতাদিতা মধ্য আসিয়া পর্যান্ত জয় করিয়াছিলেন এবং গোপাদিত্য.

^{*} Moorcroft.

নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্তৃক
অতি স্থনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।
বঙ্গদেশের একথানিমাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া
গিরাছে। এথানি নবদ্বীপাধিপতি রুফ্চন্দ্র রায়ের সভাসদ জনৈক ব্রান্ধণের রচিত "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত।"
কবিবর ভারতচন্দ্র এইপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া"মানসিংহ"
রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিপ্রস্থে
তথা প্রস্তর্ফলক ও তাম্ত-শাসনে যে সকল প্রধান
ভারতবর্ষীয় নূপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

মহাকবি কালিদাস।

" কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

"यस्या घोरिषक्कर निकरः कर्णपुरोमसुरोः भाषो हास: कविकुलगुरूः काल्दिस्होविलासः। हवें। हवें। इदयवस्तिः पश्चवाषस्ववाणः केषांनैषाकथ्य कविताकाभिनी कातुकाथ॥"

प्रसन्नराघव नाटकां।

'Káledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers.

* * * *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy, have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."—ALEXANDER VON HUMBOLDT.

कालिमाम।

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষ-পিয়র যেরপ স্থমপুর কবিতায় নির্মল প্রস্ত্রবেও জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন,কালিদাসের কবিতাও তদ্রপ সকলের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভূলিয়া তাঁহাকে " আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহাকে প্রতি প্রীতি

^{* &}quot;মেঘদূত্ম্" মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মলিনাথ সুরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল প্রস্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম্ পাঠান্তরিক কাশ্মীরীয় দিজ জীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ভাষাভরিতঞ্। কলিকাতা।

[&]quot; কুমার-সম্ভবম্।" সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। এমিরিনাথ স্থাবিরচিতরা সঞ্জাবনী সমাখ্যো ব্যাখ্যা গবর্গমেণ্ট সংস্কৃত পার্চশালাধ্যাপক এতারানাথ তর্কবাচম্পতি ভেট্টাচার্যকৃত ভট্টীকাধৃত ব্যাকরণস্থ্র বিবরণোন্ডাসিতরাগ্রিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।

প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যপাকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্মণ, ফরাসীশ, দেন, এবং ইতালীয় ভাষায় অত্নবাদিত হইয়াছে। এই সকল অত্নবাদ সাদরে সহজ্ঞ সইজ্ঞ ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়ি-তার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অতুবাদকগণ আমাদিগের চতুম্পাঠীর ভট্টাচার্য্যাণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাম্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্বিৎ জে:म, উইলসন, লাদেন, উইলিয়মস, ঈএটস্, ফসি, ফোককৃস্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্বোণ্ট কালিদাসকে কবিভ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়া-(इन। ११८० - जर्म। एन नीय अकजन स्थिमिक कित। कर्मा पार्म के कथा है नाहे, हेश्न एक का तनाहर नत ना स লেখক-চূড়ামণি তাঁহার প্রস্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে শেক্ষপিয়রের "হামলেট্" অপেক্ষা গেটের " ফফ " এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত লইয়া "ম্যানফেড" রচনা করিয়াছেন; স্তরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিছ

ı

শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুৰুতর বোধ করিতে তিনি উইলিয়ম্ জোষ্প কৃত ইংরাজী অলুবাদের জৰ্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেছ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেছ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুলকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেছ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই ছুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুত্তল ! বিশামি তোমার নাম নির্দ্ধেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* এক জন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব-রস-পানে এককালে বিমৃত—তাঁহারা নস্ত লইয়া গম্ভীরন্ধরে কহিবেন, " মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা (চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টী" ও " নৈষধ " পডিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

^{*} সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

[&]quot;Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des spateren Jahres, Willst du was reizt und etzückt, willst due was sättigt und nähst, Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen; Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—Geffir.

[†] উপমা कालिमांजण ভाরবের র্থগোরবম্। নৈযধে পদনালিতাং মামে সন্তির্গোগুণাঃ ॥

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ স্থার কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত ছুম্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্বিৎ লাসেন কংছন, কালিদাস দ্বিতীয় থ্রীফাক্তি সমুদ্রগুপ্তের সভাগ বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু" "কাব্যপ্রিয়," প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেনট্লি, মস্কর পাভির "জর্মেল এসিরাটীক" নামক পত্রিকার "ভোজপ্রবন্ধের" করাশীস অন্তবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ শত বংসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অপ্রদ্রের। বেনট্লি স্বীয় প্রস্থে এরপ জনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্ফে তাঁহাকে হিন্তুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মৃঢ় বিবেচনা হয়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্দেপ ও এলফিনিফান লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বংসর পূর্বেব বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণাস্থ্যারে গুজরাট, মালওয়া এবুং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০ ঐাফাদে মুঞ্জের ভাতুপ্ত উজ্জিরনী নিবাদী ভোজ রাজের সভাসদ ছিলেন। উজ্জারনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিতা ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নুপতির রাজ্যকাল ১১০০ খ্রীফ্রান্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরভের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং "ভোজপ্রবন্ধ " পাঠ করিরা দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, দিন্ধলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভাতৃপুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ ছওয়াতে তাঁহার পিতৃবা মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুৰতাত তদ্বারা দিংহাসনচ্যুত হইবার আশস্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়-কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নুপতি বংসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন হুষ্ট অভিদন্ধি জাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অভুরোধ করিলেন। কিছু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে লোহিতবর্ণ

অদি, মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্যেই তিনি मानम्हित्व जिल्लामा कतिलन, ভोज मानवलीला সম্বরণ করিয়াছে ? বৎসরাজ তচ্ছবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—" মান্ধাতা, যিনি কৃত্যুগে নুপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করেন, তিনি কোথায় ? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুদিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রস্তিলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণানন্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজপ্রবন্ধে" কালিদাসের নামসহ নিম্লিখিত পণ্ডিত াণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি:— कर्भू त, कलिय, क्रांपरनव, क्रांकिन, जीनहरू, शांभान-দেব, জয়দেব,(প্রসন্নরাঘব প্রায়ুকার) তারেন্দ্র, দামোদর সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়র, মরি-

নাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হ্রিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববস্থ, বিষ্ণুক্বি, শঙ্কর, সম্ব-দেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, স্থবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষণিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন
"ভোজপ্রবন্ধ" ২২০০ খ্রীফাব্দে রচনা করেন, ইহাতে
বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন
বিবেচনায়, তাঁহার সমান রিদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই
ভোজের সভাসদ স্থির করিয়াছেন। "ভোজপ্রবন্ধে" এই
সকল কবির নাম পাওয়া যায়,স্বতয়াং উহা প্রামানিক
থ্রু কি প্রকারে বলিব ? এই ভোজরাজ "চম্পূরামায়ণ,"
"সরস্বতী কণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা," রাজ-বার্ত্তিক,"
"পাতঞ্জলিটীকা," এবং "চাক্ষচার্য্য" রচনা করেন, এই
থাস্থের একথানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি
প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

''বিশ্বগুণাদর্শ'' প্রায়ুকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, জ্রীহর্য এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্তুমান ছিলেন লিথিয়াছেন, যথা;—

মাঘণোরো ময়্রো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
জ্বিহি কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদরো ভোজরাজঃ।।
কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের

ন্যায় মহাজ্ঞমে পতিত হইয়াছেন, কেননা জীহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এককালে বর্ত্তমান ছিলেন না; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জায়নীর অধীশ্বর বিক্রমাদিতা যে ৫৭ খ্রীঃ পঃ শক -দিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সন্ত স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হন্বোল্ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন; এ কথা অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড "রাজস্থানের ইতিহ'্স" মধ্যে লিথিয়াছেন, **" যত দিবস হিলুস**†হিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্ত্বের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুওণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ব সভা ছিল, একথা বলা তুরহ। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬০১। ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক পৃথক কাল নিরূপ্ণ করিয়†ছেন।

" সিংহাসন দাতিংশতি,"" বেতাল-পঞ্চিংশতি '' ও " বিক্রম চরিত '' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গঙ্গে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহ্যসিক কোন দত্য প্রাপ্ত হওরা ছুল ত। মেক তুলকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামনি" এবং রাজ শেখরকৃত "চতুর্কিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী, মহাবল, পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্বের ও কালিদাসের বিশেষ বিররণ কিছুই নাই।

रेजनथे यु भरशा पृष्ठे रुग्न य जित्नक मिक्रामन स्वि নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কতদূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্ত এক জন জৈন-লেখক ক্ষেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জারিনী নগারীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং রদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈন থায় হইতে সংকলন কর। হইল। সংস্কৃত অত্যাত্ত প্ৰেত্ৰসকল প্ৰমাণ দৃষ্ট হয় না। ব্ৰু ভোজ মনাতুল স্থারির শিষ্য ছিলেন। মনাতুল, -বাণ ও ময়ুরভটের সমসাময়িক জৈনাচার্যা ছিলেন। বাণ-কৃত "হর্ষচরিত" পাঠে অব্যত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত প্রাকীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্তকুক্তাধিপতি হর্ষবর্ত্ধন শিলাদিতা এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিবাজক হিয়াঙসিয়াঙ আহুত হইয়াছিলেন। কবি বাণ,

হিয়াঙিনিয়াঙ কৃত প্রস্থাতি স্বীয় প্রস্থার না করেন।
হর্ষবর্ধনের সহিত চৈনিকাচার্যের সাক্ষাৎ "যবন
প্রোক্তপুরাণ" হইতে "হর্ষ-চরিতে" সংগৃহীত হইয়াছে।
কথা সরিৎসাগরের " ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নরবাহন দতকে বিক্রমাদিত্যের উপস্থাস বলিয়াছেন।
তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া বায়, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত
প্রাক্তীয় অন্দে নরবাহন দতের পুর্বেষ্ঠ জ্জয়িনীর অধীশ্বর
ছিলেন। নরবাহন দত জৈনপ্রস্থ, "কথা সরিৎসাগর"ও "মৎস্থ পুরাণের" মতায়ুসারে শতানিকের
প্রিত্র।

নাদিক প্রস্তুরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওরা গিরাছে। তাহাতে ইহাঁকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, ব্যাতি এবং বলরামের স্থায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়াকি রূপ গোল্যোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক-প্রমন্ধক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্রুক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্য রত্ত্ব, কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার

নহে, কাজে কাজে ঐতিহাসিক অত্যাত্ত কথা উত্তম রূপ সামঞ্জুত্ত করিয়া লিখিতে হইতেছে।

জ্ঞীদেবক্কত "বিক্রমচরিতে" লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নির্বাপের ৪৭০ বংসর পরে উজ্জারিনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাকা স্থাপন করেন। এ প্রস্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি কহেন, "জ্যোতিবিদাভরণ" নামক কাল-জ্ঞান-শাস্ত্র, মহাকবি কালিদাস
রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮
কলি গতান্দে লিখেন। এ বিষয়টি "মেঘদূত" প্রকাশক
বারু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায়
লিখিয়াছেন। কিন্তু "জ্যোতির্বিদাভরণ" যে রঘুকার
কালিদাস প্রণীত, এ বিষয় অন্ত কোন প্রস্তে দেখিতে
পাই না। তর্কবাচম্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক
"জ্যোতির্বিদাভরণের" কতিপয় শ্লোক হইতে
কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অভ্বাদ করিয়া দিতেছি;—
"আমি এই প্রম্ব জ্ঞাতি-স্মৃতি অধ্যয়নে প্রকুল্লকর এবং
১৮০ নগরীসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে
বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি। ৭।

"শঙ্কু, বর্ক্চি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি,

ষ্টকর্পর, অমরসিংহ এবং অন্তান্থ কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবর্জন করিয়াছিলেন।৮।

"সত্য, বরাহমিহির, ঐত সেন, ঐবাদ রায়ণী, মণিখু, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ১।

"ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শক্কু, বেতালভট্ট, কটকর্পর, কালিদাস, ও স্থবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বর্ষটি বিক্রমের নবরত্বের অন্তর্বর্তী। ১০।

"বিক্রমের সভার ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভার ১৬জন বাগ্যী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেভা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

"তাঁহার সৈত্য অফীদশ যোজক ব্যাপক ছলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হন্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অত্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব।২২।

"তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথীতলে বিধ্যাত হইয়া, কলিয়ুগে আপন অব্দ ছাপন করেন। এবং তিনি প্রতাহ মণি, মুক্তা, স্থবর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তী দান করিয়া ধর্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩। * তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গোড়দেশীয় রাজাকে পরা-জিত, গুজ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাষোজাধিপতির আমনদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪ ।

" তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অঘুধি, অমরজ্ঞ, সর, এবং মেরুর ফায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শক্রগণ জয় করিয়া, ত্র্গ পুনঃ প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

" প্রজাবর্গের স্থকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে স্থাবি-খ্যাতা উজ্জারনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

" তিনি মহাসমরে ৰুমাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজন্ন করণানন্তর বন্দীরূপে উজ্জ্ঞানী নগরীতে আনয়ন করত পারে স্বাধীন করেন। ১৭।

"এই রূপ বিক্রম†দিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজা-বর্গ স্থুখ সচ্ছনেদ বৈদিক নিয়ম†ত্মশারে কাল অতিব†হিত করিত। ১৮।

"শক্কুও অন্তান্ত পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাছমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল
করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিতার
সন্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ্
করিতেন। ১৯।

" আ্মি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা

করিয়া, বৈদিক " শুংতি কর্মবাদ '' প্রভৃতি বিবিধ প্রস্থ রচনা করতঃ এই "জ্যোতির্বিদাভরণ '' প্রস্তুত করি-লাম।২০।

" আমি ৩০৬৮ কলি গতাকে, বৈশাখ মাসে এই প্রস্কুরচনারন্ত করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্তিবরণ উত্তম রূপে পরিদর্শনানন্তর আমি এই প্রস্কু জ্যোতির্ব্তিদগণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম।২১।"

পুনরার প্রস্থকার ২০ অধ্যারের ৪৬ শ্লোকে লিথিরা-ছেন, এ পর্যান্ত কাখোজ, গৌড়, অন্ত্র, মালব ও সৌরাফ্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" প্রস্থে বিক্রমাদিতা ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই প্রস্থ ১3২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচম্পতি মহাশার এই প্রস্থের প্রমাণ প্রান্থ করিয়াছেন, এবং তদ্ফে বারু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিরাছেন, বিক্রমাদিতা ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীর তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অপ্রে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খ্রীঃ পূঃও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" হইতে

অবিকল কালিদামের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আরুত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন প্রস্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অপ্প লোকে জানেন। "জ্যোতির্বিদিশ্ভরণ " ভিন্ন অন্য কোন প্রস্থে বিক্রমাদিতা ও নবরত্বের বিশেষ কোন বিবরণ পাওরা যার না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত অন্তে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্ত প্রস্থ দেখিবার প্রয়োজন কি ? এ কথা সতা; কিন্তু এখানি কি মহা-কবি কালিদাসপ্রণীত। -- কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচম্পতি মাহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহার প্রমাণ অগ্রান্থ করি—এ ম্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচম্পতি মহা-শয়কে বিনীত ভাবে অত্নােধ করিতেছি, এক বার "রঘু,'' "কুমার" রচনার সহিত "জ্যোতির্ঝিদাভরণ রচনা-थ्रे भानीत जात्रज्या विराध विराध कित्र कित्र कित्र किर्यं कि তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ প্রস্তু কথনই প্রস্তুর করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকত। তিনি আপন গুণগরিমা রুদ্ধির জন্ম প্রস্তের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্বের'

অন্তর্ধন্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কছেন, এই বিতীয় কালিদায় বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বংসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন-ধর্মাবলম্বী। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে জিষ্কু* (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্বের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" প্রস্থকার উজ্জয়নী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ম বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে সম্বংকর্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং ঘটকপর্র যে একজন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর শামে যে

^{*} ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচন মধ্যে, একজন ক্তরিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, যে জিঞ্ শব্দের এম্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ থাকে না, কিন্তু জ্যোতির্কিদাভরণে শঙ্কু, বরক্তি, মনি, অংশুদত, জিঞ্ প্রস্তৃতি কবিগণের নাম লিখিত আছে। ইহাতে জিঞ্ ও তান্যান্য কবির ন্যায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ ইইতেছে। এই জিঞ্ ব্রম্কুণ্ডের পিতা তথাহি ভ্রম্কুণ্ড সিদ্ধান্ত

[&]quot; জিফুসুত ত্রন্ধতেখন।"

ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। একণে
দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতি র্বিদাভরণ ' প্রস্কার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শকপ্রমর্দক বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য, এবং কাল
নিরপণও ঠিক হইতেছে না। স্তরাং এ কালিদাস,
আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক
জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি শশক্র পরাভব' নামক
জোত্য-শাস্ত্র-প্রণেতা। ইহার গণক উপাধি ছিল।

"রতরত্বাবলী, '' "প্রশ্নোতরমালা," কালিদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত প্রস্থায়ের রচনা-প্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলিয়া কথনই বোধ হয়না।

পণ্ডিত শেষণিরি শান্তী লিখিয়াছেন, "হাস্যার্ণব" নামক প্রহসন মহাকবি কালিদাসকৃত; কিন্তু উহা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত। আমরা অন্যতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

মাক্রাজের পুস্তকালয়ে কালিদাসকৃত "নানার্থ-শব্দরত্ব" নামক কোষ প্রাপ্ত হওরা গিরাছে। কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনী-কোষে" মেদিনীকর সমুদ্র প্রাচীন কোষের নাম

^{*} Vide The Indian Antiquary, page 380, Vol. I.

উদ্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থ শব্দরজের" নাম পাওয়াযায় না। যথা—

"উৎপলিনী শকার্ণব সংসারবর্ত্তনা মনালাখ্যান্। ভাগুরিবররুচি শাশ্বত বোপালিত রন্তিদেব হরকোষান্। অমরশুভাঙ্ক হলায়্ধ গোবর্দ্ধন রভসপালকৃত কোষান্। রুদ্রামরদভাজয় গঙ্গাধর ধরণি কোষাংশ্চ। হারাবল্যভিধানং ত্রিকাপ্তশেষক রত্নমালাক । অপিবত্নোবং বিশ্বপ্রকাশ কোষক স্থবিচার্য্য॥ বাভটমাধব বাচস্পতি ধর্মব্যাভিতার পালাখ্যান্। অপি বিশ্বরূপ বিক্রমাদিত্য নামলিঙ্গানি স্থবিচার্য্য॥ কাত্যায়ন বামনচন্দ্রগোমিরচিতানি লিঙ্কশাস্থানি। পাণিনি পদানুশাসনপুরাণ কাব্যাদিকক স্থনিরুচ্য॥"

"নানার্থ শব্দরত্ন " যদি কালিদাসকৃত বোধ হইত, তাহা হইলে অবশ্রাই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ব" প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায় তথা মলিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসন্তব," প্রভৃতি কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থ শব্দরত্বের" একথানি "তরলা" নামী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা নিচুল যোগীক্র-প্রণীত। ইনি ভোজরাজের আজায় টীকার রচনা করিয়াছেন। যথা—

«ইতি জীমন্ মহারাজ ভোজরাজ প্রাবেধিত নিচুল

কবি যোগীন্দ্র নির্মিতারাং মহাকবি কালিদাস কৃত "নানার্থশব্দরত্ব" কোষরত্ব দীপিকারাং তরলাখ্যারাং প্রথমং (দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং) নিবন্ধনং।"

এই নিচুলবোগীন্দ্র যদি কালিদাসের সহধারী
নিচুল হয়েন, তাহা হইলে "নানার্থশন্দরভ্র" কবি
কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা
নিচুলের নামগন্ধও "ভোজচরিত" মধ্যে পাইতেছি না।
ইহাতে কিপ্রকারে ভাঁহাকে ভোজরাজের পার্যদ বলিব ?
"ভাগার্থচন্দু" প্রায়ুকার একজন কালিদাস।
ইনি আপনাকে "অভিনব কালিদাস" নামে পরিচর
দিয়াছেন।

কর্ণেল উইলফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শক্জারমাহাত্ম" হইতে কএকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ
লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই।
"শক্রপ্রমাহাত্ম" জৈন প্রস্থা এই প্রস্থে ধনেশ্বর
স্থরিবলভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অন্ত্রমত্যন্ত্রসারে
শক্রপ্র পর্বতের মাহাত্ম বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে
লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ
মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্বাণের পরে ইন্দ্র নামক
এক জন ধর্মবিরোধী জন্ম প্রহণ করিবে। তাহার
পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস

পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধদেন স্থারির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্ব চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া नव जक च्रांशिठ इहेरवक।" हेहार्ट मध्यांग হইতেছে, বৰ্দ্ধান বা মহাবীরের ৪৭০ বংসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা আহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইলফোর্ড ও ভাঁহার পণ্ডিত-গণ বীর বা বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিতা স্থির করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বংসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। **"শক্রপ্রমাহাত্মো**র" মতাতুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাফ্র হইতে বেদ্ধিদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শক্তঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান প্রনঃগ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইলফোডের কথায় কেছ বিশ্বাস করেন না তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

"রাজতরক্দিণীতে" লিখিত আছে, খ্রীকীর পাঁচ শতা-দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জারিনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক বান্দাকে কাশীরের শাসন-কর্তার পদ প্রদান করেন। এই প্রস্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পার্লোক গত হয়েন।

উইলসৰ সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সন্তম্নে " আশীরাটিক রিসার্চেন " পুস্তকে লিখিরাছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পুরের্ব এই নামধের আর এক জন ভূপালের
নাম পাওরা গিরাছে। তিনি তাহার বিশেষ বিবরণ
কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিরাছেন, কিন্তু অন্য
কোন ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

রাজপুত্রকুলকবি চন্দবর্দাই তৎকৃত "পৃথীরাজ চৌহান-রাস" মধ্যে শেষ নাগ, বিষ্ণু, ব্যাস, শুকদেব, এবং প্রীহর্ষকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> চ্ছঠং কালিদাস স্মৃতাধা স্থবন্ধং। জিনৈ বাগবাণী স্থবাণী স্থবন্ধং॥ কিয়ো কলিকা মুখ্য বাসং স্থান্ধ। জিনৈ সেতবন্ধো তিভোজন প্ৰবন্ধ॥

এই কবিতায় কালিদাসকে ষঠ বলা হইয়াছে, ইহাতে হিন্দী কবিতার রসপ্রাহী প্রাউস সাহেব কহেন যে প্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু আমা-দিগের বিবেচনায় কবিচন্দ্র ভট্ট শব্দালঙ্কারে ভূষিত নৈষধের কবিতায় মোহিত হইয়া প্রীহর্ষের নাম কালি-দাসের পূর্বের্ব প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণকার অনেক আধুনিক কৰি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের মান্য করিয়া থাকেন। পুনরায় কবিচন্দ্র শীহর্ষের সমসাময়িক, এজন্য তাঁহার সমান র্দ্ধির নিমিত্ত কালিদাসের পূর্বে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন প্রতীয়মান হয়।

কহলণপণ্ডিত "রাজতর্জিণীর" তৃতীয় তর্জে যে বিজ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকালা স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণমণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃঙপ্ত, বেতালমেন্থ, এবং ভর্ত্তমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থু" নিঃসন্দেহ ভট্টশক-বাচক, তাহা হইলে বেতালমেন্থ এবং ভর্ত্তমন্থ, বেতালভট্ট, ও ভর্তৃভট্ট। কোন কোন জৈন প্রাম্থে "মেন্থু" শব্দ মেন্ধ লিখিত আছে। "বিশ্বকোষ" অনুসারে সংক্ষতভাষায় মেন্দ্র অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নব-রত্নের অন্তর্ম্বর্তী এবং ভর্তৃহরি "নীতিবৈরাগ্য" ও "শৃদ্ধার শতক" প্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভাতাবলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্ধু মাতৃগুপ্ত কে? "রাজতর্ত্বিদাীর"

^{*} উদ্ভ কবিতার শেষপংক্তি পাঠে বোধ হয় চন্দ্র কবি কালিদাসকে সেতৃ কাব্য এবং ভোজ প্রবন্ধ রুচ্ধিত। বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থানি বল্লালকত বলিয়া প্রাসিদ, তাহার মধ্যে ক্রেকার কালিদাসের মুখে কতিপন্ন সুমধুর কবিতা প্রদান করশতে চন্দ্র কবির উহা কালিদাসকৃত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবেক। আমরা এ বিষয় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুমারী পত্রের ভুই সংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি স্থ-প্রদিদ্ধকবি এবং কাশীরের শাসনকর্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত " ত্রিকাণ্ড শেষ" মধ্যে কালিদাসের—রযুকার, কালিদাস, মেধাক্ত এবং কোটিজিত্ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন প্রস্থু বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহলণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাষবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত হইলেও শোভাপায়। রাজ্বা প্রবর্ষেনের মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস " সেতু-কাব্য" নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

"সেতুপ্রবন্ধ" কাব্যের টীকাকার রামদাস কছেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞান্ত্সারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

স্থলরকৃত "বারাণসী দর্পণ" দীকাকার রামাশ্রম কালি-দাসকে " সেতুকাব্য " রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত

[&]quot;বীরাণাং কাব্য চর্চা চতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্য বাচায়ঞ্চক্রে কালিদাসঃ কবি মকুটবিধুঃ সেতুমাম প্রবন্ধং। তদ্যাসব্যা সোঠবার্থং পরিষদি কুরুতে রামদাসস্য এব গ্রন্থঞ্জনাল দীক্রক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপং।"

"প্রতাপৰুদ্র," দণ্ডীপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" এবং "সাহিত্যদর্পণ" প্রস্থে "দেতুকাব্যের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।
"দেতুকাব্য" বিতস্তা নদীর উপরে প্রবর্মেন নৃপতি যে
নৌ-দেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।
ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবর্মেন। ইহার পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন " রাজ-তয়দ্বিনীর" মতে "প্রথম প্রবর্মেন "
নামে বিখ্যাত। পিন্দেপ এই ছইজন ভিন্ন অন্য কোন
প্রবর্মেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবর্মেন
মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপাদ্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলা
দিত্যের সভাসদ্ কবিবাণ "হর্ষচরিতে" প্রবর্মেনের ও
"দেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাদের এইরূপ প্রশংসা
করিয়াছেন যথা;—

> কীর্ত্তিঃ প্রবরদেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা সাগরস্য পরং পারং কোপিদেনেবসেতৃনা। নির্গতাস্থন বাকস্য কালিদাসস্য স্থাজিবু প্রাতিমধুরসার্দ্র। স্থমঞ্জরীধিবঙ্গায়তে॥

এই কালিদাস যদি প্রবরদেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি থ্রীফীয় ষষ্ঠ শতাদীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা "রাজ-তর্ত্তিদণীর" প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহা-কবি কালিদাস—একথা ভাওদান্ত্রী লিখিয়াছেন, তদ্ধ্যে

আমাদিগের মহা সংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা প্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমা-দিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত वह्रविध मःऋउ थार्युत अभार्ग भकाति विक्रमां मिछा, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিতা মূলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকৈ পরাজিত করতঃ "শকাদা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমা-দিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্বের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পঃ বর্ত্ত-मान ছिলেন, किन्छ अक्सर्प मि विषय थंखन इहेट्डाइ, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাও-शां जातिक स्थानितात छे तत्र वित्र इहेरवन, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাছাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালি-দাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সম্ভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছি-लन। "तां জ- उत्रिक्षि शेत" मट इर्श विक्रमानिजा

মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জন-গ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবর-সেনকে উহা প্রতার্পণ করতঃ যতি-ধর্ম প্রাহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন; এবং প্রবর্সেনের সঙ্গে বন্ধুৰস্থতে আবদ্ধ হইয়া ''সেতু-কাংব্যে'' তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃওপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয় ছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে বাক্ত করিয়াছেন, এবং রামণিরির শৃদ্ধে বদিয়া আষাঢ়ের একথানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়মীর নিকট বার্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। कवि शिश्वाधितह (भष्तृत्व विनास कतिश्वाधिन, धक्रना অভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হ্ইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরপ হিমালয়ের স্থনর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশীর প্রদেশে, অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি ঐান্তীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রায়ার 'রাজ-তরন্ধিণী' হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ স্থার "মেঘদ্তের" চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিথিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়স্থ র রতিকার। কালিদাস "রঘুবংশা," "কুমারসম্ভব," "মেঘদ্ত," "ঋতুসংহার," "অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক," "বিক্রমোর্ক্ষণী-তোটক," "মালবিকাগ্লিমিত্র নাটক," "নলোদয়," "শৃঙ্গারতিলক," "জাতবোধ" এবং "সেতুকার্য" প্রণারন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "রঘুবংশা," "কুমারসম্ভব," "মেঘদ্ত," "ঋতুসংহার," "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ক্ষণী," "মালবিকাগ্লিমিত্র" এবং "জাতবাধ," বিজ্ঞাের্ক্ষণী," "মালবিকাগ্লিমিত্র" এবং "জাতবাধ," বঙ্গারা অনুবাদিত হইয়াছে।

'' পুষ্পের জাতী, নগরের কাঞ্চী, নারীর রম্ভা, পুরুষের বিষ্কু। নদীর গঙ্গা, নৃপতেচি রামঃ, কাব্যের মাযঃ, কবি কাদিদাসঃ!"

বরক্চি।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বাঞ্জন।"

বররুচি।

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরারত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ ছ্মাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী অন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব নব প্রবন্ধ প্রাচীন পুরারতপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অনুসন্ধান ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অন্নসন্ধানের পর, প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। গতবারে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুধ্ন নহি। ঐতিহাদিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমতুসরামঃ---" নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে † নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত

^{*} সংস্কৃত বিদ্যাপুন্দরম্। মংকিবি বররুচি বিরচিতম্। সংস্কৃত ব্যাখ্যানুগতম্। কলিকাতা রাজধান্যাম্। প্রাকৃত যন্তে মুদ্রিতম্॥ † "Strange Visitors."

ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রস্তাব কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিভাস্থনর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, বরক্চির ভূতযোনি এখানি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদি-রস ঘটিত গ'পা "নবরত্নের" রত্ন বিশেষ বরক্চিক্রত কখনই হইতে পারে না। ইহার রচনাচাত্র্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎদিত ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অঙ্গীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গদেশীয় ভটাচার্য্য প্রণীত প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভারতচন্দ্র-ক্ত বিছা-স্থুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে "চোরপঞ্চাশং" আছে, তাহা চোর কবি বিরচিত। বরক্চি ছই ব্যক্তি। কাত্যায়ন বর্ষ্চি ও বর্ক্চি। ভট্ট মোক্ষ্মূলর এই দ্বই বরুক্চিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টিণ্ডিয়া হাউদের" পুস্তকালয় স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋক্বেদ ভাষ্যে, "সৰ্কাতৃক্ৰমণি" মধ্যে " অত্ৰ শৌন-কাদি মতসংগৃহীতুর্বরকচেরত্ত্তমণিকা" এই পংক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "স্কান্ত্তমণি" কাত্যায়ন বর্ক্চিক্ত, তৎক্ত মাধ্যান্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ।

ইনি পাণিনির বার্ত্তিককর্তা এবং বৈদিক কপাস্ত প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অন্তচর শাপত্রেষ্ট হইয়া মর্ত্য-লোকে কাত্যায়ন বা বরক্তি* নামে কোশালী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শুত্তধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্তে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে ক্ষতি জন্ম ইহার নাম বরক্তি হইবে "† যথামূল সংস্কৃত প্রস্থে;—

এক শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষদবাপ্স্যাতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িম্যতি॥
নামা বররুচি লোকে তত্তদক্ষৈ হি রোচতে।
বদ্যদ্বরং ভবেংকিঞ্চিদিত্যুক্তা বাগু পারমং॥

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি ভাঁহার মাতার সমীপে অবিকল

^{*} ততঃ সমর্ত্যবপুষা পুষ্পাদ্ভঃ পরিভ্রমং। নামা বররুচি কিঞ্চ-কাত্যায়ন ইতিআজ্তঃ॥ হেমচন্দ্র কোষে কাত্যায়ন এবং বর্রুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

^{† &}quot;রুছৎ কথার" বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ।

কণ্ঠস্থ বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ আচতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতি-শাখ্য অবণ করতঃ প্রস্তু না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আহত্তি করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের কুণায় পাণিনি অব-শেষে জয় লাভ করিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতাত্মসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্যাও করিয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি তিন শত এীষ্টাদের পূর্বের বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেছ " বহুৎ কথার" রামায়ণ ও মহাভারতের আয় সন্মান করিয়া থাকেন,* কিন্তু মিথ্যা গশ্পের পুস্তকের এত মান্য করিতে হইলে " আরব্যোপন্যাসও " প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বরফ্চির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এ জন্য "রুহৎ কথার" প্রমাণ অপ্রাম্থ হইতেছে। আচাধ্য গোলভ্ট্করের মতে তিনি পতঞ্জির সম-मामशिक এবং ১৪० ७ ১২० औः भूकी रमत मरधा वर्डमान

শ্রীরামায়ণ ভারত রহৎ কথানাথ কবীয়য়য়য়য়ঃ তিরেরাতা ইবসরসা
সরস্বতী ক্রুরতিবেতিয়া॥—গোবয়ণঃ।

हित्नन। এই বর্ক্চি, সদ্গুক্ শিষ্যের মতে " কর্ম-প্রদীপ" প্রণেতা। উহা আছোপান্ত অরুষ্ট্রপচ্ছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বরক্চির পরিচয় সন্ধান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বংকর্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জায়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা সংস্থাপক বিক্রমাদিতা, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্র-मानिजा পारेशाहि। रेरात मधा अथरमाङ नृপতिवस শকপ্রমর্দক বিক্রমাদিতা; তৃতীয় বিক্রমাদিতা "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন. কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্বাদা দৌরাত্মা করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্বাদা সমজ্জিত থাকিতেন। কাজেই আমা-দিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য ক্রিয়া তিনি স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত হুই বিক্র-মাদিত্যকে " কালিদাসের " বিবরণে শকপ্রমর্দ্ধক বিক্র-মাদিতা বলিয়াছি। "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কাল-জ্ঞান শান্তের প্রমাণাতুদারে বর্কটি সম্বংকর্তা বিক্র-মাদিত্যের সভার "নবরত্নের" অন্তর্বক্তী, কিন্তু যখন উহা এক জন জাল কালিদাস কৃত, এবং ঐতিহাসিক, ষটনা সকল অনৈক্য প্রমাণ হইতেছে, তথন উক্ত প্রস্থ প্রামাণ্য বোধ করা অন্যায়। "ভোজ-প্রবন্ধে" লিখিত আছে, "অথ ধারানগরে ন কোপি মুর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিছ্যাং শ্রীভোজ্ম। বর-ক্রচি স্বস্পুরাণ মহুর রামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিন্দ কপূরি বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।"

এই ভোক মুঞ্জের ভাতুষ্প ভ্রু, শ্রীসাহসাম্বনামে খ্যাত, যথা রাজশেখর ;—

*ভাসো রামিল সোমিলো বর্কচিঃ শ্রীসাহসাস্কঃ কবি মেঁঘো ভারবি কালিদাস তরলাঃ স্কন্ধঃ স্থবনু×চয়ঃ।''

এক্ষণে মীমাংসাকরা আবিশ্বক। বরকটি বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের সভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থবন্ধু তাঁহার
ভাগিনেয় *। ইইাদিগের উভয়ের নাম এবং কালিদাসের নাম বল্লাল মিশ্র এবং রাজশেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্কের পার্মদ স্থির করি-য়াছেন। ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্ক প্রাতীয় ষষ্ঠ শতাদীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দিতীয় প্রবর সেনের সমসাময়িক, উজ্জারনীর শ্রীমন্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্ঠীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাদীর মধ্যে রাজ্য করিয়া-

[🗣] ইতি 🖱বররুচি ভাগিনেয় স্থবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

ছিলেন। ইহা ইউরোপীর পণ্ডিতগণ কর্ত্ক স্থির হইয়াছে। স্থবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, ও তাঁ: সই রাজা লোকান্তরগত হইলে বাসবদতা রচনা করেন* এবং বাসবদতার প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানব-লীলাসম্বরণ করাতে আক্ষেপোতি করিয়াছেন; যথা—

সারসবত্তা নিছত। নবকা বিলসন্তিচরনে:তিনোকঙ্কঃ। সরসীবকীর্ত্তি শেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

এই সকল প্রমাণে বেশ্ধ হইতেছে, হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর স্থবন্ধু, কালিদাস, এবং বরক্চি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বরক্চি ব্রাক্ষণ কুলোদ্রব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার এক মাত্র আশ্রয়-পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তংক্ত "ভোজ-চম্পু" সম্পূর্ণ করেন। বরক্চি প্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদের প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিন্ধ বিধিকোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্তির তাঁহার নামে "নীতিরত্ব" নামক কুলে প্রস্থ প্রচারিত আছে।

^{*} কবিরয়ং বিক্রমাদিত্য সভ্যঃ। তিম্মিন রাজ্ঞি লোকস্তিরং প্রাপ্তে এতন্ নিবন্ধং ক্রতবান I—নারসিংছবিদ্যা।



नरंक्व पंचमा श्रो दर्ष सारं॥ नेलैराय कंठं दिनै यद हारं॥

শ্ৰীহৰ্ষ।

ভারতবর্ষে শীহর্ষ নামা ছইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।
অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইহাঁদিগের উভয়কে
এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানে
তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা, পাঠকবর্গ নিমলিখিত প্রস্তাবে ছইজন শীহর্ষের পৃথক পৃথক জীবন
চরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত থান্থে লিখিত আছে,
পুরাকালে বন্ধদেশে আদিস্থা নামা ফায়পরায়ণ
নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রামাদেশপরি একটী
গুধু পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিল্প আশঙ্কার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার কোন উপার নির্দারণ করিতে আজা
করিলেন; তদ্পবণে বুধগণ সকলেই গুণ্ধের মাংস
দারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গুধু ধত করিবার
উপার জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু
সভান্থিত জনৈক ভূমর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি
কামকুক্ত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ
রাজভবনে গুধুপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি

দারা মন্ত্র বলে গৃধু ধ্বত করতঃ তাহার মাংসে যজাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আদিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিয়ুর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবদ মধ্যেই কাত্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিপ্রকে দন্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ১৯৯ শকাদায় নির্মিত একটা ভবনে বাস করিতে অম্মতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাক্ষণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সংকবি।

শীহর্ষদেব শীহীর ঔরসে এবং মামল দেবীর গর্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্থান্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবি-গণের ন্থায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। নৈমধ চরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ফোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা প্রথম সর্গোর শেষ শ্লোক:—

জ্ঞীং হিং কবিরাজ রাজি মুকুটালস্কারহীরঃপুতং
জ্ঞীংবীরঃ পুষুবে জিতেন্দ্রির চয়ংমামল্ল দেবীচয়ং
তক্রিভামণি মন্ত্র চিন্তন কলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যামহাকাব্যে চারুনি নৈষধীয় চরিতে সর্গোহয়মাদির্গতঃ।

অর্থাৎ "কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরপঞ্জীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিরুয় জ্ঞীহর্ষকে তন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তাফল স্বরূপ অথচ শৃঙ্গার রস প্রাধান্ত জন্ত অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত হইল। ''*

পুনর্কার থান্থের শেষে কান্তকুজাধিপতির সমীপ হইতে প্রীহর্ষ তামুলদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লিথিয়া-ছেন যথা "তামুলদরমাসন্ধ্র লভতে যঃ কান্যকুজে-শ্বরাদ্।" পূর্বে ও উত্তর ভাগা "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাল্ল" মধ্যে আমরা এই মাত্র কবি র্ত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

"বিশ্বগুণাদর্শ" প্রস্থকর্তা বেদান্তাচার্য্য এবং বল্লাল মিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোজ দেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বরং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে না।

স্বিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেশর ১৩৪৮ খ্রীফীকে প্রের কোষ" রচনা করেন। এই প্রস্থে তিনি লিখিরাছেন, জ্রীরপুল্র জ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মপ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়া-ছিলেন। রাজশেশর জয়ন্তচন্দ্র স্বাহের অনেক বিবরণ

^{*} জ্রীজগর্জন্দ মজুমদার কর্তৃক অনুবাদিত নৈষধচব্লিত। ১৭ পৃষ্ঠা।

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র পঞ্জুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহার বংশ এক কালে ধংস করিয়াছিলেন। সংক্ষৃত বিভাবিশারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র কাইইক্ট ক্ষতিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়ন্তন্দ্র নামে খ্যাত। জয়ন্তন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীফান্দের মধ্যে কান্যকুজ্ব ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না, তাহার সহিত জ্রীহর্ষের নিজ পরিচারের প্রক্য আছে।

জীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। তাঁহার নৈষধ
চরিত দাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, রহৎ অন্থ। তাহার
স্থানে স্থানে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দাদশ সর্গে সরস্থতী কর্ত্বক পঞ্চানল বর্ণনে
কারালক্ষারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে
এবং শেষ সর্গে "নলস্ম সন্ধ্যা বর্ণনং" "তমো বর্ণনং"
"চন্দ্র বর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণন গুলি অতীব মনোহর। এই
সকল দৃষ্টে জীহর্ষ এক জন অদিতীয় কবি ছিলেন,
বিবেচনা হয়। কিন্তু হঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা
অত্যন্ত অন্থাক্তি দোধে দ্বিত। এতিদিধায় আমরা
বন্ধদেশীয় অধ্যাপক গণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে

कार्या क भाषः क छ जातविः" वः "रेनयस शमना-লিতাং" বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলক্ষারিক মন্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার "নৈষধ" "কাব্য প্রকাশ" রচনার কিছুকাল পূর্বের রচিত হইত, 'তাহা হইলে তিনি এক নৈষ্ধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেন। এ রূপ কিংব-দন্তী আছে যে জীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটা শ্লোক রচনা করি-য়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিতেন, তদুষ্টে তাঁহার মাতৃল ভাবিলেন যে, এরপ করিলে এক খানি कांवा बहकान मरधा मण्यूर्व इहेरव कि ना, मरमह; এজন্য তাঁহার মার্জিত বুদ্ধি জনিত সন্দিশ্ধচিত যাহাতে আর না থাকে, তজ্ঞনা তাঁহাকে প্রতাহ মাদকলাই ভোজন করিতে দিতেন, ইহাতে জীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্তুল হইয়া উঠিল এবং কাব্য গুলির রচনা সংশোধন আবশ্যক হইল না। জীহর্ব তাঁহার বুদ্ধির প্রথরতা হ্রাস হওয়ায় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "অশেষ শৈমুষী মোষ মাস মশামি কেবলং" অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাসকলাই মাত্র থাইতেছি। মাসকলাই খাইয়া যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্থ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে নিত্য মাস-

কলাইভোজী রাঢ় দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মুর্থ হইতেন।

শীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই ছুই
বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার
"খণ্ডন খণ্ড খাড়া" গোত্মীয় ন্যায় শান্তের খণ্ডন
গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বল্পদেশীয় অতি অস্প
ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন। শীহর্ষ "নৈষ্ধ" এবং
"খণ্ডন খণ্ড খাড়া" ব্যতীত "স্থ্যে বিবরণ," "গোড়োকর্মাকুল প্রশস্তি," "অর্ণব বর্ণন," "ছন্দ প্রশস্তি,"
"বিজয় প্রশস্তি," "শব শক্তি দিদ্ধি বা শিবভক্তি দিদ্ধি"
এবং "নবশাহ সঙ্ক চরিত" রচনা করিয়াছেন। এ গুলি
অত্যন্ত বিরলপ্রচার।

প্রস্কার মুখনি বঙ্গদেশীর মুখে পাধ্যার বংশের আদি-পুরস্কার মুখনি

ভরদাজ গোতে জীহর্ষ বংশজাতঃ ধুরন্ধর মুখরটী ল চ মুখ্যঃ।

কাশ্মীরাধিপতি এইর্বদেব "রত্বাবলী নাটিক্টি' প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, ধাবক আহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্বাবলী" প্রতিষ্ঠিত করেন, যথা;— শ্রী হর্ষা দের্ধারকাদী নামির ধন্ম। কাব্য প্রকাশ শ্রী হর্ষোরাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাংতরামা ক্রতা বহুধনং লক্ষ্ম। ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ। ধাবক কবিঃ। সহি শ্রী হর্ষ্য নামা রত্নাবলীং ক্রতা বহুধনং লক্ষ্বান্। শ্রী হর্ষা থ্য স্মারকো নামা রত্নাবলী নাটিকা ক্রতা নাগেশ ভট্টঃ। ধাবকাথ্য কবির্কহ্ধনং লক্ষ্যান্ ইতি প্রসিদ্ধন্য প্রকাশ প্রভাগাং বৈদ্যান্থঃ তথা "ধাবকনামা কবিঃ স্ক্রতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রী হর্ষ্য নামে। নৃপাং বহুধনং প্রাপেতি পুরান বটন্তম্" ইতি প্রকাশ ভিলকে জয়রাম।

এ সকল গুৰুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবক কৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেননা ধাবক মহাকবি কালিদাসের পূর্বেব বর্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্লিমিত্রের" প্রস্তাবনায়—

—প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতি-কুমস্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য ক্তে কিং ক্তে বহু-মানঃ।

ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার কৃত কোন প্রস্থু এক্ষণে বর্ত্ত গান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি প্রস্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিক্র ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে 'নৈষধীয়' রচনা করিয়া শ্রীহর্ষাজ সমীপ হুইতে পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের এক মাত্র মুক্তিদায়িনী "রাজতরদ্দিণীর" মতে এইর্থ নানাদেশভাষাজ্ঞ ও সংকবি, যথা ৮ তরক্ষে—

> সোৎশেষ দেশ ভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাত্মসৎকবিঃ। কংশ্র বিদ্যানিধিঃ প্রাপথ্যাতিং দেশান্তরেম্বপি।

জীহর্ষের প্রয়ের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করিয়া-ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্তায়। বাণভট্টকে क्टर कट " तुजाननी "-तठक वर्तन। जादात धरे मांज কারণ তৎকৃত "হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্বাবলীর" স্ত্রধর মুখে "দ্বীপাদ অস্নাদিপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াই সংশয় হইয়াছে। ইহাতে বাণভট্টকে রত্নাবলী-প্রণেতা বলা কতদুর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। মহা মহোপাধ্যায় উইলসন সাছেব কছেন, জীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূপণ আমাদি-গের যুক্তিসঙ্গত বেধি হইতেছে না, কেননা মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জ ক্বত "দশরূপ " এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ

হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইরাছে। এই অলক্ষার প্রান্থর ১১১০ খ্রীফার্লের বহুশত বংশর পূর্বের রচিত, স্থতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্মের দৃশ্য কাব্যদ্বর উইলসন সাহেবের আকুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

জীহর্ষ স্বরং নিথিয়াছেন, " জীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "জীহর্ষোদেবেনাপুর্ব্বস্তু রচনালক্কৃতা রজাবনী।"

> তথা জ্রীহর্ষ দেবেনাপুর্ব্ববস্তুরচনালক্কতং বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তীপ্রধিবস্কং নাগানন্দং নাম নাটকং।

এ কথা যথাৰ্থ-

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতি চমৎকার। কাব্য-প্রিয়গলে বহু মূল্য রত্নহার । রত্নাবলী—(যার কিবা সুচারু প্রন্থন!) কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥"

রক্নাবলীর নান্দীমুখে প্রস্থকার হরপার্ব্ধতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন। তাহাতে বুদ্দেবকে নমস্থার করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, আহর্ষ বেদ্ধি ধর্মাবলয়ী হইয়াছিলেন।



"Lives of great men all remind us We can make our lives sublime, And, departing, leave behind us Foot-prints on the sands of time;"

LONGFELLOW.

(र्गठल्।

"রাসমালা" নামক গুজরাটের পুরারত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমার-পালের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ওদায়নের জৈনা-চার্য্যাণ তাঁহার জীবনচরিত সহন্ধীয় যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই এস্থলে প্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিত্র এবং মাতার নাম পাহিনী। ইহাঁরা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন; হেমচন্ডের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিল্পর্যে অটল ভক্তি ছিল. কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের অফামবর্ষ বয়ংক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্যা, তাঁহার অমুপম মুখঞী, এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতি ক্রমে, তাঁহাকে কৰুণাবতী মন্দিরে জৈন ধর্মে मीक्किত कतिवात जग्र नहेशा शिलन। ठाठिक वाठी প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া

গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্মের অনেক त्रक्य किहित्नन, अवर कार्य कुमात्रभातन हिन्दू धर्म বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসিল। গুজুরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংদা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অভুজায় बाक्म गर्ग ठ छुर्फ म वर्ष श्रिष्ठ एन य एन वीत निक छे श्रिश्न नि বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিত। কুমার-পালের জৈন ধর্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনিহীলপুরে "কুমারবিহার" নামক পার্শ্ব-नार्थत मिनत स्राभन कतिरान धवर उरकर्तक रापन-পত্তনে একটী ফুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্মিত হইল। কুমার-পাল জৈন ধর্মের চতুর্দশ আজাত্মারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকুত্রিম দয়া ও ধর্মের প্রোজ্জ্বল-मीधिं विकीर्व कतिए नागितनम, धवर मकतनह তাঁছাকে রঘু, নত্য, ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে नांशिन। " व्यवस हिन्दांमिं।" मध्य कूमांत्रीलतं অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিছু সে সকল হেম-চন্দ্রে বিষয়ে অপ্রাসন্ধিক বোধে গ্রন্থতা বিরত হই-লাম। কুমারপালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকালে হেমা-চার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু

হইল। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গশ্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সমুদায় অকিঞ্চিৎকর বিবে-চনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতাত্সারে তিনি ১১৭৪ খ্রুটান্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। প্রদিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ এবং জৈন জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বেত্তা অমিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে তাঁহার সময়ে "জৈন কম্পন্থত্ত" রচিত হয়।

হেমচন্দ্র খেতাম্বর জৈন। তিনিই এই সম্প্রদারের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং তদ্বারা জৈন ধর্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইরাছিল। "সময়ভূষণ" প্রস্থে লিখিত আছে, তিনি পাটলীপুল নিবাদী এবং তথাহইতে গুজরাটে গমন করেন। এই প্রস্থে ভাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্ত কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যার না।

হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি," প্রাক্ত ব্যাকরণ এবং "ত্তিযক্তী শলকাপুরুষ" চরিত" রচনা করেন। "অভিধান চিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈনকোষ। "শব্দ কম্পজ্ঞমে" ইহার অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন অভিধান চিন্তামণির নানার্থ

^{*} এই জৈন মহাকাত্য একথানি মাত্র বিলাতের "রএল এসিয়াটিক সোসাইটার" পুস্তকালয়ে আছে।

ভাগ, "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না, কেন না, কোলাচল মল্লী-নাথ স্থ্রি এই নানার্থ ভাগের অনেক প্রমাণ ভাঁছার টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থতরাং "বিশ্বকোষ" তাছার পরে রচিত হয়, এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করি-লেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক।

অভিধান চিন্তমণি সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে জৈন ধর্মোর সমুদার শব্দ সঙ্কলিত হইরাছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন " অনেকার্থ শব্দ শংগ্রহ" অভিধান চিন্তামণির অন্তর্গত, কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; কেননা প্রতিজ্ঞা বাক্যে লিখিত আছে "আহ্তদিশের নিমিত্ত আমি এই অনেকার্থ শব্দ সংগ্রহ করিব, ইহা এক স্বরাদি ক্রমে ছয়কাণ্ডে বিভক্ত হইবে।"

"ধ্যাত্বাহতকতেকার্থ শব্দ সন্দোহ সংগ্রহঃ। এক স্বরাদি ষট্কাণ্ডা। কুর্কেইনেকার্থ সংগ্রহম্"—অনন্তর "ইত্যাচার্য্য হেমচন্দ্র বিরচিতেইনেকার্থ সংগ্রহেই বারা নেকার্থাধিকারঃ" এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করি-রাহেন।

তথা— " প্ৰণিপত্যাহঁতঃ সিদ্ধ সাল শকান্ত্ৰাসনঃ। কৃত্যোগিক মিশ্ৰাণাং নামাং মালাং তনোম্যহম্।"

এই প্রতিজ্ঞায় হেমচন্দ্র অভিধান চিন্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব অনেকার্থ সংগ্রাহ অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিজ্ঞা-বাক্য লক্ষিত হইত না এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি বাকাও উক্ত প্রকার হইত না, অভিধান চিন্তা-মণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত "ইত্যভিধান চিন্তা-মণৌ অনেকার্থ সংগ্রহঃ।" টীকাকার অভিধান চিন্তা-মণির প্রথম শ্লোকব্যাখায় "সিদ্ধ সাক্ষ শকাতৃশাসনঃ" এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "এদিদ্ধ হেম-চন্দ্রভিধং ব্যাকরণং যদ্য সোহং" জীদিদ্ধ হেমচন্দ্র নামক ব্যাকরণ যাহার সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি। এতদ্বটে প্রতীয়মান হইতেছে যে হেমচন্দ্রের কৃত একখানি ব্যাকরণ অন্তও ছিল, এক্ষণে তাহার আর কিছু নিদর্শন পাওয়া याग्रना। (इमहल्ककृत "निकाञ्च मामन" वर "नीत्ना कु" অর্থাৎ স্বরুত অভিধানের প্রত্যেক কাণ্ডের পরিশিষ্ট বর্ত্তমান আছে। আমরা হেমকোষ অচিরে মুদ্রিত করিব তাহার ভূমিকায় থাত্বের দার মর্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

হেমচন্দ্রকত একখানি রামায়ণ আছে। এই প্রস্থে তিনি তাদৃক্ কবিও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ভাক্তার বুলর সাহেব হেমচন্দ্রকৃত দেশী শব্দংগ্রহ নামক প্রাকৃত বোধ অভিধান
প্রাপ্ত হইরাছেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ সন্থ মধ্যে লিখিত হইরাছে। ইহাতে চারি সহজ্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং
তৃত্বে শ্লোকে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গকে ইহার রচনা প্রণালী
দেখাইবার জন্য নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে দেশী কোষের উদ্দেশ্য অবগত হইতে
পারিবেন।

সমণ্য প্রমান গছির সহিয় যহিষ্ যহি যংগম রহবসা। জয়ই জিনিং দান তাশেষ ভাস বরিনামিনী বাণী ২। গীসেসদে শিপরমল পর্ল বি অকুজহলাউলতেন। বিরইজ্জই দেশী সদ্দেশগছো বন্ধক মসূহও । ২। জে লক্ষনে ন সিদ্ধানয় সিদ্ধা সক্ষাভি হানেসু। গ্র গতান লক্ষণা সত্তিসন্তবা তে ইছ নিবদ্ধা। ৩। দেশ বিশেষ ভূসিদ্ধিই প্রমানা অনংতয়া হণ্ডি। তম্হা অনাই পাইয় পয়য়ৢ ভাষা বিশেসত দেশী। ৪।

বোধ হয় ভাত্নদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একথানি জৈন প্রস্থেষ্ট হইল হেমচন্দ্র বৈশ্য ছিলেন।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

——নাট্যপ্রথা মনোহর। চিরদিন হিন্দুগণ করিবে আদর॥ চতুর্দ্দশপদী-কবিতামালা।

হিল্ফুদিগের নাট্যাভিনয়।

মহ্ন্যা স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য ममार्थनाएउ धकजन विषयी वाक्तित्र कान धकात আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়; কালক্রমে সমাজের সংস্কার ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহ-কারে আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্ত হইতেছে। সর্ব্ব-প্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে তৌর্যাত্রিক সর্ব্বপ্রধান, এবং কি সভ্য বা অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। স্থসভ্য ইয়ুরোপীয়ের। যন্ত্রসহযোগে বীটোবন বা বেলীনির সঙ্গীতে, হিল্থগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর সংযোগে স্থমধুর " গীতগোবিন্দ" গানে, এবং অসভ্য আদিম বাসিগণ ঢকা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্থ অবকাশ .কাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে বীণাবাদনকারী এবং ঢকাবাদ্যকার উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কারে ব্রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। আদিম-বাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর, এবং অদ্যতনীয় স্থুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপ যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ

প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মন্থার অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইরাছে।

সঙ্গীত মতুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। হ্রগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোলেন করিয়া প্রিয়জন বিয়েশগে নানামত খেদগানে প্রতিবাসিগণের মন, কৰুণরদে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্বের মন্ত্রম্য পত্তে মনের ভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরপ কবিতায় বাক্যা-লাপ হইয়া থাকে, তদ্রপ প্রাচীনকালে অসভ্যাগণ তার-স্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত। মনুষ্যপ্রণীত প্রথম গ্রন্থ প্রচেত। আর্থ্য-জাতির বেদ, মহুষ্যের প্রথম রচনাকুসুম। উহার মন্ত্র-ভাগ আভোপান্ত কবিতায় রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণ ভাগ গল্ভে রচিত হয়। যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ যদিও গছের ফায়, তথাপি তাহা স্বর দারা গেয়। সঙ্গীতে মনোমধ্যে কোন বিষয় শীজ ধারণা হয় এজন্ম ঈশ্বরের প্রেমে সহজে লোকের মন আরুষ্ট করিবার জন্ম প্রাচীন কালে ঈশ্বর বিষয়ক বিবরণ গীতস্বরে পাঠ হইত। পরে मङ्गीज পृथक শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইল, এবং কাল-ক্রমে এই গাঁত বা কবিতাশাস্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল।

দদ্দীতে মনকে শীব্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য ঈশ্বর-প্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সদ্ধীত-প্রির। ইয়ুরোপে ফরাশীশ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষণর্দন বাদী সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে "হার্মোনিয়ম" যন্ত্র সহকারে নানারস সমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া উপস্থিত সভ্য নিকরের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। সন্ধীত সর্কমনোরঞ্জক বিদ্যা এবং এজন্যই শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি"। আমরা অছ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিন্নরের বিষয় লিখিব। পরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সদ্ধীতের বিষয় লিখিতে ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দিবিধ, দৃশ্য এবং প্রাব্য, যথা "সঙ্গীতং দিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং প্রাব্যঞ্জ স্থরিভিঃ" ইহার মধ্যে গীত এবং বাজ প্রাব্য, ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। এই রূপ কাব্যও দিবিধ, যথা সাহিত্য দর্পণে "দৃশ্যপ্রব্যত্তদেন প্রঃ কাব্যং দিধা মতং। দৃশ্যং তত্যাভিনেরং তত্য" নাটকের অভিনয় ক্রীড়া হইয়া থাকে এজক্য তাহার অপর নাম দৃশ্য-কাব্য। অভিনয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুণীলবগণের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য চাতুরী বিশেষ আবশ্যক। মহামুনি ভরত নাট্যশান্তের সৃষ্টিকর্তা। কথিত আছে, তিনি

উহা ব্রশার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইরা ইন্দ্রের সভার গন্ধর্ক ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেব স্বয়ং তাগুব ও পার্কবী লাস্থ নৃত্য কবিতেন, যথা দশরপম্—

"উদ্তোদ্তা সারং যমখিল নিগমান্ নাট্য বেদং বিরিঞ্জিচকে যতা প্রয়োগং মুনিরপি ভরতস্তাওবং নীলকঠঃ। শর্কাণী লাতা মতা প্রতিপদমপরং লক্ষকঃ কর্ত্তুমিটে নাট্যানাং কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রগুণরচনয়া লক্ষণং সজিকপামি।"

লাস্থ ও তাণ্ডৰ চারি অংশে বিভক্ত, যথা পেবলি, বহুরপ, যৌৰত এবং ছুরিত। অভিনয় কালে পুৰুষেরা বহুরপ, ও রপলাবণ্যবতী নদীগণ যৌৰত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল নৃত্য মাত্রই তালের অধীন,যথা দশরপম্ "নৃত্যং তাললয়াশ্রয়ম্।" পুর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাগ্ধুখ ছিলেন না, এবং মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় রাজাও সন্ত্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারত-বর্ষীয় সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য একবারে লোপ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে ভাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে।

রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অণীতিবর্ষ বয়স্ক পুৰুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই মৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মন হরণ করিয়া পরিণয়-স্থুতে আবদ্ধ হইবার প্রথম স্থচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাঙ্বিবাকের লক্ষ দিয়া জতবেগে নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্ত ইংরাক্ত সভ্যতায় সকলই শোভা পায়—কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে ? স্থ্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরা-ধিপতিকেও ইংরাজের অত্করণ করিয়া নৃত্য করিতে হইল। বোধ হয় কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরদাধক রামকৃষ্ণ বস্থ, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বস্থর হাত ধরিয়া প্রকাশ্য "বলে " নৃত্য করত ইং-রাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে!

নাটক অশ্ব ও গর্ভাশ্বে বিভক্ত। নাট্যোলিথিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদ্যক, স্থাধর, পারিপার্শ্বিক, ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক, যথা সাহিত্যদর্পণে ভাষা বিভাগঃ—

> পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং। পোরদেনী প্রযোক্তব্যা তাদুশীনাঞ্চ যোষিতাং ॥

आमारभव जु गांथास्य महाता द्वीर श्रायां करहर । অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥ চেটীনাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী। প্রাচ্যা বিদ্বক। দীনাং ধূর্তানাং স্যাদবন্তিকা ॥ যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দিব্যতাং শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়ের ॥ বাহ্লীকভাষা দীব্যানাং ক্রাবিড়ী ক্রবিড়াদিষ। আভীরের তথাভীরী চাণ্ডালী পুরুসাদির ॥ আভারী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকারাদে পৈশানী স্যাৎ পিশান্তবাক॥ (क्षीनाम शानी कानाम शिमा। e (मो तरमनिक।। वालानाथ यखकानाक नोह्यहविहातिगार ॥ উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্ষচিৎ॥ ঐশ্বর্যোণ প্রমত্তন্য দারিদ্যোপস্কৃতন্য চ। ভিক্ষবন্ধরাদীনাং প্রাক্ততং সম্প্রবোজয়েং॥ मश्कु ७२ मध्य रवां क्या विकि नी युक्त भाष्य छ। দেবীমন্ত্ৰিস্মতাবেশ্যাস্থপি কৈশ্চি তথোদিতং॥ যদেশং নীচপাত্রত তদেশং তদ্য ভাষিতং। কাৰ্যাতকোল্যাদীনাং কাৰ্যো; ভাষাবিপ্ৰায়ঃ॥ যোষিৎস্থীবালবেশ্যা কিত্রাক্র্রনাং তথা। বৈদক্ষ্যার্থৎ প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদনীস্থ ভব্দ পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশা জীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌর- দেনী '' এবং তাদৃশ ভদ্রস্ত্রীজাতীয় গাথা সম্পর্কে ''মহারাফ্রী'' ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের "মাগধী।" রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেষ্ঠীদিগের সম্বন্ধে "অর্ধ-মাগধী।" বিদ্যকের "প্রাচ্য," ধূর্ত্তের "অবন্তিকা," মোদা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে "দাক্ষিণা্ত্য" ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্ব্য।

শকার এবং শক প্রভৃতি অন্তাজ জাতির প্রতি "শাকারী," এবং বাহ্লিকের "বাহ্লিকী," দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী," পাজীর দেশীয়ের "আভীরী," পাজাবের ও তৎসদৃশ জাতিতে "চাণ্ডালী," রীতির ভাষা ব্যবহীর্যা।

কাষ্ঠ বা পত্র পর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে "আভীরী" বা "চাণ্ডালী," অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ি-গণেরও "আভীরী বা চাণ্ডালী" ভাষা প্রায় । কুৎসিত-বাক্ মুর্খদিগের পক্ষে "পৈশাচী" এবং উচ্চ পদাভিবিক্ত চেটচেটীদিগের "শৌরসেনী," বালক, উন্মত্ত, মণ্ড, নীচ প্রহুগণকের ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের "শৌরসেনী," স্থলবিশেষে "সংস্কৃত"ও ব্যবহার্যা। ঐশ্বর্যামদে মত্ত এবং দারিদ্রাব্যাকুল, ভিক্ষু, বন্ধধারী জনগণের "প্রাকৃত" প্রয়োগ করাই কর্ত্ব্য। উত্তমাশ্য ব্যক্তি, লিঞ্কৃত" প্রয়োগ করাই কর্ত্ব্য। উত্তমাশ্য ব্যক্তি, লিঞ্কৃত"

ধারী (চিহ্নধারী যথা কপট সন্নাসী প্রভৃতি) ব্যক্তি, দেৰী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে "সংস্কৃত" ভাষাই শোভনীয়। অন্য প্রকার হইলেও হানি নাই।

পরন্ত, যে দেশ নীচপ্রধান সে দেশ বা সে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ ছইলে নীচ প্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত ছইবে। উত্তমাধম মধ্যম জাতীয় ব্যবহার্য ভাষার বিভাগ তত্তৎ কার্যাত্মারে ভাষার বিপর্যয় বা পর্যয় ছইয়া থাকে। স্ত্রী, স্থী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধে ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংক্ষত প্রবহার করা যাইতে পারে।

আলস্কারিকের। নাটক ছই অংশে বিভাগ করিয়া-ছেন, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অফ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা সাহিত্য দর্পণ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাগ ব্যায়োগ সমবকার ডিম'ঃ।
জ্বায়গান্ধবীথাঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা জ্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোরাপ্যকাব্যানি প্রেক্ষনং রাসকং তথা॥
সংলাপকং জ্রীগদিতং শিশ্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ঘান্নিকা প্রকরণী হন্ত্রীশোভাগিকেতিঃ॥

জষ্টাদশ প্রাভ্রুপরপকাণি মনীবিণঃ। বিনা বিশেষং সর্ক্ষোং লক্ষ্য নাটক্বমতং॥

- ১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। উহার গশ্প পোরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃকশ্পিত হইবেক। ইহার নায়ক ছম্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলোকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্ঞা, বা শ্রীক্ষের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররস নাটকের বর্ণিত বিষয়। "অভিজ্ঞান শক্তলা," "মুদ্রারাক্ষ্ন" "বেণীসংহার" "অন্র্রাঘ্ব" প্রভৃতি নাটক্লেণীভুক্ত।
- ২। প্রকরণ, লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্পে সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিবরক বর্ণন থা-কিবে। প্রকরণ ছুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ এবং সঙ্কীণ। শুদ্ধ প্রকরণের নারিকা বেশ্যা এবং সঙ্কীণের নারিকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নারক নাটকের ন্যায় উচ্চপ্রেণীর ব্যক্তিনহেন। ইহার নারক মন্ত্রী, ব্রাক্ষণ বা সন্ত্রান্ত বণিক। শুদ্ধকটিক," "মালতী মাধব" প্রভৃতি প্রকরণ।
- ০। ভাগ, এক অল্পে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রারম্ভেও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাটোর নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আ্রা-সিয়া নানা স্বরেও ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে

সংখাধন করিয়া সভাগণের মনোরঞ্জন করিবেন।
"লীলা মধুকর" এবং "সারদা তিলক" ভাগ শ্রেণীভুক্ত।

- 8। ব্যায়োগ, এক অক্ষে সম্পূর্ণ। যুদ্ধ বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্থ বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলোকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদ-গ্রেয়জয়," "সোগিন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয় বিজয়," ব্যায়োগ প্রস্থা
- ৫। সমবকার, তিন অক্ষে সম্পূর্ণ। এবং দেবতা ও অস্তর্গণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আছোপাস্ত বীররদ ব্যঞ্জক এবং উদ্ধী ও গায়তীচ্ছন্দের চিত। অভিনয় কালে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উত্তমরপ দৃষ্টি হইয়া থাকে। "সমুদ্রমন্থন" নামক এক-খানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহাও এক্ষণে স্থাপ্য নহে।
- ৬। ডিমা, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। *ত্রিপুরদাহ" নামক একখানি ডিমা বর্ত্তমান আছে।
- ৭। ইহমুগ, চারি অক্ষে সম্পূর্ণ, এবং দেবদেবী ইহার নায়ক নারিকা। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদেশ্য। "কুসুমশেধরবিজয়" একথানি ইহমুগ।

- ৮। অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং কৰুণ রসপ্রধান রপক। কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়ে কবি ইছার গাঁশা রচনা করিবেন। "শর্মিষ্ঠা যযাতি" একথানি অঙ্ক।
- ৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক আক্ষে সম্পূর্ণ। কিন্তু ''দশরপের'' মতাত্মনারে হুই অঙ্ক থাকিবে।
- ১০। প্রহসন, হাস্যরস্থ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে
 সম্পূর্ণ। এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্থজনক
 বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিথিত
 ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভূত্য, এবং
 বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষণণ স্ত্রীলোকের
 স্থায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্থার্ণব,"
 "কেতিকুকসর্ব্বস্ব" এবং "ধুর্ত্তনাটক" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অফ্টাদশ প্রকার উপরপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

- ১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। শৃঙ্গাররস উহার জীবন। "রত্বাবলী নাটিকা" অতি প্রসিদ্ধা
- ২। ত্রোটক, পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইছার বর্গনোক্ষেশ্য, যথা 'বিক্রমোর্বনী।''

- ও। গোষ্ঠী, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যোলিখিত ব্যক্তি ৯। ১০ জন পুৰুষ এবং ৫। ৬ টী ন্ত্রী। "রৈবত মদনিকা" একখানি গোষ্ঠী।
- ৪। সটকে একটী আশ্চর্য্য গাশ্প আত্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে, যথা "কপুর্বয়ঞ্জরী।"
- ৫। নাট্যরাসক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিত বিষয় প্রেম ও কৌডুক। ইহার আছোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীতে সম্পন্ন হইবেক। "নর্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই ছুইখানি নাট্য-রাসক।
- ৬। প্রস্থান, নাট্য রাসকের ন্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিরন্দ অতীব নীচ-জাতীয়। ইহাও তাল লয় স্বর সংযোগে নৃত্য গীত পরিপূর্ণ এবং ছই অঙ্কে সমাপ্ত।
- প। উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রেথিত এবং প্রেম ও ছাস্য ইছার জীবন। ইছার বিষয়টী পোরাণিক এবং নাট্যে কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতগেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।
- ৮। কাব্য, প্রেম বিষয়ক বর্ণন এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" একখানি কাব্য।

- ৯। প্রেজ্কণ, বীররস প্রধান এবং এক আছে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচভোগীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেজ্কণ প্রসিদ্ধা
- ১০। রাসক, হাস্যরস উদ্দীপক উপরপক এবং এক আন্ধে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চজ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মুর্খ তথা নায়িকা বুদ্ধিতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।
- ১১। সংলাপক, এক, ছুই, তিন, বা চারি অক্ষে সম্পূর্ণ।
 ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্মের বিৰুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার
 অধিকাংশ যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়াকাপালিক" এই
 শ্রেণীভুক্ত।
- ১২। এগিদিত, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহার নায়িকা লক্ষী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়া-রসাতল" একথানি এগিদিত।
- ১৩। শিশাক, চারি অস্কৃত্ত। শাশান ইহার রক্ষ্কল, এবং নায়ক ত্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐক্তজাল ও আশ্রুর্য ঘটনা শিশাকের বর্ণনোদেশ্য। "কণকা-বতীমাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।
- ১৪। বিলাসিকা, এক অল্পে এথিত। প্রেম ও কোতুক ইছার বর্ণনোদেশ্য।

১৫। তুর্মল্লিকা, ছাস্যরস প্রধান উপরপক এবং চারি অঙ্কে সমাপ্ত, যথা "বিল্বমতী।"

১৬। প্রকরণিকা, নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয়-সদৃশ। অভিনয়ে আত্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য এক জন পুৰুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পা-দিত হওঁয়া উচিত। "কেলীরৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ছাত্মরসময়, যথা "কামদত্তা।"

রপক ও উপরপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন সংস্কৃত ভাষায় হিল্ফদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্ষ-পীয়র, করণীল, মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, প্রহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রস্কারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্র প্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলক্ষার প্রস্কে যে সকল নাটকের

উদাহরণ উদ্বত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ছুষ্পাপ্য। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্বের বন্ধদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি স্থার উইলিয়ম জেপ্নৃস্কে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরি-জ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ভূমুর তাঁহারে নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বন্ধ-मित्रगण शृद्ध अञ्चात्र नांठेकारणका अदिवाधिक स्वाधिक स्वाधि মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বন্ধীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান ''চৈতক্স চন্দ্রোদয়,'' "জগন্নাথ বল্লভ," ["]ললিত মাধব," বিদগ্ধমাধব," "দান কেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, জীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এক কালে পরাজ্ব খ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিথিয়াছেন যে স্থাসদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিছু তাই বলিয়া পূর্বেষ যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত

আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না।
এখানে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা
হইলে সহজে এই বন্ধদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ
ও এসিয়াটীক সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ নাটক গুলি
সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্ম এখানকার
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষণণ ও উইলসন সাহেব
বহ্বায়াস শীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্যান্ত অনুসন্ধান
করত "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্কণী," "মৃচ্ছকটিক,"
"উত্তর চরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন।

ইয়ুরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে এজন্ত তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিশের দেশে অভিনয় প্রথা একালপর্যান্ত প্রচলিত থাকিলে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রায় প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্ত রচিত। ভবভূতি নটগণের অভ্যরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাতা মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন, "হয়প্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্ত লিখিত হইয়াছিল, এতয়তীত জগরাথের জন্মযাতা উপলক্ষে ও মদন মহোৎসবে বিবিধ নাটক রচিত হইত।

ক্রান্স ও ইংলত্তে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়

ছইয়া থাকে। "এডিলফি" "হেমারকেট" এবং " থিয়েটার ফালে " নাটাগুছে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, ইহাতে নাটকরচকগণেরও খ্যাতি বিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ৎকালের মধ্যে বিলক্ষণ ধন-সঞ্চয় করেন। অতি অস্প দিবস হইল পারিসের থিয়েটরে ভিক্তর হ্লাগোর একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে অভি-নয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উল্লেখ্যে সহত্র সহঅ ব্যক্তিরা তাঁহার প্রশংসা ধনি করিল। "ইতালীয় অপেরা '' অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা, স্থমধুরভাষিণী, প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক এক বার সহজ্র সহজ্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবারে কলিকাতায় ইতালীয় " অপেরা" আগমন না করায় সাহেব সমাজ যাহার পর নাই হুঃখিত হইয়াছিলেন, যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আদিত তবে কলিকাতার ফায় অমরা-বতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপ অন্ধিত হয় এবং

সমাজের কুরীতি সংশোধন প্রহসনদ্বারা যেমত হইরা থাকে, এমত কিছুতেই হয় ন। নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইরা থাকে। "উভয়সংকট"ও "চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয় এবং লম্পটের চৈত্ত হইয়াছে।

আমাদিগের বন্ধীয় সমাজে দিন দিন বিভার বিমল বিভা বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্যান্ত স্থসভাগণের তায় কচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে আর্যাক্তাতি উদাত্ত, অন্থদাত্ত, ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান করিয়া কাননস্থ পশ্চ পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাহারা সন্ধীত শাস্তে অতি প্রবীণ, যাহাদের স্থধাসমকাব্যরস দিগ্দিগন্তবাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, যে আর্যাক্তাতির নাট্য প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্যাসেই আর্যাক্তাতির অগ্লিক্ষ্ সমা তেকোরাশি, যবন গণের পদবিমর্দ্ধনে এককালে নির্বাপিত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে বিভা নাই, কাজেই আম্যা তুর্বল, ক্ষীণ, "কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংছের ঔরদে শৃগাল কি পাপে মোরা———"

কাজেই আমাদিগের কচির পরিবর্ত হইতেছে। মহা-কবি কালিদানের শকুন্তলার নাট্যাভিনয় পরিবর্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অত্ররক্ত হইয়াছি। সাধারণ পরিতাপের বিষয়। কোথা অভিনয় কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহীবিলাপ অবণে হৃদয় विलां ७७ इरेटन, मानजीमाधरन नियां त्रमानात्र स्टामा-ভিত পর্বতের বিচিত্র চিত্রপট সরিকটে চির্যোগিনী मीनामिनीटक दिश्या मत्नामत्था भाखित्रमान्य श्रेत, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষ্যে নীতি, শাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধিকোশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকায় ভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জন গানে অভ্নপ্রাস-চ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকাইনের গীত প্রবণে, রাম্যাত্রায় শীর্ণকায় " কাগজের মুখনে " মুখারত রাবণের বীরত্ব প্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। वक्रमभारकत हिउठिकीर्य वाक्ति व मकल मर्भात य কি পর্যান্ত ছঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার নাায় কুৎসিত আমোদে মনের ভাব কলুষিত হইয়া যায়। কুতবিছা ব্যক্তিগণের এ সকল আমেদ সন্দর্শন করা কথনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের

জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবন্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিছা বাদ্দালীগণ ইংরাজী থিয়টর বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আফ্লাদের বিষয় সম্প্রতি একটা জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে আমা-দিগের মনঃকন্ধ অনেক নিবারণ হইয়াছে, এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা এজন্য কার্যপ্রণালীর দিন দিন ওৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

" অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঞ্জে,

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,

তাহে হয় তত্ত্ব মনঃ ক্ষয়।
মধুবলে জাগা মাগো, (ভারত ভূমি) বিভুস্থানে এই মাগা,
স্থানে প্রেক্ত হউক তব তনয় নিচয়।"

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীত-শাক্তপ্রির রাজা যতীন্দ্রমোহন চাকুর ও তাঁহার স্থাোগ্য ভাতাকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিরা থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রয়েড্র বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্যশাক্ত প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করিবে।

বেদ-প্রচার।

" सत्ये नास्ति भयं कचित्"

বেদ-প্রচার।

বেদের অপর নাম "ত্ররী'' অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ; এবং অর্থর্কবেদ সংহিতাবেদ পরিশিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু আধুনিক কালে "ঋথেদো যজুর্কেদঃ সাম-বেদোহথর্ক বেদঃ" এই চারি বেদ মান্ত এবং ভারত-বর্ষের সর্কস্থানে প্রচলিত। পূর্কে বেদ-জ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন অথর্কবেদ কোরানের এক অংশ মাত্র, এজন্ত আর্থ্যগণের মান্ত নহে। বিষ্ণু পুরাণে এই চারি বেদের বিষয় লিখিত আছে।

গায়ত্রক ঋচদৈচৰ ত্রিবৃহৎ স্তোমংর থস্করম
অগ্নি ষ্টোমক মজ্ঞানাং নির্মানে প্রথমান্ মুখাং।

মঙ্গুংমি ত্রৈক্তুতং ছন্দস্তোমং প্রকাশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থক দক্ষিনাদস্কন্মুখাং।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপ মতি রাত্রক পশ্চিমাদস্কন্মুখাং।
একবিংশ মথকানি মাণ্ডোগামানমেবচ।
আনুকৃতং সবৈরাজম্ উত্তরাদস্কন্মুখাং।
অনস্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ ইইতে গায়ত্রী, ছন্দঃ, ঋ্যেদ,

ত্রিহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্ত সাধন শ্লক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নিষ্টোম যা। এই সমুদায় উৎ-পাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজু-র্মেদ ত্রিষ্ণুপ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, রহৎ সাম, ও উক্থম্ অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ জগতী চ্ছলঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সাম-বেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতি রাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মূখ হইতে এতংসমুদারের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথকবিদ, আপ্তোর্ঘাম নামক যাগ, অনুষ্থপ ছল; ও বৈরাজ সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।*

প্রজাপতির চতুর্থ হইতে চারি বেদ উৎপত্তি পোরাণিক মত। এ বিষয় বিষ্ণু পুরাণের আয় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশে লিখিত আছে কিন্তু প্রাণি মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রমী ঋক্, যজু, সাম। নান্তিক চূড়ামণি রহস্পতি কহেন "ত্রেমা বেদস্য কর্তারো ভগুর্ভ নিশাচরাঃ।" বৈদিক প্রস্থনিচয়ের মধ্যে তিনবেদের উল্লেখ আছে। শতপথ বান্ধণে

^{*}পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ ৫ অধ্যায়। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুক্তিত।

লিখিত আছে, পূর্বে একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন, তিনি স্টির কামনা করিলেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্থার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। তিনি এই তিন লোকে তাপ প্রদান করিলে অগ্নি, বায়ু স্থ্য এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়। পুন-রায় এই তিন জ্যোতিতে ভগবান প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋকৃ, যজু, সাম বেদোৎপত্তি হইল। তাহাতে পুনর্কার উত্তাপ প্রদত্ত হইলে এই তিন বেদের সার স্বরূপ ঋথেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্কেদ হইতে " ভুবঃ " এবং সামবেদ হইতে " স্বঃ " (ভূভু বঃ यঃ) সমুদ্রত হইল। ঋথেদিগণ হোত্রী, যজুর্বেদিগণ अक्षयूर्र, এवं माभरविनिधन छेन्गां नारम था इह-লেন। এইরপে তিন বেদের জ্যোতি হইতে ব্রাক্ষণ-গণের সকল কর্মের বিধি নিরূপিত হইল।

ছান্দোগ্য ও রহদারণ্যক উপনিষদ্ মধ্যেও এইমত তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুৰুষস্থুক্ত মধ্যেও লিখিত আছে—পুৰুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল, ইহাতে অথবা বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন যজুর্বোদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্, সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এসকল পাঠে বোধ হয় ঋক্, যজু, সাম, বেদের পরে অথবাবেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে অথর্কবেদ পাওয়া যায় তাহা অথর্কান্ধিরসঃ জীমদথর্ক বেদ সংহিতা নামে খ্যাত। পোরাণিক কালে চারি বেদ প্রচলিত ছিল, স্বতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিতা, মহু কছেন—

— সর্ব্বোস্ত সনামানি কর্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্। বেদ শব্দেত্য এবাদো পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মামে॥

হিরণ্যগার্ত্তরপে অবস্থিত সেই পরমান্ত্রা সকলের নাম অর্থাৎ মন্ত্র্যা জাতির মন্ত্রা, গোজাতির গো ইত্যাদি; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কর্ম এবং অক্যান্ত জাতির লোকিক কর্ম অর্থাৎ কুলালের ঘট নির্মাণ কুবিন্দের পট নির্মাণ ইত্যাদি প্রথমত বেদ শাস্ত হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাহার যে রূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপ নির্দ্ধিট করিলেন।*

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্বর্যা বিশ্বাস! আশ্বর্যা কৌশল! মহু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে। কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন 'প্রমাণাভাবাৎ নতংসিদ্ধিঃ'' অথচ বেদ মানিলেন। দার্শনিক্গণ সকলেই বেদ ঈশ্বর প্রণাত স্থীকার করিয়া-

^{*} মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভরতচক্ত্র শিরোমণি কর্তৃক অমুবাদিত।

ছেন, কেবল গৌতম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বৈদ পৌক্ষেয় বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বেদ মন্ত্যা-প্রণীত বলা ন্যায়-স্ত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না তাহা ভাল জ্ঞাত হওয়া যায় না। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না, তাহা আবার ঈশ্বরের; গাইড ''! আর বলিতে সাহস হয় না, যে টুকু লিখিলাম তাহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমারে একজন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিরোগী হইতে পারিবেন না।"

বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান" কিন্তু দোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই বেদকে মান্য করিতেন। যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ পশু হিংসা ঘটিত। এ সময় বুদ্ধদেব—

> "নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতি জ্বাতং সদয় হৃদয় দশিত পশু যাতম্ ;"

তিনি পশু হিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমোধর্মে" দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্ধ্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ভয়াবহ কার্য্যকলাপ হইতে নির্ভ হইল। পুরাণে ভাঁহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোষোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কি পুরাণে—

পুনরিছ বিধিক্ত বেদধর্মানুষ্ঠান বিছিত নানা দর্শন সংস্থাঃ । সংসার কর্ম ত্যাগ বিধিনা ত্রন্ধাভাস বিলাস চাতুরীং । প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন বুদ্ধাবতার স্ক্রমসি॥

পূনর্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত-বৈদিক ধর্মান্ন ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্বেক সংসার পরিত্যাগ দারা মিথ্যা মারা প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অব্যাননা করেন নাই।*

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থীকার করিতেন না, কেবল নির্বাণ কামনাই ভাঁহার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আর্যাগণকে "অহিংসা পরমোধর্ম" সাধন করিতে উপদেশ দিলেন, সকলেই ভাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইরা বৈদিক যাগ্যজ্ঞে ও কর্মকাণ্ডে ঘূণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করিল এবং কিরণ কালের মধ্যে ভূমগুলের চতুর্দ্ধিকে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপ্ত হইল। অতুল প্রশ্বর্যের অধিপতি ভ্রমফেননিভ শ্যাণ ত্যাগ করিয়া নির্বাণ কামনায় বনে গমন করিলেন। ধর্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে

^{*} কন্দি পুরাণ। এযুক্ত জনমোহন তর্কালকার কর্ত্ক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত।

লোকের অটল ভক্তি ছিল, অস্ত নবধর্মের আবির্ভাবে তাহা লোপ পাইল।

বেদ পৌৰুষের কি অপৌৰুষের তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশাকতা নাই, কেন না বৈদিক স্থান্তের উরিথিত ঋষিগণ সেই সেই স্থান্ত প্রণোতা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ কোশাল করিয়া কহেন যে ঋষিগণ যোগাবলে স্বস্থ নামে প্রচারিত স্থান্ত নিচর দিখারের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা হইলে এক একটি স্থান্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? যথা ঋষেদসংহিতা প্রথম মণ্ডলম্ম, পঞ্চ দশাত্বাকে দ্বাদশ স্কুতং *

কুৎসঋষি পংক্তি ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

5209

১। চ্ন্দ্রমণ অপ্র ১। ন্তরা স্থানে ধাবতে দিবি।
নবে। হিরণ্য নেমরঃ পদং বিন্দৃতি বিদ্যুতো বিত্তংম।
অভা রোদসী।

১। ১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, স্থ্য রশিষুক্ত চন্দ্রমা ছালোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমান

^{*} তত্ত্ববিধিনী পত্ৰিকা। সপ্তম কম্পা। চতুৰ্থ ভাগ। আবিণ ১৭৯২ শক > কৃৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই স্কুচ দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির ভব করিয়াছেন।

রমণীয় প্রান্ত—চন্দ্র—রশি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্তভাগও জানিতে পারিতেছে না। হেস্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

এদিণে এই পর্যান্ত! ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে
সমস্ত জগতের মুলীভূত কারণ বল বা মহাভূতের
নিশাস কি প্রজাপতি শাশ্রু বল কিছুতেই কিছু করিতে
পারিবে না। তর্কের প্রবল তরজে সকল শেষ হইয়া
যাইবেক।

বেদ প্রচার লিখিতে গিয়া তৎ সহ্বন্ধে নানা কথার তরক্ষ উঠিল কিন্তু কি করা যায়, এই উনবিংশ শতা-দীতে মনের কথা গোপন রাখা অন্থায়, এজন্ম এতৎ সহ্বন্ধে কিছুই পাঠক মহাশয় গণের নিকট প্রচ্ছন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহামনে করেন করিবেন। যখন ইয়ুরোপে ডাৰুইন বানর হইতে মন্ত্র্য উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যুকনরের ন্থায় পণ্ডিত্বাণ ঈশ্বরের স্থায়িত্ব লোপ করিবার মানসে প্রস্থা প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তথান আমার ন্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিতধর্মবিক্রা ছুই চারিটা কথায় আর কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অভ্নরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবিশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্মগ্রহ

বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অত্নস্ধান করা হইতেছে কিন্তু তাহা না হইলে উহা অতি প্রাচীন কালের একমাত্র অন্থ এবং তাহার ভাষাও অতি প্রগাঢ় স্থতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে শুতি গানে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কবিতা সরস-কবিত্বসম্পর এবং তাছাতে আদিম কালের মনুষ্যের মনের ভাব উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। এজস্তই বেদ জর্মননিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার মাত্ত উত্রোত্তর র্শ্বি হইতেছে। এতাদুশ ভূমগুলের মধ্যে এক মাত্র প্রাচীন রহৎ প্রস্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্জনক। পূর্বেবে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে এক খানি পরিশুদ্ধ বেদ পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রার "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋ্ষেদ্সংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্বের তিনি ঋথেদ मर्भन करतन नाई। कर्लन পनिয়त প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন। উহা ১৭৮৯ খ্লঃ অঃ স্থার জোনেফ ব্যাস্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

मूमनभारनता हिन्दु धर्माथारस्त्र विराग्ध विराधि। তাহারা ১৭৭৯ খ্রম্ভাব্দে রাজপুতানায় সকল তীর্থস্থান এবং ধর্মপ্রাম্বিচয় সমুদ্ধা ধংস করিয়াছিল, কিন্তু জয়-পুরাধিপতি মির্জ্জারাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ঠ করে নাই, এজন্ত তথায় হিন্তুদিগের প্রধান ধর্ম্ব-প্রদু প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায়, কর্ণেল পোলিয়র মহারাজ প্রতাপসিংহকে রাজচিকিৎসক ডন পেদ্রো ডি সিল্ভার দারা এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে চতুর্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ত্রাক্ষণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল পোলি-यत्रातक व्यम् न करत्रन। हेयुरत्रार्थि माधात्रापत विश्वाम ছিল যে বেদ লোপ হইয়াছে, স্থতরাং এবেদও অনেকে काल्लिनिक मरन कतिएं लीरतन, धरे ভाविता कर्लन পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দ রামের নিকট সমুদায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্ম প্রদান করেন, তিনি তাহা অকৃত্রিম দুষ্টে বহু পরিশ্রম করত চারি ভাগের পারস্থ ভাষায় স্থচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বের কোলত্রুক বেদসং এহের চেষ্টা করিলে, স্লেচ্ছকে ধর্মপ্রস্থ প্রদান করা অন্তায় विद्युचनात्र करिनक महाताक्षीत्र भाजी छाहारक देविक

ছন্দে দেব দেবীর স্তবপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়া-ছিল, তিনিও তাহা বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি বার্থালমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কুত্রিম যজুর্বেদ ছিল। উহা ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেমুইট পাদ্রির উপদেশাতুসারে কোন স্বচতুর মান্ত্রাজি শান্ত্রীর দারা সপ্তদশ শতাকীতে রচিত হয়। এই প্রস্থানি স্থবিখ্যাত লেখক ভল্টেয়ার প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খঃ অঃ রএল লাইত্রেরী অব ফুক্স নামক পুস্তকালয়ে উপঢ়োকন প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম इरेवात मछावना नारे, छाराता विममात्य विममन পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বঙ্গদেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈদিক প্রস্থায়ে অতীব কোতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে; কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র * সাম-বেদোক্ত এবং কেছ বা গোপাল, নুসিংছ, তথা রাম-তাপনী প্রস্থ প্রকৃত শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন।

^{*} ভোত্রর্ক সামবেদোক্তং প্রপঠেন্ডক্তি সংযুতঃ। রাধে রাদেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ॥ রাদোন্ডবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণকলংস্থলস্থিতা। কৃষ্ণপ্রাণিধি দেবী চ মহা বিষ্ণোঃ প্রস্তুরপি॥ ইত্যাদি॥

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্ত্বে চারি বেদ প্রচারিত হইয়াছে, এজন্ম আমরা তাঁহাদিগের অধ্য-বসায় এবং পাণ্ডিত্যের ভয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক সোসাইটীর উত্তে-জনায় একটি সভা হয়। ঐ সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবের প্রতি, বেদ বারাণদীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরি-দর্শনান্তর মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অপিত হয় এবং এজন্ম গবর্ণ মেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া-ছিলেন। আসিয়াটিক সোসাইটা কর্ত্তক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একালপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে:— ঋথেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের তুই অধ্যায়, ভাষা সহিত। স্টীক কৃষ্ণ বজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ **इ**हेट इट्ट)।

স্টীক কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।
স্টীক সামবেদ (প্রকাশ হইতেছে)।
গোপথ ব্রাহ্মণ—সম্পূর্ণ।
তাণ্ডামহাব্রাহ্মণ স্টীক (প্রকাশ হইতেছে)
ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বেদ প্রকাশিত হইয়াছে;—

রোমান অক্ষরে ঋথেদ সংহিতার কিয়দংশ—অধ্যা-পক অফুেক্ট সাহেব কর্ত্তক ১৮৬১ সালে বারলিনে মুদ্রিত।

ঋথেদ সংহিতা, সায়নাচার্য্য ক্বত ভাষ্যসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোশান অক্ষরে ঋথেদমকতের স্তোত্ত, ইংরাজী অন্তবাদসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর কর্তৃক ইংরাজী অন্তবাদিত এবং প্রকাশিত।

সামবেদ—অধ্যাপক বেন্ফি কর্ক প্রকাশিত ১ থও।

ঐ—মহামহোপাধ্যায় উইলসন এবং ডাক্তার

উভন্সন্ কর্ক প্রকাশিত।১ থও।

সামবেদোক্ত বংশ ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক প্রকাশিত।

সামবেদের অভূত ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক প্রকাশিত।

সামবিধান ব্ৰাহ্মণ, ইংরাজী অভ্নাদ সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্তক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা স্টীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তক প্রকাশিত।

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ বাদাণ স্টীক—অধ্যাপক ওয়েবর কর্তৃক প্রকাশিত। অথর্কবেদ—অধ্যাপক রথ এবং হুইট্নী কর্তৃ ক প্রকাশিত।

ঋথেদের ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ—অধ্যাপক হণ কর্ত্ব বোদাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড। সামবেদের বংশব্রাহ্মণ, সায়ণাচার্য ক্রত টীকা-সহ—বর্ণেল সাহেব কর্ত্বক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

আদি বাদ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋথেদ সংক্ষিপ্ত দীকা ও বাদ্দালা অভ্বাদসহ প্রকাশ করেন। "প্রভুক্মুনন্দিনী"-সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্বক দীকা ও বাদ্দালা অভ্বাদ সহ সামবেদ ঐক্ত পর্ব্ধ।

পণ্ডিত সত্যত্রত সাম্ভ্রমী কর্ত্বক অনুবাদ সহ সাম-বিধান বাক্ষণ স্টাক, সামস্থাচি, আব্রণ্যসংহিতা, মন্ত্র বাক্ষণ, এবং ষড়বিংশ বাক্ষণ স্টাক (কিয়দংশ), দৈবত বাক্ষণ (কিয়দংশ), "প্রত্নক্রনন্দিনী" প্রিকায় প্রকা-শিত হইয়াছে।

অক্ততনীয় স্থবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহাশার বৈদিক প্রস্থনিচয় ক্রমশাঃ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কপ্র হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্যধন্যবাদ প্রদান
করিতেছি।

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃদ্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

ब्रह्मानन्दञ्च भित्ता विलासित शिखरं यस्य चातात्तनीढं राधाकव्णास्त्र लीलामयसम मिधुनं भिन्नभावेनन्दीनम् । यस्यच्छाया भवास्त्रियमनकरी भन्नसङ्ख्यसिद्वेरीतु-स्तन्यकल्डम इस भुवने कस्यन प्रादुरासीत्॥

चैतन्यचन्द्रोदय नाटकम्।

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

श्रावनीत विवत्।

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এবং তাঁহাদিগের প্রন্থালার সার মর্ম
অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎস্থক, এজন্ত তাঁহাদদিগের কথঞ্চিৎ কোঁভূহল পরিভ্প্ত করিবার জন্ত এতৎ
প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয়
বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট,
জীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়,
কিন্তু আমরা জীজিক্ষচৈতন্তচরণপরায়ণ অন্তান্ত সাধু
সচ্চরিত্র প্রস্থারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব
অতি সংক্ষেপে এবং অতি স্বস্পা কালের মধ্যে সংকলিত
হইয়াছে এজন্ত যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয় তবে
পণ্ডিতমণ্ডলী মার্জনা করিবেন।

ঞ্জিৰপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী।

(বৈষ্ণবতোষিণী হইতে অলুবাদিত)

ত্ররী অর্থাৎ তিন বেদরূপ মধুকরী, যাহার অমৃতনিশুন্দিনী জিহ্বাম্বরূপ কপালতিকাতে বিশিষ্ট

মনোজ্ঞ পদ ক্রমাদি আত্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়াছিল: রাজ-সভার সভোরা সর্বদা যে মহাত্মার পদদেবা করিত; সেই ভরদ্বাজ কুলপ্রবর কর্ণাট-রাজ, যিনি এই ভূমগুলে বিখ্যাত ছিলেন, (৪) ভাঁহার অনিৰুদ্ধ নামে একটা পুত্ৰ হইয়াছিল। অনিৰুদ্ধ যশো-विश्वास माभवत म्लाबी, প্রভাবে ইল্রের তুল্য, ভূপাল বর্গের পূজ্য, সমগ্র যজুরেবিদের বিশ্রামভূমিস্বরূপ, এবং লক্ষীর আভায়স্বরূপ ছিলেন। (৫) এই সুবি-খাতে রাজার হুই মহিষী ছিল। রাজপত্নীদ্বর অনিকদ্ধ হইতে পুত্ররয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একের নাম জ্ঞারপেশ্বর, অপরের নাম হরিহর, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় এবং কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। (৬) অনিৰুদ্ধ দেব যৎকালে রুদাবনে গমন করেন, তৎকালে স্থ-রাজ্যকে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করিয়া যান। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ হরিহর স্বজ্যেষ্ঠ রপেশ্বকে রাজ্যবহিষ্ত করিয়া দিলেন। (१) এখন রপেশ্বর শত্রু কর্ত্তক রাজ্যভ্রম্ট হইয়া আট্টা অশ্ব গ্রহণ পূর্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পৌরস্ত্য দেশে প্রস্থান করিলেন। তত্ত্তা রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার সথা ছিলেন, রূপেশ্বছ তাঁহারই আবাদে স্থথে বাদ করিতে

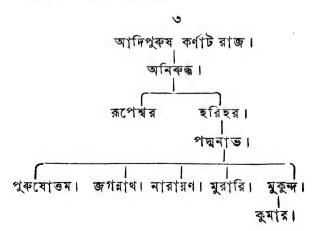
লাগিলেন। ক্রমে তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার একটা পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন।(৮)। গুণনিধান ও স্থকৃতিমান পদ্মনাভের রসনায় সান্ধ যজুর্বেদ—সবিস্তর উপনিষদ সকল তাওবিত (इन, এইরূপ সকল মন্তুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল।(৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে, পদ্মনাভের অস্পুহা জন্মিল, তিনি গঙ্গাতটে বাস করিবার জন্য সমুৎস্কচিত হইলেন। অনন্তর নরহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাদ করিতে লাগিলেন। (১০)। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা এক্স দেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অফাদশ কন্যা ও পাঁচটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুৰুষোত্তম, দ্বিতীয় জগলাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, প্ঞম মুকুন। (১১)। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। নাম কুমার। এই জীমান কুমার শত্রুক জ্ব অপকৃত হইয়া वक्राप्तर्भ आर्थमन करतन। कूमर्राहतु अरनक्छिन পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। যে মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্বত্ত পূজা। (১২)। দ্বিজ্বর কুমারের পুত্রত্তাের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন. ঝ

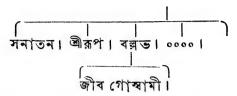
তদত্বজ্ব জ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় জ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ক্রপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরত হইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু কুঞ্চপ্রেমাখ্য ভক্তিরাজ্যের সমাট্ হইয়াছিলে। (১৩)। যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভ তিনিই আমার পিতা। পিতা গলাসলিলে সদ্ধৃত হইয়া জীরাম পদ প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদ্বয় রন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মাদ্বয় কর্তুক রন্দাবনে মাপুর গুপ্ত প্রভৃতি তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। এবং ইহার। ব্রজরাজনন্দন ঞীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছইয়াছিলেন। (১৪)। বিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইহাঁ-দিগের স্থা ছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমার্ণব তরক্ষে বিলাস করত ইহারা আ্থাগণের আ্শর্চ্যাম্পদ হইয়াছিলেন। (১৫)। প্রথিত আছে, স্বরং জীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপালবালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাঁদিগের দৃষ্টি-পথে আবিভূত হইয়াছিলেন। (১৬)। এই প্রভুদ্বর নানাবিধ যে সকল অন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে किन्छ जीत्रপ्याभीत इश्ममृठ, छेन्नव मरम्भ, ছন্দোইফীদশ, এই তিন কাব্য প্রস্থাস্থ প্রসিদ। উৎ-कनिकावली, शाविक विक्नावनी, ध्यासन्त्र मागत, প্রভৃতি স্তোত্র প্রস্থা বিদশ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই হুই নাটক গ্রন্থ। দানকেলি প্রভৃতি ভানিকা।

মধুরামাহাত্মা, পাজাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতায়ত, ভক্তিরসায়তসিম্নু, প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। (১৬—২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতনস্থানিক্ত বহুতর প্রস্থু আছে। তম্বধ্যে প্রেষ্ঠ ভাগবতামূত ও হরিভক্তিবিলাস এবং দিক্-প্রদর্শিনী নামী ভাগবত দীকা। (২১)। এবং লীলাস্তব দীপানীও প্রদিদ্ধ বটে। আমি তাঁহার আজা ক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম। ইহার নাম বৈষ্ণব-তামিণী।

জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণবতোষিণীর সমাপ্তিকালে এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন।





উজ্জ্বল নীলমণি।—সংক্ষত অলঙ্কার প্রস্থার চরিতা শীরপগোসামী। গছাও পড়ে সঙ্কলিত। বিষয়—শীরুষ্ণ-লীলা বর্ণনচ্ছলে সাজোপান্ধ শৃন্ধার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থারীভাব নির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেম বির্ভি প্রভৃতি নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ্য সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা অন্যুন ৬১০০। টীকার নাম "লোচন রোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

—নামাকৃষ্ট রসজঃ শীলে নোপায়ন সদানন্দ্।
নিজরপোৎসবদায়ী সনাতনাত্ম। প্রভুর্জয়তি॥
মুখ্য রসেয়ু পুরায়ঃ সংক্ষেপেনোজিতোরহস্ত্রাৎ।
পৃথপোব ভক্তি রসরাট্র সবিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥

इंडाि ।

সমাপ্তি বাক্য—

— অরমুজ্জ্বল নীলমণির্গহন মহাঘোষ সাগর প্রভবঃ।
জ্বরতু তব মকর কুণ্ডল পরিসবাসবৌ চিত্রীং দেবঃ।
ইতি সমাপ্তোহরমুজ্জ্বল নীলমণি নাম গ্রন্থঃ।
হংসদূত ।— খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার রূপগোস্বামী।

শিখরিণী চ্ছন্দে রচিত। শ্লেণক সংখ্যা ১০১। বিষয়— শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—"গুকুলং বিজ্ঞাণো দলিত হরিতাল গুতিহরং" ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য—কদাইত্যাদি।

উদ্ধাব সন্দেশ।—খণ্ড কাব্য। রচরিতা রপগোস্বামী।
মন্দাকো ন্তাচ্ছনেদ প্রথিত। প্রস্থাপা ১৩১, বিষয়—
রাধিকাবিরহে শুক্তিরের মনোর্ত্তি বর্ণন, তদনন্তর
উদ্ধাব দারা রন্দাবনে গোপ গোপী বিশেষতঃ রাধিকার
নিকট বার্তা প্রয়োগ বর্ণন। প্রারম্ভ — "সাক্রীভূতের্ণব
বিটপিনাং" ইত্যাদি। সমাপ্তিবাক্য—" শ্রীদামাজৈঃ
শিশু সহচরিঃ ইত্যাদি।

রন্দাদেব্যফক।—অন্নয়ূপ্ছদ্দেরচিত। প্রস্থকর্তা জ্ঞারপ গোস্থামী। বিষয়—রন্দাগুণকীর্ত্তন। প্রস্থ-সংখ্যাচা প্রায়ম্ভ বাক্য—

> রন্দাবনাধি দেবীত্ব সচ্চিদানন্দ রূপেণী। সততৈশ্ব্যসংযুক্তাব রন্দাদেবীৰ নমাম্যহম্।

সমাপ্তি বাক্য-

ষঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় রুদ্ধাদেব্যষ্টকম্ শুভম্। রাধাশোবিন্দ পাদাজে প্রেমভক্তি লভেদ্ধুবং॥ শীরূপ চিন্তামনি।—শার্দ্দ্রবিক্রীড়িত চ্ছন্দে বির-চিত। শীরূপ গোস্থামি কর্তৃক বিরচিত। বিষয়— শীভগবদ্রপ বর্ণন। গ্রন্থ্যা ৩২ শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য—

চন্দ্রাৰ্দ্ধং কলশংত্রিকোণ ধন্নজীথং গোষ্পাদং গ্রোষ্টিকাং" ইত্যাদি॥ সমাপ্তি বাক্য—

ইতি জীরপনোস্বামিন। বিরচিতঃ জীরপচিতামণিঃ পূর্ণঃ।
মথুরামাহাত্মা ।—সংগ্রহ গ্রন্থ। জীরপ গোস্বামী
ইছার সংগ্রহকর্তা। বিষয়—মথুরা তীর্থের মাহাত্মাবর্ণন
ও স্তুতি। শ্লোকসংখ্যা অন্যুন ১৫০০। প্রারম্ভ বাক্য—
—হরিরপি ভন্ধানেত্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদতি নতুভক্তি।
বিহিত তত্মতি সন্ত্রাং মথুরে ধন্যাং ন্যামি তাং।
সমাপ্তি বাক্য—

ইতি মধুরা মাহাত্ম্য সংগ্রহঃ।

ললিতমাধব নাটক।—গ্রন্থকার জীমজপ গোস্বামী।
১০ দশ অংশে বিভক্ত। অংশের নাম অস্ক। অবলম্বিত বিষয় জীরাধাক্ষলীলামাহাত্ম্য বর্ণন। সংখ্যা
গদ্য পদ্যে অন্যুন ৩০০০ তিন সহত্র শ্লোক। প্রারম্ভ বাক্য নান্দী—

সুররিপু সুদৃশাসুরোজ কোকান্ সুখকমলানিব থেদয়নখণ্ডঃ। চিরমথিল সুক্ষচেকোর নান্দীশতু মুকুন্দ যশঃ শশীমুদংবঃ। ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য-

যাতে লীলা + + + পরিমলোদ্গারি বন্যা পরীতা,
ধন্যা ক্লোণী বিলসতি রভা মাধুরী মাধুরিভিঃ।
ত ত্রাস্মাভিশুটুল পশুপীবাভ মুগ্ধান্ত রাভিঃ।
স্বীতন্ত্বং কলয় বদনোলাসি বেণুর্বিহারং।
ক্বঞা প্রিয়ে! তথান্ত—তদেহিস্যস্থ স্তবাভ্যর্থনা মবন্ধ্যাং।
করবা বেতি সর্বেক করতো নিক্ষ্যান্তাঃ সংক্র।
থণ্ডের নাম বিভাগ। পূর্ণ মনোরথো নাম দশমোহক্ষঃ পূর্ণঃ।

ভক্তিরসাস্ত সিকু।—সংগ্রহ গ্রন্থ গ্রন্থ জীরপ গোস্বামী। চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম, পূর্বে বিভাগ। দিতীর, দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়, পশ্চিম বিভাগ। চতুর্ব, উত্তর বিভাগ।

পূর্ব্ব বিভাগও চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম
লহরী। প্রথম, সামান্য ভক্তিলহরী। দ্বিতীয়, সাধনলহরী। তৃতীয়, ভাবলহরী। চতুর্থ, প্রেমনিরূপণ
লহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অন্মভাব, সাত্মিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ী ভাবাখ্য লহরী।

পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী। শাস্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুরাখ্য, সংগ্রাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে নয় লহরী। গোণ রসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য,

বৈর, সংযোগ, রসাভাসাখ্য লছরী; রস, ছাম্মাখ্য লছরী।

পূৰ্ব্ব বিভাগে বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্ৰেম প্ৰভৃতি নিৰ্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অন্মভাব, দাত্ত্বিভাব, ব্যভিচারীভাব, ও স্থায়ী ভাব, প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্থাদি ভাব নির্ণর ও তাহার উপযোগ।

উত্তর বিভাগে—গৌণ রস ও মুখ্য রস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আমুষঙ্গিক অহাক্স রস ভাবাদির অঙ্গ বিচার।

গ্রন্থ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে চীকা ৩৬৪৪, মূল ৩২৫। টীকার নাম হর্গম সঙ্গমনী। ১३৬৩ শকে এই গ্রন্থ রচিত। প্রারম্ভ বাক্যা—

অথিল রসায়ত মূর্ক্তিঃ প্রস্থার রুচিরুদ্ধ তারকা পালিঃ। কলিত শ্যাম। ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

সমাপ্তি বাক্য-

ইতি এতিজ্বিসায়ত সিদ্ধে উত্তর তাগে গোণতজ্জি নিরপণে রসাতাস লহরী নবমী। সমাথোচয়থ চতুর্থো বিভাগঃ। রামান্ধ শক্র গণিতেশাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনারথ। তজ্জি রসায়ত সিন্ধুর্বিটিক্কিতঃ ক্ষুদ্র রূপেগ। ইতি এতিজিরসায়ত সিন্ধুঃসমাপ্ত॥ টীকাকার জীব গোস্বামী।

শ্রীনন্দ নন্দনাফকং।—জীমজপ গোস্বামি বিরচিত। শ্রীকৃষক্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক—

স্মচারু বজু মণ্ডলং শ্রুতিঞ্চ রত্ন কুণ্ডলং। স্মচর্চিতাঙ্গ চনদুনং নমামি নন্দুনন্দনং।

চাটু পুষ্পাঞ্জলি।— জীরপ গোস্বামিক্ত। জীরাধা স্তোত্রং। ২০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক—

নবগোরোচনার্গোরীং প্রবরেন্দি বরাষরাং। মনিস্তব কবিদ্যোতীং বেণী ব্যালাঙ্গণা ফণাং॥

শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলিস্তবঃ।—শ্রীরপ গোস্বামি বির-চিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নবজলধর বর্ণ চম্পকোস্তাসি কর্ণ বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফ্রেমন্দ হাস্যম্। কশক রুচি ছুক্লং চারু বর্হাবচ্লং কমপি নিখিল সারং নৌমি গোণী কুমারম্।

खरावनीत क्षांक ममूर मानिमी, ठिज, जनधत माना, तिल्पी, जूनक, शक्यिकी, जूजकथत्रांठ, व्यक्षिपी, जूर्तिकार्ज, भार्म् निष्की ज़िल्ड फ्ट्रिंग तिल्छ।

বিদ্ধা মাধ্ব নাটক।— জীরপ গোস্থামি বিরচিত। জীরাধাকুফের লীলা বর্ণন গ্রন্থ। দশ অক্ষে সম্পূর্ণ। গীতাবলী।— জীসনাতন গোস্বামিক্ত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি সংগীতে বর্ণিত।

শ্রিভক্তিরসাম্তিসিক্কুর বিন্দু।—অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসায়তিসিক্কো চুম্বক রসাভাসলহরী নামক গ্রন্থ।—
 শ্রীরপগোস্বামিক্ত। এখানি ভক্তিরসায়তিসিক্কু হইতে
সংক্ষেপে সংকলিত।

প্দ্যাবলী।—জীরপগোস্বামিক্ত। জীক্ষলীলা-বিষ-রক সংগ্রহ গ্রন্থ। ৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্যুকুন্দ সম্বন্ধ বন্ধুর পদাপ্রমদোক্ষি-সিন্ধুঃ। রষ্যাম সম্বন্ধ তমসাং দমনীক্রমেণ সংগ্রহতে ঋতিকদম্বক কৌতুকার (১)

সমাপ্তি বাক্য-

জয়দেব বিল্ল মঙ্গল মুথেঃ ছতায়েত সন্তিসক্ষ ভাঃ। তেষাং পদ্যানি বিলাস সমাজতানীতরাণ্যত্ত । ইতি জীমজপ গোস্থা-মিনা সংগৃহীতা পদ্যাবলী সমাপ্তাঃ।

নাটক চন্দ্রিক। — জীরপ গোস্বামিক্ত। নাট-কাদির লঁক্ষা তথা নারিকাদি ভেদ কথন। ভরত মুনি প্রণীত নাট্য শাস্ত্র এবং সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি প্রদিদ্ধ অলম্বার প্রস্থ হইতে সংকলিত। যথা— বীক্ষ্য ভরতমুনি শাস্ত্রং রসপূর্ব্বস্থাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদিলিখ্যাতে নাটকস্যেদং।
নাতীব সঙ্গতত্বান্তরতমুনের্মতং বিরোধান্ত।
সাহিত্য দর্পণীয়া নগুহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ।

গোবিন্দ বিরুদাবলী। __ জ্ঞারপরত। ন্তব গ্রন্থ। প্রারম্ভ ক্লোক—

ইয়ং মঙ্গল রূপাস্যা গোবিন্দ বিরুদাবলী। ষস্যাঃ পঠনমাত্রেণ জীগোবিন্দ প্রসীদতি॥ শেষ শ্লেশক—

ষত্তে তি বিরুদাবল্যা মণুরামণ্ডলে ছরিং। অন্যা রম্যুয়া ততিত্ম তুর্ণ মেষ প্রতুসতি॥

গোপাল চম্পু 1—জীবরাজ ক্ত। গোপাল-লীলা-বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য—

অন্তোজ্মরমত্যনম্প করকা ভূঙ্গাবলী মেকতঃ পঞ্চেষোঃ শরমন্যতোহর্দ্ধশশিনং স্কুতে নবপন্নবং। ইত্যাদি—

পরিসমাপ্তি বাক্য-

মদয়তি মনে। মদীয়ং ভন্নজ্ঞষন ভারতীরস বিলাসঃ। কিমু স্মুতন্ত্ নীর বিহারী নহি নহি চম্পূ বিহারোংয়ং॥

(২য়) ষট্ সন্দর্ভ।—এই গ্রন্থ শ্রীমন্তাগবতের চীকা ছানীয়। ছয়টী মহা প্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা— (১ম) তত্ত্ব সন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎ সন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভ। (৪র্ঘ) কৃষ্ণ- সন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভ। গ্রন্থ-কার জীব গোস্থামী।

বিষয়-

তত্ত্ব সন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতের প্রধানতা,—ভাগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য,সামাকাকারে তত্ত্ব নির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবৎ সন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব যোগ্যতা, বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্গন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপের সশক্তিকতা, বিশুদ্ধ শক্তির আগ্রহাতা, শক্তির অচিন্তাতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকতা, শক্তির নানাত্ব, শক্তির আন্তরন্ধাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণ-স্বরূপতা, স্থল স্থানাতিরিক্তত্ত্ব, প্রত্যক স্বরূপতা, স্থল স্থানাতিরিক্তত্ব, প্রত্যক স্বরূপতা, স্থল স্থানির অপ্রাকৃতত্ব, প্রী বিগ্রহের পূর্ণ রূপতা, বৈকুণ্ঠ, পরিস্থদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, বিপাৎবিভূতি, অন্থভাবান্থ্যারে ঋষিদিগের ব্রহ্মে আন-ন্যোৎকর্ষতা, ভগবানের লক্ষণ বর্ণনা, প্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তি প্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্ম নন্দর্ভে।—পরমাত্ম ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের

অভেদ এবং জগৎ হইতে প্রমান্থা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, স্থামির অভিপ্রায় প্রকাশ, নিগুণ ঈশ্বরে কর্ত্ত-ত্মাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

- (8र्थ) भैक्ष मन्दर्ভ-भैक्रायत स्वतः खरार खरार অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবান স্থামিত্ব যেক্ত্রনা, অবতার প্রসন্ধ, জীকুষ্ণে শাস্ত্র মাত্রের তাৎপর্যতা, অভ্যাস, প্রতিনিধি বাক্য, গতি শাস্তের ভগবানই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি শাস্ত্রের গতি, একুফে শাস্ত্র সমন্তর, অংশ প্রবেশ যুক্তি, জ্রীকৃষ্ণ রূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি সত্বেই নিত্যতা, গোলোক নিরূপণ, রুন্ধাবনাদির নিত্যতা, গোলোক রন্দবিনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদ্বগণ ও গোপালগণ তাঁহার নিত্য পরিবার, প্রকট ও অপ্রকট লীলাব্যবন্থা, বিভুত্ব সত্তেই রন্দাবনে স্থিতি, হুই প্রকারলীলার সমন্বয়, গোকুল মণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশর, কুফমহিষীগণের স্বরূপ শক্তিম, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোশীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।
- (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভে—ভগবান ভক্তমাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব নিশ্চয়, অন্বয়

ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণ বহিমুথের নিন্দা, কৃষ্ণে অনপিত কর্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জান মার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্কাফল দাভৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধতা, উরিথিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নিগুণিত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, পর্মানন্দর কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা প্রভেদ, সংসঙ্গতা, ভগবং প্রাপ্তির নিদান, মহত্ত্বের লক্ষণ ও তংপ্রভেদ, সং বিশেষ লক্ষণ, গুর্কাশ্রের বিবেক, ভক্তিভেদে জ্ঞানভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরু সেবা, মহাভাগবং প্রসন্ধ, তংপরিচর্য্যা, সামায়তঃ বৈষ্ণব সেবা, প্রবণাদি জ্ঞানান্দে বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভক্তনাবিশেষ, সিন্ধিক্রম ইত্যাদি।

(৬ষ্ঠ) প্রীতি সন্দর্ভে—ভগবৎ প্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তত্ত্বারা মুক্তি, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভেদ, জীবনুক্ত ব্যক্তির উৎ-ক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সজোমুক্তি, ও ক্রম মুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবনুক্তের লক্ষণ, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহু ভেদে সাক্ষাৎকারের দৈবিধ্য, উৎক্রোন্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তিভেদ, সামীপ্য

মুক্তির আধিক্যতা, ভক্তির মুক্তি সাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, উপগতি, সমাধান, ভগবং প্রীতির স্বরূপ मक्सन ७ उठेष्ट लक्सन, आविडीव विरमय, श्रीजि लक्सन, বাক্যের নিষ্কর্য, জ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তি প্রভেদ, ব্রজদেবীগণের শুদ্ধ প্রেমতা, জ্ঞান-ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষতারতম্য, ঐশ্বর্যা মাধু-র্যাদির অভুত্তব তারতম্য, গোকুলবাদিগণের শ্রেষ্ঠভু, তম্বাে স্থাগণের শ্রেষ্ঠতা, তম্বাে গোপান্ধনারা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা, ভগবৎ প্রীতির রসত্ব श्रापन, जनवन विভाব, मत्मृह निदाम, डेहीयन বিভাব, গুণ কথন, বিরোধিগুণকথন, প্রেম, ধীরো-माजामि-প্রভেদ, ঐশ্ব্যামাপুর্যাদি, ধর্মজ্ঞান লীলার ममाधान, डेकी भक जवा ७ का नानि, श्रका मानी नात আ্ধিকা, অভুভাব ও সঞ্গরি ভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গোণ রদের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শাস্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, প্রশ্রম ভক্তিরস, वारमना, रेमजी, वल्ला एक, मन मानानि, छेमीशन বিভাব, অত্নভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মক ভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিভাগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ

সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেমবৈচিত্তাখ্যসংভোগ, প্রবা-সাখ্যসংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্যসংভোগাদি।

গ্রন্থ্য।

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে—২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে— ১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে —৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা।

্ম ২৫, ২র ১২২, ৩র ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

গোপাল ভট ।

গোপাল ভট ভটমারি নামক প্রামে জন্মপ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বঙ্কট ভট। ঐতিচতম্যদেব চতুর্মাস্থা করিয়া চারিমাস গোপাল ভটের আবাদে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত অতীব স্থ্যতা হওয়াতে তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সত্ত ঐতিচতম্যদেবের মুখকমলনিঃসৃত উপদেশমালা প্রবণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করত ঐরন্দাবনে যাতা করিলেন; পথি মধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাদে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য

ছইয়া যতিবেশ পরিপ্রছ করতঃ রন্দাবনে উপস্থিত ছইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ, সনাতন, এবং জ্রীজীব কর্তৃক রন্দাবন-মাহাল্মা বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, জ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপাল ভট্ট, রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্তদাসকে পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অভাপি রাধারমণ বিপ্রহের সেবায় নিযোজিত আছেন।

গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন গোস্বামীর প্রীতিবৰ্দ্ধনার্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করেন। তাঁহার কৃত অন্ত কোন প্রস্থু এক্ষণে স্থ্রাপ্য নহে।

ভক্তি বিলাস।—নামান্তর হরিভক্তিবিলাস।—ধর্মকার্যা ব্যবস্থা প্রস্থা। প্রীমৎ গোপাল ভট্ট কর্ত্ব সংগৃহীত। বিংশ বিলাদে প্রস্থামান্তি। বিষয়—বৈষ্ণব
দিগের যাবৎ কর্ত্তবাতা অন্তান নির্বি প্রভৃতি। দীকার
নাম দিগ্দর্শিনী। প্রস্থায়া—অন্যুন ৮০০০ শ্লোক।
প্রারম্ভ বাক্য—

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রে ঐ বৈক্রবানাং প্রমুদেহক্ত সালি-খন্। আবিশ্যকং কর্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সাঙ্গং সমাছত্য সমস্ত শাস্ততঃ।

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীনন্দস্করমুকুন্দপদারবিন্দ প্রেমাইতাব্বিরস তুন্দিন মানসার নানার্থরন্দমত্নসন্ধতে নচস্বং তেষাং পদাক্ত মকরন্দ মধুরতঃ স্যাম্। ইতি শ্রীকোপালভট্টবিন্দিখিত শ্রীভগবন্তক্তি বিলাদে প্রাসাদিকো নাম বিংশো বিলাসঃ। স্মাপ্টোইয়ং ভক্তিবিলাসঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব ইহাঁকে ভ্রমক্রমে গেড়ীয় ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া-ছেন, এবং তৎপাঠে স্কবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশারেও এতৎ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধিত হয় নাই; তথাহি হরিভক্তি বিলাস দীকা—" এরঘুনাথ দাসে। নাম গৌড় কায়স্থকুলাক্তভাস্করঃ।" রঘুনাথ দাস অতীব ধনাত্য ব্যক্তির পুল্র। "ভক্তমালে" লিখিত আছে ইহাঁর পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল কিন্তু তিনি সমুদার ভুচ্ছ বোধ করিরা এক্রিফ চৈত্তাদেবের কুপা-কণা প্রাপ্তি জন্ম অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ভার্যাকে পরিত্যাগ করত পুৰুষোত্তম ক্ষেত্রে যাতা করিলেন। তথায় চৈত্রুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দাস গোস্বামীকে যৌবনাবস্থায় ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত সন্দর্শনে যাহার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ দাস শেষাবস্থায় রন্দাবনে রাধাকুতে বাস করিতেন। তথায় জ্ঞীরূপ, সনাতন, এবং গোপালভট্টের সঙ্গে বৈরাগ্যাবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। চৈতন্ত-দেব জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার অকাক বান্দণ আচার্য্যাণের কায় ইহার প্রতিও স্নেহের কিছুমাত্র ক্রটি হইত না। এজন্ম দাস গোস্বামীকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আচার্যাগণের আয় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞা ও ভক্তির জন্ম ইনি আচার্যাপদবাচ্য হইয়াছেন। রঘু নাথ দাস বিলাপকুমুমাঞ্জিলিস্তব রচনা করেন। ষড়-গোস্থামিনামাষ্টকে রূপ, সনাত্র, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ माम, बी की व, ववर शामान छह शासामीत वहेत्रभ স্কৰ লিখিত আছে যথা—

कृत्कारकोरकोर्डनमध् नर्डनशर्ता (अमाप्रजात्मानियी योर्ता ধীরজনপ্রিয়ে প্রিয় করে। নির্মাৎসরে। পূজিতে এটচতন্য-ক্লপাভরো ভুবি ভরো ভারাবছন্তারবো বন্দে রূপ সনাতনো त्रशुयूरणी क्रिकोय गांशीलरकी ।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত। – পভাষয় প্রস্থা রখু-নাথ দাস গোস্বামিকর্ত্ত্ব বিরচিত। সংস্কৃত, বসন্ততিলক ও শার্দ,লবিক্রীড়িত প্রভৃতি বহুবিধচ্ছদে গ্রথিত। বিষয় — এক্রি উদেশে সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ। আফু-यिक्त बिक्रक्षनीन। वर्ग। त्माक्रमः था। ১०১।

প্রারম্ভ কাক্য-

দং রূপমঞ্জরি সথি প্রথিতাপুরেং স্মিন্ পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যশীতি।

সমাপ্তি বাক্য—

বিলাপ কুন্মাঞ্জলি হৃদিনিধায় পাদায়ুজে
মারাবত সমর্পতি স্তব স্তনোতু তুক্তীম্ মনাক্।
ইতি জ্বীমন্তয়ুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতঃ জ্বীবিলাপকুন্সাঞ্জলি স্তব সমাস্থিঃ॥

মনোশিক্ষা।—শিখরিণী প্রভৃতি চ্ছন্দে নির্মিত উপদেশ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তা জীরঘুনাথ দাস গোস্থামী। বিষয়—কৃষ্ণভক্তিরসে মনোমজ্জন করা। গ্রন্থ সংখ্যা ১২ শ্লোক। প্রারম্ভ

অথ মনোশিকা। গুরোগোর্চে গোষ্ঠাল ইত্যাদি।

কবিকর্ণপূর ।

১৫২৪ খ্বঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী
নামক প্রামে জন্মপ্রহণ করেন। ইনি বৈছাকুলোদ্ভব
শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইহার পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস,
তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্যরচনার অসীম চাতুর্য্য
সন্দর্শনে কবিকর্ণপূর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপূরকৃত কাব্য ও নাটক সমুদায় ভক্তি-রস-প্রধান এবং
তাহা বিবিধ শদালস্কারে ভূবিত। ইনি প্রথমে অলক্ষার-

কোস্তুভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নামক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আমন্দ-রুন্দাবন-চম্পূর্চনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হইল। ইহার রচনাপ্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিমে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপুর।

इन्मंपरन कूक्षपरन जमारलज जरल, রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে, বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচজ, (कह्वा मुक्री एक मधा, कह करत तक, পেয়ে খ্যামগুণমণি গোকুল রতন, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি স্থমোহন। শ্রামবামে জ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপদী)। ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শণী॥ পাইয়া নয়ন দিব্য হরির রূপায়। मानत्मत পটে তুমি এই সমুদায়॥ হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত, " আনন্দ জীরন্দাবন " করিলা রচিত। গদ্য পদ্য ময় তব চম্পূ মনে হর। অবণে ভাবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর॥

কবিকর্ণপুর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গোরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। শেযোক্ত নাটকখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অমু-রূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্থামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিক-পূর কর্ত্ত্বক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়জীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া গাকেন।

অলস্কার কে স্তিভ।—অলস্কার প্রস্থ। ঐকবিকর্ণপূর কর্ত্ত্বক বিরচিত। বিষয়—ধ্বিস্থারপ ও কাব্যস্থারপ প্রভৃতি কাব্য গত সাধারণ তত্ত্বনির্ণায়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি নির্ণায়, রসভাবাদি নির্ণায় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে প্রস্থ সমাপ্তি। প্রস্থা অন্যন ২০০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্তা প্রস্থ-কার স্বয়ং।

চৈতন্য চল্ডোদয় ।—নাটক গ্রন্থ । কবিকর্ণপুরকর্ত্ত্ব নির্মিত। বিষয়— শ্রীচৈতত্তদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্মাদি বর্ণন। ১০ দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে—কল্যধর্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে—ভক্তিবৈরাগ্যাভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে—প্রেমনৈত্রী অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে—শচীদেব্যভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে—

ভগবরিত্যাদির অভিনয়, ৬ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দান্ত-ভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্কভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে—জীক্ষ চৈতন্য সর্কভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে—কিন্নরাদ্যভিনয়, ১০ ম পরিচ্ছেদে—রাজা রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক বা অভিনয়। প্রস্থান—অন্যন ০০০০। প্রারম্ভ বাক্য—

নিধিযু কুমুদ পাত্ম শাঞ্জ মুখেয়স্ত্রকরো নবভক্তি চক্ত্র-কান্তির্বিরচিত কলিকোক শোক শাঙ্কু বিষয়—ত্যাংসি হিনন্ত গৌরচক্রঃ॥

নান্দ্যন্তে স্ত্রধার ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাকা--

আকম্পং কবয়ন্ত নাম কবয়ে। যুগ্দিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়ন্ত নর্ত্তকগণা শৃণুত্ত পশ্যন্ত্তাঃ।
সভামংসরতাং তাজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা
সন্তু ক্ষোণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভজ্যাপ্রজাঃ পান্তু চ।
ইতি মহামহোৎসবো নাম দশমোংকঃ।
সমাপ্র মিদং চৈত্ন্য চল্ডোদ্য নাম নাটকং।

জীগৌরগণোদেশ দীপিকা।—খণ্ডকাব্য। কবি-কর্ণপুর ইহার প্রণেতা। মন্দাক্রাস্তা প্রভৃতি দীর্ঘছন্দে প্রথিত। বিষয়—জীগৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের মহিমা বর্ণন। প্রস্থা ২২৪।

প্রারম্ভ বাক্য-

যঃ শ্রীরনাবনভূবিপুরা সচ্চিতানন সাল্র ইত্যাদি। সমাপ্তি বাক্য-

> শাকে * * গ্রহমিতে মন্ত্রনৈব যুক্তে। গ্রন্থোয় মারিরভবৎ কথ্যস্য * *।

ইতি জ্রীকবিকর্ণপুর বিরচিত। জ্রীগোরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্ত।। জ্রীমন্দ্রোরগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।

দীপ্যতাং প্রমানন সন্দোহোভক্ত বেশ্মনি।

র্হৎগণে দেশনীপিকা। — সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তা শীকবিকর্ণপুর। বিষয় — শীকৃষ্ণ ও তৎ স্থীগণের পরি-বারাদি বর্ণন। সংখ্যা — অনধিক ৫০০, আরম্ভ —

যে বিশ্রুতাং পরীবারাঃ রাধা মাধবয়োচিই। তরিয়োগশ্চ লীলাশ্চ তথা পরিকরা দয়ং। ইত্যাদি। সম্পৃত্তি বাক্য—

> কলাবতী রসবতী জ্রীমতীচ সুধামুখী। বিশখ্য কোমুদী মাধ্বী শরদাশ্চাষ্টমীস্মৃতা। ইতি রহৎগণোদ্দেশদীপিকা সমাগু।।

আননদর্বদাবন চম্পু।—গদ্য পদ্যময় কব্য প্রস্থ।
রচয়িতা কবিকর্ণপুর। শার্দ্দুলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রাস্তাও শিথরিনী প্রভৃতি দীর্ঘদ্দেশে প্রথিত। বিষয়—জীক্ষ-লীলারস বর্ণন। প্রস্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তন্তির গদ্য প্রায় ১০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক।

দাবিংশ স্তবকে অস্থ সমাপ্তি। টীকার নাম স্থবর্দনী। টীকাকারের নাম জীর্দাবন চক্রবর্তী। টীকার সংখ্যাও প্রোয় প্রস্থাবর তুল্য।

আরম্ভ বাক্য-

বন্দে বন্দে জ্রীক্ষপদারবিন্দ যুগলং যক্মিন ক্রস্কীদৃশাং বন্দোজ প্রণয়ীক্তে বিলসতি স্নিধ্বোহঙ্গ রাগে স্বতঃ। কাশীরং তল শোণিমোপরিতনঃ কন্ত্রেকা নীলিমা জ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তি লহরী নির্দ্ধ্যাজমাতরতে॥

সমাপ্তি বাক্য—

শ্রীচৈতন্য ক্লঞ্চ করুণোদিত বাক্বিভূতিশুন্দাত্র জীবনধন্স্য পুত্রঃ। শ্রীনাথপাদক্মলস্থৃতি শুদ্ধ বুদ্ধিশচম্পুমিমাৎ রচিত্রান কবিকর্ণপুর॥

বিবেক শতক।— জীগোপাল ভট্টের গুৰু জীপ্রবোধা-নন্দ সরস্বতী কর্ত্ত্ক বিরচিত। মন্দাক্রণন্তা এবং শিখরিণী চহন্দে অথিত। বিষয়— বৈরাগোদ্দীপক জীক্ষণ্ডক্তি বর্ণন। ক্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য---

দেহঃ প্রাত্থাবিরস সরসং ক্ষীণ মারুর্মমাভূৎ। স্বস্পা শক্তির্বিষম বিষয়গ্রাহিণী যেন্দ্রিয়াণাম্।

দূরে ব্লনাবন তটভূবং স্বেদ ভেদ প্রদায়াঃ কিং কুর্ব্বো২ছং * * * *
সমাপ্তি বাক্য—

বংশীনাদ বিমোহিত: হিতাখিল জগজ্জতো কিশোরাক্ততো জ্ঞাক্তফে রতিরস্ত * * * * * *
ইতি জ্ঞাপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং বিবেক শতকং সমাপ্তং। জীজী চৈতন্যচন্দ্রাস্ত গ্রন্থঃ।—প্রবোধানন্দ সর-স্বতী কৃত। শচীনন্দন গৌরান্দের স্তব্যাস্থা শ্লোক-সংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ।

প্রথম শ্লোক—

ন্তমন্তং হৈতন্যাক্কতিমতি বিমর্যাদ পরমন্তুতে দার্থং বর্ষাং ব্রজপতি কুমারং রস্থিত্ম। বিশুদ্ধ সংপ্রেমোন্দ মধুর পীর্ষ-লহরীং প্রদাতং চান্যেভঃ পরপদ মবদ্বীপ প্রকটম্॥ টীকার নাম—রদিকাস্বাদিনী।

শ্ৰীমদ্ভাগবত।

নিগম কপাতরোর্গালিতং ফলং। শুকমুখাদমতদ্রবসংযুতম্॥ পিবত ভাগবতং রসমালরং। মুহরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ॥ ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্ত্বক অনুবাদিত। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সত্যরত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত।

জ্রীভাগবত অতি আদরণীয় মহাপুরাণ এবং ভক্তি-মার্গের কপাতক স্বরূপ। বৈষ্ণবসম্পাদায়ে সানাত্তে অতি পবিত্র হৃদয়ে সচন্দন তুলসী পত্তে এই মহন্দ স্থের পুজা করেন এবং পৌরাণিকগণ বিশুদ্ধ তানলয় স্বর-সংযোগে কথকতা দারা ধনাত্য আর্থ্য ধর্মাবলম্বী মহো-দয়গণের নিকট হইতে বিপুল ব্লুত্তি লাভ করিয়া থাকৈন, অন্তান্য পুরাণাপেক্ষা ইহার রচনা অতি প্রাণাচ্; সংক্ষত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থ-বোধ হওয়া হুষ্কর; এজন্য কেহ কেহ ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহেন যে পুরাণ সমূহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, সে স্থলে বেদব্যাসের লেখনী কি জন্য এই কঠিন অন্থ প্রসব করিবে ও অন্য পুরাণনিচয়ের রচনার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, স্থতরাং এক জন পৃথক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কতিপয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন এই অস্থ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব গোস্বামীকৃত। বোপদেব দেব-

গিরি * নগরাধিপ হেমাদ্রির সভাসদ ছিলেন। ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ বৰ্ণ ফরাণীশ ভাষায় অনুবাদিত ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে বোপদেব ১৩০০ খ্রীঃ অবেদ বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণে ভাগবতকে ঋষি-প্রণীত না বলিলে অবশ্যই প্রাচীন সম্প্রদায়েরা খড়গ-হস্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু ভাগবত ঋষিপ্ৰণীত নহে বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাণী ভবানীর সভায় তুমুল সংথাম উপস্থিত হইরাছিল। লওনসং ইফটিইণ্ডিরা কোম্পানীর পুস্তকালয়ে এতৎ সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হওরা গিয়াছে। প্রথম থাত্বের নাম "ছজ্জনমুখ-চপেটিকা"—এখানি রামাঅমকৃত; ইহাতে ভাগবতের প্রাচীনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রিতীয় পুস্তক প্রথম গ্রন্থের প্রতাত্তর, কাশীনাথ ভট্ট কৃত "ছর্জনমুখমহা-চপেটিকা", ইহাতে ভাগবত আধুনিক গ্রন্থকারের প্রণীত বলিরা প্রতিপর করা হইরাছে। তছত্তরে "ছর্জন-মুখপদ্ম পাছকা " রচিত হইয়াছিল; ইহাতে প্রস্কার বিপক্ষ বর্গকে অত্যন্ত শ্লেযোক্তি করিয়া ভাগবত বেদ-বাাস প্রণীত প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভির পুৰুষোত্তম ত্রোদশ প্রমাণ দ্বারা ও মিতাক্ষরার টাকাকার বালভট্ট পুরাণ শব্দের সমালোচনায় ভাগবত ঋষিপ্রণীত

^{*} দেওঘর বা দৌলতাবাদ।

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক সাল্ভেও বঙ্গীয় বৈষ্ণৰ সম্প্রদায় ভাগাৰতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই অস্থের স্থাধুর রসপানে মোহিত হইয়া রূপ, সনাতন, জীব, প্রভৃতি বল্পীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-রুন্দ বহুবিধ নানারস সমাকীর্ণ নাটক ও চম্পু প্রাণয়ন করত সংক্ষৃত স†হিত্য-সংস†র উজ্জ্বল করিয়†ছেন, এবং এই প্রস্থা পাঠে মোহিত হইয়া চৈত্রদেব শান্ত, দাস্থ্য, मथा, वाष्मना, मधूत ভारवामीशंक विक्षव धर्म वस्रामान প্রচার করিয়াছিলেন। কেন্থ বিলুস্থ কোকিলকণ্ঠ জয়-দেব জীভাগবত পাঠে মোহিত না হইলে কখনই ভাব-দিন্ধু মন্থন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিতে সক্ষম হইতেন না। গাৰুড় পুৱাণে লিখিত আছে * যে ভাগ-বত ১৮০০০ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে বেদ বেদান্তের সার অংশ সমুদ্ধ ত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইছার সুধা পান করিয়াছেন তিনি আর অন্ত ধর্ম-প্রস্থ পাঠে বিরত অত্নবাদ ৺ মুক্তারাম বিভাবাগীশ কর্তৃক প্রচারিত

^{*} এন্থে হিন্তাদশ সহত্রঃ জ্রীমন্তানবতাবিধঃ।
সর্ব্য বেদেতিহাসানাং সারং সারং সারং সমুস্তম্।
সর্ব্বেদান্ত সারং হি জ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসায়ত তৃপ্তাস নান্যব্যাদ্রিভিঃ কচিৎ॥

হইরাছে, কিন্তু এপর্যান্ত মূল, এধির স্বামীর টীকা ও অহ্ন বাদসহ কেহই প্রচার করেন নাই; সেই অভাব পূর-ণার্থ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিজ্ঞারত্ব ভাগবত তত্ত্ব-বোধিকা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

'' গানৈর স্মান আর নাহিক ভজন।"

G Is there a heart that Music cannot melt?"

Beattie.

ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র।

শশধরের বিমল রশ্মিজালে বিভূষিত, চতুর্দ্দিক শুল্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রস্থন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক
সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত
কোতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতার বিটপী
সমুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের
বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন; শুনিয়া বনদেবীও
বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর! এমত
সময়ে সদ্মীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধনি
শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপুর্ব্ব রসে গলিয়া যায়।
অরফিউসের সদ্মীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত
হইত, স্থতরাং মানব-হৃদয় যদি সদ্মীতে দ্রব না হয়,
তবে দে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয়;
কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ। লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক একব্যক্তি ছিলেন, যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন তিনিই উহা নানাবিধ স্বরে গান করিতেন, পরে লিগিবার প্রণালী সৃষ্টি হইলে ঐ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিকস্কুত্ত প্রণয়নানন্তর গান করিতেন, তাহার মধ্যে সামবেদ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎস্বর দারা গেয়। সামগান
দ্বিধি, প্রাম্য ও আরণ্যগান। এই সকল গানাদির
বিধি ও স্বরাদি নিরূপক প্রাচীন প্রস্তের নাম নারদীয়
শিক্ষা। সামবেদের গান্ধ্রব্বেদ উপবেদ। উহা ভরতমুনিক্ত তথাহি প্রস্থান ভেদ:—

গান্ধর্কবেদ শান্তং ভগবতা ভরতেন প্রণীতং।
তত্রগীতবাদ্য নৃত্যভেদেন বহুবিধাহর্থঃ। নানা মুনিভিঃ প্রণীতং তৎসর্ক্ষন্ত চ সর্ক্রন্ত লৌকিকবং প্রয়োজন
ভেদোদ্রফীব্যঃ।

ভরতের গান্ধর্ববেদ এক্ষণে অতীব হুপ্রাপ্য; কিন্তু এই প্রস্থের মতাদি অন্যান্ত প্রাচীন সংক্ষত সন্দীত বিষয়ক প্রস্থে সঙ্গলিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের সন্দীত-শান্ত বেদ-মূলক। ঋবিগণ, দেবতাগণ সকলেই এই সন্দীত গান করিতেন। অন্যান্ত শান্তের ন্তায় হিন্দুদিগের সন্দীতশান্ত পৃথিবীর সমস্ত জনপদের সন্দীত বিদ্যান্ত অপেক্ষা প্রাচীন। সামবেদীয় আরণ্য সংহিতার ন্তায় সন্দোবব্যঞ্জক মনোহর প্রাচীন সন্দীত আর কোন্জাতির আছে? এক্ষণে সন্দীত বিদ্যার যেরপ হতাদর

হইয়া উঠিয়াছে, আ্র্যকালে সেরপ ছিল না। ঋষিগণ সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা স্বশিষ্যবর্গকে অতীব যতু সহকারে শিক্ষা দিতেন। মহামুনি ভরত সদ্দীতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, তিনি স্বর্গে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তৎকৃত নাটা শাস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই প্রস্তু অবলম্বন করিয়া আ্লঙ্গারিকেরা সংস্কৃত অলঙ্কার প্রস্তু সকল রচনা করিয়াছেন। ভরতের পরে সোমেশ্বর, কলিনাথ এবং হতুমন্ত সঙ্গীতশান্ত্রের অতুশীলন করেন। ইহাঁদিগের পরস্পারের মত বিভিন্ন। সোমেশ্বর ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হরুমন্ত মত, এবং কল্লিনাথ মত, এই চারি মত সাকৃত রাগাবিবাধে প্রয়ে সংকলন করিয়াছন। শাস-কিশ্দেদে লিখিত আছে অধুনা হলুমন্ত মত প্রচলিত। হর্মন্তকৃত প্রাকৃ সপ্ত অধ্যারে বিভক্ত; প্রথম স্বরাধ্যার, দ্বিতীয় রাগাধ্যায়, তৃতীয় তালাধ্যায়, চতুর্থ নৃত্যাধ্যায়, পঞ্চম ভাবাধ্যার, ষষ্ঠ কোকাধ্যার, সপ্তম হস্তাধ্যার। এই প্রস্থা এক্ষণে লোপ হইয়াছে। পূর্বের অসংখ্য সংক্ষৃত সঙ্গীত প্রায়ু প্রচলিত ছিল, এক্ষণে শুভঙ্করকৃত সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত সঙ্গীত নির্ণয়, হরিভট্ট কৃত मधीजमात, मधीजार्गन, मधीज तङ्गाननी, পुरुरमाजम কৃত সঙ্গীত নারায়ণ, নারদপঞ্চমসারসংহিতা, শিহলন

কৃত রাগ সর্বাধ্যার, শার্কদেব কৃত সঙ্গীতরত্বা-কর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত স্থাকর, হরিভট্টকৃত সঙ্গীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীতসার, নারদ সংবাদ, নাদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত কোন্তভ, অন্ধকভট্টরত তাওবতরদ্বেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর, বিশ্ববস্কৃত ধনিমঞ্জরী, রাগার্ণবি, প্রভৃতি বহু অলু-সন্ধানে প্রাপ্ত হওয়াযায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন খানি সম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। ইহার অধি-কাংশ টীকাবিছীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মুর্থ লিপিকর-দিগের দোষে এতাদৃশ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে দন্তক্ষ্ট হওয়াও কঠিন, স্থতরাং সে গুলি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক; কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অন্ত সার কথা কিছুই নাই, এবং কোন খানি বা অলঙ্কার প্রস্তের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের প্র সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়া-ছিলাম যে ইছার মধ্যে मঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুছ কথা প্ৰাপ্ত হইব, কিন্তু আত্ম পাঠে এককালে হতাশ হই-লাম। এখানি এক প্রকার অলঙ্কার প্রস্থাত, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। শুভঙ্কর ইহার প্রারম্ভে লিথিয়াছেন—

ভাবো হাবান্থভাকো গতিসময় দশা স্থান দূতী বিভাবাঃ।
স্ত্রী পুংসো নাদগীত স্বরগমকগণা মৃচ্ছ নাবর্গতালাঃ।
প্রামো রাগাঙ ্গ্রিতাল শ্রুতি সচিবকলা বাদ্য মাত্রাঙ্গহারা।
নৃত্যন্ নির্দোষ গানানভিনয় রসাঃ ক্রঞ্জীলা বহনু॥
এ দিকে আশৃভ্স্বর অনেক কিন্তু ক্শক্তে কিছুই করেন
নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজনা ভরতমুনির পূর্বের্বি সংগীত ছিল বলিয়া অন্তৃত হয়, কিন্তু প্রত্থ প্রণয়ন প্রথা বা উপদেশ কোশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। ভরতের সময় হইতেই সংগীতের প্রস্থাদি প্রচার ও উপদেশ কোশল আরম্ভ হয়। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তরিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফল, মতভেদের স্থ্রপাত প্রভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্ষকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালেও অনেক প্রস্থা, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্কাণ্ আচার্য্য—এই কালেও অনেক প্রস্থা অনেক মত জন্মে। এই অর্কাণাচার্য্য কালের অবসান সময়েই সংগীতদর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীতপ্রস্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের প্রস্থৃ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমর্য অক্সান্ত সদীতগ্রন্থ বর্তমান সত্ত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রণম্য শিরসা দেবে পিতাম্ছ ম্ছেশ্বরে।
সংগীত শাস্ত্র সংক্ষেপঃ সারতোচ্য়ং ম্যোচ্যতে॥
ভরতাদি মতং সর্ক্ষালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ।
শ্রীমদামোদরাখ্যেণ সজ্জনানন্দ ছেডুনা।
প্রচরত্রেপ সংগীত সারোদ্ধারোহভিধীয়তে।
গীতং_____

সংগতিদর্পণের এই প্রতিজ্ঞাংশ পাঠে জানা যায় ইহার প্রণয়নকর্ত্ত্বী দামোদর; দামোদরের দ্বারা কোন অভিনব সংগীতের উদর হয় নাই, প্রস্থু প্রণয়নের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণের অগোচর সংগীতের সাধা-রণতঃ শিক্ষা দেওয়া মাত্র।

গীত শব্দে যেমন 'গান' বুঝার, সংগীত শব্দে আবার অন্য প্রকার বুঝার। নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই ত্রিতরকে লক্ষ্য করিয়া সংগীত শব্দটি প্রয়ক্ত হয়। যথা—

গীতং বাদ্যং নর্ত্রক ত্রয়ঃ সংগীতমুচ্যতে।

এই সংগীত আবার ছই প্রকার। মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সংগীত। বথা—

মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দিবিধং মৃত্যু।

এই স্থানের মর্ম কি ? বুঝি না। কোন্ রীতিতে ঐ ফুই প্রকার ভাগ নিষ্পত্তি হইল, তাহাও বুঝি না। বর্ত্তমান যে কিছু সঙ্গীত ব্যবহার প্রচার আছে, তাহা সব দেশী, তবে আবার "মার্গ সঙ্গীত" কোথায় পাইব ? কি দিয়াই বা বুঝিব ?

বর্ত্তমান সঙ্গীতাচার্য্য গোস্থামী মহাশার লিখিয়া-ছেন "দেবলোকে যাহা গীত হইত, তাহাই মার্গ সঙ্গীত"—এ উপদেশে আমাদের মনস্তৃষ্টি হয় না। অল্ল-সন্ধান করিয়া স্বরূপ বিজ্ঞান লাভেও সমর্থ হই না। তবে,

জ্বং বিদ্যালয় ক্ষিত্র প্রায়ুক্তং ভরতেনচ (৪)
মহাদেবসা পুরত্ত্তমার্গাখ্যং বিমুক্তিদং।
ততোদেশস্থয়: রীভ্যা যংস্যাল্লোকানুরঞ্জকং।
দেশে দেশেতু সংগীতং তদ্ধেশীতাভিধীয়তে।

দর্পণকারের এই মার্গদেশীর লক্ষণ ব্যঞ্জক শ্লোক এবং "মার্গ" এই নাম—এতহুভয় অন্তুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ বৎকালে গীত সকল কোন রীতির অন্তুগত হয় নাই, কেবল ৭টী স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান হইত, আর তাল (কাল পরিচ্ছেদক আ্যাত) মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মার্গ" এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর জাত লোকের। নানাদেশে নান। রীতিতে নানা প্রকারে
বিস্তৃত করিয়া স্দীতকে উন্নত করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত
বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসদ্ধীত যাহাই হউক, তাহা লইয়া
অধিক প্রয়াম প্রকাশ করা অনর্থক। যাহা দেশী
তাহারই সাল্পোপাদ্ধ বস্তু আমাদের জাতব্য ও শ্রোতব্য।

উপরোক্ত শ্লোকের অক্ষরার্থ এই যে,— শ্কেহিণ মুনি
মহাদেবের নিকট যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ভরতমুনি যাহা প্রয়োগ অর্থাৎ সাঙ্গোপান্দে বিস্তৃত ও
বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মুক্তিপ্রদ সঙ্গীত মার্গ নামে
অভিহিত হইল, অনন্তর, দেশ বিশেষের রীত্যভ্লযায়ী
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জক হইয় দেশে
দেশে গীত হইয়াছে—এই নিমিত্ত ইহাকে দেশী নামে
উল্লেখ করা হয়।" অপিচ, গীতসিদ্ধান্তভান্ধর নামক
প্রাপ্তে অবিকল এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

সন্ধীতের সাধারণ শক্তি অনুরক্তি। যাহাতে অনু-রক্তি জন্মে না, তাহা সন্ধীত বলিয়া গণ্য হয় না যথা— গীত বাদিত্র নৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরক্তি জন্মিবার ৭টা হেডু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শারীর ব্যাপার (১), অনন্তর নাদোৎপত্তি (২),তালাদি স্থান (৩),ত্রুতি (৪),শুদ্ধ (অবি-ক্নৃত) সপ্তস্মর (৫), বিকৃত দ্বাদশ স্বর (৬),বাদ্যাদি প্রভেদ চতুষ্টর (৭) যথা—

শারীরং নাদ সম্ভূতিঃ স্থানাদি শ্রুতয় স্তথা।
ততঃ শুদ্ধাঃ স্বরাঃ সপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী।
বাদ্যাদি ভেদাশ্জারো রাগোৎপাদন হেতবঃ।

এই সকল সন্ধীত শাস্ত্রাভ্রসারে অবশ্য জ্ঞাতব্য সান্ধীতিক বস্তু।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত স্বরে পশু ও পক্ষীর অত্নকরণ করিতে হই-বেক। ষড়্জে ময়ুরের ফায়, ঋষতে রুষের ফায়, গান্ধারে অজের ফায়, মধ্যমে ক্রোঞ্চ সদৃশ, পঞ্চমে বাসভীয় কোকিলের ফায়, ধৈবতে কুঞ্জর, এবং নিষাদে অশ্বের ফায়, স্বর অত্নকরণ করা বিধেয়। যথা—

> ষড়জ রোতি ময়রস্ত গাবোনর্দ্ধন্তি চর্ষতং আজো রোতিতু গান্ধারং ক্রোঞ্চঃ কণতি মধ্যমং॥ পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলা রোতি পঞ্চমং। ধৈবতং কুঞ্জরো রোতি নিযাদং হেষতে হয়ঃ॥

এই সপ্তস্বর। এই স্বর শ্রুতিমূলক এবং ইহা হইতে

সপ্তকরের আভাক্ষির স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইছাতে স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা—

> শ্রুতিভাঃ স্থাঃ স্বরা ষড়জর্মত গান্ধার মধ্যমাঃ। পঞ্চমা ধৈবত শ্রুণি নিয়াদ ইতি সপ্ততে । তেয়াং সংস্থিত পধ্যমতা।

নাদ হইতে শুতি, এবং শুতি হইতে বড়্জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্ধারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায় তাহাকেই রাগ বলে যথা—

> বস্য শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জতে সকলাঃ প্রজাঃ সর্বায রঞ্জনাদ্ধেতো তেনে রাগ ইতি স্মৃতঃ।

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানারপ প্রদান করিলেন, সেগুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে; দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থ্র প্রণয়ন করি-য়াছেন কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কোশলে অবয়ব বিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্ম তাঁহাদের দার্শনিক্ আচার্য্য-গণাপেক্ষাও ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হল্পন্ত মতে ছয়রাগ, যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, জীরাগ, মেষ। ইহার অন্তর্গত পাঁচটী করিয়া রাণিণী প্রত্যেকের প্রণায়িনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতে এই ছয় রাণা যথা—

कीवारभा वमलमा शंकरमः रेड्डव खर्थ। I মেঘ রাগজ বিজেনে। ঘটো নট নারায়ণঃ। এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা— শোরী কোলাসলংধারী জাবিতী মালব কোশিকা। यरकाभगरम्ब भाकाही किहाभार विनिर्मिता আদোলী কে শিকী চৈব তথাচ পট্ৰমঞ্জরী। গুণকথী দৈব দেশাখন বায়করীত ব্যাক্ত ॥ ত্রিগুণা স্তং ভতীর্থীর আতেরী কুকুভাতথা। বিয়বাজী তথা চেরী যভেতে পঞ্চমমতঃ। रेज्यवी अञ्चल रेडन जाग (यनांग्रेनी ज्या । কর্ণটি রক্ত হংসাচ্যতেতে ভৈরবে মৃহাঃ॥ वक्रमा भश्रदा टेडव काटमाम! टाउँ गांडिका । দেবগিরি চ দেবাল: যডেতে মেঘ রাগজাঃ। ভোটকা মোটকী চৈব ছবিনট্র বিরাটিকা। মলারী সৈদ্ধবী চৈব এতা নট নারায়ণে॥

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইরাছে। আদিমকাল কবিতার সমর, বেদে বারু চন্দ্র, স্থারে রূপ কম্পিত হইরা স্তোত্ত রচিত হইল—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকর্ষিত হইল, সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল না-কবিত্বের বিমল তরক্ষে হৃদয় ভাবে গদ্গদ, তথন
নানারাগ রাগিণীর রূপ কম্পিত হইতে লাগিল,
কোন রাগ বা বীরবেশধারী কোন রাগিণী বা
মনোহর লাবণ্যবতী। সঙ্গীত তরঙ্গে মেঘের রূপ
বর্গন—

মেঘ রাণ অতি বীর্য্যবন্ত শ্রাম অঞ্চ।
ব্রহ্মার মন্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ।
জাটা জূট জড়াইয়া উফীয কর্মন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥
তথাছি পাটমঞ্জরীর ধ্যান—

—স্থীকলাপৈঃ পরিহাস্যানা বিয়োগিনী কান্ত বিয়োগদেহা। পীনন্তনী চৈবধরা প্রস্তুপ্তা শ্যামা স্থাকেশী পটনঞ্জরীয়ং।

এই সকল রাগিণ্যাদি গান করিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে, বা কোন রাগ শোক সময়ে কোন রাগ বা বীরোৎসবে, গান করা বিধেয়। এসকল বিষয় কম্পনাসমূত। রাগ ত্রিবিধ গুড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ গুড়ব রাগ পাঁচ, খাড়বে ছয়, এবং সম্পূর্ণ রাগে সপ্তস্তুর লাগে। হিন্দোল, মালকোষ প্রস্তৃতি ওড়ব; মেঘ, পুরিয়া, প্রস্তৃতি খাড়ব; ভৈরব, জী,

পঞ্চম, প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগ। এই রাগ পুনরায় শুদ্ধ, সালস্ক, এবং সন্ধীৰ্ এই তিন শ্ৰেণীভুক্ত। শুদ্ধ অৰ্থাৎ যাহাতে কোন রাগের ছায়া লাগে না, যথা কানাড়া, মলারী প্রভৃতি; সালঙ্ক যাহাতে কোন রাগের আভা লাগে, যথা ললিত, ধনাজী প্রভৃতি; সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ হুই, তিন, বা তাহা হইতেও অধিক রাগে নির্মিত, ইহাকে মিত্র রাণ কছে, যথা—মজল, বিহল্প বিহাণ, প্রভৃতি। রাগ রাগিণী অসংখ্য। তাহা একজন গায়কের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কথিত আছে একুঞ্জের শারদীর পূর্নিমায় রাস লীলার সময় যোড়শ সহজ্ঞ রাগের উৎপত্তি হয়। আর্থকালেও অনেক সঙ্কীর্ণ রাগের সন্ধি হয়। ভরত মুনি রাজহংস, হন্তুমন্ত মঙ্গলা-ষ্টক নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করেন, এমন কি স্বরং মহাদেব শঙ্কর বিজয়, এবং মহাবীর কর্ণ মধু মিখুন নামক সংকীর্ণ রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন কল-इल्म, भाकाती, भाभीकारमानी, जन्नावजी, मरनाइत, প্রভৃতি সংস্কৃত প্রয়ে অনেক সংকীর্ণ রাগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাগ রাগিণীর সৃষ্টির পরে ঋষিগণ তাল ও লয় যুক্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্ব কালের রাসক, বীর শৃঙ্গার, চতুরন্ধ, সরভ লীল, স্থ্যপ্রকাশ, তৌর্যাত্রিকাদি, চন্দ্রকথকাশ, রণরক্ষ, নন্দন, ন্বরত্বপ্রবন্ধ প্রভৃতি কয়েক বিধ সন্ধীত প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কতিপায় তাল যথ!—
জভোপি কথিতাঃসন্তি দেশীতালা বিশেষতঃ
প্রাপদ্ধ লক্ষ্যার্যের্ কথান্তে তেন বিক্তরাৎ।

চিত্র তাল (১) কল্পকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতকঃ
(৪) । বৃদ্ধতাল (৫) শতনুস্তালঃ (৬) কুন্ততাল (৭) স্কেথবচ।
লক্ষীতাল (৮) শ্চাজুনশ্চ (৯) কুন্তু নাভি (১০) রতঃপরং।
সন্নিশ্চাপি (১১) মহাসন্নি (১২) ইতিশেশ্ব (১৩) সংজ্ঞকং।
কল্যাণ (১৪) পঞ্চ ঘাতোচ (১৫) চল্ল তালো (১৬) জ্ঞতালিকা (১৭)। জগতো (১৮) মল্লক শ্চেব (১৯) কতালী
(২০) পরিকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তাললার স্বর সংযোগে
সন্দীত শুনিতে অতীব মধুর, স্ত্রাং ইহা ক্রমেই
উন্নতির সোপানে আরু হইল। এই সন্দেই নানা
প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সচরাচর বাদ্য চারিজাতি। তত (১), স্থবির (২), অবনদ্ধ (৩), ঘন (৪)। তম্মধ্যে—তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাদ্য প্রথম জাতি (বীণা প্রস্কৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অন্তশ্ছিদ্র কাঠ নির্মিত যন্ত্র বাদ্য দ্বিতীয় জাতি। চর্মাবনদ্ধ যন্ত্র বাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রস্তৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্থা বা অন্য কোন লোহময়

যন্ত্রবাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা, করতাল, ইত্যাদি।*

তত জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার হুই প্রকার, স্বরবীণা ও শুতেবীণা।†

একতন্ত্রী (একতারা) স্বর মণ্ডল (সারজ) আলাপিনী (আ্যাটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কির্ম্বী, ইহা তুই
প্রকার—লম্বী ও রহতী। রহৎ কির্মী তিন তুম্বী দ্বারা
নির্মিত হয়। পিনাক [ইহাও এক তুম্ব ঘটিত—অশ্বপুচ্ছ লোমের ধন্ত্কাকার যঠি দ্বারা বাদিত হয়] ইত্যাদি
নানা প্রকার বীণা জাতীয় বাদ্য আছে। তন্মধ্যে এক
তন্ত্রী, বিতন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, সপ্ততন্ত্রী পর্যান্ত দৃষ্ট হয়।‡

* চতুর্ব্ধিং তৎকথিতং ততং স্থুষির মেবচ। অবনদ্ধং ধনঞ্চেতি ততং তন্ত্রী গতং ভবেং। বীণাদি স্থমীরং বংশ কাঁহলাদি প্রকীর্ত্তিতং। চর্মাবনদ্ধ বদনং বাদাতে পটহাদিকম্। অবনদ্ধক তৎপ্রোক্তং কাংস্য তালাদিকং ঘনম্।—সঙ্গাত দর্পণ।

† বীণাতু দ্বিষা প্রোক্তা শুভিষর বিশেষণাৎ শুভি বীণা পুরা প্রোক্তা—সঙ্গীত দর্পণ।

‡ " একতন্ত্রী ব্রিতন্ত্র্যাদ্যা—" "আলাপনী কিন্নরীচ পিণাকী সংজ্ঞ-কাপরা। তন্ত্রীভিঃ সপ্তভিঃ কাপি দৃশ্যতে পরিবাদিনী।" —" এবৈব কীর্ত্তাতে লোকে স্বরমণ্ডল সংজ্ঞরা" "—আলাপিন্যেক তৃষীস্যাৎ—" "আঘাটা সংজ্ঞরা লোকে আলাপিন্যেব কীর্ত্তাতে—" "কিন্নরী দ্বিবিধা প্রোক্তা লম্বীচ রহতীচ সা—"। যজুর্বেদে লিখিত আছে মহর্ষি যাজ্ঞবলক্য শততন্ত্র-সংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিরাছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত প্রয়ে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওরা যার না।

বীণার নির্মাণ বিষয়ে অন্ধুলি, অন্ধুলি স্থান প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুন্ধী পরিমাণ, তুন্ধীর অভ্যন্তরা-বকাশ ধারণ, হস্ত ব্যাপার প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ প্রস্থে লিখিত আছে, কিন্তু তন্তাবৎ কার্যকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। *

বীণা মাত্রেই ছুইটা তুম্ব দারা নির্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণার তিন তুমী। ঐ তুমীত্রয় তির্ঘাক্ ভাবে বোজিত হয়।†

লেহি অথবা কাংস্থ দ্বারা নির্মিত সারিকা (পর্দা)
সকল কনিষ্ঠাস্থলি পরিমিত করিয়া বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠভাগে যোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা
সাধারণতঃ চতুর্দশ স্বর অনুসারে চতুর্দশ সংখ্যক,
ক্রমে স্বর স্থানে হইয়া থাকে, পরস্তু স্বর গ্রামের

^{*} অঙ্গুল্যাদি প্রমাণন্তু বীণা দণ্ডাদি বাদনং [নির্মিতং] ডন্ত্রী ককুভ তুম্যাদি লক্ষণং ধারণং তথা। তদ্বদন্যেচ ব্যাপার। বাম দক্ষিণ হস্তরোঃ—ইত্যাদি।—সঙ্গীত দর্পণ।

[†] ভুষানাং দ্রিতরঞ্চাত্র তীর্য্যক্ যোজ্যং ৷ [র্ঞ]

আ্দিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২১ সংখ্যা করিতে হয়, ততে।-ধিক অনাবশ্যক।*

বীণাদও, রক্ত চন্দন কার্চে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু— কঠিন এমন কোন কার্চেও নির্বাহ হইতে প্রয়ে। †

স্থীর জাতীয় বাছের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু (বাঁশ), থদির কার্চ, চন্দন কার্চ, লৌহ, কাংস্থা, রৌপ্যা, কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান। ‡

বংশী যে কোন উপাদানে নির্মিত হউক না কেন, সকল বংশী বর্জুল (গোল) সরল (সোজা) অভি-ভেদ, এবং ছিদ্রহীন হওয়া আবশ্যক। §

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ও বা ৪ অস্কুলি স্থান তাগে করিয়া একটি রব্ধ করিতে হয়—[একটি ফুৎকার রব্ধ—ইহা এক অস্কুলি অগ্রভাগ পরিমিত] অনন্তর অস্কুলির দারা চাপা যাইতে পারে এরূপ

^{*} লৌছ কাংসমগ্রা যদ্ব। কর্তুব্য। সারিকাখ্যায়। — দণ্ড পুর্চ্চে চতুর্দ্ধশা। চতুর্দ্ধশ স্বর স্থানে সারিকান্তা নিবেশয়েৎ—সঙ্গীত দর্পণ।

[†] রক্ত চন্দ্রকান্সর্কান্ বীণা দণ্ডান্পরে জগুঃ——লঘু কাঠিন্য ংক্তেন—সঞ্চীত দর্পা।

^{‡—}বৈনবোদগুঃ থাদিরশ্চননো২থবা। আয়াসঃ কাৎস্যজো রোপ্যঃ কাঞ্চনোপ্যথবা ভবেৎ।[ঐ]

[§] বর্জুলঃ সরলঃ শ্লাফো গ্রন্থিভেদ ত্রণাক্ষিতঃ। [क]।

করিরা আর্দ্ধ অস্কুলি অন্তর অন্তর অন্ত সপ্ত রব্ধ করিতে হয়। তদ্ধারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [স্বর বিফাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়।] *

বংশী, সাধারণতঃ অফাদশ অঙ্কুলি পরিমিত। পরস্তু ১৮, পর, ১৪ অঙ্কুল পর্যান্ত রদ্ধি করা যাইতে পারে।† তামুদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অব্যব ধুস্তুর কুস্থমের নাায়। বোধ হয় ইহাই শানাই বা টোটা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বংশীর আকার প্রকার গঠন প্রণালী নানাপ্রকার। পরস্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিব-ক্ষন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বরলিপির প্রণালী পর্যান্ত উল্লেখ আছে। আর্যকালে এবং
অর্বাগাচার্যাদিগের সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি
হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল। এ

^{*} তাজ্বাত্রিচতুরঙ্গুলানি শিরঃন্দলাৎ। তাজ্বা ফুৎকার বস্ত্রন্ত্র কাষ্ঠ মঙ্গুল সমিতং। অদ্ধাঙ্গুলাত্তর রাণিত্য রন্ধু বান্যানি সগুচ • * * তেষুচ স্বর বিন্যাস প্রকারো বাদনস্যচ। ভেদাশ্চ সর্ব্যমেবৈতৎ বিজ্ঞেরং গ্রন্থ লোকতঃ ;—সঞ্চীত দর্শন।

[†] অষ্টাদশাঙ্গুলো।.....একৈকাঙ্গুলি বৰ্দ্ধিত। বংশীশুভূৰ্দ্দশান্তদ্য ---সঙ্গীত দৰ্পণ।

প্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না; তৎসম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব নিথিবার ইচ্ছা আছে।

मूमनमात्नता हिन्द्रनिरगत (यक्तभ जनगना कीर्जि-কলাপ ধংস করিয়াছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে সেমত তুর্ব্যব-হার করেন নাই; এমন কি ইহারা যদি সংগীতের চর্চা নারাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সং-গীতবিছা একবারে লোপ হইত। ভারতবর্ষ ভির অञ्चाना अट्रान्ट मूमनमारनता य मः भीरवत आ्ला-চনা করেন তাহা এক প্রকার সাধারণ সংগীত বলি-লেও অত্যক্তি হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্য্যদিগের সংগীত শিক্ষা করিয়াই বিখ্যাত হইরাছেন। মুজাজান "তোফতুলহেন্দ" নামক একখানি বিবিধ বিষয়ক বৃহৎ প্রায়ু সঙ্কলন করেন, ইছার মধ্যে এক পরিচেছদে হতুমন্ত সঙ্গীতের জাতব্য বিষয় লিখিত আছে; তাহার স্থরাধ্যায়ে স্থর, আততি, মুচ্ছনার বিষয়, রাগাধ্যায়ে রাগ রাগিণী বর্ণন, তালাধ্যায়ে তাল, লয়ের প্রকরণাদি। এই গ্রন্থ যবন গায়কের। অত্যন্ত মান্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান मृপতि गारशम छेमीन वांनवीरनत तांकाकारन পांत्रण-দেশীয় কবি আমীর খসৰু সঙ্গীতবিজ্ঞার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। আমীর খসৰুর সহিত গোপাল নায়কের সন্ধীত বিষয়ের বিতণ্ডা হয়, ইহাতে বাদসাহের বিচারে উভয়েই সমতুলা দ্বির হইয়াছিল। আমীর খসক কচ্ছপবীণা বা সেতারের সৃষ্টি করেন। ইহাভিন্ন ইইাদারা কতিপর রাগের সৃষ্টি হয়। ইনি পারস্থ রাগের সহিত সংস্কৃত রাগ মিঞিত করিয়া ইমন কল্যাণ, পারস্থ এরাক রাগের সহ তোড়ী মিঞিত করিয়া মোহিয়র, ইহা ভিন্ন সাজগিরি, সেক্দা প্রভৃতি, পারস্থ রাগযোগে সৃষ্টি করেন। এ সময় গোপাল নায়ক কর্তৃক ও কতিপর রাগ সৃষ্টি হয়। আকবর বাদসাহের সময় সন্দীত বিভার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুল ফজলকত "আইন আক্বরীতে" লিখিত আছে তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টব্রিশ, কাশীর, এবং ট্রানসক্সিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্তা কৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়ক স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সঙ্গীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মান তুনায়র তথাকার সদ্ধীত বিজ্ঞার উন্নতি সাধন করেন। তাহার রাজসভায় বিখ্যাত নায়ক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। আমরা ক্রক্মান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন

আক্বরী হইতে আক্বরের সভাসদ্ প্রাসিদ্ধ গায়ক-গণের বিবরণ নিম্নে অসুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাদী মিঞা তানদেন গায়কমণ্ডলীর শিরোরত্ব স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র।
তানদেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ধে সহস্র
বৎসর পূর্বের বর্ত্তমান ছিল না। রামটাদ ইহার সঙ্গীতে
মোহিত হইয়া এক কোটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।
ইব্রাহিম স্থর বহু অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াও
তাহাকে আ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তানসেনের এক পুরের নাম তান তরঙ্ক। "পাদসানামাতে" তাহার বিলাস নামক অপর পুরের উল্লেখ
আছে। ইহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শী
ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন ইনি ইস্লামসার রাজসভাহইতে লক্ষ্ণোতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশ্ন্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষ্মদা পারি-তোষিক প্রদান করেন। স্ক্রিখ্যাত পদকর্ত্তা স্থরদাস ইহার পুল, তাঁহারা উভয়েই আক্বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সোভন খাঁ, সৃগ্গন খাঁ, মিয়ান চাঁদ, বিকিতর খাঁ, মহমদখাঁ, রাজ বাছাত্বর, বীর মগুল খাঁ, চাঁদ খাঁ, প্রভৃতি আক্বরের প্রসিদ্ধ পার্যদ। ইহাঁরা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষ পারদশাঁ।

"তোজুক," এবং "ইক্বাল নামায়" লিখিত আছে জাহালীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পারউইজদাদ, খরামদাদ, মক্ষু এবং হামজা নামক কতিপায় স্থকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভার জগনাথ নামক হিন্দু গায়ক "কব্রাই" খ্যাত হরেন এবং দিরাং খাঁও লাল খাঁ, "গুণ সমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা বাদসাহ জগনাথ ও দিরাং খাঁকে তুলাদণ্ডে রজত মুদ্রাসহ পরিমাণ করিয়া উভয়কেই পুরক্ষত করিয়াছিলেন।

মুদলমানেরা ধ্রুপদ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, চতুরক্ষ, ধেরাল, টপ্পা গান করিতেন এবং সে সময় চৌতাল, ধামার, তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক, স্থরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, ব্যক্তাল, ক্রেন্ডাল, ব্রহ্মতাল, ব্রহ্মতাল, বারপক, দোবাহার, সাত্তিতাল, রাসতাল, খামদাতাল, বীরপঞ্চ, মোহনতাল, চিমাতেতালা, পটতাল, মধ্যমান, একতালা, আড়া, তেহট, সওয়ারী, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। সংগীত সকল গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর, এই চারি বাণীতে গেয়।

মুদলমানেরা কতিপয় স্থমধুর যন্ত্রেরও সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। ইহারা ৰুদ্র বীণার পরিবর্ত্তে রবাব, সরম্বতী বীণার পরিবর্ত্তে শরদ, ইহা ভিন্ন স্থর বাহার, সারক, সপ্তস্বরা, কাত্মন প্রভৃতি স্থমধুর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। মুসলমানেরা সংগীতে অত্যন্ত অত্মরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম পরিত্যাণ করিয়াও তৌর্যা-ত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন। নৃপতি-গণের রাজকার্য্য বিরক্তিজনক বেশ্ধ হইতে লাগিল এবং ক্রমেই বিদেশীয় শক্রগণ নগরতোরণ পর্যান্ত আক্রমণ করিল, কিছুতেই তানভদ্ধ হইল না এবং বিনায়ুদ্ধে রাজ্য পরহস্তগত হইল। হিন্দুনুপতিগণ যবনদিগের বহুদিবসাবধি নির্যাতন স্থ করিয়া, স্বাধীন হইবার মানসে সকল বিদ্যা পরিত্যাগ করত যুদ্ধবিদ্যা সর্বাদরণীয় বোধ করিলেন। এ সময় সঙ্গীত, সাহিত্য किছু तरे आं नत तरिल ना। मकत्लरे वीतत्राम छे गाउ, কে সঙ্গীত শুনিৰে এবং কেই বা কাৰ্য পাড়িৰে। ষাঁহারা সে সময় কাব্য ও সংগীতের আদর করিতেন, তাঁছারা কাপুৰুষের মধ্যে পরিগণিত; স্থতরাং সং-गीटित जानत करमरे द्वाम रहेट नागिन। यांशात! সংগীতব্যবসায়ী তাঁহার। অপপ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ্" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরে

ইংরাজদিগের রাজ্য-বন্ধদেশে সমাজের বিপ্লব উপ-স্থিত। এ সময় কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানা-প্রকার গান প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সংগীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আরত, কাজেই কুরীতি সুরীতি হইয়া উঠিল; কালাবাতি গান লোকের ভাল লাগিল না, "কবির" আদর রদ্ধি হইল। ইহার পরে ইংরাজীবিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যরন আরম্ভ इख्यां वाकानिगंग सम्बा इहें नागितन वरहे, কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত মৃণাকর বোধ হইল। এখন সংগীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সংগীত আলো-চনায় প্রারত তাঁহারা বিছাহীন মুর্খ, এবং অহরহ মাদক সেবনে অভুরক্ত, ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!" এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণী সংগীতের পরম শক্র। বঙ্গদেশেই "আ্তাই" অধিক, এ জন্য এখানকার সদ্ধীত ক্রমেই বিক্বতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সংগীতে পশু পক্ষীও বিমোহিত হইত, ইহাঁদিগের গানে বান-রেও হাম্ম করে! একালে সংগীতের অবস্থা অতীব (मां हमीय, - हिन्छ। कतिल क्रम्य विमीर्ग इया। देश्ता जी

ভাষায় স্থাশিকিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউসিক্" বলিয়া मः भी एवत आमत कतित्वन ना, किन्तु प्रश्यत विषय ইংরাজগণ খাঁহারা আর্যাদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সংগীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে ক্লার্ক সাহে-বের কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না; নাবিকদিগের "শারিগান" শুনিয়া প্রকৃত সংগীত মনে করেন, তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ সংগীতের প্রশংসা প্রত্যাশা করা র্থা। ইহাতে. আমাদিগের ইয়ুরোপীয় সংগীতের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। ইয়ুরোপীয় সং-গীতের স্থারালুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয়, তথাপি তাহার আমাদিগের মৃচ্ছনা, রুন্তনাদিযুক্ত সংগীতের সহিত তুলনা হয় না। ইয়ুরোপীয়গণ Harmony অর্থাৎ স্বরৈকতার ঔৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেটিত, তাঁহাদিগের সংগীতে ইহা ভিন্ন आत किছूरे मधूत नत्र। आमानित्गत छेनाता, मूनाता, তারা,সপ্তকের ন্যায় ইয়ুরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, था, नि, ना। श उँ। हा निरभात ७ (७१, ति, मि, का, मन, ना, দি, সপ্তস্থর আছে। কিন্তু স্থরসাধনপ্রণালী আমা-দিগের সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা "ইতালীয়

অপেরায়" বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোদেদিও এবং রিবল্ডীর সংগীত, তথা প্রোকেশর হেলর এবং জনসনের পিয়ানোবাদন শুনিয়াছি, তাহা অবণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য পুলকিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তি বোধ হইরা-हिन। आभामित्भन मश्भी जात्रभ नत्र, अकि রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইল তাহার পরেই আর এক একটি সময়োচিত নৃতন নৃতন রাগ গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ রিদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথার यिन किह बतन आंगिनिरगंत अधिकाश्म त्रांग, রাগিণী প্রায় একপ্রকার, কানাড়ার পরে বাগিত্রী, মূলতানের পরে ভীমপলাশ, দোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় একপ্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহার। সংগীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহার। এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু বাঁছারা হিন্দু সং-গীত কিছু বুঝেন ভাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরস্পরের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের मश्गी ठिविष्ठा वर्ष कर्षित। ना वृक्षिशा निका कर्तिन তাঁহার কথা আছ করিব না। এই সংগীতে সপ্তম্বর,

তিন গ্রাম, একবিংশতি মৃচ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিনী সহ, তাললয় স্বর-সংযোগে গান করিলে, মনোমধ্যে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়।

আর্যাজাতীয় সংগীতবিছা ক্রমে বঙ্গদেশে আহীন হইয়া আদিতেছিল দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই ত্রুংথিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিছাগণ পুনরায় সংগীতের আলোচনায় প্রব্রত হওয়াতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। ইহার আন্দোলন উত্তরোত্তর রি হইতেছে, প্রকাশ্য সমাদপত্তে সংগীত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, একখানি মাসিকপত্ত কেবল সংগীতের আলোচনায় প্রব্রত, এতদ্বাতীত সংগীত শিক্ষো-পযোগী কয়েকখানি প্রস্তুও প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত সংগীতসার প্রথম গ্রন্থ, ইহার পূর্বের বহুকাল হইল পদ্যে মৃত কবি রাধানোহন দেন " সংগীত তরঙ্গ " প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে সংক্ষৃত ও পার্ম্য অন্ত হইতে সংগীত সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রায়ুখানির কবিতাগুলিও স্থমধুর এবং অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ গীতও আছে, কিন্তু উহা সংগীত শিক্ষার উপযোগী হয় নাই। "সংগীতসার" অভিনব প্রণালীতে সঙ্কলিত.

প্রথমে সংগতি সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিবরণ, তৎপরে নানা রাগ রাগিণীর স্বরলিপি, তাহাতে তিন সপ্তকের াধ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া এক একটা রাণিণীর সারি-্ম লিখিত আছে। ইহাতে সহজে কঠে ও যন্ত্ৰে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার জন্য প্রস্থানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশরকে রাগালাপের একথানি বিস্তারিত প্রস্থার করি, তাহা প্রকাশ হইলে मकर्लाहे मान्द्र अक अक थं था इन किंद्रियन। अग्रुक বারু শেরীক্রমোহন ঠাকুর মহোদর যন্ত্রকেত্রদীপিকা নামক সেতারশিক্ষার একখানি রহৎ প্রস্থ সঙ্গলন করিয়াছেন, ইহাতে দেতার শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বরলিপি আছে। সংগীতপ্রিয় জীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতারশিক্ষা" একখানি অভিনব অমু। এখানি ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বরলিপির "গং " দমূহ, হার্মোনিরম ও "পিরানো " যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইয়ুরোপীয় সংগীত যে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া-ছেন, তাহা এই প্রস্থ দুফে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই প্রস্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সংগীতরত্বাকর নামক আর একখানি অস্থ প্রকাশিত হইরাছে। এখানিও সংগীত শিক্ষোপযোগী অস্তু।

আজি কালি কলিকাতার ঐকতান বাদনের অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সংগীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না, তবে অপ্পক্ষণ সিদ্ধু, কাফী, খাম্বাজ ও মিশ্র সামান্য রাগিণীর "গান ভাঙ্গা গং" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের স্থারে "গং" নানা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার নাট্যামোদী মহোদয়গণ
কর্ত্তক সংগীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে
কিয়ৎকালের মধ্যে কয়েকটা তাহার শাখা পাঠশালা
স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব স্থা হইলাম। এই
সংবাদে সংগীত প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের
ন্যায় স্থা হইবেন। এ সময় সংগীতের উন্নতি করিতে
যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের
পাত্র, কিন্তু কেছ কেছ সাময়িক পত্রে সংগীত শাস্তের
তর্ক করিবার ভাগ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন
মান্য ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত

পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কথনই প্রশংসনীয় নহে, এ উদ্যমের সময়—প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্ত্ব্য।



পরিশিষ্ট।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের প্রাচান পুরারত সমস্কে একটা প্রস্তাব লিখিয়া পরে বান্ধবগণের অন্তরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করি-য়াছি। ঐ প্রস্তাব মধ্যে সেনবংশীয় নুপতিগণকে ক্ষত্রিয় স্থির করার, গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "পুরারতান্সন্ধানেচছু" মহাশর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় বাবু রাজেন্দ্রনাল মিত্র মহোদয় বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং রহস্যসন্দর্ভে চুইটা সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন; ভাষা পাঠ করিলেই সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বোধ করা নিতান্ত যুক্তি-বিক্তম। উমাপতি ধর * কৃত কবিতা মধ্যে সেন বংশীয় নুপতি-গণকে ক্ষত্রিয় বর্ণন করা হইয়াছে, যথা সামন্ত সেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন " তিম্মন সেনাণ্বায়ে প্রতি স্ভটশ তোত্সাদন অন্ধবাদী-মত্রদ্ধ ক্তিরানামজনিকুলশিরোদাম সামস্ত সেনঃ।" এরপ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে। প্রস্তাব বাতুলা ज्दा अन्यान्य श्रमान छक्ष् कत्रा रहेन नः। भूत्रात्रखान्नमञ्जादनहरू মহাশর রাজেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধরর পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

তাং ২২ কার্ক্তিক। ১২৭৯ সাল।

জীরামদাস সেন ।

* ইনি লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন যথা— গোবৰ্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রড়ানি সমিতেী লক্ষণস্যচ ॥

মধ্যক্ষ হইতে উদ্ধৃত। ১৮ই জৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

বরক্চি।

আমি মাঘ মাদের বঙ্গদর্শনে বরক্ষচি সমদ্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "আর্যা প্রবর" পত্রে ডাছার প্রতিবাদ করিয়া একটা প্রবন্ধ
প্রকাশিত ছইয়াছে। প্রাচীন ঐতিছাসিক বিবরণ বতই উত্তমরূপ
সামঞ্জন্য করিয়া সমালোচিত ছয় ততই মঙ্গল; কিন্তু প্রস্তাবলেখক
যে বে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাছা অকিঞ্চিৎকর বোধ
ছইল। বরক্ষচি সম্বন্ধে উইলসন, ছল, মূলার, কাউয়েল এবং গোল্ডয়ুকরের প্রস্কু ছইতে প্রমাণ সঙ্গলন করিয়াছি, এজন্য যে যে সংস্কুত
প্রস্কুর প্রমাণগুলি আবশ্যক বোধ ছইয়াছে তাছাই প্রস্তাবের প্রমাগোপ্রোণী বিবেচনা করিয়া প্রছণ করা ছইয়াছে। নতুবা মূলগ্রন্থ
ছইতে বত্রল সংস্কৃত প্রোক উন্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আমার
নিকট মূল "রছৎ কথা" বা "কথা সরিৎসাগর" আছে, ভাছা
ছইতে বরক্ষচি চরিত কথা আদ্যোপান্ত উন্ধৃত করিয়া দিতে পারিভাম, কিন্তু তাছা ছইলে প্রস্তাবটী অন্বর্থক স্থাম্ম হইয়া উঠিত, কাজেই
ভৎপাঠে সকলে বিরক্ত ছইতেন।

আমি আধুনিক অমরু, চোর এবং বঙ্গদেশীয় প্রাদিদ্ধ কবি
৺প্রেমটাদ তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়া "কুটিল ইঙ্গিত বিন্যাদ" করি
নাই, কিন্তু আধুনিক অশ্লীল বঙ্গদেশীয় কবিগণ যাহারা আদিরদের
প্রবর্ত্তক তাঁহাদিগকেই প্লেয় করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং আমার

মতে সংক্ষৃত বিদ্যাস্থলররচয়িতা তাহার মধ্যে একজন। ইহা কথনই মুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বররুচি প্রণীত নহে।

"রহৎ কথা" উপন্যাস প্রস্তু, সুত্রাং তাহার প্রমাণ প্রাহ্ম নহে। কিন্ত তাই বলিয়া কাত্যায়ন ব্ররুচি নামটা সোমদেব ভট্টের কম্পিত ছইতে পারে না এবং হেমচক্রও এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, স্মৃতরাং ভট্ন মোক্ষমলারের দোষ কি? "রহৎকথা" নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে, উহা ১০৫৯ খঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচম্পতিও রহৎকথার প্রমাণ যাহা প্রামাণিক বোধ- করিয়াছেন তাহ। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকার গ্রহণ করিয়াছেন। কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্রা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাণ না দিয়া কাত্যাঁয়নের অপর নাম বররুচি নহে কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক কছেন "স্থল বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মান্য গ্রন্থ, ইয়ুরোপীয় দুরদর্শিগণ ইছাকে সম্মযোগ্য জ্ঞান করেন, উহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, রামদাস বাবু তাহা করেন নাই, "ইহার তাৎপর্যা বুঝিতে পারিলাম না। রাজ-ভরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরারত, তাহার মধ্যে বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সুতরাং তাহার নাম উল্লেখের আবশ্যক কি! ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেথক রাজতরঙ্গিণীর নাম মাত্র স্তানিয়াছেন, পাঠ করেন নাই: সুতরাং "তাঁহার প্রগাট সংস্কৃত জানা থাকিলে 'এরপ হইত না।" "রাঙ্গতরঙ্গিণী" মান্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও অসম্ভব কথা আছে। রণাদিত্য ৩০০ বংসর রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেকা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

প্রস্তাবলেথক কৰেন "কাত্যায়ন গোত্রীয় নাম" তাহাতে তাঁহার অপর নাম বরক্তি হইবার বাধা কি? শাক্যসিংহের গোতম গোত্রীয় ন ম, তাহাতে তিনি গোতম এবং শাক্য উভয় নামেই প্রসিদ্ধ।

আমি পাণিনির বার্ত্তিক কর্তা এবং বৈদিক কম্পস্থ প্রপ্রশেষতা কাড্যায়ন বা বরক্রতি এবং স্থবন্ধুর মাতুল বরক্রতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জনকপুরোহিত কাতাায়ন ধর্মশাস্ত্রবক্তা ঋষি। সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদ্যাল্যায়ণ বৃদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। এই কাত্যায়ন পালিভাষায় ব্যাকরণকর্তা। ইহাঁর উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ইহাঁকে পালিভাষায় ব্যাকরণকর্তা।

> জ্ঞীরামদাস সেন। বহুরমপুর।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত। ২৬এ চৈত্র ১২৭৯।

গত ১৯এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বারু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যার মহাশর মলিখিত ঞ্জিহ্যাখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনে" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসন্ধান অমশূন্য হইবে এরপ সম্ভাবিত নহে। তবে আমার যদি কোন প্রস্তাবে ভ্রম থাকে, তাহা কৃতবিদ্য পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া দিলে অতীব আহ্লাদিত হইব; কিন্তু ঞ্জিহর্ম বিষয়ে প্রস্তাবলেখক মহাশর যে সকল আপত্তি উপাপন করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্জিৎকর। শংক্ষত প্রন্থে বে বে বিষয় লিখিত হইয়াছে, ভাহাই প্রামাণিক বোধে আমি দকল প্রস্তাবের প্রমাণোপযোগী বিবেচনায় গ্রহণ করিয়াছি। "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত" একখানি দংক্ষত পুরারত।
ভাহাতে শ্রহমের বিষয় যে টুকু পাইয়াছি ভাহাই অবিকল প্রস্তাবের
প্রারম্ভে লিখিয়াছি। আদিশুরের বিবরণ আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য
নহে। স্তরাং ভাঁহার কাল নিরূপণ করিতে প্রয়াদ পাই নাই।
ভক্ষন্য প্রস্তাবলেখক আমাকে কোন মতেই দোষী করিতে পারেন
না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ,
শ্রহমের এবং বেদগর্ভ নামক পঞ্চ বিপ্রকে নৃপতি ৯৯৯
শকাবার নির্মিত ভবনে বাদ করিতে দিয়াছিলেন। যথা—

"ইতি শ্রুজা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধিং দূতান প্রেষ্য বহুমান পুরঃসরং
ভট্টনারায়ণদক্ষীহর্ষ জ্ঞান্দরবেদগর্ভ সংজ্ঞকান্ যজ্ঞোপকরণসামগ্রী
সংভূতানানীয় নব নবত্যধিক নবশতী শকান্দে প্রাঞ্জপকিশ্বিত বাসে
নিবেশয়ামাস।"

আমি জৈনলেথক রাজ শেখরের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছি, ভাঁহার মতে জ্বীহর্ম জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি ১১৯৮ এবং ১১৯৫ খৃন্টান্দ মধ্যে কাণ্যকুক্ত ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। জয়চন্দ্রের মাতা ভূয়ার বংশীয়া এবং তিনি পৃথী রাজের মাতার সহোদরা।

কবিচন্দ্র বর্দাই পৃথীরাজ বা রায় পিথোরার সভাসদ। তাঁহার "পৃথীরাজ চৌহান রাসে।" মধ্যে জ্বীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখিত আছে—

" নরংরুব পংচম 🔊 হর্বসারং।

নেলৈরায় কণ্ঠ দিনৈ যদ্বহারং ॥"

নৈষধকর্ত্ত। জ্রীহর্ষ পৃথীরাজ, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কুমার পাল, এবং হেমাচার্যোর সমকালবর্ত্তী।

লেখক মহাশায় বলেন, যে বীরসিংহের বিষয় লিখি নাই। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা জ্রীহর্ষের জীবন চরিত মধ্যে ৰীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; স্থুতরাং তাঁহার বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়।

নৈষধকন্তা ও রত্নাবলী নাটিকাপ্রণেতা জীহর্ষের বিষয় যডদূর পারা গিয়াছে তাহা "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যদি কেহ উাহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন তবে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইব , নতুবা রথা বাগ্জাল বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য সন্থাদ পত্রের ছয় কলম "কিছুই ঠিক নাই" বলিয়া অসার প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই। তাহার নিরুৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রকৃত পুরারত্বসন্ধায়িগণের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং তাহাতে ভাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ রদ্ধি হইবার সন্তাবনা।

> জ্বীরামদাস সেন। বহরমপুর।

OPINIONS OF THE PRESS.

VARATHABARSAR PURABRITHA SAMALOCHANA, by Ramdas Sen.—This essay has been re-printed from the *Banga Darsana*. It displays research and is well written.—*Hindoo Patriot*.

Kalidasa in Bengali, by Ramdas Sen.—This is a critique on the works of Kalidasa, the prince of Sanskrit poets. It has been re-printed from the Banga Darsana. It is the first attempt at a complete criticism of Kalidasa's works in Bengali, and has been ably executed. The writer is an enlightened zemindar of the Moorshedabad District.—Hindoo Patriot.

In his notices Baboo Ramdas professes his faith with all humility. We find him inclined to be guided by the authority of the author of Rája Târanginê. It is asserted by the latter that Kâlidasa, otherwise named Mâtri Gupta, lived in the sixth century after Christ. This opinion is not quite new; it has found friends in Germany and Bombay. We need not discuss the soundness of the theory; it suffices to say that it well accords with the general tendency of the present day to regard our greatest master of the lyre as a modern poet, rather than one who lived in the obscure ages.—The Calcutta Review.

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন ৷

বঙ্গদর্শনে এই শিরোনামের একটা স্থচার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছিল, ম্যাণেজিনের প্রস্তাব ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ম্যায় আমাদিগের দেশে প্রায় অক্ষয় হয় না, এই নিমিত্ত বহরমপুরের সাহিত্যাহুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এই প্রবন্ধ বহুবাঙ্গারের
ট্যানহোপ যন্ত্রে পুস্তকালারে মুদ্রিত করাইয়া প্রচার করিয়াছেন।
দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালারে এতং খণ্ড পুস্তিকা সংরক্ষিত হইলে
ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের পক্ষে উত্তম আদর্শ হইবে। রামদাস
বাবুর স্বদেশানুরাগিতা ও বিদ্যানুরাগিতার নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে
শত শত সাধুবাদ করিলাম।—সংবাদ প্রভাকর।

প্রবাদ আছে বামন দেখিলে ভক্তি করিতে হয়, কেন না বামনের মধ্যে বামনদেবও থাকিতে পারেন। আমরাও বলি ধর্কাকৃতি হইলেই কিছু এস্থের প্রতি অভক্তি করিতে হয় না, কেন না উহা সদ্প্রস্থ হইতে পারে। অথবা পুষ্পা যেমন লঘুকার হইলেও আনন্দক্ষনক হয়, বাবু রামদাস সেন প্রণীত ভারতবর্ষের পুরারত স্মালোচনও সেইরূপ পৃষ্ঠার অস্প হইয়াও আমাদের আনন্দকর হয়য়ছে। রামদাস বাবুর অভিকৃচি অতি সংপাতেই পতিত হইয়াছে। এলকিনটোন প্রভৃতি মহাশরেরা বহুল যত্ন পুরঃসর পুরাতন ভারতবর্ষের যে সকল বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, রামদাস বাবুর স্মালোচনকে ভাহার সারোদ্ধার বলিলেও বলা যায়। অবশ্য রামদাস বাবুর পুত্তককে প্রের সহিত উপমা দেওয়া যায় না কারণ উচ্চা

ততদূর স্থুলকায় বা পূণাবয়ব নহে, আর উহাতে রচনাবিলাসও ততদূর নাই। রামদাস বাবুর সৌন্দর্যাও সারবভা আছে, কিন্তু আকর্ষণী শক্তি নাই, বিষয় আছে কিন্তু বাগ্মিতা নাই অর্থাৎ গুণ আছে কিন্তু রূপ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে রামদাস বাবু পণ্ডিতের নিকট গ্রহণীয় বটেন। বাঙ্গালা ইস্কুলের নিমিত্ত যে সকল মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের উচিত রামদাস বাবুর সমালোচন তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজন করিয়া দেন।— সমাজ দর্পণ।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই। হিন্দু কবিগণের কাব্য গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রকৃত বিষয় উদ্ভাবন করা অতীব কঠিন। তৎসমুদায় কেবল অলোকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। স্কুতরাং রামদাস বারু যথার্থ বিষয় প্রকটন জন্য কুতসক্ষণ্প হইয়াছেন তাহাতে আমারা সম্ভুষ্ট হইলাম।—প্রামবার্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ভারতবর্ষের পুরারত সমালোচন। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান

শীর্জ বারু রামদাস সেন বঙ্গদর্শন হইতে এখানি উদ্ধৃত করিয়। মুদ্রিত
ও প্রচারিত করিয়াছেন। এখানি পাঠ করিলে হিন্দুদিগের পুরারত্তের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।—সোমপ্রকাশ।

ইহা প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরারত্তের নথদর্পণ স্বরূপ বলিলে হর। ইহাতে আমরা কতকগুলি বিষয় নূতন দেখিলাম, ইহাতে বোধ হই-তেছে যে সচরাচর লোকে কোলক্রক ও উইলসন দেখিয়া যেমন এইরূপ প্রস্থ প্রশাসন করে রামদাস বাবু সেরপ করেন নাই; মূল সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়াছেন।—তত্ত্বোধিনী পত্তিকা।

"এই ভারতবর্ষের পুরারত্ত সমালোচনাখ্য" গ্রন্থখানি যদিও অতি ক্ষুদ্রকায়, তথাপি ইহার মধ্যে রচয়িতার অসাধারণ অনুসন্ধান ও শ্রমের পরিচয় স্কুম্পাষ্টরপে দৃষ্ট হয়। নানা গ্রন্থ দর্শন ও তাহার মতামত সকল আলোচনান্তে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।—তমোলুক পত্রিকা।

সবিদ্বান ও প্রসিদ্ধ লেখক বহরমপুরস্থ বাবু রামদাস সেন মহাশন্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্থানি প্রচার করিয়াছেন। প্রথমে বঙ্গদর্শনে তিনি উক্ত নামাখ্যাত একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পুরারত্ত্যুলক ভূরি জ্ঞান ও অনুসন্ধান স্কুচারু বাঙ্গালায় সন্ধিবেশিত হইয়াছে —মধ্যন্ত।

পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র, এমন কি একখানি সাময়িক পত্রের একটা প্রস্তাব স্বরূপ, কিন্তু তিনি যে বহুপুস্তক উদ্বাটন করিয়া এই সার উত্থিত করিয়াছেন এই পুস্তকখানি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার তত পরিশ্রমের সার সফলনকে আমরা সাহিত্য সমাজের একটা অবিনশ্বর ভূষণ বলিয়া স্বীকার করি।— মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

মহাকবি কালিদাস, জীরামদাস সেন প্রণীত।

বহরমপুরের বিদ্যান্তরাণি ভুম্যধিকারি জীযুক্ত বাবু রামদাস সেন
"মহাকবি কালিদাস" নাম দিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা
রুতজ্ঞতা সহকারে স্বাকার করিতেছি, উহার একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত
হইয়াছি। কলিকাতা ষ্ট্র্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য নাই। গ্রন্থকার
এই পুস্তক তদায় বন্ধু বান্ধবগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন।
বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রস্থ হইতে কালিদাসের জীবন চরিত
সংকলিত হইয়াছে। রামদাস বাবু এ নিষয়ে যে বহু অনুসন্ধান ও
বহুজ্ঞাম করিয়াছেন, তাহা বলা নিপ্রপ্রোজন। যাঁহারা এই স্কুদ্র
পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত অনুসন্ধান ও শ্রমের
কল পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। বস্ততঃ তারতবর্মের একজন প্রধান
কবির জীবনরতান্ত জ্ঞাত হওয়াও সাহিত্যসংসারের আবশ্যক।
দ্বিতীয়তঃ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ
আছে, এতং পুস্তক পাঠে তাহাও বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।
সংবাদ প্রভাকর।

এই পুস্তক দেখিতে ক্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সার পরিপূর্ণ।— জ্ঞানাঙ্কুর।

মহাকবি কালিদাস। ইত্যাথ্য যে আর একথানি ক্ষুদ্রদেহ প্রন্থ শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রথমতঃ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। * * * * * অনেক ইয়ুরোপীয় ভাষাবিৎ মহা ত্মার মতাদি প্রদান ও সংস্কৃত প্রস্থাদি হইতে নানায়-সন্ধানান্তে সেন মহাশয় একরপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালিদাস কাশ্মীর দেশীয় রাজবিশেষের অমাত্য ছিলেন, এবং রাজতরঙ্কিণীতে তাঁহাকেই মাতৃগুপ্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকে দাবারোপ করিতেছেন কিন্তু অদ্যাবিধি প্রকৃত রূপে কেহই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সেনজ নানা প্রস্থান প্রকৃত্তীহার সহকারে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ও তাঁহার মতপ্রতিপোষক অনেক প্রমাণ দিয়াছেন।—তমোলুক প্রিকা।

রামদাস বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

এই পুস্তকে বিখ্যাত মহাকবি কালিদানের জীবনচরিত সঙ্কলিত
কইরাছে। এই সংগ্রহেও বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর দর্শন এবং বিস্তর
পর্য্যালোচনের পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি
দিগের প্রকৃত বিবরণ যতই প্রকাশ হইবে ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই।
রামদাস বাবুর এই অধ্যবসায় এবং অনুশীলনে আমরা যার পর নাই
প্রীত হইলাম।—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

কালিদাস ভারতবর্ষের (এমন কি ভূমগুলের) একটি বিশেষ অল-কার। তাঁহার কবিতা পাঠে সকলেই মোহিত হয়েন। কিন্তু ভূংথের বিষয় এই যে, এরূপ কবিকুলচুড়ামণির যথার্থ বিবরণ প্রাপ্ত হওরা অতীব দ্বরহ ব্যাপার, এবং এতং সম্বন্ধে কাহাকেও যতু ও চেটা করিতে দেখা যায় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি সেক্সপিয়রের জীবনরতান্ত অনুসন্ধানার্থ ইংলণ্ডীয় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জীবন সক্ষণ করিতেছেন। আমাদের মধ্যে এরপ লোক কোথায়। বারু রামদাস সেন আয়াস স্বীকার করতঃ যে এরপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা।

ইংরাজদিশের বক্ত,তা সকল পাঠ করিলে আমার মনে কেমন হিংসার উদয় হয়; অথবা যেমন ইতিহাসলেখক গীবন কহিয়াছেন যে হিউমের আকর্ষণী রচনা পাঠ করিলে আমার মনে একদাই আহ্লাদ ও নৈরাশ্যের উপচয় হয়, ইংরাজদিগের বক্তৃতা দকল পাঠ করিলে আমার সেইরপ নৈরাশ্য ও হিংসার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয় আমাদের দেশীয়েরা কত দিনেই না জানি রচনাস্থলে এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে তর্ক বিতর্ক করিতে শিখিবেন। ইংরাজেরা বক্তৃতা-স্থলে শত শত এম্বের নাম এবং শত শত জাতির নাম উল্লেখ করিতে পারেন। শত শত তামু শাসন ও শত শত স্মরণস্তম্ভের ইতিহাস বিবরণ মুখস্থ বলিতে পারেন, কোন ক্লেই প্রান্ত বলিয়া বোধ হয় ন। আমাদের দেশেও এককালে এইরূপ জীমৃতবাহন মল্লিনাথ প্রভৃতি শত শত তার্কিকের তার্বিভাব হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া ষায়। কাল সহকারে সমুদায়ই লোপ পাইয়াছিল। সম্প্রতি কালের কাগজ পত্র দেখিয়া আবার সেইরূপ চেষ্টার আবিভাব হইতেছে বলিয়া সুখবোধ হয়। রামদাস বাবুর পুশুকসকলেও প্ররূপ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যহিতেছে ৷ আমার বোধ হয় রামদাস বাবু কালিদাস বিষয়ে ষতদুর বালিয়াছেন তাঁহার পূর্দ্ধে অন্য কোন দেশের কোষ গ্রন্থকারই ততদুর বলিতে পারেন নাই।

* * * * *

রামদাস বাবু কালিদাসের অনুসন্ধানে নানাগ্রন্থ ও প্রন্থকারের উরেথ করিয়াছেন এবং তর্ক বিতর্ক সহকারে সকলের মত খণ্ডন করিয়া প্রন্থশ্বে জাপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবু অনুমান করেন কালিদাস খৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। হর্ষ বিক্রমাদিত্য ইহাঁকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ৪ বংসর ৯ মাস ১ দিন রাজ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বাণপ্রস্থ অবলম্বন, করেন। আমরা কালিদাসের রচনা দেখিয়া যেরপ বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে কালিদাস প্ররূপ সময়েরই লোক। তাঁহার রচনা দেখিলে তাঁহাকে প্রাচীন অপেক্ষান্য বলিয়া বোধ হয়। অর্থাং কালিদাস অবশ্য এরপ সময়ে জন্ম-প্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময়ে অলক্ষার শাক্ষের আলোচনা সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে একান্ড অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।—সমাজ দর্পণ।

এইখানি বহরমপুরের প্রনিদ্ধ ভূম্যধিকারী এযুক্ত বারুরামদাস সেন কর্ত্ব প্রণীত ও প্রকাশিত। সেন মহোদয় ইতিপূর্দ্ধে "তারত-বর্ষের পুরারত সমালোচন" প্রকাশ করিয়াছিলেন, ক্রমে অব্রত্য প্রধান প্রধান অনেকানেক কবি প্রভৃতির জীবনচরিতাদির প্রকটন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এই অধ্যবসায়টি কার্য্যত পরিণত হইতে থাকিলে কেবল ষে দেশীয় পুস্তকাবলির প্রার্থিত ভূমণসামগ্রী সম্পাদিত হইতে চলিল এরপ নহে, ইহাদ্বারা স্পনেকানেক সহৃদয় জ্বনাম্বাদিত ভূইিচক্রিকার উদয় এবং সামান্যদৃষ্টি সাধ্গণেরও বহু- দর্শিতা অপুর্ব্ব লাভ হইবে, বলিতে কি, এইরূপ পরিশ্রম আমাদের সর্ব্বথা অভিনন্দনীয় এবং উক্ত পুস্তীদ্বয়ে তদীয় অনুসদ্ধিংসার যাদৃশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ সাধু কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।—প্রত্নু-কম্র-নন্দিনী।

বছরমপুরনিবাসী বাবু 🖺 যুক্ত রামদাস সেনমহোদয়ো বিবিধ ষড়েন বহুবিধসংস্কৃতগ্রন্থানালোক্যাস্য কবের্জীবনচরিতং সংগ্রহায় প্ররন্তঃ।

উপসংহার সময়েবয়মেতং মহোদ্যোগিনং মহাজানময়ৣয়৻য়ৣায়ড়্
যথা স মহাকবেঃ কালিদাসস্য জীবনচরিতসংগ্রহায় মহোদ্যমং
ক্তবান্ সর্বোং প্রাচীনকবিনাং চারিত্য সংগ্রহায় তথৈব ষত্রঃ
কর্নীয়স্তেনৈব হি ভারত বাসিনাং মহোপকারো ভবিষ্যতি। যতঃ
কন্মিলপিকালে ভারতবাসিনামেতদ্বিষ্যকো যত্রো নর্ভঃ এবমনেনেব
কারণেন সন্ধাং বভ্রত মানোহপি ভারত ভূষণস্য সম্যক্ জীবন
চরিতং সংগ্রহায় ন ক্তকর্ম বভূব।—বিদ্যোদয়ঃ।

রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত প্রদ্ধাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদার নির্বাচন করিতেছেন, "কালিদাস" "বররুচি" "শুহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদ্য কাল নির্ণয় ও তাঁহাদিশের প্রস্থাবলী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তমিমিত্ত তিনি আমাদিশের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীন

পুরারত তত্ত্বামুসস্কারিগণ আমাদিগের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ, প্রেরিত পত্ত।

বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। পৌষ মাস।—

"গৌড়ীয় বৈশ্ববাচার্যারন্দের গ্রন্থাবলীর" বিবরণটা লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই প্রকার প্রস্তাব যত অধিক পরিমাণে থাকে, ততই আহ্লাদের বিষয়। আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে অনুসন্ধান কম আছে; কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের ন্যায় প্রস্তাব লিখিতে হইলে অনেক পাঠ ও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন! এতদ্বেশায়দিগের এই অভ্যানটা যত দিন না হইতেছে তত দিন সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গহীনত। থাকিতেছে।—সহচর।

— আমরা রামদাস বারুর প্রস্তাব সকল পড়িরা অনেক সমরেই উাহাঁহে "বাহবা" না দিয়া থাকিতে পারি না। বাঙ্গালীর মধ্যে ও কোন কোন লোক যে বেদ, কালিদাস, প্রাচীনভারত, বৌদ্ধর্যথ প্রভৃতির উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতে পারেন ইহা আমরা ভাবিলেই আহ্লাদে অজ্ঞান হই।—সমাঞ্চ দর্পণ, স্ব ১২৮০ সাল, ২৪ পৌষ।

मयांखे।

HEXXEXXESTEX.

चलर्ग-प्रवस्।

परेपशकारारंका-वर्ष खरेशीहर-महीस्थानक

मीनोक्सकार मुद्देश-

की करकारो राज्ये

arter transpolipis

THIS WORK

IS DEDICATED

Drofesson Ett. nilen

REF ALLON

18

THE AUTHOR.



সূচি-পত্ত।

বাণভক্ত	•••	•••	•••	•••	>
टेजनशर्य	•••	•••	•••	•••	> 9
বৌদ্ধ ধর্ম	•••	•••	•••	•••	89
শাক্যসিং	হের দি	গ্ বজয়	***	•••	৮৬
সঙ্গীত-শ	াস্ত্রানুগড	নৃত্য ও আ	ভিনয়	•••	22
সাহসাস্ক.	চরিত	•••	•••		>>9
বেদ্ধি-মত	ও ভংগ	ামালোচন	•••	•••	५ २२
পালিভাষ	ৰা ও তৎ	সমালোচন	***	•••	\$8\$
বেদ	•••	•••		•••	390
শালিবাৰ	হন বা সা	তবাহন নৃপা	উ		२०३
বদ্ধদেবের	র দক্ত				224

বাণভট্ট।

''श्रीदर्ग्डी-डिस्डिमाख्यः श्रुतिकुटकगुरुर्भ द्वाटोभदवाणौ। ख्यातश्रान्ये सुवन्धादय द्रति क्रतिभिविश्वमाह्वादयन्ति॥" वेदान्ताचार्यः।



বাণভট্ট।

বিধ্যাতনামা বাণভট্টকত কাদম্বী সংস্কৃত সাহিত্যসংসারমধ্যে একথানি অমূল্য রত্ব। এই প্রস্কের প্রথম
পূর্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনরভাগ। প্রস্কার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই
এজন্ম তিনি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র
শেষভাগ রচনা করিয়া প্রস্ক্রাপ্তিকেল "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার
শেষ উপন্থাস প্রস্কুর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার
মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার
মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে,
এমন কি তাঁহার উপরুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক
উইল্কী কলিন্স্ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া
সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃত

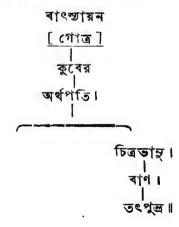
সাহিত্যভাগুারমধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরুল। কোন সংস্কৃত প্রস্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, স্থতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার অপুর্ব কীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা; এজন্ম তিনি কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া অত্থানি চিরন্থায়ী করিয়া দিয়া-ছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের আয় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংশগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণা-লীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণ-তনয়ের অস্থরচনা দারা যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। প্রস্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃ-কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্ম উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া-ছেন। তিনি শেষভাগ রচনানা করিলে প্রস্থানির নাম পর্যান্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; স্থতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুলের জন্মগ্রহণ, বাণভটের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কাদম্বীর প্রারম্ভ भाकमरक्षा वाग्छ स्त्रीय वर्ग वर्गन कतियाहिन, যথা-

বভূৰ বাৎস্যায়নবংশসম্ভবে षिएका कर्मकी उछर ना ३ था नै ३ मठा म्। অনেকভূপার্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়স্ত্রবঃ॥ উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকলামে সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে। সরস্বতী সোমক্ষারিতোদ্রে সমস্তশাক্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥ জ গুপু হৈ প্রসমন্তবাল্বরৈঃ সদারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ। निशृश्योन। वहेवः शतम शतम যজুংষি সামানি চ যস্য শক্ষিতাঃ॥ হিরণ্য গর্ভো ভুবনা গুকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব। অভূৎ স্থপর্ণো বিনতোদরাদিব দ্বিজন্মবামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ ॥ বিরন্ধতো যস্য বিসারি বাজায়ং मिटन मिटन शियागाना नवा नवाः। ভेষসূত্र नग्नाः धार्यार धिकार खित्रर প্রচক্রিরে চন্দনপল্লব। ইব॥

ঐতিহাসিক রহস্য।

বিধানসম্পাদিতদানশোভিতেঃ ফ্রুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ। মথৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ৎ স্থেন যে। যুপকরৈর্গজৈরিব॥ স চিত্রভারুং তনয়ং মহাত্মনাং স্তোত্মানাং জ্বতিশাক্তশালিনাম্। অবাপ মধ্যে ফুটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভূতাম্॥ মহাত্মনো যস্ত স্থুদুরনির্গতাঃ কলস্বমুক্তেন্ত্ৰকলামলজ্বিঃ। দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কুতান্তরা छना नृमिश्हमा नथाकूमा हेत ॥ দিশামলীকালকভঙ্গতাং গত-জ্রয়ীবধুকর্তমালপল্লবঃ। চকার যদ্যাধরধূমসঞ্যো মলীমসঃ শুকুতরং নিজং যশঃ॥ সরস্বতীপাণি সরোজসম্পুট-প্রমৃষ্টহোমে শ্রমণীকরাস্তসঃ। যশোং ২শুশুক্লীকৃত্দপ্তবিষ্টপা-ত্তঃ স্থতো বাণ ইতি বাজায়ত।

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক বাহ্মণ বাংস্থারনবংশে উৎপন্ন হইরাছিলেন। ঐ বাহ্মণ অভুত যাজিক ও নিরতিশর পণ্ডিত ছিলেন, [তাঁহার পাণ্ডিতা ও যাজিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইরাছে] সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিতা ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজিক ও বদান্থ ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুল্ল জন্মিরাছিল, তন্মধ্যে চিত্রভাল্ল অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন। ৮,৯ শ্লোকদ্যোক্ত বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভাল্লর যে তনয় জন্মে তাঁহার নাম বাণ



বাণভট গ্রন্থা এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়া-ছেন; ইহাতে আমরা কবি-রুত্তান্ত বিশেষ কিছুই অব-গত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পূর্ব্ব পুৰুষ-গণের নাম জানিতে পারিলাম। শারদ্ধরপদ্ধতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেথর গ্লত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা—

অহো প্রভাবো বান্দেব্যা যন্মাতঙ্গ দিবাকরঃ। শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমে বাণ-ময়ুরয়ে । এই শ্লোকে মাতন্ধ, দিবাকর, বাণ ও ময়ুরকে জীহর্য-রাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কছেন, বাণ ও ময়ুর সমসাময়িক; পরস্তু মাতঙ্গ ও দিবাকরের নাম অন্য কোন প্রস্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ স্থারি স্থির করিয়াছেন, এটা প্রামাণিক হইতেও পারে; কেন না মনাতঙ্গ বাণভটের সমকালিক ইহা জৈন প্রস্তেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই তিন জনের আগ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে। বাণভট্ট হর্ষচরিতপ্রণেতা। কান্যকুজাধিপতি হর্ষ-বৰ্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-স্থিতা ছিল; এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীফ্রাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীফ্রাব্দ পর্যন্ত

রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতন্লিনের মতামুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীফ্টাব্দে মৃত্যু ছইয়া-ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিপ্রাজক হিয়াওসিয়াও হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসনসময়ে কান্যকুক্তে গমন করিয়া-ছিলেন। আবুরিহান কহেন, এই হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্বক "শ্রীহর্ষ অব্দ "প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীফ্টাব্দ পর্যান্ত কান্যকুক্ত ও মধুরায় প্রচলিত ছিল। এই জ্রীহর্ষ কান্যকুক্তাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াওসিয়াওের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্যদ, স্থতরাং তিনি খ্রীফ্টায় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভটের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্রামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যধীগৃহ এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্যকুক্ত গমন করেন। বাণভট, ময়ৣরভটের জামাতা। ইহাঁদিগের উভ্রের সম্বন্ধে একটি গণ্প প্রচলিত আছে। ময়ৣরভট উজ্জিয়নী-বাসী। তিনি এবং বাণভটি উভ্রের রন্ধ ভোজের আত্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছই জনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিজ্ঞাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা বিজ্ঞা-বিবাদে প্রেক্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে

কাশীরে বিভাপেরীকার জন্ম গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজাত্মারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুথে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্ন প্রস্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল প্রস্থের নাম জিজাসা করিলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত বলীবর্দ ''ওঁ'' শব্দের চীকা বছন করিয়া লইয়া যাইতেছে; এতৎশ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়ন্দ,রে দেখেন পুনরায় ২০০০ সছজ্ঞ বলীবর্দ " ওঁ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিকার দিয়া পরস্পরের গর্ব্ব থর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালার উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ুরভট্ট সরস্বতী কর্ত্বক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করিলেন "শতচন্দ্রং নভন্তলং" ময়ুর নিমেষমধ্যে তাহার পদ পূরণ করিয়া কহিলেন-

> দামোদরকরাঘাত-বিহ্বলীক্তচেতদা। দৃষ্টং চানুরমল্লেন শতচন্দ্রং নভন্তলম্॥

এইরপ সমস্যা পূরণ করিবামাত্র বাণ হুষ্কার করিয়া সগর্বে জ্রকুটি কুটিল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন "তোমরা উভয়েই সংকবি এবং স্থপণ্ডিত; কিন্তু বাণ তুমি গর্কে হন্ধারধনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার
গর্ক হ্রাস করিবার জন্ম 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম। এক্ষণে বিবেচনা করিরা দেখ, উক্ত টীপ্পানীকার
অপেক্ষা তুমি বিজ্ঞাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার
সমালোচনসময়ে তোমার বিজ্ঞাগেরিব থর্ক হইল;
অতএব পণ্ডিতগণের বিজ্ঞার গর্ক করা সর্ক্রতোভাবে
অকর্ত্ব্য।" সরস্কতীর বাক্য প্রবণে উভ্রের চেতন
হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন
করিয়া স্থেথ বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল।
তাঁহার স্ত্রীর প্রণাল্ভতাবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায়
বাণ্বিতগুণ হইয়াছিল। ময়ৣরভট্ট তাঁহার কস্তার
কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ গ্রাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া
দেখিলেন, বাণ তাহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া
বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও
কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ র্দ্ধি হইল
এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দ্রে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রেণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও ছঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয়বাক্যে ও
ক্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ুরভট্ট গোপনে

এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার ক্সাকে ভর্মনা করিতে লাগিলেন। বাণের ন্ত্ৰী পিতার কথায় ক্ৰুনা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্বিত তামূল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন " এই চর্বিত তামূলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ুরভটের অঙ্গে কুর্চ হইল ৷ ময়ুরভট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্ম স্থ্য-**एएरवर मन्मिरत खर आंत्रख कितिलन धरः धकां छिटिख** "জন্তারাতীভকুন্ডোদ্ভবমিব দধতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে खवातख कतितन, यष्ठं साक-" मीर्व खाना ध्वि शानिन्" ইত্যাদি পাঠমাত্র ভগবান অংশুমালী প্রদান হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নিমুক্ত করিলেন। এইরপে স্থাশতক প্রস্তের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনরভান্ত পরিপূর্ণ, ইহা ছঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিজাবিষয়ে ময়ুরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী, ময়ুরভট্টে অলেগিকিক ক্ষমতাপ্রভাবে রোগমুক্ত হইরা রাজ্ঞ-সভার প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষার জর্জ্জরিত হইল। রাজ্ঞা ময়ুরকৈ আদর করিতে লাগিলন প্রবং সভাসদাণ্ড তাঁহার প্রত্যাগমনে স্থী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভট্টের অসম্থ বোধ হইল।

তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্ত পদ অস্ত্রদারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্য চণ্ডীকা-শতকে চণ্ডী-স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদবিশিষ্ট করিলেন। এই গপ্প একজন জৈন টীকাকায়ের লিখিত, তাঁহার হিন্তুগণা-পেক্ষাও জৈনদিগের অলেকিক ক্ষমতা ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ুর ও বাণভট্টের বিষয় निधिंताहे डाँहानिरात ममकक वनः मममामितिक। জৈনাচার্যা মনাতজ স্থারির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছাত্মপারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খল-मूक रहेश हिलन। मनाठल स्त्रि धरे जानी किक ক্ষমতাপ্ৰভাবে ব্লম ভোজকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গণ্প কিন্তু ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতন্ধ, ময়ুর, এবং বাণ, ইহারা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। স্থ্যশতকের টীকাকার মধুস্থদনও এইরূপ বাণ ও ময়ুরভট্ট সম্বন্ধে একটি গশ্প লিখিয়াছেন কিন্ত তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয় যে খণ্ডনকার কবীল শ্রীহর্ব, বাণ, ময়ুর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করা- চার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে বাণ ও ময়ুর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডীকাশত, এবং কাদম্বরী প্রস্কর্তা। হর্ষচরিতে এহর্ষরাজের বিবরণ বিরত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভটকৃত টীকা আছে কিন্তু তাহা স্প্রাপানহে। মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম হইতে চণ্ডীকাশতক বিরচিত। উহা আদ্যো-পাত শার্দ লবিক্রীভিতচ্ছনে গ্রথত। সরস্বতীকঠা-ভরণে লিখিত আছে বাণভট্ট পদ্ম অপেকা গদ্ম লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী ভাঁহার উৎকৃষ্ট গাতা কাবা। কবি ইছার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন "দিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুঠিত वृक्षि मात्रा अहे कथाथा निर्माण कति एए हन।" * अ গর্কোক্তি তাঁছার নিতান্ত অর্থশূত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদঘরী, এই তিনথানি প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য। তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, চম্পুভারত, চন্দ্রশেখর-

* দ্বিজন তেনাক্ষতকণ্ঠকোণ্ঠ্যয়া
মহামনোমোহমলীমসাদ্ধরা।
অলক্ক বৈদধ্য্য বিলাসমুধ্ধরা
ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।

চেতোবিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গছা রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই সমকক্ষ লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে অমুখানির রচনা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে। সংক্ষৃত ভাষায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্য প্রস্থু আছে। উহা আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্তকৃত কাদ্ম্রী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টরত পার্বতী-পরিণয় নামক এক-খানি ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরী প্রস্কর্তার লেখনীপ্রস্থত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা স্থকঠিন। কোন অলঙ্কারপ্রস্থাধ্য পার্বতী-পরিণয়ের নামোলেখ দেখিতে পাই না কিছু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরী-প্রস্কর্তার পরিচয়ের প্রক্য আছে যথা—

অন্তি কবি দাৰ্কভোমো বাৎস্থায়য়জনধিসন্তবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্ৰসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্থায়নবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে।
রচনাদৃষ্টে নাটকথানি কাদ্যরী-প্রণেতার লিখিত
বলিয়া প্রতীয়মান হয় রা। ইহাতে প্রস্থকার কিছুই
কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদানের কুমারসম্ভব হইতে গ্নুহীত

এবং কোন কোন কবিতার কুমারসম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সোসাদৃশ্য আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

दिजन-धर्म।

The Jina or 'conquering saint,' who, having conquered all worldly desires, declares the true knowledge of the Tattvas, is with Jainas what the Buddha or 'perfectly enlightened sain is with Buddhists.

MONIER WILLIAMS.

टेजन धर्म।

বৌদ্ধ-ধর্মের অবসানেই জৈনধর্মের সমুন্নতি। শাক্য-সিংহের উপদেশমালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্মপরি-ব্রাজকর্মণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমগুলের স্থসভ্য জনপদে অভিনব ধর্মের সুস্থিধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধর্মের উৎস চতুর্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহা বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌৰধৰ্মের তাহাই ঘটিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীনপ্রভা ধারণ করিল। এই অব-সরে জৈনধর্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম হইয়া উঠিল। সদ্বিদান্গণ আচার্যোর উপদেশ মূলভিত্তিষরপ গ্রহণ করিয়া জৈনধর্মের নানা অস্থ রচনায় প্রবৃত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধর্মের ছায় জৈনধর্ম প্রগাঢ় কপ্পনা-প্রস্ত নহে, স্তরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধর্মের ছায়া লইয়া ইছা নির্মিত

এবং বৌদ্ধর্মের নীতিমালা ইহাতে গৃহীত হইয়াছে তথাপি উহার মূলপত্তন সারহীনাএবং নিস্তেজঃ। জৈন-ধর্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধর্মের মধাবর্তী ধর্ম, ইছাতে পেতি-লিক উপাদনার অঙ্গপ্রতাঙ্গ কিছুমাত্র পরিতাক্ত হয় নাই; এজনা ইহার অভিনবত কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থসকল রচিত হই-য়াছে। প্রথম স্ত্র প্রস্তু; ইহাতে ধর্মসম্বন্ধীয় ওহ কথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কপাস্ত্র, দশ-বৈকালিক স্থত্ত, ক্ষেত্ৰসমাস স্থত্ত, চতুৰ্বিংশতি স্থত্ত, নবতত্ত্ব স্থৃত্ত, প্রতিক্রমণ স্থৃত্ত, সংগ্রহণী স্থৃত্ত, স্মরণ স্থৃত্ত ও পক্ষীমূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, डेश्रान्यमाना, वान-विरवाध, डेश्राधानविधि, अत्या-ত্তর রত্নমালা, আত্মানুশাসন, আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনন্তব, রুহৎশান্তিন্তব, মহাবীরন্তব, ঋষভন্তব, পার্শ্বনাথন্তব, কল্যাণমন্দিরস্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রস্থ। পুরাণ অনেক-छनि এবং मেछनि श्चिमिरगंत श्वारंगंत अगानीत्ज রচিত; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীরচরিত নেমিরাজ্বিচরিত, চিত্রসেন্চরিত, মুগাবতী-চরিত, গজিদংহচরিত, সাধুচরিত প্রভৃতি মুপ্রাপ্য। অধি-কাংশ জৈন প্রস্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধর্মের

ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ-নিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপর প্রদিদ্ধ প্রস্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। স্থাসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় প্রস্থু রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার চীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের **অন্থ** মধ্যে কপ্পস্থত অতীব আদরণীয়। এই প্রস্থ মহাবীরের পর-লোক গমনের ৯৮০ বংসর পর অর্থাৎ ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। প্রস্তুকার ভদ্রবহু গুজ-রাট-নিখাসী, তিনি গ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ফীভিন্সন সাহেব অভুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীফাব্দের লোক। কপাস্থতের চারিখানি ঢীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত। যশোবিজয়কুত সংস্কৃত দীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কপ্পস্থতের গুজরাটী অতুবাদ করিবার সময় জ্ঞানবিমল ও সময়-স্থন্দর নামক টীকাদ্বয় ব্যবহার করি-রাছিলেন। ভাজে মাসের অষ্ট দিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রদিদ্ধ জৈনপ্রস্থা সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কম্পস্থত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্ল-স্থাতে লিখিত আছে, যেমন বিশ্বমধ্যে অহতের ন্যায় পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই, (নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং) তজপ ত্রীকপণ স্থতের ন্যায় ভূমগুলে ধর্মপ্রত্ আর বর্তমান নাই। কপাস্ত সর্বগ্রন্থের শিরোরভুষ্রপ। এই কপ্রভাষের জীবীরচরিত্র বীজ, জীপার্শ্বচরিত্র অঙ্কর, শ্রীঋষভচরিত রক্ষমূল এবং শাখা, শ্রীনেমিচরিত রন্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান স্থগন্ধ, এবং মোক্ষ रेशांत कल ; अधिक कि रेशांत अधायात कीत जता মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কট হইতে মুক্ত হইয়া মোক-মার্গে গমন করে। এইরপ কপ্পস্তুরসন্বন্ধে অনেক ফলচ্চতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া উঠে। ভদ্ৰবহু এই প্ৰস্তু দশ শুত স্কন্ধ কম্পস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিনচরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচেছদে সমাচারী স্তুত ব্যাখ্যান। আমরা কশাস্ত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ভ করিলুম।

মহাবীর কর্তৃক জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈন-দিগের চতুর্বিংশতি তীর্থক্কর; * এজন্য হেমচন্দ্রের মতে

^{* &}quot;ভীষ্যতে দংসারসমুদ্রাদনেনেতি তীর্থং, তৎ করোতীতি তীর্থ-ক্ষরঃ" ছেমচন্দ্রটীকা।

ইছার অপর নাম অন্তিম জিন। মহাবীরচরিত অন্ত-मार्व हेनिहे अधाम मक्रमक्रान्त वाजामामनकारल বিজয় নগরের একটা প্রামে নম্নার নামে প্রধান প্রাম্য লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম জন্ম মায়াময় মনুষ্য **(मर् পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্ম নামক অর্গলোকে** গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম তীর্থষ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র মরীচি নামে ভূমওলে জন্ম পরিপ্রাহণ করত ব্রদ্বলোকে গমন করিলেন। তৎপরে কয়েকবার বিদাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজ-গুহের নুপতি বিশ্বভূত নামে ধরামগুলে অবতীর্ণ হইরা-ছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্তরে ত্রিপৃষ্ট, চক্রবর্তী, প্রিয়মিত্র এবং ভূতীয়বার সন্তাসধর্মরত নন্দন নামে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ প্রামের कामनवर भारत अयजनल नामक बाक्तरनंत मह-धर्षिणी (मवनमीत शर्ड धर्वम कतिल, जिनि वक अभूर्त अक्ष (मिश्ट भारेलन। धरे खर्क्ष जिनि रखी, द्रुय, मिश्र, लक्ष्मी, श्रूष्ट्रभाना, हला, स्र्धा, रिमनिक, कूछ, পদ্ম-শোভিত সরোবর, 'সাগর, ঋঘাভাম, মুক্তাবলী **बवर निधूम शावक मिथिए शाहिलम, यथा।**— .

शंग्र, तमर, भीर, जिंदिमया, नाम, मिन, निनग्नतः,

জহুং, কুন্ত, পভিমসর, সাগর, বিমান, ভবন, রয়ত্ঞ্যু, সিহিচ।

জনমারবংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব हिलाकूनहिटल याभीत निकृष्ठे ममूनम विष्कार्थन कति-লেন। ঋষভদত্ত তপস্থী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্লবিবরণ সমুদয় জাত হইয়া প্রীতিপ্রফুলচিত্তে ব্রাক্ষ-ণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন: তিনি রূপে শশধরের স্থায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য। সেই বাদক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋকৃ, যজুঃ, সাম, অথর্বা, এই বেদচতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইছাও বেদের অংশবিশেষ) নিঘণ্ট (বৈদিক শব্দ সংগ্রহ) শিক্ষাকত্পা প্রভৃতি বেদান্সনিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইবেন। ষষ্টিতন্ত্ৰ কাপিল শান্তে (অর্থাৎ ষষ্টি পত্না সাংখ্য দর্শনে) পণ্ডিত ছইবেন। গণিতশালে কুশল इहेटवन। यख्डविकाञ्च, वाक्तिवाञ्चाञ्च, इन्नः माट्य, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণবাক্যে (বেদভাগবিশেষ) সন্ত্ৰাসশান্তে অতিশয় নিপুণ হইবেন।* এতছ্ৰবণে

^{*} জুবন গমন্ত্রপাতে। রিউক্রেয়। জউক্রেয়। সামবেয়। অথর্কণ-বেয়। ইতিহাস পঞ্চমাণং ; নিষংটুচ্ছট্টনং । সঙ্গোবং গগানং। চউত্ন বেয়ানং। সারহ। বারহ। ধারহ। সউংগবী। সট্টি তস্তু বিসারই।

বান্দানীর আরে আনন্দের সীমারহিল না কিন্তু দেব-লীলা মহুষ্যের বোধগাম্য নহে। দেবরাজ মহেন্দ্র দেখি-লেন, পূর্ব্ব পরস্পারা অহত, চক্রবর্তী এবং বাস্কুদেবের জন্ম, ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে। তাহাতে এপ্রকার দরিদ্র ত্রাহ্মণের গৃহে তীর্থস্করের জন্মগ্রহণ অতীব লজ্জাকর; এজন্ম মায়াবলে দেবনন্দীর গর্ভ হইতে শেষ তীর্থক্ষরকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপ বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নুপতির রাজী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্রপ্রসবে রাজী जिमनात आनत्मत मीमा तहिन ना। यार्ग विशाधती-गन श्रुष्भवर्षन कतिए नागितनम, विश्वमाधा श्रावत জন্ধম আনন্দে পুলকিত হইল। নুপতি পুলের নাম বর্দ্ধ-মান রাখিলেন এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মত্ন্যার উপর কর্তৃত্ব জন্ম তাঁহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করি-লেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্তা যশোদার পাণিপীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অপ্প-কাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নামী একটী কন্তা

দিখানে। দিখাকপ্যে। বাগরণে। চ্ছন্দে। নিরুত্তে। জীই সামরণে। অণস্থা। বংভন্ন এসু। পরিবায়ত্রসু। স্থপরি নিবিবটটিএ। আবি-ভবিস্মই॥

ভাষিল। কুমার জামলি এই কয়ার পাণি এইণ করেন।
ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে
তিনি সংসার অনিতা ও ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার
ভোষ্ঠ ভাতা নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ
যতিধর্ম প্রহণ করিলেন। ক্রমাগত ছই বৎসর ইন্দিয়সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বংসর কাল যোগাভ্যাদে নিযুক্ত থাকিলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বৃদ্ধির ক্রিরে উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচকুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্থনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধন স্থারির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধানসম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শ্থনাথের মতাবলম্বী দেগম্বর, তিনি পার্শ্থনাথের মতাবলম্বী শেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "নির্গ্রন্থাঃ পার্শ্থশিষ্যাঃ বয়ং" তাহাতে গোশল প্রভাত্তর করিল—

"কথন্ত যুয়ং নিপ্র স্থা বস্ত্রাদিপ্রস্থারিণঃ। কেবলং জীবিকাহেতো্রিয়ং পাষণ্ডকস্পনা। বস্ত্রাদিসজরহিতা নিরপেক্ষা বপুষ্যপি। ধর্মাচার্ধ্যো হি যাদৃজ্মে নির্প্রান্তাদৃশাঃ থলু॥"*

মহাবীর এইরপ সশিষ্য ওবংসর মগথে ও অযোধায়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্রভূমি, স্থ্রিভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুর্রচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য (তেজঃ লেশ্য) যোগশিক্ষা করিয়া, স্বয়ং জিনত্ব প্রপ্রাপ্ত হইরাছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইল্রের কুপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কোশাখীতে গমন করিলে নূপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশ বর্ধ পর্যন্ত উপবাদাদি শারীরিক কট্ট স্থীকার করিয়া দিদ্ধ হইলেন। তাঁহার বৈশাধ মানে ঋজু-

^{*} আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নিপ্র'ছ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তছুত্তরে গোশল কহিল "তোমাদের কোন ও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্তুপ্র'ছ দেখিতেছি। হার! হার! কোন পাষ্ণু ব্যক্তি এই কম্পনা কেবল জ্বাবিকা নির্বাহের জ্বনাই করি-রাছে সন্দেহ নাই। আমাদের, ধর্মাচার্য্য বেমন বাছ্ শরীরে বস্ত্রাদি-সঙ্গরহিত, তেমনি অন্তরেও সঙ্গরহিত। আমাদের অন্তর্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

[†] জয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। হেমচন্দ্রতীকা।

পালিকা নদীতীরস্থ শালরক্ষমূলে জ্বপ করিতে করিতে কেবলীজ্ঞান লাভ হইল। এই জ্ঞানই জৈন ধর্মের চরম भीमा। अक्रार्ण महावीत जिन्मान का हहे लन। हेला नि দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষা তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য क्रितित्न। भश्वीतित्र छात्नत देशका तिहन ना, जिनि মুক্তিপ্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সূথ, হঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে "সিদ্ধ বুদ্ধে মুত্তে অন্তগডে পরিনিক্ত সক্ষত্রখপহিণে" "অর্থাৎ সর্ক সন্তাপা-ভাবাৎ" সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, "यथा অণংতে অণুত্তরে নিকাধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপালে।"

মহাবীরের চতুর্দ্ধশ শিষ্য সর্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন-তুল্য মহা পণ্ডিত। যথা,— "অজিনাণং জিনসংকাসং সর্বাথর সলি পাইন" (অজিনা অপি জিনসদৃশাঃ সর্বাক্ষরসমূহজ্ঞাতারঃ।)

মগধের গোত্রমবংশীয় বস্থভূতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক তিন পুঞা। হেমচন্দ্র ইহাদিগের সকলকে গোতিম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, স্থর্ম, মন্দিত, মোর্যপুল, অকন্পিত, অচলভাতা, মৈত্রের, মহাবীরের একাদশ শিষা গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দারা জৈন ধর্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং জীণিক নামক কৌশাল্পী এবং রাজগৃহের নুপদমকে জৈনমতাবলল্পী করিয়াছিলেন। জৈনপ্রস্থে দৃষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্যদাণীস্থরূপ কহিয়াছিলেন, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মের উন্নতি করিবেন; এতৎসন্থক্কে শক্রঞ্জয় মাহাত্মো এই মাত্র লিখিত আছে যথা—

"ততঃ কুমারপালস্তু বাহড়ো বস্তুপালবিৎ । সমায়াভা ভবিষ্যন্তি শাসনেহস্মিন্ প্রভাবকাঃ॥"

মহাবীর বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহজ্য সাধু, ৩৬০০০ সহজ্য সাধী, চতুর্দ্দশ পুর্বাশাস্ত্রে †

^{*} ইন্দ্র ভূতিরগ্নি ভূতিকায়্ভূতিক গোতমঃ।

[†] সূত্রিতানি গণধরে রঙ্গেতাঃ পূর্ব্বমেব যং। পূর্ব্বানীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্ধশ। ইতি মহাবীরচরিতম্। কৈনদিগের অঙ্ক শাস্তের পূর্ব্বে গণধরের। যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্ক বা পূর্ব্ব-তন্ত্র বলে। পূর্ব্ব নামক শাস্ত্র চতুর্দ্ধশ সংখ্যায় বিভক্ত।

পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, * ৭০০ শত কেবলী,† ৫০০ শত মনোবিৎ ৪০০ শত বাদী, একলক্ষ উনষ্টিদহন্দ্র শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গোতম ও স্থর্মা নামক ত্রইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ়চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীর পুরাবিৎগণের মতান্ত্সারে শেষ তীর্থস্করের খুই জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্বে মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্বিংশতি জিন। তাঁহার পূর্বের ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, স্থমতি, পদ্মপ্রভা, স্থপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতলা, জ্রেয়াংস, বাস্থপূজা, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্তু, অরা, মালি, স্থবত, নাম, নেমি, ও পার্শ্ব নামক তীর্থন্ধর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিশের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচ-

 [&]quot;অসম্যক্দর্শনাদি গুণজ্বনিতক্ষয়োপশ্য নিমিত্ত্যবিচ্ছিন বিষয়ং
জ্ঞানম্বধিঃ।" ইতি জৈনস্ত্রবিবরণ্য। অ্যাদিদোষ নিয়ত্তির নিমিত্ত
অবিচ্ছিন (ধারাবাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে।

⁺ সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপ আবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যান্তি
ইতি কেবলী।—হেমচন্দ্র দীকা।

লিত। শক্রঞ্য়মাছাত্ম মধ্যে পার্শ্বনাথসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যথা———

"তত্রাসীদশ্বদেনাথোগ জিনাজ্ঞাকলনো নৃপঃ।
অভিরামগুণোদ্দামা বামা বামাশরাজনি ॥
সর্ববামাশিরোরজং শীলধ্যানাস্থ বল্লভা ॥
সাক্রদা যামিনী যামে ভূর্য্যে বর্যস্তথাকরান্ ॥
শরানা শরনীয়ে প্রাপশ্যেৎ স্বপ্রাংশভর্ক্দশ ॥
তৈত্রে সিতে চতুর্যাং ভে বিশাখারাং জিনেশ্বরঃ।
তদ্যান্ভ প্রাণ্যাত্শত জগল্রে ॥
পূর্ণেইথকালে পেষিস্থা দশম্যাং মিত্রভে স্থতম্।
সাইস্থত শ্বামলং সর্পর্ধজমিজ্যং স্বরাস্থ্রৈঃ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বনেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহার মাতার নাম বামা। বামাদেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন চৈত্র শুক্র চতু-গাতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেশ্বর তাঁছার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁছার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পোষ মাসের দশনী তিথিতে মিত্র দৈবত নক্ষত্রে তাঁছাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্রামবর্ণ এবং সপ্চিছ্যুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃ-গর্ভে বাস করেন, তথন তাঁছার মাতা বামাদেবীর এই- রূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সপ্ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন, অতঃপর
ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে
ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ
নামে বিখ্যাত হইলেন যথা——

অৰিমিন্ গাৰ্ভগে পাৰ্শে সৰ্পং সৰ্পভ নৈক্ষত। ইতীব নিৰ্মমে তক্ত পাৰ্শ ইতাভিধাং পিতা॥

পার্শনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয়কালই
নির্দ্ধোষে অতিবাহিত হয়। পরে বার্দ্ধকো তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্বতে প্রাণত্যাগ
করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁছার
জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান, ধর্ম প্রচার
প্রভৃতি সদম্ভানে অতিবাহিত হয় যথা——

"আযুর্বশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মত শৈলং গতো। মাসেনানশনেন কর্ম বিলয়ং কৃত্বা ত্রয়ন্তিংশতা॥ সার্দ্ধং তৈঃ প্রমণৈঃ সিতাফীমদিনে মাসে শুচো নির্তে। রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ॥

জৈনদিগের আচার্যোরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন-প্রান্থ, বস্তুনির্ণন্ন, ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ

এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত, ঈশ্বরের অন্তিত্ব, বাহ্ বস্তুর পৃথক্ বস্তুত্ব স্থীকার করেন না। আদি জৈনা-চার্যাদিশের উহা কচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন হইলেন। ভিন্ন হইরা আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখি-বার জন্ম নানা প্রস্কু নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগি-লেন। এই মতের দর্শনিপ্রস্থ এই সকল—

সিদ্ধদেন বাক্য। প্রমের কমল মার্ভণ্ড, (প্রস্থকার প্রতাপচন্দ্র) আপ্ত নিশ্চরালঙ্কার (অহং চন্দ্র স্থরি প্রস্থার) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট প্রস্থকার) বীতরাগস্থাতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রন্থ । পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি প্রস্থকার, প্রস্থের নাম পাওয়া যায় না)
তত্ত্বার্থ স্ত্র। অর্হত (ইনিও প্রস্থনির্মাতা, প্রস্থের নাম
উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও প্রস্থকার)
সরপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের দীকাকার বিজ্ঞানন্দ।
হেম্চল্রাচার্যা। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্যা (প্রস্থকার)।
স্যাঘাদ মুঞ্জরী। (জিনদত্ত স্থরি প্রভৃতি প্রস্থকার)।

জৈন হুই প্রকার। খে তাম্বর জৈনেও দিশাম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্মপ্রভেদি প্রভৃতি, জিনিদত স্থারি বলিয়া-ছেন যথা—

জিনদত্তস্থারিণা জৈনং মতমিপ্যযুক্তম্। বলভোগোপভোগানামুভয়োদনিলাভয়োঃ।

অন্তরায়ন্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপিসতম্। হিংসারতাহরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতি স্মরঃ। শোকো মিখ্যাত্বমেতেইফাদশ দোষা ন যশ্য সঃ। জित्रा (मृत्या छुकः मग्राक् उजुङ्गाता शासकः। कान मर्भन ठातिका गाभवर्गचा वर्तिन। স্থাদাদশ্য প্রমাণে দ্বেপ্রতাক্ষ মতুমাপি চ। নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা। कि वाकीता भूगाभारभ ठाखवः मश्वत्वार भिष्ठ। वाक्षा निर्केद्रभेश मुक्तिद्रिया वार्गभाषूरनाहारक। চেত্রালক্ষণো জীবঃ স্থাদজীবস্তদ্যকঃ। मल्कर्य श्रुकानाः श्रुनाः भाभः जन्म विभगागः। আশ্রবঃ কর্মণাং বন্ধো নির্জর ন্তরিযোজনম্॥ অষ্টকর্মক্ষরানোকোইথান্তর্ভাবন্চ কৈন্চন। পুণ্যস্থ সংশ্রবে পাপস্থাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ॥ লব্ধানন্তচতুষ্ণত লোকা গৃঢ়দ্য চাত্মনঃ। कौनाक्ठेकर्याना मुक्तिनियात्रिकिक्तिनामिका॥ সরজোহরণা ভৈক্যভুজো লুঞ্চিতমুর্দ্ধজাঃ। খেতামরাঃ ক্ষমাশীলাঃনিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ॥ লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাতা দিগম্বাঃ। উদ্ধাশিনোগৃহে দাতুদ্বি তীয়াঃ স্থ্য জিনর্বয়ঃ॥ कु ७ एक न (क र न १ न और (म)करमिक निगमतः। প্রাক্রেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥ ইতি

ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিম্ন উপস্থিত ছওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অফাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ খাঁহার নাই তিনিই তত্তজানের উপদেষ্টা ও জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রতাক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদয় ইহাদের সমত। তর্করীতির নাম সাাদাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সন্মিঞা। ঐ সকল তত্ত্বের নাম জীব(১) অজীব(২) পুণ্য(৩) পাপ(৪) আঞ্রব(৫) সম্বর(৬) বন্ধ(৭) নির্জরণ(৮) মুক্তি(৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব-সংকর্মমূহ পূণ্য-তদ্বিপরীত পাপ-কর্মের বন্ধনজনকতা আশুব-কর্মত্যাগ নির্জর-অই্ট-কর্মকর मुक्ति। मध जब्दामीत मर्ज साक शमार्थी निकंदर्गत অন্তর্ভ-পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। **এই মতের সাধুরা ক্ষমাণীল, সঙ্গরহিত, কেশ** সংস্থার করে না ও ভিক্ষারভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পরঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। খেতাম্বরেরা জীসভোগে একান্ত বিরত, দিগ-ম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্যালিক্ষক ঈশ্বরাভ্নমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্যাড়াৎ" ক্ষিত্যাদি-পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যে হেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্ম। যে বস্তু জন্ম হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরপ ঈশ্বরাভ্নমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্মই নছে। তাহারা এই মাত্র বলে, যে, কোন সর্ব্বেজ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর।

" সর্ব্বজ্ঞে। জিতরা গাদিদোষ ক্রৈলোক্যপূজিতঃ।

যথাস্থিতার্থবাদীত দেবোহ ইন্পরমেশ্বরঃ॥" ইতি—

অহং চন্দ্র স্থারি।

উহাদের ঈশ্বরাভ্নমানপ্রণালী এই যে, সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী কোন এক আত্মা আছেন; কারণ, যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অপ্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতি-বন্ধক একবারে নাই হুইতেও পারে। যাহার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ক কোশল আছে, তত্তা-বত্রের অবতারণ করা নিপ্রয়োজন। জৈনমতে জীব হুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত।
সংসারী জীব ছুই প্রকার,—সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষাক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত
জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব হুই প্রকারে বিভক্ত।—
ক্রস ও স্থাবর। শৃধ্য গণ্ডলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ত্রি-ইন্দ্রিয়
ভেদে ক্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী-জল-রক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর। তত্ত্ত্তান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্ত্তানের উপায় গুরুপদেশ ও শাস্ত্রচর্চা
এবং জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে
স্থেসক্রপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত উর্দ্ধ গমন।

" গত্বাগন্ধা বিবর্ত্ততে চক্রস্থ্যাদয়ো প্রহাঃ। অভাপি ন নিবর্ত্ততে দালোকাকাশ্যাগতাঃ॥"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভন্ধী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্ল স্তের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্ব্যান্ত্র ঠানের বিবিধ নিরম লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহা-দের পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র যথা—"ওঁম্ ত্রীং—ৠযভের স্বন্তি—ওঁম্ ক্লীংহম্,—ওঁম্ ক্লীং ক্রীস্থর্মাচার্য্য আদি গুৰুভোগনমঃ—ওঁম্ ক্লীং হ্রীম্ সমজিন চৈত্যলেভাঃ গ্রীজিনেক্রেভোগনমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা— " নমো অরীহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রী-য়াণং নমো উজ্জ্যাণং নমো লোইসর্কান্ত্ণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহেন। তাঁহারা ধর্মের স্থুল মর্ম এইমাত্র
জানে যে—ধর্মো জগতঃ সারঃ। সর্বস্থানাং প্রধানহেতুত্বাং। তত্যোৎপত্তির্মস্কজাঃ। সারং তেনেব মান্ত্রেয়।
অর্থাৎ ধর্মাই জগতের সার, যেহেতু ধর্মাই স্থ্যমাত্রের
প্রধান কারণ। এবস্তুত ধর্মের উৎপত্তিকারণ মন্ত্র্যা,
সেই কারণে মন্ত্র্যাকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা
ভিত্র "স্থাপবর্গপ্রদঃ" স্থর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্মের
কল, ও "সাধুনাং আচারঃ" অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন, তাহাই ধর্মকে জানিবার পথ এবং ধর্মের
লক্ষণ এই যে "পুক্ষপ্রধানত্বাৎ ধর্মশ্রু" অর্থাৎ বদ্বারা
মন্ত্রেরা ঔৎকর্মা লাভ করিতে পারে। যতিগণের
কর্ম্ব্যা কর্মা (অন্ত্রম তপশ্রা) যথা——

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্মিকং শমনং অফ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ [১] সাধু-দিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ এক-বার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [৪] ইন্দ্রিরদমন [৫] এই পাঁচটী অফ্টম তপস্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদ্ধিদিগের ফার জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম।
অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরপ রাজ ঘোষণা
আছে —" অমারী—ঘোষনাদ" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে
মৃত্যুমুথে পাতিত করিওনা। জৈনধর্মের এই মাত্র সার
নীতি যথা——

"তাজ হিংসাং কুক দয়াং ভজ ধর্মং সনাতনম্। স্বদেহেনাপি সত্তানাং বিধেছ পক্তিং তথা॥ তদৈরিণাপি মা বৈরং কুর্যাঃ স্বস্থ হিতায় চ॥ উবাচ চ জিনো দেবে। গুরুষু ক্রপরিপ্রহঃ। দয়াপ্রধানো ধর্মশ্চ ত্রয়মেতং সদাস্তমে॥" ইতি শক্তঞ্জয়মাহাত্মম্।

যে সকল নীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম
অর্থাণ সকল ধর্মের সারভাগ, স্থতরাং ইহা যে কেবল
জৈনদিগের ধর্ম তাহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে,
তাহাতেই উদয়ানাচার্য্য কহেন—

"যন্ত্রনাধারণো মুধমওলী করণাদিঃ কেশোল্ল্ঞ-নাদিশ্চনাসে সর্বৈ রহুজীয়তে।" "অর্থাৎ মুধ্বন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্ল্ঞন প্রভৃতি কয়েকটা জৈন-দিগের অসাধারণ ধর্ম; ভাষা অস্ত্র কোমকার জৈন-অমরসিংছ এবং ছেমচন্দ্র (সংক্ষৃত কোমকার) জৈন-ধর্মাবলন্বী। অমরসিংছ বিক্রমাণিত্যের সভাসদ স্থতরাং তিনি খুঞীর ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রানদ্ধ কৈনমন্দির অমরসিংছ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছয়। ছেমচন্দ্র খেতাম্বর জৈন। তিনি জৈনপ্রস্থের মতাত্র-সারে মহাবীরের নির্মাণের ১৬৬৯ বংসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

महावीदत्रत পরে স্থধর্ম, यতীश्वत, तक्करमन, हन्तु, मना-पुन, জয় দেব, औमन, বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবির বলি জৈনধর্মের উন্নতির চেষ্ট। করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহা-দিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীটসিদি इस नारे। महामटहालाधात्र छेनसनाहाधा ७ कूमातिन ভট্ট প্রবল তর্ক তর্মে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়া-हिल्ला। (मह जविष्ठे जिन्धर्म शैन अज्वितिमक्के इहे-ब्राष्ट्र। ६ दान्तियंत्र जातु. जिल्दा भटाइन विवर পার্শ্বনাথ পর্বত প্রাসদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার मर्सा मेळक्षत्र मोरांचा श्रामित। এर थार्ष्ट्र टेकनारांश ধনেশ্বর স্থরি স্থরাফ্র দেশের শত্রুঞ্ম নামক গিরির স্তোত মাহাত্ম বর্ণনা এবং 'সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত। এই অস্থ স্বাক্রাধিপতি শিলাদিত্যের আতাহে ধনেশ্ব স্থরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলা-দিত্যের পার্যদ এবং তাঁহার ধর্মোপদেষ্টা।*

জগৎশেঠের সঙ্গে জৈনধর্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বন্ধদেশে আগমন করেন। এক্ষণে স্থ্রিখ্যাত শেঠবংশধরেরা জৈন ধর্মত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার
ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদ্যা
বাদ ওসরালদিগের বাণিজ্ঞা ব্যবসায়ের আকর স্থান।
তাঁহারা বন্ধদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছুমীপৎ সিংহ বাহাছরের
মন্দির বহুবায়ে নির্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক
বাক্ষণগণ পুজারি রূপে নিযুক্ত আছে।

^{* &}quot;সপ্ত সপ্ততিমন্দানামতিক্রম্য চ্বু বিক্রমান্দাচিক্লাদিত্যো তবিতা তিক্কুবৃদ্ধিকৃৎ। "সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরে ‡ গতে বেক্রমবৎসরে। "শ্রীশক্রঞ্জুরমাহাত্ম্যং বক্তি তক্তি প্রণোদিতঃ। বলত্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যস্য চাগ্রহাং।" ইতি শক্রঞ্জুরমাহাত্ম্যং।

[‡] সরে—শতে। অয়মব্যয়শব্দঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম।

' किञ्चाविमन्यजुः	पय्यसि बुद्धान् दशदिशि लोके।	
पन्न स्थाव		1)

বৌদ্ধ ধৰ্মা

বৈদিক ধর্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম। বেদ হিন্দু-গণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সংসার্যাতা নির্বাহক ममल कार्याकनाथ रिविक धर्माञ्जनारत अञ्चित्र इहेग्रा থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য-মানবীয় বাগ্যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই স্থতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, যোর পাষ্ড,-সমাজশক্ত। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিস্কুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজার্থে প্রতাহ অসংখ্য অসংখ্য পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে टेविंकि धर्म अञ्चर्षात्मत मञ्जादना नाहे। आर्यागिन धर्म সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুরপরাহত। সাধারণে ধর্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে

প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ সকল দেথিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন হয়। এ সমর মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিহল্ল ভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্যাকলাপ-অভুষ্ঠানে আর্য্যাণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অভুসারে সমাজ কথন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মহুষ্যের মনও পরি-বর্ত্তনশীল স্থতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মত্নুযোর মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতার-বৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন। हेनि रेविनिक धर्माञ्चर्कारने विन्ना कविरे छथ। समारक्षत्र অভিনৰ প্ৰণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার স্থায় জ্ঞানের শাণিত অসিহন্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের मम्पूर्व উत्मिश्च ववर जाहाहे नित्र मक्कनिज हरेन।

বৌদ্ধর্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তরশততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা— যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ-স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি। তম্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তক্ষরের স্থায় দণ্ডাই, নান্তিককেও তদ্রপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তবা, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নান্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ গণেশ ও শস্তু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্তা বুদ্ধ। ইহার পূর্বে aa জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্যান্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ন, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ "বছজনহিতায় বহুজনমুখায়" মর্ত্তালোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্ম জন্মপ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

^{*} রামায়ণ অষোধ্যাকাণ্ড শ্রীযুক্ত ছেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনু-বাদিত।

মহাজ্ঞানী ও সর্বশুভপ্রদ ধর্মের একমাত্র উপদেশক ; যথা, ললিত বিস্তবে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

জ্ঞানপ্রভং হততমস্প্রভাকরং
শুভপদং শুভবিমলাপ্রতেজসম্।
প্রশান্তকারং শুভশান্তমানসং
মুনিং সমাশ্লিষ্যত শাক্যসিংহম্॥
জ্ঞানোদ্ধিং শুদ্ধমহান্তভাবং
ধর্মেশ্বরং সর্কবিদং মুনীশম্॥ ইত্যাদি।

অভিধান মধ্যে শাক্য সিংহের নামান্তর যথা—থজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজান, সর্বাদশী, মহাবাধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমুর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্বার্থ-সিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেনী স্থত ও গৌতম। হেমচন্দ্র ভাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেয়, সর্বার্থসিদ্ধ, গোতমানেয়, মায়াস্থত, শুদ্ধোদনস্থত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অন্তবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গোতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংছ এই নামটী নামকরণের নাম নছে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্য-বংশ" ইছাও আভিজনিক সংজ্ঞা নছে। ইক্ষাকু

বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলা-শ্রমে কিছুকাল পর্যান্ত এক শাক রক্ষের (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ ইক্ষাকু বংশীয় পুৰুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাংক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিথিয়াছেন, যথা "শা্ক্যবংশ্যন্ত্রাৎ শাক্যঃ;—শাক্য-শ্চাসে মুনিশ্চেতি শাকামুনিঃ, তথাছি—শাকো নাম রক্ষবিশেষঃ, তত্র ভবো বিস্তমানঃ শাক্যঃ,পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষাকুবংশীয়ে গোতমবংশজ-কপিলমুনেরা-অমে শাকরকে কৃতবাসক শাকা উচাতে;—তহুক্তং, "শাকরক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যত্মাৎ প্রচক্রিরে। তত্মা-দিক্ষাকুবংস্থান্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ। " শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীর, তাঁহার পূর্ব্ব-পুৰুষেরা গৌতমবংশীয় কণিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুকায়িতভাবে শাকরকে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাকা ও গৌতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্ম-য়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। আর্থ অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ঝায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা ''শুদোদনো যতে' ভুঙ্কে আয়বান শুদ্ধোদনম্।'' ললিত বিস্তরে লিখিত আছে শাক্য সিংহ জমুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অবেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য कूलरक निर्फाष जानिशाहित्नन-मगर्थ विराह कूल. কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রজ্যেতন কুল, মথুরা, হস্তিনায় পাওব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডৰ বংশকৈও সদোষ বিবেচনা করিয়াছি-লেন—" পাণ্ডবকুলপ্রস্থতৈঃ কৌরববংশোছতি ব্যাকুলী-ক্তো যুধিষ্ঠিরে৷ ধর্মস্থ পুত্র ইতি কথয়ন্তি; ভীমসেনো-বায়োঃ— ইত্যাদি—" একুলের দোষ হইল যে পাও-বেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র नाकावः न निर्माय।

শাক্যসিংছ কপিলবস্ত নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্লিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

^{*} নেপাল দেশের পর্বতস্মিকটে।

ভগবান বোধিসত্ব যে কালে তুষিত পুরী পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেথীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, মায়া-দেবী সেই সময় নিজিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেথিয়া-ছিলেন যথা—

"হিমরজতনিভ×চ যড়িযাণঃ স্থচরণ চা্রভুকঃ ख्रबङ्गीर्थ। উদরমুপগতে। গজে। প্রধানে। ললিতগতি দু ঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ।" অর্থাৎ তুষার বা রজতের স্থায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দত্তযুক্ত, স্থুরক্ত মনোজ্ঞ কর ও শীর্ষদেশ একটি গজ, মনোম্র গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরপ স্থাে ছিলেন, তাছা বর্ণন করা যায় না "নচ মম স্থং জাতু এব রূপং দৃষ্ট-মপিঞ্তং নাপি চাত্তৃত্য।" ভাবিলেন একি! কখন আমর এরপ সুখোদ্য হয় নাই, আর এরপ রপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণও করি নাই। নিজা-ভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্রবিবরণ সমুদায় অবগত করা-ইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার রতান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটা রাজচক্রবর্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎ-कारल अहेक्रभ रेमव वानी शहन ; यशा-"जुविज भूकि চাবিত্বা বোধিদত্বো মহাত্মা নূপতি তব স্থতত্ত্বং মায়া-কুকোপপরঃ।" অর্থাৎ হে নুপতি! তুমি শঙ্কিত হইও না,

মহাত্মা বোধিসত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এই মায়া দেবীতে छेश्रात इहेशारहन। भाशारनवी सूर्य विविध सूनक्रान-ক্রান্ত পুত্র প্রদব করিলে অফ প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, যথা, - তৃণকণ্টকাদির কাঠিত ছিল না, দংশ মশকা-দির দৌরাত্মা ছিল না—হিমালয় পর্বতের সমস্ত বিহঙ্গ-গণ আদিয়া রাজা শুদোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্বকালীন ফল পুষ্প একদং প্রকাশ হইয়াছিল— শুদোদনের গ্রহে আহার করি-লেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃ-পুরে যে সকল বাস্তা যন্ত্র ছিল তাহা সমুদার আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলোকিক বিবরণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনার প্রবৃত্ত इहेटन श्रञ्जाव वाल्ना इहेग्रा छेटि।

ইউরোপীর পণ্ডিতগণের মতে শাক্য দিংছ ঐই জন্মিবার ৬২৩ বংশর পূর্বেজন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়াদেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তা-হের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগিনী দ্বারা অতিমভ্নের সহিত প্রতিপালিত হইরাছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনক্দ র্কি হইতে লাগিল এবং শাক্য দিংহ অচিরকালমধ্যে বহুবিছার পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গন্তীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কোতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালস্থলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদৃষ্টে তাঁহাকে সংসার সূথে স্থী করিবার জ্বন্থ নানা উপার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাকা, রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়
করিয়া বলিয়াছেন যে "যদি কুমারোইভিনিষ্কুমিষাতি
তথাগতো ভবিষাতি অর্হন্ সমাক্ সমুদ্ধঃ।—উত নাভি
নিষ্কুমিযাতি রাজা ভবিষাতি চক্রবর্তীচ বিজেতা
ধার্মিকো ধর্মরাজঃ সপ্তরত্ব সমন্বাগতঃ" (১২ অধ্যায়
ললিত বিস্তর দেখ—)

যদি আমাদের কুমার প্রবজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সমাক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাপ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাং বিবাহিত করা কর্ত্বা। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্তিত্ব আর লোপ হইবেন।

অতঃপর রাজা শুদোদন ক্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য ক্যাদানের নিমিত্ত উভাত হইল। কুমারকে তদৃতান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিৰসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম-ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান निभीनि ज त्ना (धात्र सूर्य छे भवन मर्था वाम कतिव; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি ? না তাহা আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্তণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঞ্চজ কর্দমের মধ্যেই রিদ্ধি পার, জল মধ্যেই শোভা পার; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে থাকিয়াও কদ্যচিৎ বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধি-সত্ত্রোও ভার্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্রক। ইহার মূল এই—"বিদিতংময়ানন্তকাম-দোষাঃ শরণ সর্ববাস শোক হঃখমূলা ভয়ম্বর বিষপত্র সরিকাসা জ্বননিভা অসিধারাতুল্যরপাঃ, কামগুণে नरमिख ष्ट्रम् तार्गा नहाइर ल्गाट खागात मर्या যোগ্ৰহমুপৰনে বসেয়ং ভুফীম্ধ্যানসমাধিস্থাৰ শান্ত-চিত্ত।" ইতি। অপিচ,

" महीर् शक्ति शक्तां विविधित्रिक्ति, আকীৰ্ রাজ্জলমধ্যে লভাতি পূজ্যাম, [শোভাম্] যদি বোধিসত্ব পরিবার বলং লভত্তে, তদসত্ব কোটি নিযুতা স্থয়তে বিনেন্তি॥ যেচাপি পূর্ব্বক অভূদিছবোধিসড়াঃ, সর্বেভি ভার্যান্থত দর্শিত ইন্ত্রীগারাঃ নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান স্থােভিভ্রমী হন্তাতু শিক্ষরি অহংশিগুণেয়ু তেষাং। (১২ অঃ দেখ) এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন, ''বান্দণীং ক্ষতিয়াং ক্সাং বৈস্তাং শূদাং ভথৈবচ। যন্তা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্তাং প্রবেদয়॥" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র বা বৈশ্যু, যে কোন জাতির কন্তা ছউক, যাহার পুর্বোক্ত গুণ [সে সকল গুণ ল, বি, ১২অ, দেথ] আছে, সেই ক্সার সহিত আমার বিবাহ দাও। অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,

"ন কুলেন ন গোতেএ কুমারো মম বিস্মিতঃ, গুণে সত্যে চ ধর্মে চ তত্তাম্ম রমতে মনঃ।" আমার কুমার কুল, গোত বা রুপলাবণ্যে মোহিত হন না। গুণ, সত্যা, ও ধর্মেই কুমারের মন,—ইছা বিবেচনা করিয়া কয়ার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অভ্যন্ধান দারা দণ্ডপাণিশাক্যের ছহিতা গোপা নামী কামিনী শাক্যের অভিনয়িত গুণবতী হইলেন। স্থতরাং ভগবান শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যন্ত ছহিতা শাক্য কন্যা বা দাসী শত পরিরতা," ইত্যাদি ল, বি, দেখ।

শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্য স্থথে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুদারা দেখিতেন, "সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অঞ্জবা নচ শাশ্বতাপি, ন নিতা কম্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিহুং ফেণোপমাশ্চপলা॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের স্থথে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগ-রের পূর্ম্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতে-ছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাথস্ত রদ্ধকে দেখিতে পাইরা সার্থিকে তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজাসা করিলেন। সার্থি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি রদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইরাছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগণ্যস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তজ্ঞবণে রাজকুমার কহিলেন, হায় ! আমরা কি মৃচ, যৌবনগর্বে মহুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সার্থি। র্থ-বেগা সম্বরণ কর, আমি সংসারের হুরস্ত কশাঘাত সহু করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক স্থ ক্ষণভন্ধুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কন্ট সহু করিবে ? অক্ত এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সমুখে অজন পরিত্যক্ত বন্ধুছীন, বহুরোগণ্যস্ত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সার্থিকে তাহার তাদৃক অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্থি কর্যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজ-কুমার কছিলেন, "হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মহুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল

দেখিয়া সংসারের স্থা লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গামন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয়বার রথারোছণে ন্যারের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্তারত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্ধিক স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদর্শনে রাজকুমায়ের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সার্থিকে কহিলেন, যৌবন-গর্বে রদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য বাাধি দারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের मर्था विनक्षे इहेर्व। अ मकल (मिश्रा मश्मार्त्त यूर्थ কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি রুদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হই-লেই এইস্থান চিরস্থাের হইত।" তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, " সার্থি। নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কন্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাতিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি
রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সার্থিকে

জিজাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সার্থি কহিল, "রাজকুমার। এ বাক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন তাাগ করিয়া ধর্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দ চিত্তে ভিক্ষামে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, " मः मारत्रत मर्या এইवाक्टिरे माधु, ज्ञानिगरणत्र এरे পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্তান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদ-र्भिज পথ जावनम्बन कतिएज छेपरम्भ निव। इंशांज আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদোদন পুজের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বর্মুল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্ম বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুথ পরিতা গ করিতে ক্তুসম্বর্পা হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিকৃ; জরা্প্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক; ব্যাধিতে জর্জরিত হয়, এমত স্বাস্থ্যে ধিকৃ; এবং মৃত্যুমুশে পতিত হয়, এমত জীবন-কেও ধিক—ছায়।"

"ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিজ্ঞতেন।
আরোগ্য ধিথিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতশ্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গে॥"

তিনি কছিলেন, যদিও ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ ক্ষম করা একমাত্র ছঃথস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে, এজন্য ছঃথ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্ব্যা যথা—

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি র্ম মৃত্যু ।
ন্তথাপিচ মহদ্দুঃখংপঞ্চন্ধং ধরন্তো।
কিংপুনর্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যান্ত্রন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত চিন্তরিষ্ট্যে প্রমোচং॥

এইরপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞা-পন করিলেন। শুদ্ধোদন তথন সজল-নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল স্থুপ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া স্থুপে রাজ্য ভোগ করিবার জন্ম নানা অভ্নয় করিতে

^{* &}quot; ছ্থং সংসারিণঃ ক্ষ্ণা শ্ডেচ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংক্ষারো রূপ মেবচ।" বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংক্ষার এবং রূপ, এই পঞ্চ ক্ষ্ণে, ইছাই সাংসারিক আত্মার ছঃখু ছেতু।

লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি জরা আক্র-মণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা ছইলেই তিনি স্থাথে সংসায়ে থাকিতে পারেন, যথা,—

> "ইচ্ছামি দেব জুর মহ্মাক্রমেরা। শুত্রবর্ণ যৌবন স্থিতো ভবি নিত্য কালং॥ আরোগ্য প্রাপ্তু ভবিনোচ ভবেত ব্যাধি। রমিত আযুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যু॥"

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্ব্য বিমৃত্ হইয়া কছিলন; "পুল্র! যে চারিটা বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজ-কুমার তথন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোক-পূর্ণ আননে পুল্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি-জন্য আশীর্কাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্যাসিংহ ২৯ বংসর
বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রান্তল'কে
পরিত্যাগ করিয়া যোটকারোহণে রাজভবন হইতে
প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত
কালে যোটক পরিত্যাগ করত 'অনোমা' নদীতীরে
স্থানাদি করিয়া ভিক্সুবেশে ইতস্তঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-

লেন। প্রথমে বৈশালীতে * আসিয়া এক বান্ধণের मभीर्थ भाख अधाग्राम श्रेष्ठ इहेरनमः; किन्तु उथाग्र মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অগতা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগুহের এক ব্রাক্ষণের নিকট আর্থ্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল मर्मिन ना। এত্বান হইতে পঞ্জন সহাধ্যায়ী সমভি-বাাহারে উর্বিলব নামক প্রামে ছয় বর্ধকাল অতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশুদ্ধ সমাধি, ও মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত ক্ষেত্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমে তাঁহার সহাধ্যা-রিগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর वृिक्किममूल धार्मा नियुक्त रहेशा ठाँ होत छेटमण मकन ছইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জান লাভ করিলেন।

^{*} বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহ। হরিদ্বারের উত্তর পূর্বাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তমিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী। কিন্তু কনিঙ্ছামৃ সাহেব তাঁহার প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোলে লিথিয়াছেন, "বৈশালী পাটলীপুত্রের উত্তরে স্থাপিত ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে 'বৈশালী' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রমাণে অনেকের তাদৃশ আস্থা নাই।'

৫৮৮ খ্লফজন্মের পূর্বের তিনি বৌদ্ধ ধর্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্বের পঞ্চ জন সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্মে দীক্ষিত হইল। ভারত-বর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মগধাধিপতি মহারাজ বিদ্দারের প্রয়ের রাজ-গুহের বক্তৃতাকালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হইরাছিল। কালান্তকবিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাত্য ব্লিক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল ; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্মের গৌরব দিন দিন রৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিত্রগণ ভাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদ-বিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় শাক্যসিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র भोकानगांशन, धवर कांजायन ममिखवाहारत किছू-काल मगरधश्रातत आं जिथा श्रीकात कतिशाहिरलन। পরে উক্ত নুপতি অজাতশক্র কর্তৃক নিহত হইলে, তিনি আৰম্ভীতে বাস করেন। তথায় অনাথ পিগুদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটা স্থ্রম্য বিহার নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী

শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ত্রান্দণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষতিরগণ, বাণিজা ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিশতি এবং প্রসর্জিৎ নুপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃষ্দা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খ্রম্ট জন্মের शुर्व वरमत्त कूगीनगत्त भानवनीना मन्नत्। कतितन। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহার। मकरल हे त्याधिमा इंद का अधिन कि दिए ना गिन। अवर মুকুশেষ্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিতে অত্নরোধ করিলেন; কিছু কেহই উত্তর করিল না। দে সময় কাহারও ধর্মবিষ্য়ে অবুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু-কালে ভগবান কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্বাণ কামনায় यञ्गीन रुख।'' ভগবাन निकां । প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অতৃতাপ করিতে লাগিল:

কিষ্ণু আহতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দনকার্চের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্তাবত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ, তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিন-বার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্রংস হইয়া ভেমাবশিষ্ট হইল, ভিক্ষুগণ সেই ভক্ষরাশি ধাতুনির্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া স্থান্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগর-মধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসমানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিত রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উপদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর আট্টি স্তপ নির্মিত করিল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অতুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুধায় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য ব্লহৎ বৃহৎ মন্দির নির্মিত হই-शाहा थे मकन मिन वित्मय वित्मय जीर्थे छोन विनशा পরিগণিত এবং একাল পর্যান্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতনা দেবের ন্যায় তাঁহার মত, শিষ্যবর্গ কর্তৃক মৃত্যুর অন্তে জ্গতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধাায় অভিধর্ম কাশাপ দারা, দিতীয় অধাায় স্থত আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা। ইহা খুট জে নিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্বের রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়া-ছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্যাগণ ধর্মের গুহু কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ প্রাম্থনিচয় প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত স্থপণ্ডিত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান माश्रामश्र मर्खाटम् १ शिक्तां ग काल आमानिगरक कहि-য়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত धर्म ७ विनय তোমाদিশের পথপ্রদর্শক হইবে।" এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনার প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এতদাকো সকলেই সমত হইলেন; এবং মগধরাজ অজাতশক্ত শতপাণিশিধরমূলে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তথায় আচার্যাণণ কর্তৃক ধর্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খুঃ পূঃ ৫৪৩ বংসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সন্ধান কালা-

শোক কর্ত্বক আহুত হইয়াছিল। এই সকল সন্ধ্যে বৌদ্ধর্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধর্মের উন্নতির সীমা ছিল না ৷ হিন্দুগণ আর্ষ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা मकत्न च अर्च नव धर्मावनश्री। देविषक कार्याकनार्ष क्रायहे इलामत इहेरल नाशिन; अवर महे महि महि यकार्थ পশুব্ধের শোণিত্রোত ক্রমেই অবৰুদ্ধ হইল। অশোক নৃপতি বৌদ্ধর্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিল্পেদরের পুত্র এবং চক্রগুপ্তের পৌত। বৈর-নির্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডা-শোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খ্লঃপূঃ মগধের দিংহাদনে আরু হইলে পর वोबधर्यात छेन्नजि कनारज मकरन हे हेराक धर्मारमाक বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নূপতি। চারি বৎ-সরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়া-ছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্যান্ত ইহার করতলম্ভ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ফার ভারতবর্ষে একাধিপতা করিতে পারেন নাই। ইনি হিল্পধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মে তাঁহার অকুত্রিম অতুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধর্ম উন্নতির উচ্চশিশরে আরোহণ করিয়া-

ছিল। ইনিই বৌদ্ধাণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।"
অসংখ্য প্রচারকেরা ইহার অভ্যক্তাভ্রসারে প্রামে প্রামে
নগরে নগরে এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্মপ্রচার
করতঃ অপ্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই
বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহজ্র স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ধের বিবিধ নগরে নির্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে বিখ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্মের বিবিধ অহ্নুজ্ঞা খোদিত আছে।* ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরির অঙ্গে, অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীর পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আতিয়োকস্, টলেমী, আন্তিণোনো এবং মগা নামক যবন নুপতির নাম প্রাপ্ত

^{*} মহারাজ অশোক তাহা প্রনি-নিপিতে লিখিয়াছিলেন; যথা,— ''হেবংচ হেবংচ মে পালিছে। বাংদেয়ো—" অর্থাৎ এইরপে এইরপে আমার পালি অনুজ্ঞা সকল প্রক্রিবে।

ছওয়া গিয়াছে। অশোকের খ্রঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খ্রঃ পূঃ বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন।

পূর্বেই কথিত হইরাছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন প্রস্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশাল্পরপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্বেক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং স্থপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠক-গণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"ইদপ্রতায়কলমিতি। উৎপাদাদা তথাগতানা মহুৎ-পাদাদা ছিতেবৈষাং ধর্মাণাং ধর্মিতা ধর্মছিতিতা ধর্ম-নিরামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদাহলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতৃপনিবন্ধতঃ প্রতায়োপনিবন্ধতক্ষ, যদিদং বীজাদকুরোহকুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডানালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাছ্কং শ্কাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেহকুরোন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলল-

ভবতি, সতিতু বীজে২ক্লরো ভবতি, যাবং পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্ত্বীজ্ম্ম নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমস্করং নির্বর্তরামি, অঙ্করস্থাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অছং বীজেন নিৰ্ব্বৰ্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পাস্থ নৈবং ভৰতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্থাপি নৈবং ভব-তাহং পুষ্পেনাভিনিৰ্ব্বৰ্ত্তিতমিতি, তন্মাৎ সতাপি চৈতক্তে বীজাদীনা মসত্যপি চাত্যোক্তমিল্লধিষ্ঠাতরি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো হেতৃপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়ো-পনিবন্ধঃ প্রতীত্য সমুৎপাদশ্য উচাতে প্রতায়ে হেতৃনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ত্তে হেত্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবং। ষর্ধাং ধাতৃনাং সমবারং বীজহেতুরক্কুরো জারতে তত্ত্ব পৃথিবী ধাতুরীজন্ম সংগ্রহে কৃত্যং করোতি, যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্ধাতুর্বীজং শ্লেহরতি, তেজেং ধাতুরীজং পরিপাচয়তি, বায়ুর্ধাতুরীজমভিনিইরতি যতোহক্করো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতু বীজন্তা-নাৰরণং কুত্যং করোতি, রূপ ধাতুরপি ৰীজস্ম পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতৃনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নাম্রথা। তত্ত্র পৃথিবী धार्ला र्निवर खवजाहर वीकच्च পत्रिभामर करत्राभीति ; অঙ্কুরস্থাপি নৈবং ভবতাহমেভিঃ প্রতারে নির্বৃত্তিত

ইতি। তথাধাাত্মিকঃ প্রতীতা সমুৎপাদো দাভাাং কারণাভাাং ভবতি, হেতৃপনিবন্ধতঃ প্রতায়োপনি-বন্ধত । তত্রাম্ম হেতৃপনিবদ্ধো যথা, যদিদমবিদ্ধা প্রতারাঃ সংস্কারা যাবজাতিঃ প্রতারং জরা মরণাদীতি। অবিজাচেলাভবিষাৎ নৈবং অঙ্করে। অজনিস্যত এবং জরা মরণাদয় উদপৎশুন্ত। যাবজ্জাতিকেরাভবিষ্য রৈবং তত্রাবিজ্যায়া নৈবং ভবতাহং সংস্কারানভি निर्वार्जशामीति, मः कातानामि निवः खर्नात वतम-বিজ্ঞা নির্বার্ত্তিত। ইতি। এবং যাবজ্জাতা। অপি নৈবং। ভবতাহং জরা মরণাছাভিনির্বর্তরামীতি জরামরণা-. দীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাতা৷ অভি নির্ব্বর্তিতা ইতি, অখচ সংস্ববিক্তাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরা-निधिष्ठिए अश्या मानीना मूपरिवर्गेकानिधिव मर-প্রতীত্যং প্রাপ্যেদ মুৎপছান্ত ইতি। এতাবনাত্রস্থ দৃষ্ট-ज्ञार । (ठजनाधिकानकाज्ञशनरकः। (मात्रमाधाक्षिकमा প্রতীতা সমুদায়সা হেভূপনিবন্ধঃ। অথ প্রতায়োপ-निवन्नः পृथिवारश्ररका वायाकाण विकान शकुनार मम-বায়ান্তবতি কায়ঃ। তত্ৰকায়স্থ পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিম্বমভি নির্বর্তমতি অপ্ধাতুঃ স্বেহমতি কামং তেজে৷ ধাতুঃ কায়স্থ অশিত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাডুঃ কায়স্থ

খাস প্রখাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়তা শুশির-ভাবং করোতি যচ্চ নামরপাঙ্করমভিনির্বর্ত্তয়তি পঞ্চ বিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাম্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোহয়মুচাতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধাাত্মিকাঃ পৃথি-ব্যাদি ধাত্তবো ভবন্তা বিকলা স্তদা সর্কেষাং সমবায়া-দ্ভবতি কায়স্থোৎপতিঃ, তত্র পৃথিব্যাদি ধাতৃনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিখাদি নির্ব্বর্ত্তরাম ইতি, কায়স্থাপি নৈবং ভবতি বিজান মহমেভিঃ প্রতারৈ রভিনির্ব্ব র্তিত ইতি—অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোহচেত্রভাশেতত্না-ভরানধিষ্ঠিতেভ্যো২ক্লুরস্থেব কারস্থোৎপত্তিঃ; সো২রং প্রতীতা সমুৎপাদে। দৃষ্ট বারান্যথয়িত ব্যঃ। তত্ত্রৈতেম্বেব ষটস্থাতুষু মাতৃদংজা, পিতৃদংজা, নিতাসংজা, সুথ-সংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুদালসংজ্ঞা, মতুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃ ত্রহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কার-মমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিত্যাহস্থ সংসারানর্থ সম্ভারত্ত মূলকারণং তত্তামবিভায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহা বিষয়েয়ু প্রবর্ত্ততে—বস্তু-বিষয়া বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানকত্মারো রূপিণঃ, উপা-দানস্বন্ধা স্তন্নাম, তাত্মপাদায় রূপমভিনিবর্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্থেব কলল বুদ্ধ দাভাবস্থা নামরূপ সম্মিঞ্জিতা, তানী ক্রিয়াণি বড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সরিপাতঃ

স্পর্দঃ স্পর্শাদের সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্য মেতৎ স্থুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—" ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচরিতা কেছ
নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব,
শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত
বক্ততা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে দকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পার। তজ্জস্ত তাহারা কার্যামাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদার কার্য্যে ছই প্রকার কারণ অভ্নস্থাত আছে। একের নাম হেতুপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রতায়ো-পনিবন্ধ, হেতৃপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে,কার্য্যোৎ-পত্তির পূর্কে কারণ দ্রবোর সমবায় (সংযোগ) থাকে, যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্র বাহু জগতে আছে; আধাত্মিক কার্যোও আছে। তন্মধ্যে বাহু প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ষট পট রক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এইরূপ নিরম দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর,

অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাগু, নাল, গার্ত্ত্ব, শুক (পুষ্পা বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতৃপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না थांकित्न कन जत्य ना; शूष्ट्रा थांकित्न कन इहेट পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করি-য়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈত্র না থাকিলেও, চেত্রনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্যাকারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্যাকারণ ভাব নিয়মিতরপেই আছে। অঙ্কুর-কার্যোর হেতৃভাব পক্ষে যেমন, প্রতায়ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রবোর সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরপ। পৃথিবী ধাতু, জনধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও क्रमधाङ्क (तोष्कद्र। मूल পদার্থকে ধা ডু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্যা দারা অঙ্কুরের কাঠিতা জ্বন্যে) জলধাতু অঙ্কুরের ক্ষেহভাব সম্পাদন করে (যাছাতে অঙ্কুর সরস

থাকে বীজের উচ্ছনতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হটতে পারে) বায়ুধাতু অভিনিহার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহির্গত হয়,) আকাশধাতু ৰীজ্ঞকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজ্ঞমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্বমান হয়) এই-রূপ ষড় ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখা-নেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয়না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাছ প্রতীতা সমুৎপাদ মধ্যে (বাছস্থ কার্যা সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাছ কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও नारे।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিজ্ঞা, সংস্কার, যাবজ্ঞাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমন্ডাব। আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান, এই ষড়িধ কারণ দ্বব্যের সমবায় ভিন্ন দেছে পৈতি হইতে পারে না। অবিজ্ঞা ব্যতিরেকে সংস্কার জ্বান্ধ না,

সংস্থার বাতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যথন অবিজ্ঞা সংস্কার জনায়, তথন অবিজ্ঞার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিক্তা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির স্থায় অবিস্থা প্রভৃতিরও চৈত্র না থাকিলেও অন্ত চেতনাবান পুৰুষের অধিষ্ঠান না থাকি-লেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই আধ্যান্মিক হেতৃপনিবন্ধ পক্ষে যেরপ, প্রত্যয়েণ্পনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ; পূর্বেক্তি ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কার্চনা সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত করে। তেজো ধাতু ভুক্তার পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্রভাব জ্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপাদির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চক্ষাত্মক; এই ষড় ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবী ধাতুর কথনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কার্চিত্র সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; किन्छ भंद्रीत कथनहे जात्न ना य, जामि विज्ञात्नत

উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্থৃতরাং অন্যথা করিবার পথিও নাই।*

পিও, নিতা, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্গল, মতুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার জ্রী, পুলু, পিত, মাত, ছহিত প্রভৃতি নানা নাম কম্পানা করে। ইহাকে অনর্থ শতসম্ভার সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিছা। অবিছা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দেষ, মোহ জব্ম। বস্তু-আকার ধারী বিজ্ঞান বিষয়। বস্তা-কার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-দ্বরের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, यज्ञात्रजन, नाम, क्रथ ७ हेन्द्रियत मश्यागरक म्थर्म বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অত্নভব শক্তি) বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই স্থুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে। ইত্যাদি।

^{*} এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বভন্ত কৰ্তা নাই।

সংক্ষেপতঃ ব্লৌদ্ধ-লক্ষণ এই রূপ নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে— "তথাছি কুত্যাদেবী * বাকাং

লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভা কেবলম্।

যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসন্তানহবেহি তান্।

সাগদেশি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্বতে। বোধিং
স্বস্থৈব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোত্তমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে দকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও বাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্তকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উপ্তত্ত।

বৈদ্ধিগণের মতে তাদৃশ ধর্ম আর কখন প্রকাশ হয়
নাই, যথা "বোধিসন্ত্রস্থ পূর্ব্বমঞ্চতেয় ধর্মেয়ু—" এবং
বৃদ্ধদেবকে তাহার। "জরা মরণবিঘাতী ভিষয়র
ইবোদ্ধাতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মহ্ন্যা জন্ম
কেবল কফ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা
ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, স্নৃতরাং জ্ঞানিগণের নির্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্ব্যা বৌদ্ধ-

^{*} কুত্যাদেবী বৌদ্ধনাং অভিচারোৎপদ। ধর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মাত্রেরই পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ নিজ কর্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংছ শ্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মহুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল ক্রময়; এবং জীব নিজকর্ম দ্বারা স্থুপ্ত হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

नित्रीश्वत मार्था किशन, नेश्वतंत्र मञ्जा जन्नीकात করিয়াছেন। বেছির। ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করেন নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইছারাও নান্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, ব্যুক্নর প্রভৃতি জর্মণ তত্ত্বিদ্ গণের এই মত, অধিকন্ত তাঁহারা ঈশ্বরের সতা লোপ করিবার জন্য নানা কেশিলময় তর্কপরিপূর্ণ অন্ত প্রচার করিয়াছেন। রিশুখ্রীটের ন্যায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবছিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, মিখ্যা বলিও না এবং মাদক জব্য দেবন করিও না। এই পাঁচটা ভিন্ন ভিক্ষুগণকে আর ৫টা আজা দিয়াছেন; যথা দিতীয় প্রহর বেলা অতীত

হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তবা, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধন্তব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, ত্বপ্তফেণনিভশ্য্যায় শ্য়ন অত্নচিত এবং স্থবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ-ধর্মের উপার ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভাগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় अत्रभ, किसु दूरक्तत छेशाम जारा जारा जारा महज्ज एन উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম পদ" অন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিজারহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগন্ট কোমৎ বৌদ্ধপ্রস্থের বিশেষ আদর कतियाद्या वर छेहा প্রতাক দর্শনবাদিগণকে এক একবার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়া-ছেন।

মারাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধাণের জ্ঞাইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ ভজ্জন্য নানা কর্ফ স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন "কুত্তিঃ কমগুলু মৌ গুং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনন্। সজ্জোর ক্রান্থর শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।" অর্থাৎ চর্মাসন, কমগুলু, মুগুন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমুহাবস্থান, ও রক্তাম্বর, এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের

যতি ধর্মের অক্ক *। ইহারা মালা জপিবার সময় এই
মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিতা হঃখ্
অনাতা" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন
প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বৃদ্ধ মূর্ত্তির
সমীপে ধর্ম প্রস্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্
কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্থীকার করিয়া আইসে, তদ্রপ
প্রকালে বৌদ্ধাণ ধর্মসন্ধ্য মধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্বস্থ
পাপ স্থীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্ম মাসে হইবার
সভা করিতে স্তম্বের লিপিতে অভ্নজা দিয়াছেন।
সিংহলে ভিক্কুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন

"নম তদভাগিবত অহিত সম সমবুদ্ধনঃ
বুদ্ধন্ শরণম্ গৈছামি।
ধর্মন্ শরণম্ গৈছামি।
সঙ্গন্ শরণম্ গাছামি।
"হাতস্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গাছামি।
হাতস্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গাছামি।
হাতস্পি ধুম্ম্ শরণম্ গাছামি।

^{*} সর্বদর্শন সংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক বাঙ্গালায় অলুবাদিত।

হ্যতিশিশ সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তিশি বৃদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তিশি ধর্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তিশি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্তম্।"

বৌদ্ধ-আচাধ্য-প্রণীত অনেক সংক্ষৃত প্রস্থু আছে: কিন্তু আমাদিগের আর্যাশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্যান্ত প্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদর নাটক এবং সর্বাদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধর্ম সম্ব-ন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু হঃখের विषय अरे (य आभामित्गत कान कान वक्रमणीय সামাত্র নৈরারিক ভাষাপরিচ্ছেদ,সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুস্থমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উন্নত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধস্ত সকল পাঠ করিলে এরপ বালমুলত চাপলা প্রকাশ করিতে কথনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের मः ऋउ थे यु मकन जात्मक कान इरेट इर्न ड रहेशा উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অত্মজাত্রসারে ত্রাহ্মণ-গণ দারা আবুলফজল বহু অতুসন্ধানে একথানিও বৌদ্ধন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমর। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের শ্রমত্বে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধপ্রস্থ সংগৃ-ছীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধাণ কছেন ৮৪ সহজ্র বৌদ্ধপ্রস্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত প্রস্থুঞ্জি নবধর্ম নামে খ্যাত-অষ্ট সাহত্রিক. গণ্ডবাহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লম্বাবতার, সন্ধর্ম পুঞ্রীক, তথাগত গুছক, ললিত বিস্তর, স্থবৰ্ প্রভাস। বৌদ্ধর্মের গ্রন্থ সকল দাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—স্থুত, গেয়, ব্যাকরণ, গাখা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় বৌদ্ধপ্রসংক্ষত ভাষায় লিখিত; যথা-প্রজাপার্মিতা, সারিপুত্ররত অভিধর্ম, দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম, ধর্মক্ষমপদ, কারগুরাহ, धर्मारवाध, धर्ममः थार, मश्च तूकारखाज, विनय स्व, महाना স্ত্র, মহান্য স্ত্রালক্ষার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্মা, অত্মান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধ-কপাল তন্ত্ৰ, সঙ্কীৰ্তন্ত্ৰ শুভৃতি; এই সকল প্ৰস্থ অধি-काश्म जातक अञ्चनक्षारन इक्नन मारहर तिभानीव वोक्षगर्भत निक्र इहेर्ड था अ इहेग्राहितन।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম-কীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রা-• ন্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিক শেচ্ছি চতারঃ শিষ্যাঃ" "সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই তদীর ধর্মের আচার্যা। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এম্থানে নাম মাত্র বোধক, কি তাহার শাস্ত্রপ্রমান বোধক, তাহান্থির করা বায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ, শাস্ত্রপ্রমানবোধক, প্রভৃকর্তা-দিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না বলা যায় না।

যাহা হউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধর্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কথনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধি-চিত্ত বিবরণ অস্কুকার ধর্মকীর্ত্তি এইরপ বলেন যথা—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশার বশাহ্নগাঃ।
ভিন্তত্ত্বের্ধা লোকে উপারের্ক্তিঃ পুনঃ॥
গন্তীরোতান ভেদেন কচিচ্চোভর লক্ষণা।
ভিরাপি দেশনা ভিরা শূন্যতা দ্বর লক্ষণা॥"
লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্দেবের উপদেশ একরপ
হইলেও তদীর শিষ্যদিগের অবস্থাও বুদ্ধি একরপ না
হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।
বুদ্ধাতের মূল প্রভ্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ত
ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধর্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করি

ষ্লাছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের অন্ত পাঠে জানিতে পারা যায় ना। गाधवाठाधा मर्वापर्यन मः थाट ठातिकन अधान আচার্ম্যের মত সংগ্রাহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহা সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। রুফমিঞা, প্রবোধচল্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি য়ণিত, বিকৃত ভাবাপর। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপারমিত।" প্রভৃতি স্থত্তপ্র কথনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্ত ধর্মাবলম্বী প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইর ছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্ত হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং খ্রীফ্ট ধর্মের সহিত বৌদ্ধর্মের অনেক সোঁদাদৃশ্য আছে।

বেদিধর্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিবাত, মোদ্ধলিয়া, জাপান, শ্রাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাগু
পর্যান্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ত কোন ধর্মের এতদূর
উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০ ব্যক্তি
বোদ্ধর্মাবলম্বী আছেন।

मिश्हरल ७ हीनरमर्ग अक्करण र्याद्व धर्मात विरमंच

আদর আছে। চীন দেশের বেদ্ধি প্রস্থান্ত সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বেদ্ধি প্রস্কের বহুল প্রচার, তথাকার প্রস্থানকল পালি ভাষার লিখিত। সিংহলে বেদ্ধি ধর্ম প্রচার, তথা পালিভাষাক্ষ বেদ্ধি প্রস্থানিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত ছইবে।

শাক্যসিংহের দিশ্বিজয়।

সমর তরক্ষে বীর যোধগণ, ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন, প্লাবিতে ধরণী লোছিতের নদে,

রাজ - পুত্রগণ সতত ধার।
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্রোচিত কার্যা অন্ত্রপম,

স্থবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়।
এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কাজ,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে

ভ্ৰমেও না হল কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ, নবীন বয়সে বোধি-সত্ত যোগ, করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,

কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়।
পরনে কোপীন কমগুলু করে,
দেববং হাস্থে আস্থা শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে স্থবিমল কান্তি
হেরিলে মুনির মান্দ হরে।

'বুদ্ধ অবতার মহিমা অপার
যোগীক্ত যোগেতে সদা মগন,
মারাদেবী স্থত, বহু গুণ যুত,
মর্ক্তো নররূপে নৃপনন্দন "

জয় জয় জয়, সবে বলে জয়।

অহিংসা পরমধর্মের জয়।

সর্ব্বে জীবে সম দয়া অভূপাম,

হেন ধর্ম কভুনা হবে ক্ষয়।

এতেক কহিলা অমর কিন্তর
এতেক কহিলা অপ্সর নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।

হলো প্রতিধনি 'বৃদ্ধ অবতার '
হলো প্রতিধনি 'মৃহিমা অপার '
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন
শুনিয়া অবাক মানব সবে।

পারিজাত মালা গলে পরিধান, স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশো গান মূহ মনদ রবে বাদিত বাদক বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানী শিষ্য অগণন নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন আর্ঘ্য শাস্ত্র সব সামঞ্জুম্ম করি

স্থতীক্ষ করেছে বুদ্ধি-প্রভাব।
পরনে কোপীন সবে উদাসীন।
জ্ঞান বলে ভব-বন্ধন-বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্বাণ কামনা

ভোগ বিলাসের নাহিক আশ।
মুখেতে সবার জয় জয় ধনি,
হোক্ নব ধর্মে প্রিত্র অবনী,
রসাতলে যাক্ বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

গুৰু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর যাহা হতে জ্ঞান বারি নিরন্তর উপালী, আনন্দ, কাঞ্চপের সহ

পান করি ভৃপ্ত করিলা ধরা।

মায়াময় এই সংসার আঁধার, তাহে জীব পায় কট্ট অনিবার স্বীয় কর্ম গুণে, পাপ আচরণে

সবাই অধীন মরণ জরা।
শ্বভাবে উৎপত্তি শ্বভাবেতে লয়,
শ্বভাবেই হয় জীব সমুদয়,
নির্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুথ

সুগতের পদে লও শারণ।

যতেক আচার্ঘ্য সবে এই বলি,

মিথ্যা কদাচার পদ যুগো দলি,

"বেদ্ধিয়া—জয়" করি যোর রব,

तूकारित मह करत गमन।

তর্কের তরজ—সমর তরজ যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ। লইল বুদ্ধের চরণে আ্ঞায় এ ভব যাত্রনা করিতে নাশ। স্বর্গে দেবগণ মর্ন্ত্যে কোটি নর ভক্তিভাবে সবে যুড়ি হুই কর, অক্ষি যুগ মুদি প্রশাস্ত অস্তরে মনের বেদনা করে প্রকাশ।

"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর, জগতে পবিত্র তোমার নাম। এক মাত্র গুৰু, বাঞ্চা কপাতক, তুমি কেবল আনন্দ ধাম।

নানা গুণধর ত্রিকালজ্ঞবর
সংসারের কফ জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশি,
তব জীচরণে লই শারণ। ''

মানৰ নিকর আননদ অন্তর, সবে এই স্তব করে নিরন্তর, দেবগণ করি পুষ্প বরিষণ,

জয় জয় রবে করিলা বন্দন।

সঙ্গীত শাস্তানুগত নৃত্য ও অভিনয়।

'देशे 'देशे	न्द्रपादीनां	यदाह्लादकरं	परम्।
गानं वादं	तथा चत्यम्		,,,
			(साहित्यदर्पणस्।)

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়।

নৃত্য মন্ত্রের স্বভাবসিদ্ধ, এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক স্থসভ্য কাল, সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্য কালে নানা রপান্তর সহকারে, সভ্য সমাজের অভিনয় প্রথার একটা প্রধান অঞ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম প্রস্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহা-দেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ককন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন্। মহর্ষি ভরত নাট্য শান্তের প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে महार्था मक्षात इत्र अवर टेज्जिटान देवक्ष वहन्तरक इति-নামোচ্গারণ পূর্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়া-ছिलन।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে আখ্যা দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। স্নীন্ডদিগণের মধ্যে মৃত্য অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইজেলগণ শুষ্ক বালুকা ভূমির স্থায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্ এবং মিরাএম আননদ ধনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও মৃত্য করিতেন। গ্রীকগণের মৃত্য অভিনয়-প্রথার অন্ত-ভূত। তাঁহাদিগের ইউমিনিডেশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে তাস উপস্থিত হইত। গ্রীক শিস্পবিত্যাবিশারদগণের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমৃত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্ততন, পিণ্ডার, সকলেই স্ব স্থ প্রস্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্ততল নূতোর বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া "পোইটীকৃশ" গ্রন্থ মধ্যে লিথিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করি-বার জন্ম পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত এবং তাহারা এজন্ম উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম " পাইরিক" नृठा। थां ही नकान इहेर उहे थकां श इतन नृठा, बाद-সাল্লী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভান্ত রোমক-গ্ণ ধর্ম-কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্ম নৃত্য করিতেন না।

আমোদের নিমিত্ত নৃত্য, ব্যবসায়ীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম আদমী। তাহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিল্পস্থানী নাচের সাদৃশ্য আছে।

इष्टेंद्राणीয়गर्गद सर्या "वर्ल" मुखाखवर्ग इहेर्टि माधात्र लोक मकरलहे नृज्य कित्रमा थारकन। काम कामिनी वा श्रुक्ष यिनि "वर्ल" नािंद्रिज ना शारतम, जिनि अकर्मग्र,—मज्य ममार्क जूळ इहेवात याग्रा नरहन। এই "वर्लित" नृज्य विविध श्रुकात; यथा— शाल्का, काािंजिल, कनिं जािंगम्, हेज्याि ; हेहा जिन्न अजिनस कार्या अरनक श्रुकात नृज्य आरह—यथा —वाार्लि, शार्षोमाहेम श्रुजि। आमता अहे श्रुवस्त्रत गीर्यर्गित श्रुक्तां माहित विरम्गीस कािंन नृर्ज्यत छेल्लाथ ना कितिसा मश्कुज मङ्गीज भाक्षाञ्च्यासी श्रीन अस्त्रकाल्लत आर्गा कािंवत नृर्ज्यत विवत्र निश्चिक कितिरुक्ति।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম শাত্তে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

" নৃত্যেন†লমরপেন সিদ্ধির্নাট্যক্ত রূপতঃ। চার্ক্ষিষ্ঠানবন্ন ত্যং নৃত্যমক্তদ্বিভ্রনা।" এই শ্লোক দার। রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করিতেছেন।

বরাহ পুরাণে—"—নৃত্যমানস্থ বক্ষ্যামি ফলং যচ্চ বস্তম্বরে!" ইত্যাদি বাক্য দারা শৌকর মাহাস্থ্যে নর্ত্ত-কের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নি পুরাণে—" দৃষ্ট্রা সম্পুজিতং দেবং নৃত্যমানো-২লুমোদয়েং।" অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিরা যথা-শাস্ত্র নৃত্য দ্বারা হর্ষ বিস্তার করিবেক।

পুনশ্চ বিষ্ণুধর্মোত্তরে "যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা"—
"নৃত্যং দন্বা তথাপোতি ক্রলোকমসংশারম্"—" স্বরং
নৃত্যেন সম্পুজ্য তহৈশ্বাভ্লচরোভ্রেবং।" "নৃত্যতাং
শ্রীপতেরপ্রে তালিকা বাদনৈর্ভ্শম্"। "যে ব্যক্তি
হৃষ্টিভি নৃত্য করে"—"দেব দেবীর পূজায় নৃত্য
করিলে ক্রলোক প্রাপ্তি হয়"—" স্বরং নৃত্য দারা
দেবের পূজা করিলে পরলোকে সেই দেবের অভ্লচর
হয়।"

রামায়ণে ও জীমভাগবতের দশম ক্ষন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহাভারত বিরাট পর্বের লিখিত আছে অর্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তক্ষতা তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্মৃতিতে নটের অথবা নদীর অন্ন অগ্রাহ্ম বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা—

> "রজকশচর্মকারশ্চনটো বৰুড় এব চ।" যম সংহিতা।

অর্থাৎ রজক, চর্মকার, নট ইত্যাদি সাত প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়ন্চিত করিতে হয়। এইরূপ মন্ত্রসংহিতা প্রভৃতি সর্ব্ব সংহি-তাতে নট জাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, স্কৃতরাং নৃত্যচর্চ্চা প্রদেশের অতি পুরাতন।

তাল, মান, রস আ্ভায় করিয়া সবিলাস অঙ্গবিকে-পের নাম নৃত্য; যথা—

''দেবক্চা। প্রতীতো যস্তালমানরসাপ্রয়ঃ।
সবিলাসোহজবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচাতে রুধৈঃ।''
সঙ্গীত দামোদর।

যে দেশের যে প্রকার কচি তদস্সারে তাল-মানরসাজ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য, যথা—

"দেশকচ্যা প্রতীতোযস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।

সবিলাসাঞ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

সঞ্জীত দামোদর।

নৃত্য ছই জাতীয়—তাণ্ডব ও লাখা। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাখ্য কছে; যথা— ''ক্রীনৃতাং লাম্মাশাকেং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং।'' সঙ্গীত নারায়ণ।

তাণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব নৃত্যের বিধি রচনা করিয়া-ছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমরকোষের টীকার বিস্তার পূর্বেক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাশ্য এই দিবিধ নৃত্যই হুই প্রকার। হুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলি, আর দিতীয় বহুরূপ, যথা—

"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্থাং দিবিধং নৃত্য মুচাতে। পেবলিবঁত্রপঞ্চ তাণ্ডবং দিবিধং মতম্।" সঙ্গীত দামোদর।

অভিনরশৃত্য অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি, আর ছেদ ভেদ, প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্থ নৃত্যও ছই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপ-রের নাম যৌবত। ভাব রসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহ-কারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঞ্চন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য—তাহাকে ছুরিত বলে, আর কেবল নর্ভকী স্বয়ং যে লীলা সহকারে নৃত্য করে তাহাকে যৌবত কহে; যথা—

"ছুরিতং যৌবতঞেতি লাম্মং দ্বিধমুচাতে। যতাভিনয়নৈ-ভাবরসৈরাক্ষেষচুম্বনৈঃ। নায়িকা নায়কে রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতংছি তৎ। মধুরং বদ্ধলীলাভি-র্মটীভি-র্যত্ত দৃশ্বতে— বশীকরণবিজ্ঞাভিং তল্লাস্থাং যৌৰতং মতম্।" সঙ্গীত দামেদ্র।

' যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে ততাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নাম্ই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তকনির্ণয়ে—

> "অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যং জন-চিত্তানুরঞ্জনম্। নটেন দর্শিতং যত্ত নর্জনং কথ্যতে ভদা।"

ইহার অর্থ সহজ। সাধারণ নর্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিত্য।" নাট্য।—"নাটকাদি কথা দেশ রত্তি ভাব রসাশ্রয়ং। চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যযুক্তং মনীষিভিঃ।'

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তদ্যত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃতা।—"অপুস্ত সর্বাভিনয়-সম্পন্নং ভাব ভূষিতং। সর্বাঙ্গস্করং নৃত্যং সর্বলোকমনোহরম্।"

কোন আখ্যারিকা পুস্তকের অন্থাত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস ভাবাদির দারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদি অভিনয় দারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্কাঞ্চ স্থন্দর হইলে সকল লোকেরই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিল্পস্থানের তয়ফাওয়ালিদের মধ্যে অনে-কাংশে দৃষ্ট হয়।

মৃত্ত।—" হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতং।
ত্যক্ত্যাভিনয়মানন্দকরং মৃত্তং জনপ্রিয়ম্।"

অভিনয়বর্জ্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা "নৃত্তে ভেদত্তরং চাল্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম।—"শস্ত্রসঙ্কট রজ্বাদি ভ্রমণং বিষমং হি তং।"
শস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি
প্রকারের নাম বিষম নৃত। এই নৃত্য মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট।—"বিরূপতোইন্ধবেশাদি ব্যাপারং বিকটং মতম্। "

বৈরূপ্যজ্ঞনক বেশভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত] বলে।

লঘু।— "উপেতং করণৈরিশে-ৰুংপ্লুতাছৈর্ স্তং।"

অপা উপকরণ অবলম্বন পূর্বক উৎপ্লুতাদি গতি

বিশেষের নাম লঘু নৃত্য। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের

মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নিঞ্' ধাতু হইতে অভিনয় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অভির অর্থ সাংমুধ্য, নিঞ্
ধাতুর অর্থ পাওয়ান; এতাবতা তহুভয়ের যোগে
এইরপ অর্থ পাওয়া গেল যে প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়া
দারা সাক্ষাৎকারের ফায় দর্শকের সন্মুথে উপস্থিত হয়,
সেই প্রক্রিয়াবিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

" অভিপূর্বস্ত নিঞ্ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে। যক্ষাৎ প্রয়োগং নয়তি তক্ষাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥" অভিনয় চারি প্রকার।

" চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্থাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্মিকাঃ। আদ্দিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥" বাচিক, আহার্য্য, সাত্মিক ও আদ্দিক, এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

াভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক আভিনয়ই শ্ৰেষ্ঠ ও কাঠ "অঙ্গনেপথ্যসন্থানি বাগৰ্যং ব্যঞ্জয়ন্তি হি।

তস্মাদাচঃ পরং নাস্তি-বাগ্যি সর্বস্থ কারণম্।" যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্বপ্রকার অর্থ বাক্য-দারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক।"—গছপছাদি ভাষা প্রাক্তসংক্ষতিঃ। সার্থকৈ রচিতো বাণ্যা বাচিকঃ সোহভিধীয়তে।" গভা পতা বা তহুভয় লক্ষণবিবৰ্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাক্তই হউক, আগ্র সংক্ষৃতই হউক, বা তহুভরের সংযোগ করিয়াই ১উক, অর্থাভ্রুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে তাহা বাচিক অভি-নয়। ইহা অস্মদেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য।—"আহার্য্যোহভিনয়ে নাম জেয়েগ নেপথ্যজেগ বিধিঃ।"

নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্গোজ্) অভি-নয়ের নাম আহার্যাভিনয়।

নেপথ্যবিধি চারি প্রকার। পুস্তু, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা। যথা—

" চতুর্বিধস্ত নেপথাং পুস্তোইলঙ্কারকস্তথা। সংজীবশ্চাক্ষরচনা——"

পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা, ও চেটিমা। বস্ত্র বা চর্মাদি দারা যে দৃশ্য নির্মাণ করা বায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি বস্তুঘটিত হয়, তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেট্টমান থাকে তাহা চেটিমা।

পুস্ত।—"শৈল্যানবিমানানি চর্মবর্মাযুধ-ধজাঃ।
বানি ক্রিয়ত্তে তান্থেব স পুস্ত ইতি সজ্জিতঃ॥
পর্বতে, যান, বিমান (ব্যোমচারি যান) চর্ম, বর্ম,
অন্ত্র;ধজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বলা যায়।

অলম্বার।—"অলম্বারশ্চ বিজেয়ে মাল্যাভরণবাসসাং।
নান্বিধসমাযোগো মথাক্ষেম্বনির্মিতঃ।"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদক্ষের নিমিত্ত যে নির্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

मः जीव --

"য়ঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্ত স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।"
নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম
সংজীব।

অঙ্গরচনা ।-

"তৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহি-তাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিফাস করা যায় তাহার নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রধান। এতং-সংযোগে অক্সাক্ত বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্গ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগ বিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে তাহার আর প্রকট করিলাম না।

স্থগৃঃথাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ত্বলে (মনের বিবিধ বিকার) তৎপ্রযুক্ত ভাবের নাম সাজিক ভাব। সেই সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার, ইহা বাছ শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অভিনয়কার্য্যে প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ', 'স্বেদ', 'রোমাঞ্ঞ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা,' 'অঞ্চ', 'প্রলয়', যথা—

"স্থহঃথক্তো ভাবো মনসঃ সত্ত্মীরিতং। তৎপ্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্তিকঃ সোপি চাষ্টধা॥ স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদো২থ বেপথুঃ। বৈবর্ণামশ্রুপ্রলয়ঃ—" ইত্যাদি।

নর্ত্তকনির্য়।

নর্ত্তকাণ রক্ষমধ্যে প্রবেশ করিরা কুসুম প্রভৃতি উৎ-কৃষ্ট স্থান্ধ ও মঙ্গলময় দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অন্তরূপ তাংনে কোমল নৃত্য প্রথমে আগরন্ত করিবেক। বিষম ও উদ্ধৃতবিহীন নৃত্য কোমল নৃত্য।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকী রক্ষং বিকীর্ণ কুসুমাদিকং।
নিঃসরকেন তানেন কোমলং নৃত্যমাচরেও।
তদ্বিমাদ্ধতাজৈন্ত বিহীনং কোমলং ভবেও।"
সঙ্গীত দামোদর।

রক্ষপ্রবেশের অনন্তর যে নৃত্য তাহা ছই প্রকার আছে। একের নাম বন্ধনৃত্য, অন্তের নাম অবন্ধ। বন্ধ-নৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিকিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবন্ধনৃত্যে তাহা থাকে না। নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, জ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম, ক্ষেত্র, কটি, অজ্ঞিন, স্থানক, চারী, করণ, রেচক ইত্যাদি শারীরিক অনেক-বিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেধালক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সোষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম, সভাসন্লিবেশ, রন্দলক্ষণ, বশীকরণপ্রকার ইত্যাদি অনেক বিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্টল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্বেক নর্ত্তনার্দ্রের চতুর্থ প্রকরণে শ্বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকরণের উত্তরার্দ্রের প্রতিজ্ঞা ক্ষোক এই—

"অথাত্রান্সিন্ শিরোক্ষিজমুখরাগাক বাহবঃ।
হস্তকা হস্তকরসা চালা হস্ত-প্রচারকাঃ।
করকর্মানি ক্ষেত্রানি কট্যজ্যি-স্থানকানিচ।
চার্যাক্য ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণ রেচকাঃ।
লক্ষণং নৃত্যশালারা নটস্থ চ স্থলক্ষণং।
রেথারা লক্ষণং পশ্চাৎ লাম্মান্সিনিচ সেচিবং।
চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভারাক্য নিবেশো রন্দলক্ষণং।
বংশস্থ লক্ষণং তত্র পশ্চাক্তপ্রবেশনং।
বিবিধং নর্ভনং চান্মিন্ ক্রমহে লক্ষণং ক্রমাণ্।

পণ্ডিত বিট্টল এইগুলিকে অতি বিশদরূপে বলিয়া-

ছেন। এতন্তির অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু ততাবিৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ।—"একোনবিংশধা তচ্চ" শিরঃ-সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে "সমং যুতং বিধৃতঞ্চ" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়াবলিয়াছেন।

দৃষ্টি।— "অদোষং ভাবসংব্যক্তলোকনং দৃষ্টিকচাতে।" দোষরহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার। রস-দৃষ্টি, স্থারিদৃষ্টি, সঞ্চারী-দৃষ্টি। এতদ্ভির ব্যভিচারী-দৃষ্টিও আছে।
নর্ভক বা নর্ভকীদিণের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন
কঠিন, তেমন কঠিন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর,
করুণ, প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টি দারা
মৃর্ভিমান করিতে হইবে।

যেরপে বা উপায়ে তাহা হয় তাহারও উপদেশ আছে, সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুলা হইয়া যায়। ফল, রস দৃষ্টি আট প্রকার। স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি আট, ব্যক্তিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্ত্রিশ প্রকার দৃষ্টি আছে।

" দৃষ্টি-চারাস্থ্যামিক্স-স্তারাকর্মপুটাদরঃ" ইত্যাদি, তদ্ভির তারা-কর্ম অর্থাৎ চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে। জ।— সাত প্রকার জভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, জাকুটী, এই সাত। "সহজা রেচিতােৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা পতিতা তথা। চতুরা জাকুটী চেতি সদ্ভিঃ সা সপ্তধােদিতাঃ॥" "সহজাতু স্বভাবস্থা" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে। মুথরাগ।—"যেনাভিবাজ্যতে চিত্ত-রতিধীরৈ রসাম্বিতা।

রসাভিব্যক্তিহেতুথামুখরাগঃ স উচাতে॥'' অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ বলে। উহা চারি প্রকার। বাহু।—বাহু অর্থাৎ বাহুর গতি ষোল প্রকার। উদ্ধি,

অধোমুখ, তির্ঘাক্, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্তা, মণ্ডুল গতি, স্বন্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠাত্ম্গ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত; যথা—

"উদ্ধান্তাধােমুখন্তির্ব্যাণাপবিদ্ধঃ প্রদারিতঃ।
 অচিন্ত্রো মণ্ডলগতিঃ স্বন্তিকো বেফিতাবপি॥
 পৃষ্ঠান্ত্রগন্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরলন্তথা।
 নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাত্ত্বদারিত ইতি ক্রমাৎ॥"
 ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও বর্ণিত আছে।
 হন্তক।—"নর্ত্তনে রক্তিজনকোহব্যক্ষ বানর্থবােধকঃ।
 পাদেতরাক্ক্লিকাাসবিশেষাে হন্তকঃ স্মৃতঃ॥"

নৃত্যকালে আত্মরক্তিজনক, অব্যঙ্গ অর্থচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিফাস বা বিক্ষেপবিশেষ তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরস্তু কথিত সংযুত হস্তের আবার আট্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত ও নৃত্যহস্তেরও ব্রিশ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আছে, যথা—

"পতাকো হংসপক্ষত গোমুখকত্রন্তথা।
নিক্পকঃ সপশিরাঃ পঞ্চাত্তকাত আ
চতুর্বাত্তি-দিমুখে স্চ্যাত্ততাক্রচ্ডকাঃ।
সন্দেশহংসচক্রাখ্যে ততঃ ত্যাক্রণস্থকঃ॥
খণ্ডাত্তো মৃগণীর্ষক মুকুলঃ পদ্মকোশকঃ।
কুর্মনামাভিধো হস্ত অল পল্লব পল্লবাঃ॥
অলপদ্যাতিবোরালো শুকাত্যক লতাভিধঃ।"

इंजामि।

পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সপ্^ৰ-শিরা, পঞ্চাস্থ বা সিংহাম্ম, অৰ্দ্ধচন্দ্ৰক, চতুৰ্মুখ, দ্বিমুখ, স্থচ্যাম্ম, তাম্ভচ্ছ, ইত্যাদি—

চালক।—বংশী বা অভাবিধ লয়মন্ত্রের অভুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্তপ্রচার।—পার্শ, তির্যাক্, সন্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে হস্তান্দোলন তাহার নাম তলহস্ত। করকর্ম।—"উৎকর্ষণং বিকর্ষঞ্চ তথা চাকর্ষণং পুনঃ।
পরিপ্রহো নিপ্রহৃত ত্বাহ্বানং রোধনং তথা॥
সংশ্লেষণ্ট বিয়োগণ্ট রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জন্তর্জনন্তথা॥
ছেদনং ভেদনঞ্চৈব ক্ষোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাংস্ফুটং কর্মাণি বিংশতিঃ॥"
উৎকর্ষণ (উদ্ধে), বিকর্ষণ (দূরে), আকর্ষণ (সমুখে),
পরিগ্রহ, নিপ্রহ, আহ্বান, রোধন (অবরোধ করার
মতন), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ (ছাড়াইরা দেওরা), রক্ষণ,
মোক্ষণ (ছেড়ে দেওয়ার ভদ্ধি), বিক্ষেপ, ধূনন (কম্পন),
বিসর্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন (ফুটান),
মোটন (মট্কান), তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম নামে
কথিত হয়।

হস্তক্ষেত্র।—"পার্শ্বদ্ধং পুরস্তাত পশ্চাদূর্দ্ধমধঃশিরাঃ। ললাট কর্ণ স্কন্ধোৰু নাভয়ঃ কটি শীর্ষকে। উৰুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ॥"

পশ্यविष्ठ, मसूथ, পশ্চাৎ, উদ্ধি, অধ, মস্তক, नना है, कर्न, प्रञ्ज, ना डि, किं, भीर्य, डेब्स्य,—এই ত্রয়োদশ হস্ত-কেত্র অর্থাৎ হস্তবিফাদের প্রধান স্থান।

কটি।—নির্দ্বোহনৃত্যযোগ্যা কৃশা (দেহমধ্যে) কটি ছয় প্রকার। যথা—

শিমান্দিরা নির্তাচ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতাতু সা প্রোক্তা বড়বিধা চাথ লক্ষণম্॥"
কুশা, সমান্দিরা, নির্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও নির্দিষ্ট আছে।
চরণ।—ন্তার উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ
ত্রোদশ প্রকার যথা—

"সমোহঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ স্ট্যপ্রস্তলসঞ্চরঃ।
উদয়েউতঃ ষউতিশ্চ ষ্টিতোৎসেধকস্ততঃ॥
বৃটিতো মর্দিতশ্চাথ পাঞ্চি গশ্চাব্রগাস্তথা।
পার্শ্বগাশ্চেতি পাদঃ স্যাৎ ত্ররোদশবিধস্ততঃ॥"
সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, স্ট্যপ্র, তলসঞ্চর, উদয়েউত,
ষ্টিত, ষ্টিত, উৎসেধক, বৃটিত (বা ক্রোটিত), মর্দিত,

श्वानक।—"मितिर्वाविर्वार्वाश्य श्वानः ----"

পার্ষ্ণি, অভ্রা, পার্দ্বা।

আনুরক্তিজনক অক্ষে অক্ষদন্তিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তন নির্ণয়কার সাতাশটীর লক্ষণ ও সাধন প্রকার বলিয়া-ছেন। ঐ সাতাশটীর নাম এই—

সমপাদ, পাঞ্চিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অৰ্দ্ধ-চল্ৰ, মান (বা বৰ্দ্ধমান,) নন্দাবৰ্ত্ত, মণ্ডল, চডুৱঅ, বৈশাধ, আবহিত্বক, পুঠোতান, তলোতান, অত্মকান্ত, একপাদিক, ব্ৰাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীচ, প্ৰত্যালীচ, খণ্ডস্থতি, সমস্থৃতি, বিষমস্থৃতি, কুর্মাসন, নাগবন্ধ, গাৰুড়, রুষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জজ্ঞা, বক্ষ ও কটি, এই কএকটি স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। উহা আয়ত্ত হইলে তদারা চরণ করার নামও ठाही। मश्रद्धशविष्णादय छेश्रद्ध कान जश्रमात नाम ठाडी-করণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম, এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম থণ্ড। থণ্ডসমূছের নাম মণ্ডল। कन.

" চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা। চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষত চার্যো। যুদ্ধেরু কীর্ত্তিতাঃ॥" চারী (সঞ্চরণবিশেষ) দারা নত্য প্রস্তুত হইরাছে। চারী দারা চেফা সকল সম্পন্ন ইইতেছে, চারী দারা শস্তক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমতঃ দিবিধ।

ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীর্ত্তিতা।" ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ जाका ममत्रक्षीया। जाका महाती ७ जोमी हाती वह উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার ভেদ আছে।

তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধন প্রকার নর্ত্তকনির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নামগুলি এই—

সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্থা, বিচ্যবা, অধ্যন্দিকা, অাগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমস্য়িত, মত্তন্দী, মতন্দী, উৎস্থন্দিতা, উড্ডিতা, স্থন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, র্থচক্রা, পরীর্ত্তা, নূপুরপাদিকা (বিদ্ধিকা), তির্ঘাঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পাঞ্চি রেচিতা, উৰুতাড়িতা, উৰুবেণী, তলোদ্বতা, হরিণতাসিকা, অর্দ্ধগুলিকা, তির্ঘক্কুঞ্চিতা, মদালসা. সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভক্রীড়নিকা, লডিয়তজ্জ্যা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঞ্জটিতা, খুরা, স্বস্তিকা, তল-দর্শিনী, পুরাত্তর্দ্বপুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুটা, কলিতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধস্লিতিকা, সমস্থলিতিকা, সোখ্যা (এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি) অতিক্রান্তা, অপকান্তা, পার্শ্বকান্তা, মুগপ্রুতা, উদ্ধিজাহু, রত্নিতা, স্থচি-विका, मृथ्रभामा, मालभामा, मछभामा, विञ्खाखा, ভ্ৰমরী, ভুজদ্বাদিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্ভৃতিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জজ্ঞানম্বনিকা, অজ্যিতাড়িতা, লপ্তিকা, জজ্মাবর্তা, আবে-छेना, छेएवछेना, छे९एकभा, भरमा९एकभा, स्र्विविका, প্রবৃত্তিকা, উন্নোলা, এই এক্ত্রিশ আকাশচারীর জাতি।

করণ।- "হস্তপাদসমাবোগঃ করণং নর্ত্রস্তচ।" नुठाकात्न य राख शरख, श्राम श्राम, वा रख श्राम সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম "নর্তক-নিৰ্ণয়ে " উক্ত হইয়াছে ।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্ঞনিত, পুষ্পপুট, পার্ম, জাতু, উদ্ধ্ঞজাতু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিহ্যান্ত যুম্ভ, চল্ডাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাট-তিলক, নামলতা, ব্লম্চিক, (১৬) এই ষোলটীর লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

(तहक ।—(तहक 8 थकात—"পाम (ग्राः कत्र साः कि ।। ত্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।" পাদরেচক, হস্তরেচক, কটী-রেচক, ত্রীবারেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে ৷

অতঃপর প্রতিজাত নৃত্যবস্তুর মধ্যে নৃত্যশালা, न दित नक्षन, दार्थानकन, नाजाक, त्रीष्ठंत, हिज्कर्य, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভ্য, সভাপতি, সভাসনিবেশ, त्रक्षकक्षा, वर्षलक्षा, तक्ष थार्यम,-- धरे छनित्र शति-ত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

डेक भनार्थंत जावाभ, डेवाभ, मश्राम, विराम्भ ্বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াও

থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আরত করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যজ্পি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২০১টা স্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য দ্বিধি—বন্ধ নৃত্য ও অনিবন্ধ নৃত্য।

'' কার্যাং তত্র দ্বিধা নৃত্যাং বন্ধকং চানিবন্ধকম্। গত্যাদি নিয় মৈর্ফুক্তং বন্ধকং নৃত্য মুচ্যতে। অনিবন্ধস্থ নিয়মাং—'' ইত্যাদি।

গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য তাহার নাম বন্ধ-নৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাল লয় সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবন্ধ নৃত্য।

नृट्यात नाम — कमनवर्छनिक। नृट्या, मकतवर्छनिका ७
माह्यत नृट्या, ভानवी नृट्या, रमनी नृट्या, हर्गी
नृट्या, क्कूणी नृट्या, तक्षमी नृट्या, गक्यामिनी नृट्या,
पूथकानी नृट्या, निर्वा नृट्या, कत्यमिन नृट्या,
कित नृट्या, निर्वा नृट्या, कप्रकाल नृट्या, क्रूबा ह्या,
कित नृट्या, निर्वा नृट्या, अल्पकाल नृट्या, क्रूबा ह्या,
कित नृट्या, नागवन्न नृट्या, इन्जनिट्या। नृट्या, मालूक
नृट्या, इन्जन्या, तथक नृट्या, हिल्या नृट्या, द्वि कि नृट्या,
भाष्यवन्न नृट्या, हेट्यामि वह क्ष्यीत्र नृट्या आहि।

নেরী জাতীয় শুদ্ধনেরি নৃত্য— " চতুরত্তে স্থিতির্বি রাসতালফিরোলয়ঃ। রথচকৈকপাটেন পরেণ চ যথোচিতম্।
গতিঃ পতাকহস্তশ্চ প্রত্যাশং তলসঞ্চরঃ।
নীরিবং গতিসঞ্চারঃ ক্রমাৎ সব্যাপসরারোঃ।
রেখা সৌষ্ঠবসম্পারঃ সশুদ্ধো নেরিকচাতে।
উপারিশ্লাপি সর্কেয়্ বিনা দৃষ্টক পৃষ্টকম্।
বাহু ভ্রমরিকাং বদ্ধা মুক্তিঃস্থাচ্ছবুরস্তকে।"

পূর্ব্বোক্ত চতুরত্রে স্থিতি করতঃ রাস নামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরি নৃত্য আরম্ভ করিবক। তৎপরে রথ চক্র পাট (পূর্ব্বে উক্ত আছে) তৎপরে যথাযোগ্য গতি অবলম্বন করিবেক। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তলসঞ্চর অবলম্বন করিবেক। বাম ও দক্ষিণ ভাগে নীরি (শুদ্ধাগতি) প্রকাশ করিবেক। ইহাতে রেখা ও সোষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পৃষ্ট ব্যতীত অন্থ বে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহু ভ্রমরিক। বন্ধানপূর্ব্বক চতুরত্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপ্তি করিবেক।

চক্ৰবন্ধ নৃত্য,—

"কাংশ্চিত্তালাস্পক্রম্য প্রয়োগে বহুল জ্ঞান্।
সঙ্কীর্ণানেক গতিভিঃ প্রবৃত্তং স্থমনোহরম্ ॥
কুবাড়াথাঞ্চ তদোয়ং তালরূপ বিচক্ষণৈঃ।
হস্ত বাহ্বভিযুভিঃ সব্যৈ বাম পদাহহন্তকৈঃ॥

যড্ভিরকৈশ্চভুর্ভি বা তালৈস্তত্ত্মিতাক্ষ্কৈঃ।
সমানমাত্রলাক্ত্রশ্চ জতলঘ্যদিদৌ যদি।
পূর্ব্বপূর্বং পরিতাজ্য ছথ্মিমাথ্রিমমাঞ্জিতিঃ।
এতদেবাস্থতালেন নৃত্যং কুর্যারটাথ্রণীঃ।
চক্রবন্ধং তদাধ্যাতং নৃত্যবিভাগ বিশারদৈঃ।"

যে কোন তালে আরম্ভ—আরম্ভের পর জত তালই অধিক সঙ্কীর্ণ, এবং অনেকরিধ গতিদ্বারা প্রবর্ত্ত করা— কুবাড় নামক গীতজাতির গীত সংযুক্ত করা—এবং ঐ জাতীর তাল যোজনা করা—হস্ত, বাহু, বামপদ, প্রভৃতি ছয় অদ্ধ তৎপরিমিত তালদারা মিলিত করিয়া ল-অন্ততাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয়, আর জত এবং লঘু দ-দয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রার পরিত্যাগ করা, ক্রমে অগ্রিমে আরোহণ করা—এতন্তির অন্ত কোন তালে এ নৃত্য করিবে না— এইরূপ নৃত্য চক্রবন্ধ নামে প্রাত। ইত্যাদি।

সংস্কৃত শাস্ত্রাত্রায়ী নৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, একণে এতদেশে সদ্ধীত শাস্ত্রাত্রায়ী
কোন প্রকার নৃত্য প্রচলিত নাই, যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই আগুনিক। স্কৃতরাং তদর্শন
এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

সাহসাঙ্গ চরিত।

The aspiring soul, in thoughts celestial woven, Dallies in bygone dreams, the dim foretaste of heaven.

THE BHILSA TOPES.

সাহসাক্ষ চরিত।

· সংস্কৃত ভাষায় হুই খানি কান্তকুজাধিপতি সাহসাঙ্ক নুপতির জীবনরতান্তঘটিত এম্বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি "সাহসাঙ্গ-চরিত" ও শেষোক্ত খানি "নব সাহসাল্ল-চরিত" নামে খ্যাত; স্থবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিতের রচয়িতা। এই প্রস্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; কিন্তু "বিশ্ব-প্রকাশ" নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অক্সান্ত কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিথিয়া-ছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়া-মণি একুফের বংশধর, এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩শকে বর্ত্তমান ছিলেন; স্থতরাং সংস্কৃত বিজ্ঞা-বিশারদ উইল্সন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খুটাক সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর ক্ষের পোত্র। সাহসাঙ্গের অপর এক নাম ৰিক্রমাদিতা, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি।

কেহ কেহ গাধিপুর গাজিপুরের সংক্ষৃত নাম মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্তকুজের অপর নাম মাত্র।* উইল্সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু এ কথার আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন রত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও প্রস্থুপ্রণায়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

শীসাহসাস্থ নৃপতেরন বছাবিদ্যবৈদ্যোত্তরন্ধ পদপদ্ধতিমেব বিভং।

যশ্চন্দ্রচারতো হরিচন্দ্রনামা
স্বব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্রমলংচকার। ৫।
আসীদসীমবস্থাধিপবন্দনীয়ে
তস্থান্বরে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রন্থ দল্ল ইব গাধিপুরাধিপাস্য
শীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ। ৬।

^{*} প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুজং গাধিপুরং" ইভ্যাদি ক্রমে কান্যকুজ নগরের পর্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি প্রস্থেও ক্থিত আছে।

সংক্রপা সংমিলদন্পবিক্পাজশা কপ্পানলা-কুলিতবাদিসহস্রসিরুঃ। তর্কত্রয়ত্তিনয়ন স্তনয়স্তদীয়ে मार्गामतः ममजविद्यकार वर्तताः। १। তত্যা ভবৎস্থ কদার বাচো বাচম্পতিঃ জ্ঞীললনাবিলাসী। मरेष्रमाविष्ठा निन्नी मिरन्भः कुष्ठख्डः मर्क्रमूम्कद्दन्दः।४। যদ্যভুজঃ দকলবৈত্যকতন্ত্ররত্ন রত্বাকরভায়মবাপ্যচ কেশবোহভূ। कीर्जिनिं एक जनमनिमा शिम श्रमान বাক্যপ্রপঞ্চরচনা চতুরাননঞীঃ। ১। কৃষণ্য তম্য চ মৃতঃ স্মিতপুণ্ডরীক দণ্ডাতপত্রপর ভাগ্যশঃ পতাকঃ। <u> এীব্রশইতাবিকলাত্মমুখারবিন্দ</u> সোলাদ ভাদিত রদার্ড সরস্বতীকঃ। ১০। তস্থাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ এীমন্বছেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ। অশেষ বাজ্য মহার্থ পারদৃষ্য শকাগমামুকহ্ষগুরবির্বভূব ৷১১ ৷

যঃ সাহসাক্ষচরিতাদি মহাপ্রবন্ধ नियान देनश्रंना छन्दात्रेवचीः। যো বৈছ্যকত্তম সরোজ সরোজবন্ধঃ বন্ধঃ সতাং চ কবি-কৈরব কাননেস্থঃ।১২। সেয়ং কৃতিস্তুত্ত মহেশ্বস্তু रेवनकामित्नाः श्रुक्ताज्यानाः। দেদীপ্যতাং হুৎক্মলেমু নিত্য মাকপা মাকপিত কৌস্তভঞীঃ।১৩। লব্ধৈঃ কথঞ্চিদভিজাত স্থবৰ্ণকার লীলেন কোষশত বারিধি শব্দরতেঃ। বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধুশোভাং বিভ্ৰন্মাত ঘটিতো মুখখণ্ড এবঃ ।১৪। ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষ রত্বাকরালোড়ন লালিতানাং। **मिताः कथः देनस स्वर्ग देशाला**। विश्व थकारमा विवृश्विभानार। १४। ভোগীল কাত্যায়ন সাহসায় বাচম্পতি ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্। সবিশ্বরপামরমজলানাং শুভাঙ্ক বোপানিত ভাগুরীণাং।১৬।

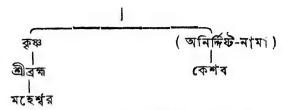
কোষাবকাশ প্রকট প্রভাব
সংভাবিতানর্যন্ত বাঞ্চিতার্থান্
সংপাদয়ন্নেষ্যতি বাঞ্চিতার্থান্
কথং ন চিন্তামণিতাং কবীনাং ।১৭।
আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাত্রি
কৈলাসভূমিবলয়াদ্যদিহান্তিকিঞ্চিং।
একত্র সংভূতমগোচরশব্দর
মালোক্যতাং তদ্ধিলং স্থারঃ কবীন্তাঃ ।১৮।
ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সাহসাক্ষ নৃপতির নিকট বৈদার্ত্তি অবলঘন করিরা মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্যাধ্যা দারা চরক শাস্ত্রকে অলক্কত করিয়াছেন তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক চীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বস্থাপতি মায়, বৈদাকুলোন্ডর, নির্মালকীর্ত্তি জীক্ষ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইল্রের অশ্বিনীকুমারের স্থায় গাাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষ্পুগণের পূজা দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মানসিক শক্তিসমুদ্ভূত বছবিধ জ্পারপা অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল।

এবং ত্রিবিধ তর্ক শাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। ৭। ইহার পুলের নাম বাচম্পতি। বাচম্পতি অতি खी-विनामी ছिलन, अवर विनाविना तभ भूमकूरन দিবাকর ছিলেন। এই বাচম্পতি হইতে সাধুজনরূপ क्र्यू (मत हे के खेल के स्वाप्त क ভাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনাবিষয়ে স্বচতুর ছিলেন। ১। তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র জীবনা। ইনিও সর্বাগুণসম্পন্ন।১০। এই জীব্রানর আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চল্রের তার নির্মাল কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমু-দ্রের পারগমনকারী, শকশান্তরপ পদাবনের স্থ্য रहेश जन्मधार्ग कतिशाहितन । ১১। हेनि माहमाङ চরিত প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্মাণে নিপুণতা প্রকাশ कतिया, छनरभी तरव बीमम्भान, रेवमाक भौजितभ भीपात स्था, माधुकरमत वन्नु, कवि, धवर कविवन्नभ रेकत्रव বনের চক্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। ২। এতাদৃশ মছে-খারের কৃত এই প্রস্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকিপা নিতা নিতা এপুৰুষোত্তমের কেল্লিভ ধারণের শোভা-লাভ কৰক। ১৩। ১৪। ফণিপতি কর্ত্তক উদীরিত " শব্দকোষ্যমুদ্র " আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালারিত হইরাছেন, ভাঁহাদিগের নিকট কেন না এই স্থবর্গ স্থমেকতুল্য "বিশ্বপ্রকাশ " সমাদৃত হইবে ? ১৫। ভোগীল্র অর্থাৎ কণিপতি, কাত্যারন, সাহসাঙ্ক, বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং-আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবার পরাজু থ হইবে ? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (স্থমেকর) সেবা করেন না ?—ইত্যাদি ইত্যাদি—১৬। ১৭ । ১৮ ।



^{*} সাহসাক্ষরত শব্দ এন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই
নাই, কিন্তু শব্দ শান্তের টাকাকারেরা স্থানে স্থানে ' ইতি সাহসাক্ষ
দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং
''দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাক্ষ আদ্বাণ বা ক্ষতিয়ে
'ছিলেন।



অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত রহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতান্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃটান্দে অমরকোষের প্রদিদ্ধ
টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর
তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহারা
উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,
তথাহি মেদিনী,—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্নালঞ্চ। অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ স্থবিচার্যা। ইত্যাদি—

কোলাচল মলিনাথ স্থার বিশ্বকোষের প্রমাণ সীয়

টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর,

এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান

ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অভ্সরণ করা যাউক।

মহেশ্বরের সাহসাম্ভ চরিত রচনার পরে নৈষধকর্ত্তা

শীহর্ষ নবসাহসাম্ভচরিত রচনা করেন।

आमता भूदर्स निश्चित्राहि य ताज (भंधरतत ध्वतत

চিন্তামনির প্রমাণাত্মারে শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চল্রের সভাসদ ছিলেন। এই প্রমাণ বিশ্বৎ-শার্দাল বুলার মহোদয় আছে করিয়াছেন, স্থতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের জীহর্য-প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজ শেখর স্থরি হরিহর প্রবন্ধে লিথিয়াছেন, হরিহর জীহর্ষ বংশধর। তিনি জীহর্ষের নৈষ্ধচরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীফীব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোলকার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্ত্রপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়া-ছিলেন। ঐহর্ষের সাহসাম্ব চরিতের পূর্বের " নব '' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্যা এই যে তিনি নৃতন রাজা সাহসা-। ক্ষের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন স্থতরাং এখানি মহেশ্বরের প্রস্থাত পৃথক্ নুপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক প্রস্থ এজন্ম ইহার নাম নব সাহসাক্ষ চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাক্ষচরিতে চম্পুক্তোয়ং মহ!।
কাব্যে তম্ম কৃতৌ নলীর চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্বলঃ॥
ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—
নবো যঃ সাহসাক্ষ নামা রাজা তম্ম চরিতে বিষয়ে চম্পুং
গাছাপছাময়ীং কথাং করে‡তীতি কৃৎ তম্ম বিনির্মিতবতঃ
সোপি গ্রমুস্তেন কৃত ইতি স্থচাতে।

অর্থাৎ—

বিনি অভিনব সাহসাত্ম রাজার চরিত্র লইরা চল্পু
অর্থাৎ গাজপাজময় প্রস্তুর চনা করিরাছেন এই নলচরিত
বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্ত্বক সমাপ্ত
হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচরিতা
এস্থলে এই অর্থের স্থচনা করিলেন যে, নবসাহসাত্ম
চরিত প্রস্তুও তাঁহার দ্বারা নির্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহ-সাক্ষ নূপতির চরিত্র বর্ণন প্রস্থা; এজন্ম জীহর্ষ ইহার নাম "নবসাহসাক্ষচরিত" রাথিয়াছেন। " देशाखा भैरवी हेच रक्तदंशी च माज्जला। न नक्तरिक्षका एता सार्यकाले च निन्दिता। प्रभाते येन गीयन्ते स नरः सुखमेधते॥"

যে ব্যক্তি প্রভাতে গান করে সে গান করিয়া স্থ্যী হয়।

শুদ্ধ নট্ট, সারস্বী নট্ট, বরাটিকা, ছায়া গৌড়ী, অন্যান্য গোড়ী, ললিতা, মালবগৌড়, মলারিকা, ছায়া গৌরী, তোড়ী, গৌড়ী, রামকিরী, ছায়া রামকিরী, সকল প্রকার ছায়া বড়া-রিকা, কর্ণাট, বঙ্গালী;— এই সকল রাগ প্রাতঃকালে বিশেষ নিশিত।

परे नकन नामःकारन नारेरन नक्षी जाना रहा। यथा—

"मुद्दनहाच सारक्षी तथा नहुनराटिका।

काया गौड़ी तथा चान्या जीजता च तथा मता।

मह्मारिका तथा काया गौरीतु तौड़िकाइया।

गौड़ी माजनगौड़ी च रामिकरी तथैनच।

काया रामिकरी चैन काया सर्वे नराडिका।

रते रागाः निम्मेश्वेष प्रातःकाले च निन्दिताः।

सायमेषान्तु गानेन महतां श्रियमाप्र्यात्।"

गीठतनिक्षिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण नक्ष्मण्डे विनिम्नार्णिकार्ण ।

भागारक नामिकन्नी (इरे खैनान्न) कर्षाणे, नाणे वा नहे, मन्ना-

কালে। মালব ও সারঙ্গ শেষসন্ধ্যায়। গৌড়ও ভৈরবী প্রভূষে গেয়। যথা—

"प्रात शैं खिनिरी महामलहरी देशा खिना गुर्करी मधाक देप रामक ख्यमधो न गाँउनाटादयः। सायं मालविनाक तेति सुधि शे गायन्ति सायन्तने सारङ्गं पुनरेव गौड़मपरं प्रतूपवतो भैरवी॥" (को भूनी नामक मः भीज श्रेष्ठ इटेंट महानिज।)

শ্রীপঞ্চাতি আরস্ত করিয়া তুর্গোৎসব কাল পর্যান্ত বসস্ত রাগ গীত হইতে পারে। ভৈরব প্রভাতে, বরাটি প্রভৃতি মধ্যাহে, কর্ণাট ও নাট সারংকালে, শ্রীরাগ ও মালব প্রভৃ-তির গান করিলে দোষ নাই। যথা—

> "श्रीपञ्चमी' समारम्य यावद्गामहोत्सवम्। तावदसन्तो गोयेत प्रभाते भैरवादिकः॥ मध्याक्रेतु वराञ्चाद्येः सायं कर्णाटनाट्योः। श्रोराग मानवादेस्त गाने दोधो न विद्यते॥"

ইন্দ্রপূজার কাল হইতে (প্রাবণমাস) দিক্পতিপূজার সময় পর্য্যন্ত মালবরাগ গেয়। যথা—

"इन्द्रपूजां समासाद्य याविह्ग्देवताचनम्।
तावदव समुह्छं गानं वे माखवाश्रयम्॥"
সংগীতাচার্যোরা এইরূপ বহুপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন,
কালের নিয়ম বলিয়াছেন, পরস্ত যে দেশে যে সময়ে

প্রধান সংগীতাচার্য্যেরা যাহা গান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশে সেই সুময়ে তাহাই গান করিবেন। যথা—

"रवन्तु वज्जधाचार्चीर्गानकात्तः समीरितः। यस्मिन् देशे यथा शिष्टेगीतं विज्ञत्तयाचरेत्॥"

অকাল বা অসময়ে গাইলে দোষ হয়। যথা—

"समयोल्ल उघनं गानं सर्व्व नाणकरं ध्रवम्। श्रेगोवन्धे नृपाज्ञायां रङ्कभूमौ न दोषदम्॥"

গানের সময় মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে সর্বনাশ হয়। কিন্তু শ্রেণীবন্ধ, রাজাজ্ঞা ও রঙ্গভূমিতে দোষ হয় না।

(काश्नीय अरह देशंत श्रीयिन्छ जारह। यथा— बोभात् मो हाच ये किन्त् गायिन्त च विरागतः। सुरसा गुज्जशी तस्य दोधं हन्तीति कथाते॥

লোভ বা মোহ বশতঃ যদি বিরাগে গান করে তবে স্থরস গুর্জারী গাইলেই তজ্জন্য দোষ নষ্ট হয়।

রত্নমালাগ্রন্থে উক্ত আছে,—বসন্ত, রামকিরী, স্থরসা, গুজুরী, এই কয়েকটী সকল সময়ে গাইতে পারে, কিছু দোষ হয় না। যথা—

वसन्तो रामिकरी च गुर्क्करी सुरसापि च ।
सर्व्व स्मिन् गीयते काले नैव दोषोभिजायते॥
नात्रमत्र এकंगै विरमय छिक्क चाह्य । यथा—
"दशदखात परं राजी सर्वेषां गानमीरितम् ॥"

प्रम प्रख त्रांबित भन्न मकन गानरे कित्रिक भारत।

प्रवासित त्रांग मकरनत्र अञ्चित्रांग वर्गन कत्रा यारेटक्ट ।

'श्रीरामो रामिसीयुक्तः शिशिरे मीयते वृधेः।

ार्थामर वीतांग निर्मित अञ्चल गीक रहेत्रा थारक।

'वसन्तः ससहायस्त वसन्तर्भाः प्रमीयते ॥''

ममरात्र तमखतांग वमलतीं प्रमीयते ।

"सेरवं ससहायस्त ऋतौ ग्रीभ्रे प्रमीयते ।

पश्चमस्त तथा मेथो रामिख्या सह शाररे ॥"

সসহায় ভৈরব গ্রীম্ম ঋতুতে গীত হয়। ভার্য্যাসহ পঞ্চম-রাগ শরংকালে গেয়।

"मेघरामो रामिचौमियुं को वर्षास मीयते।" वािनीव महिल भिवतान वर्षाकारन नाम हहेबा थारक। "नश्नारायणो रामो रामिख्या सह हैमके।" वािनीमह महेमावाबन वान हिम अङ्ग्ल त्वा। "यथेच्छ्या वा मात्या सर्व्य क्षेम् सुखप्दाः।"

স্থপ্রদ রাগ সকল যথেচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছান্স্নারে সকল ঋতুতে গাইতে পারে।

সঙ্গীত বিদ্যা এত বিস্তীর্ণ বে, এমন বছকাল লিখিলেও সকল ব্যাপার পাঠকগণকে গোচর করান যায় কি না সন্দেহ। স্কুতরাং স্থূল বিষয়গুলি লিখিলাম।

সঙ্গীত বিদ্যার গ্রন্থ সকলের আরু হুইটা অংশ আছে, তাহা

বৌদ্ধযত ও তৎসমালোচন।

What are religions? Moral legislations, and as such, worthy of all respect.

Louis Viardot.

বৌদ্ধযত ও তৎসমালোচন।

কুণী নগরের* সন্নিকটস্থ পাওয়া আমের কানন মধ্যে শাকাদিংছ মৃত্যুশবাায় শর্ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার लक्ष किছूमाञ लक्षि उ रत्र न। ठ ठू किंटिक ऋ वित्रम ७ ली তাঁছাকে বেইন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গন্তীর—দৃশুটী দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ব, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ। যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সঞ্জ্য এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেছই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্সুরন্দ নিস্তব্ধে উপ-(तमन कित्रा तिहालन। तुषामित शूनवीत विलिन, "হে ভিক্লুরন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার

^{&#}x27;এই স্থান গোরক্ষপুরের স্নিকট ছিল

উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভত্মুর এজন্ম তোমরা নির্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ কর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাপ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অহত্যাণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগদেন স্গলাধিপতি মহারাজ মিলিন্দকে* কহিলেন "বহুগুণসম্পান্ন ভগবান জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন *তবে তিনি কোথায়?" আচাৰ্য্য নাগদেন কহিলেন "ভগবান নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্ম-গ্রহণ করিয়া ভববন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্ত কোন স্থানেই বর্তমান নাই। অগ্নি নির্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেথানে আছে নির্বাণ প্রাপ্ত হইরাছেন। তিনি চিরকালের জন্ম অন্ত-গত হইয়াছেন, আব উদিত হইবেন না। তিনি আর

^{*} ইনি যোন বা যবনরাক্ষ মিলিন্দ (Bactrian king Menander) ভারতবর্ষীর কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বংসর পূর্বের রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানব্রিও (Demetrius) ইইার পারিষদ ছিলেন। মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্মসম্বন্ধে প্রশোতর পালি-ভাষার "মিলিন্দপছে" লিখিত আছে।

কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধর্মের সারাংশের আলোচনা করা বাইবে, তৎসন্থন্ধে অন্থ অন্থ বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান প্রাবস্তী *
তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্ম উহার অপর নাম ধর্মপত্তন। এই
স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশকদম্ব প্রবণে মুগ্ধ
হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্মবোহণা

^{*} মহাতারতে লিখিত আছে 'আবন্তা' ইক্ষাকুবংশীর রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষাকু হইতে অটম পুরুষ আবস্তক উহার নির্মাতা; যথা, মনু—ইক্ষাকু—নাশক—ককুংস্—আনেনাঃ—পৃথু—বিশ্বগশ্ব—অদি—ব্বনাশ্ব—আবি—আবন্তক—এই আবিশুক রাজা উহা স্থনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে হাপন করেন। "অদ্রেশ্চ যুবনাশ্ব আবস্তাল্জাহভবং। তদ্য আবস্তকো জ্ঞেয়ঃ আবস্তী যেন নির্মিতা॥" (বনপর্বা) মহাভারতে, এইরূপ আবিস্তীর উল্লেখসত্তেও প্রত্তন্ত্বানুস্ক্রায়ী কনিঙ্হ্যাম সাহেব, ইহা প্রাচীন অঘোধ্যা (কোশল) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম 'সাহেৎ যাহেং'। পালিভাষার আবিস্তীর নাম স্বাতিপুর।

জাবণে আনন্দে মগ্ন হইরা তাঁহাকে এইরপ উক্তিদারা স্তাব করিয়াছিলেন—

'' উৎপরে লোকপ্রচোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্গরঃ।

" অন্ধীভূতস্থ লোকস্থ চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ।

'' ভগবান জিতসং আমঃ পুল্যঃ পূর্ণমনোরথঃ।

"সম্পূর্ণেঃ শুক্লধর্মৈক জগত্তি তর্পায়িষাসি।

'' চিরম্ স্থামিমং লোকং তমঃক্ষদাবগুঠিতং।

" ভবান প্রজ্ঞ। প্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং।

" চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।

" বৈছারাট তাং সমুৎপারঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।

" ভবিষান্তাক্ষণাঃ শ্কাস্থান নাথে সমুদ্ধাতে।

"মনুষ্যা দৈচৰ দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখারিতা।

"পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্মং শ্রোষ্যন্তি যেপি তে।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "আপনি লোকভাক্ষর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুদাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াতেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্ধাসম্পন্ন, কামজন্নী, পূর্ণ-মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম দারা

^{*} শুক্রধর্ম অর্থাৎ অহিংসাধর্ম। অহিংসাধর্মের শুক্রসংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ ইইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার বাবহার করিয়াছিলেন।

পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্যান্ত অজ্ঞাননিদ্রায় অভিতৃত আছে, তম অর্থাৎ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আচ্ছন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দারা প্রবৃদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈত্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার দারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষুহীর কি দেব, কি মন্ত্র্যা, সকলেই স্থুখী হইবে। বাহারা আপনার এই ধর্মোপদেশ প্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি।

একদা ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যাসিংহ
ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট ! এই জীবলোক কেবল ক্ষময় ।
জিন্মিতেছে—-বাঁচিতেছে—মরিতেছে— চ্যুত হইতেছে ।
লোক সকল এই মহাত্তঃথক্ষন্দের মধ্য হইতে নিঃসৃত
হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ
নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর
শাক্যাসিংহ ভাবিলেন ''কি হেতু জরামরণ হয় ?

" জরামরণং কিং মূলকং ?"

এই প্রশোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।" জাতিসতাই জরামরণের কারণ। "কিং মূলকং জাতিঃ ?" জাতির মূল কি ?

"জাতির্বতি ভবপ্রত্যয়।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই
জাতির মূল। এইরপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ
পৃথিবী ধাড়াদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল
বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ বজান,
বজানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ
অবিজ্ঞা।* হুঃধন্মদের এই হেতু ভাব অবগত হইয়া
বোধিসল্ব, এ হেতু-ভাবের উচ্ছেদ্চিন্তায় নিময় হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে—

"অবিদ্যারামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাদ্ভিননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-ত্রুখদে র্মনিস্থোপারাহশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্থা
কেবলম্থা মহতো হ্রুথস্করম্থা নিরোধা ভবতীতি। ইতি
হি ভিক্ষবো বোধিসভ্তম্থ পূর্ব্বমঞ্চতের ধর্মের যোহনিশো

^{*} পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথ। "অবিজ্ঞা পদ্দের স্ঞার, স্ঞার পদ্দের বিশ্বান্ধ্য বিশ্বান্ধ্য নামরূপ্য, নামরূপ্পদ্দের স্ডার্ভন্ম, ষ্ডার্ভন শৃদ্দের কাসসে, কাসস্প্সুদের বেদনা, বেদনা পদ্দের ত্যিণ, ত্যিণা পৃদ্দের উপাদান্য উপাদান পদ্দের ভাবেণ, ভাবপৃদ্দের জাতি, জাতিপ্সুদের জ্রামর্ণ্শাকা পরিদেব ছুঃথম্" ইত্যাদি।

মনসিকারা দ্বলীকারাজ্জানমুদপাদি চক্ষুকদপাদি— বিদ্যোদপাদি ভূরিকদপাদি—মেধোদপাদি প্রজোদ-পাদি আলোকঃ প্রাত্র্ব ।"

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্থার নিক্দ্ধ হয় সংস্থার নিক্দ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিক্দ্ধ হয়; এইরপে ক্রমে সমস্ত হুঃশস্কৃদ্ধ নিক্দ্ধ হইতে পারে। অতএব হুঃখনিরোধের নাম নির্বাণ। নির্বাণ হইলে স্থহুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরপ চিন্তার চরম কল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি "জ্বরা-মরণ-বিঘাতী ভিষ্কার" বলিয়া খাতে ইইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে মেমন জগতের মূলতত্ত্ব কোনমতে পঁচিশ, কোন মতে ধোল, কোন মতে দাত—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব হুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হুইতে পঞ্চ স্কশ্বাস্থক চৈত্তপদার্থ, ভূত হুইতে ভোতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দারা বাহু ও অভ্যন্তর্মটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হুইতেছে। তদ্যথা—

" ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ"

শঙ্করাচার্যাপ্লত বুদ্ধবাকা।

" থর স্নেহোফেরণস্বভাবাত্তে পৃথিবী ধাত্মাদয়শ্চত্ত্বারঃ "

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদত্মারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাগুসতা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন।পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিয় জন্মে। আপাধাতু স্নেহ স্বভাবাপন্ন, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়বীয় প্রমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "অক্সদৃশি স্বাভাব্যমন্তরান্তিতে-ষান্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপর চারি প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্মবক্তাদি অনেক প্রকার। এই চারি প্রকার প্রমাণু রাশির ন্যুনাধিক ও তারত্ম্য ভাবে সংছত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ ক্ষরাত্মক চৈত পদার্থ দ্বারা পুরণ হয়। यथा-

"রপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধান্দিত্ত-চৈত্রাত্মকাঃ।"

শঙ্করাচাধাধৃত বুদ্ধবাকা।

সবিষয় ই নিরের কে রাপ্তস্ক বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অনুঃস্থ ই নিরের দারাই উহার উপলব্ধি।) বাস্থ বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অনুঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম, এই মতের উপান এই স্থান হইতেই হইরাছে।

" অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং রূপক্ষরঃ।"

"আমি আমি" "আমার আমার" এবপ্রকার অহংভাবাপর দর্মদা উৎপর জানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞানকরন। স্থাহঃখাদির অভ্ভব হওরার নাম বেদনাকরন। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার
ভেদব্যবহারসম্পাদক নামবিশিষ্ট বিকম্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞাক্ষর। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম, অধর্ম,
ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কারক্ষর বলে।
(বৌদ্ধমতে ধর্মাধর্ম কেবল চিত্তগত সংস্কারমাত্র।)

"বিজ্ঞানস্কর শিচত মাত্মাচ অহা চত্ত্বারস্করা শৈচত কাল সকললোক বাতা নির্বাহকাঃ।"

উক্ত পঞ্চস্থারের মধ্যে যেঁটি বিজ্ঞানক্ষর, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর চারি ক্ষরের নাম চৈত্ত। এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, ভিরতাও নাই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ফার বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্যান্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"—ত্রাদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

শঙ্করাচার্যাপ্লত বোধিচিত বিবরণ।

আ্ধাদিণের মতে বেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধ-দিশের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

" অবিজ্ঞা সংস্থারো বিজ্ঞানং নামরপং বড়ায়তনং স্পর্টো বেদ্নাতৃষ্ণোপাদানং ভবেজাতি জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা হঃখং হুর্মনস্তাইত্যবং জাতীয়কা ইত্রেতরহেতুকাঃ।"

শঙ্করাচার্ষায়ত বৌদ্ধ হত।

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদির নাম অবিজ্ঞা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু এ শত বংসর, ও দশ বংসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদিই আমাদের অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেব, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভন্থ বিজ্ঞান वा आनग्रविकान जूनगर्श। এই आनग्र विकान क्रमणः শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত রূপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুর্ক শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নাম-রূপ শব্দে গর্ভন্থ সকল বুদ্বুদ্ আদি অবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে যড়ায়তন অর্থাৎ वेल्या । वेल्या, विकान ठाति थाउू ७ तभ, এवे इवेरित সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষ্ডায়তন। नाम, ज्ञान, ७ हेन्त्रिय वहे जित्नत मः राया र एकात नाम म्पर्भ। म्पर्भ इहेट स्थाकाता (वनना, (वनना इहेट বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অভুসারে ধর্মাধর্ম, এই ধর্মাধর্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানাদেহোৎপত্তি। এত দূরে পঞ্চন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্জন্তের পরিপাক হয়, (महे পরিপাকের নাম বার্দ্ধকা (ইহাকে জরাক্ষর বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে ऋक मমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হ**ংলে সকলই লয় হইল—থাকিল** সেই মূল ধাতুমাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্বেহ-ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত ছইলে ''হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। বাহা ইফ নয়, অর্থাৎ মনের অন্তক্ল নয়, তাহার অন্তব হওয়ার নাম ছঃখ। এই ছঃথ হইতে ছুর্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্ম। এত-ডির মান, অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জনিয়া থাকে।

এই সকলগুলি পরস্পার পরস্পারের হইয়া হেডু হেডুমন্তাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিজ্ঞা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেডু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিজ্ঞান্তর উৎপত্তির প্রতি হেডু। এইরপ প্রাচীন বৌন-গণ জ্কাৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বেজিগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই।
বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান
বাতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞাননিরোধের
নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ম বুজি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধের।
ধ্যান করিয়া থাকেন। বেজিদিগের দর্শন শাস্ত্রীর
ভাষার কতিপার উদাহরণ নিমে প্রদর্শিত হইল।

বৌদদর্শন। আ্যাদর্শন। (গৌত্মাদি)
থর কাঠিত অর্থাৎ সংক্ষৃত।
থাডু ভূত
হেতুক প্রকার
প্রতায় কারণ
আ্লায় বিজ্ঞান

পুদ্ गल	দেহ		
প্রতীত্য (কাৰ্য্য		
প্রত্যয়হেতুক ∫	4-14)		
ভাব, উৎপাদ,	উৎপত্তি		
নিরোধ	४ ९म		
প্রতিসংখ্যা)			
निद्राध ∫	इन न		
অপ্রতিসংখ্যা)	স্বরং বিনাশী		
निद्राध }	447 11111		
আবরণাভাব	অকাশ		
म ञानी	হেতু-ফলভাব		
সন্ধিশ্র	অধিকরণ		
অজীব	ভোগ্য		
আত্রব	বিষয় প্রবৃত্তি		
সংবর	यभ निश्वभाषि		
নির্জর	প্রান্তিত		
বন্ধ	কৰ্ম		
মে ক	কৰ্মনাশ		
অন্তিকায়	তত্ত্ব বা পদাৰ্থ		
খাতিকৰ্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক		
ভিদিনয়	যুক্তিরীতি		
তীর্থঙ্কর	আচাৰ্য্য		
	हेजामि।		

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন প্রস্থু রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খ্লঃ জন্মপ্রহণের পূর্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক বাক্ষণ শিষ্য অভিধর্ম, তাঁহার ভাতুপুলু আনন্দ স্থুত্র, এবং উপালী নামক শুদ্র বিনর
নামক বৌদ্ধর্মপ্রত্বরচনা করেন। এই "রত্বরে"
শাক্যসিংহের সমুদার বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই
প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মপ্রস্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসারমধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই প্রস্থৃতিতয়ের
প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া
সাদেরে ভিক্ষুমণ্ডলী প্রাহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বৃদ্ধঘোষ কছেন "এ সকল বৃদ্ধবচন, এজন্ম ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয়, কেন না বৃদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটা বাক্যও রথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্ত্তরয়" স্থৃত্ত, অভিধর্ম, তিবিধ প্রস্থুকে তিপিটক কহে। পালিভাষায় উহার নাম "তিপিটকম্।" ভিল্সাস্তূপ প্রস্থকার কনিংস্থাম সাহেব কহেন বিনয় ও স্ত্রপিটকে জাবক ও সাধারণ বৃদ্ধন্য উলাকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওরা হইয়াছিল, এজন্ম উহা প্রাক্ষ্য ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায়

পালেয় বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেন্না বুদ্ধদেৰ মাগধীভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপ-(म॰ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুরন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন '' আমার বাক্যসকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাক্রভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক নেইরূপ ভাষা প্রাদিতে ব্যবহার করিবে।" স্মুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ত্রিপিটক পালি-ভাষার রচিত হইরাছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধ-বাকাদকল দকনিকত্তি অৰ্থাৎ প্ৰাক্বত-ভাষায় বচিত।" মহাবংশের লিখনায়ুলারে স্ভূতি-नामक निःश्वतिमात्र वोकाषां अञ्चान करदन, ত্রিপিটক শুচতির নাায় পুরের্ব সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অভ্যান খ্রীক্টজন্মের একশত বৎসরের পূর্বে ভট্রামনীর রাজ্যকালে প্রস্থার হইরা নিধিত ও প্রচা-রিত হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহলদীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বেদ্ধিগণের জনা তাহার সিংহলীয় অত্নাদ করিয়াছিলেন; এই সিংহলীয় ভাষায় অমু-বাদ এক্ষণে স্থাপা নহে। আচার্যা বুরুষোষ চারি শত এটিকে ইহার পুনরায় পালি অন্তবাদ করিয়া-

ছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্ৰহ্মদেশে প্ৰচলিত আছে।
বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, স্থ্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানপরিপূর্ণ
এবং অভিধর্মপিটকে বিজ্ঞানাদিষ্টিত বৌদ্ধর্মের নিগৃঢ়
তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের প্রস্থ্বিভাগ যথা—

विनग्न भिष्ठेकम्।

পরাজিকা, পানিত্তি, মহাবগোগ, স্লবগোগ, পরি-বারপাঠো।

স্তুপিটকম্।

দীঘঘ নিকেয়, মঝুঝি নিকেয়, সামুত, অস্কুতর নিকেয়,
স্কুদক নিকেয়। শেষোক্ত প্রস্থ নিম্লিখিতভাগে
বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধর্মপদ্ম, উদানম্, ইতিরুত্তকম্,
স্ত্রনিপাত, বিমানবাশ্, পেটবাশ্, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশা, পতিসমভিদ মাগ্য, আপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়িপিটকম্।

অভিধন পিটকম্।

ধর্মসন্ধনি, বিভান্ধন, কথাবাত্ম, পুগগল, পানতি, ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্।

निर्द्धां भक्तामना है वोक कीवत्नत्र मूथा छेत्क्र । धहे निर्द्धां भारीकिक नानाविष

কষ্ঠ স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ঠ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম, বৌদ্ধ গণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই ক্ষ্টদায়ক। সৎকার্য্য দারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধ- গণের পরম সুধ। বৌদ্ধশাস্ত্র কহে—

"জিম্বচা চরম রোগ সঙার পরম হুখ। এতম্নতা যথা ভূতম্নিকাণেম্ পরমম্ সুথম্।" অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষাও কট্টদায়ক, দেইমত জীবন, ছুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, কি**তু** একমাত্র নির্বাণই পরম সুখ। নির্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত जर्डगर्गात वह मकन ध्रुविभिन्ने हहेर्ड इहर्यक ; यथा,-नान, भीन, कान्ति, वीर्या, धान, अञ्चान, छेशात्र, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, ইছাকে পারমিতা কছে। বৌদ্ধেরা नास्त्रिक, তাহাদিশের ধর্মপ্রয়ে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ नारे। वीक अञ्चर्या आनितृक्षगत्मत উत्लिथ आहि। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অত্যান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্বে পূর্বে কম্পের দীপঙ্কারাদি বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্বিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, ্যে সকল অভিনৰ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার

অধিকাংশ শাক্যাসিংহের মুখ হইতে সহজ্র সহজ্র বৎসর পুর্বেব বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থসভ্য জাতির হাদয় উজ্জুল করিয়'ছিল। একসময় "ওঁমণি প্রেছং " परे माल शृथिवी कम्लाविङ रहेशा छे
 किंगाहिल। या যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অৰ্দ্ধশিকিত বলিয়া মূণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ ত্রীকৃগণ আ্মাদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম দীক্ষিত হইয়া এই ধর্মের উন্নতি সাধন করিতেন। খ আমরা সেই আর্থাজাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞানবীজ অঙ্করিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কোথার! " তে হি নো দিবসা গতাঃ " সেদিন গত হইয়াছে। आभामित्भन तमहे अभीम वृक्तियन कात्नन उद्दल हिन কালের জন্ম বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হাদর শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিলি সূতরাং অভা এই প্রান্ত !—

^{*} যোনধর্ম রক্ষিত তালদেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ প্রীষ্ট জন্মের প্রদের্ম সিংস্লন্দীশে ধর্ম ৬৬ বি জন্য গমন্ত্র করিয়াছিলেন। যগা—মহাবংশ ''বোনান-গরল-সন্দ যোন-মহাধর্ম-রক্ষিতো।''

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

အ န်း ျွတ္လရသိတ္တွင္တတ္တတ္တင္ေနြး

Atthan páti rakkhati iti tasma páti.

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণকর্তা কচ্চায়ন* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কম্পারস্তে ব্রাহ্মণ ও অন্ত বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুরুদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

> সমাগধী মূল ভাষা নবের আদি কপ্পিক। ব্রাক্ষণ সম্বট্টলাপ সম বৃদ্ধ চ্যাপি ভাষরে॥

পুনশ্চ "পতি-সম্বিধ-অত্র" নামক পালিপ্রস্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্কান্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোগক, দামিল, প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী আর্ম্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজক্স অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যব-হত। বৃদ্ধদেব ক্ষন্তং মাগধী ভাষা স্থাম ভাবিরা পিটকনিচন্ন এই ভাষার সর্ক্ষদাধারণের বোধসোক-ধ্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

লিথিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "ন ফ্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভংশিত বৈ" এই শ্রুতি বাক্য আর "যএব শব্দা লোকে তএব বেদে," "লোক-বেদয়োঃ সাধারণাাৎ" ইত্যাদি আর্য—বাক্য এবং "যভ্যজীয়ং বাচং বদেৎ" এই বেদবাক্য এবং "যাত্যামঞ্চ যদ্ভবেং" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্মপ্রাণে লিথিত আছে,

"ততো ভাষাশ্চ সমৃজে পঞ্চাশং ষট্চ সংখ্যয়া। তজ্জানায়চ বালানাং তভ্দ্যাকরণানিচ॥"

"বিধাতা ছাপান্নটা ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তভাষার ব্যাকরণত করিলেন" এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অস্থীলন নিস্পুরোজন। সমস্ত ভারত-বর্ষে আচারটা শান্তীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে। ফল, শান্তীয় ভাষা প্রধানতঃ দিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষাপ্রস্থে ভগবান পাণিনি বলিয়াছেন—

"প্রাকৃতে সংক্ষতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়স্ত্রবা"

সরম্ভু সরং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছেন, এতাৰতা শাস্ত্ৰীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অফ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংক্ষৃত (২) প্রাকৃত এই প্রাক্তের ভেদ উদীচী (০) মহারাষ্ট্রী (৪) মাগধী (৫) মিআর্দ্ধ মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) অবস্তী (৮) জাবিড়ী (৯) ওড়ীয়া (১০) পাশ্চাতাা (১১) প্রাচান (১২) বাহ্লিকা (১৩) রব্তিকা (১৪) দান্দিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে এবস্তী ভাষা আছে, উহাই পালিভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান শাক্যসিংহ যে সময় এবস্তীস্থ জেতবনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষার সংস্থার হয় এবং সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষা পালিনামে প্রথাত হয়। কহলন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"বৌদ্ধভাষামজানানো মাহেশ্বরতয়া নৃপঃ;" এত হারা ভাঁহার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হম্বীর দীকায় উক্ত হইয়াছে।—

"সংস্কৃতা শিষ্টভাষা চ অবস্তী বাক্ বিনায়কাঃ"

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবস্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়।
এই আঠার প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে" কিছু কিছু আছে। ঐ সকল উদাহরণ
পর্য্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত প্রবস্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ (শ্রেণী বর্থা—মহাবংশ (মুলপালি) "অস্ত পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত'' অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত এক শ্রেণী বাটী নির্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত স্থৃত্র ও তন্ত্রের স্থায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্মপ্রস্থান্ডয় 'পালি' নামে প্রথাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী - ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষাতৃসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডার্শ অতুমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থায়নিচয় প্রীফজন্মগ্রহণের একশত বা হুইশত বর্ষ পরে পালি প্রফু নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক কতিপয় পালিথাত্বে পালি যে কেবল বৌৰধৰ্ষ্যস্তুস্ত্ৰীয় মূল প্রায়ুকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা—" সামান্তকালস্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ৰ কথা—" নেবা পালিয়ম্ন অত কথায়ম্দীশতি " অর্থাৎ ইহা মূল বা

অর্বকথার অর্থাৎ টীকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘূ-পদ্ম-পুগুরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অত্থেন " অৰ্থাৎ তাঁহাকে মূলপ্ৰস্থে কিজন্ম ৰুদ্ধ বলা যায় ? পুনশ্চ যথা—মহাবংশ "পিটকতায় পালিন সতস অত্থকথান '' অৰ্থাৎ মুলত্তিপেটক এবং তাহার অর্থকথা ইত্যাদি আধুনিক পালিপ্রস্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ আলোচনা দারা পালি যে মূল বৌদ্ধর্ম অন্তের একটা বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষার মূলধর্মপ্রস্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূলপ্রস্থাকে বুঝাইত এবং ইহার দীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পফ্ট প্রতীয়মান रहेट्टिह। माधात्रणेटः शानि मगध्रमगित्र ভाषा। धरे প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইছ। দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থে "পালিভাষা" এই নামের পরিবর্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝাইত। পালিভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীফীজন্মের ছয়শত-ৰংসদা পূৰ্বে ইছা মগধদেশের ভাষা ছিল, তথন हेडारक मागधी वनिज, भरत मिश्डन दीर्भ हेडा भानि নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে প্যালিভাষা কংগাপকথনের এবং বৌদ্ধর্মপ্রাম্বের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে,

এজন্ত ইহাকে আর মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা
দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাদেন কহেন
পালির সহিত সোরসেনী ও মহারাফ্রীর সোসাদৃশ্য
আহে, কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাইতে
পারে না, এজন্ত আমরা তাঁহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ
করিলাম। বরক্চির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাদ্রী ও
সোরসেনীর সহিত পালিভাষার কোন সোসাদৃশ্য
নাই। বৌদ্ধাণের তিনটী প্রাকৃত ভাষা; যথা, প্রথম
গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তারের খোদিত কীর্তিস্তন্তের ভাষা,
ও তৃতীয় পালিভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের
লাটের ভাষার সহিত আরুনিক পালির সহিত অতি
অপ্রমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিতবিস্তরের গাখা,
নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অন্তবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাকা স্থাধুর করিবার জন্ম এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিয়লিখিত উদাহরণ দারা

ইহার সংক্ষত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়-মান হইবেক যথা—

সংস্কৃত।		भागि।
অভিধৰ্ম		অভিধন্ম
অয়ত		অমত
অईত		অরহ
অর্থকথা		অপকথা
শ্রুতি		শুতি
মন্ত্র		मट छ ।
মার্গ		मारग्ग।
মুেচ্ছ		মিল†কো
নি ৰ্কাণ		নিকানম্
रर्व		বল্লো
य व न		যোন
পর্মত		পৰ্যত
অশ্ব		অসে
র ক্ত		রত্ত
বৃ ক		ৰু ক্ষ
শিষ্য	•	শিষণ
সর্প		मुरुष
সিংহ		मि (इ)

মগধরাজ মহা মহেল ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ সিংহলদীপে বৌদ্ধর্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীফীয় চারি শত শতাদীতে বুদ্ধযোষ মগধদেশ হইতে সিংহলদীপে গমন করিয়া তথায় পালিভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট প্রমৃ পালিভাষার রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়া-ছেন।

কচ্চায়নকৃত পালিব্যাকরণ অতিপ্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি-ব্যাকরণের আয় বেদ্ধিগণ এই প্রস্থের
মান্ত করিয়া থাকেন। সিংহলদীপে সকল বেদ্ধিমঠে
উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একালপর্যান্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্লিং কহেন কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মান্ত্রসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রস্থার এইকপে প্রস্থারস্ত করিয়াছেন যথা—

" দিখান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি জগান

বুদ্ধন চ ধশ্ম মমলান্ গণ মুও মঞ্চ
সথুস তস বচনাথ বরান্ স্থবোধন্
ব্যাখ্যামি স্থাইত মেথ্য স্থসন্ধিকপান্
সোহান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লভ্তি
তঞ্চপি তসবচনাথ স্থবোধনেন
অথ্যন চ অক্ষর পদেয়ু অনোহভাব
সিয়্পিক পদ মতো বিবিধন শৃতেয়ঃ।"

অর্থাৎ " আমি ত্রিলোক-আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্মান
ধর্ম, ও স্থ্রিরমণ্ডলীকে বন্দনা করিয়ে সদ্ধিকপ্পের
গভীরার্থ স্থ্ত অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদ্ধে ধারণ
করিয়া চিরস্থ্যসন্তোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাঁহারা
এতাদৃশ যথার্থ স্থাধের আশা করেন, ভাঁহারা এই
প্রস্থের নানাপ্রকার বাক্যসংযোগ প্রবণ ক্রুন।"

পালি ব্যাকরণের স্থত্র যথা—

- ১। অথ অক্ষর সন্তাতো।
- ২। অক্র পাছের একচত। লিশন্।
- ৩। তথো উদান্ত স্বর অর্থ।
- ৪। লহুমত্তর রক।
- ৫। जग्र मीयच।

^{*} এই হলে শর্মানুবাদমাত্র করা হইর।ছে।

- ৬। শেষ ব্যঞ্জন।
- ৭। বগ পঞ্চা-পঞ্চাশ-মন্ত।

এইরপে কচ্চারন বাকরণ আরম্ভ করিয়া গেছেন।
তিনি বার্ত্তিকদ্বারা প্রস্থাবাগা স্থাম করিয়াছেন।
ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনিস্ত্র অবিকল
গৃহীত হইয়াছে, যথা, পাণিনি "অপাদানে পঞ্চমী"
তথা কচ্চারন "অপাদানে পঞ্চমী।" এই প্রস্থে অনেক
বৌদ্ধতীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—
শ্রুবন্তী, পাট্লী, বারাণ্মী ইত্যাদি।

কেহ কেহ অভুমান করেন কচ্চায়ন ব্যাকরণের রভি স্বরং রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ভাহা অপ্রামাণিক যথা—

কচ্চায়নকতো যোগো, বুত্তি চ সজ্য নন্দিনো।
পার্বিগো বিদ্যালে বিদ্যালি বিদ্যালি আর্থাৎ মূল কচায়নকৃত, বৃত্তি, সজ্যনন্দির, উদাহরণ
বিদ্যালিকের, ও ন্যাস বিদ্যাল বুদ্ধিকৃত।

রপদিনি এই ব্যাকরণের প্রদিদ্ধ টাকাকার।
বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালিব্যাকরণ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার
এবং এপর্যান্ত সিংহলে এতক্ষেণীয় লঘুকৌমুদীর ম্যায়
কাদরণীয়। বালাবতার কচ্চায়নের ব্যাকরণ হইতে

বিভিন্ন নিয়মান্ন্দারে সঙ্গলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সদ্ধি, দিতীর অধ্যায়ে নাম, তৃতীর অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আধ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃত, ও উণাদি স্থা এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিভেদ নিনীত আছে। প্রস্থারন্তে একটি গাথা আছে, যথা—

বুঝনতি দভিবন্দিত বুঝন্ ভুজবিলোচনন্ বালাবতারণ ভাষিবন্ বালানান্ বুজি বুজিয়।

অর্থাৎ প্রফাটিত পদ্মের সায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটা প্রণাম করিয়া স্কুমারমতি বালকের
জ্ঞানোনতি ও বুদ্ধির্দ্ধির নিমিত্ত বালাবতার রচনায়
প্রেক্ত হইলাম।

দেবরক্ষিত নামক দিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রপদিরি।—এখানিও কজায়নের পালিবাকরণের সারসংগ্রহ; কিন্তু বালাবতারের ত্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌরধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ

পালি ও গাথাসমূহ, এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই,
 কেবল মর্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

রচিত হয়। প্রস্থকার কচ্চায়নের একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্ন্তা, তিনি মূলপ্রস্থের বানান আদি হইতে বিস্তর উপকরণ প্রহণ করিয়াছেন। যথা—

> কচ্ছায়নন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব নিশ্যের কচ্ছায়ন বানান। দিন্। বালাপবোধাপ মুজন করিশন ব্যাধ্যান স্থানন্দন পদরপ্রিদি॥॥

অর্থাৎ " আচার্য্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানান আদি পর্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোরতির নিমিত্ত করেক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদরপ্রসিদ্ধি রচনা করিলাম।"

প্রস্কার আপনার এইরপ পরিচয় দিয়াছেন। মথা—

"বিংসাত আনন্দ থেরাভ্তয় বরগুক্নাম তম পানি

ধজানন।

শিষো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি দিপালধ্যাপ কাশ।

বালাদিচ্চদি বাসদিতা মধিবসান নসনান যোতিও সোর্য বুদ্ধ পিরভোষতি ইমাযুজুকান রূপ সিদ্ধিন অকাশী।"

অর্থাৎ এই নির্দোষ রূপদিদ্ধিত্রস্থ বিখ্যাত আনন্দ

দামিল দেশের (চোল) দ্বীপশ্বরূপ এবং "বুদ্ধাপির" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপান্ধর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বরের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধর্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহলদেশীর প্রবাদ অভ্নারে প্রস্কার সিংহল-দীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইরাছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত নূপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানাশাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধাণ দিংহলদীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপ-দিদ্ধি প্রস্কারের মুখবন্ধ শ্লোকান্সারে তাঁহাকে চোল-দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ।—এথানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুৰু
মৌদ্ধাল্যায়ণপ্রণীত। "বিনরাখ্সমুচ্চয়" "পঞ্চীকাপদীপ" প্রস্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের প্রস্থে
এই প্রস্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।
মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫০ হইতে ১১৮৬ খ্রঃ অন্দ মধ্যে
পরাক্রমবাত্র রাজ্যকালে অভ্রাধাপুরের থুপারাম

ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথম সন্ধি, দিতীয় সি-আদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্জম থাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রস্থের প্রারম্ভ বাক্য। যথা—

> সিদ্ধাসিদ্ধা হেণম সাধুনমাসিত্ব তথাগতম্। সধ্যা সভ্যম ভাষিষন্মগধনশক লক্ষণম্॥

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সজ্ঞাকে বন্দনা করিয়া আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রসেমাপ্তিশ্লোক বথা-

তক্ম ভূতি সমাসেন বিপুলাত্থ পকাশিনী।
রচিত পুন তেনেব সসাত্ম যোত কারিন॥
এই কয়েকথানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন
পালিভাষার দীপানি, কজায়নভেদ টীকা, মহাশদ্দনীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরলদেনীসন্তা, পঞ্চিকাপদীপ,
অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদর।—এথানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দোপ্রস্থ। ইহা গভে ও পভে রচিত। এবং পিন্দল, বৃত্তরত্বাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংক্ষৃত ছন্দোপ্রস্থের আদর্শে লিখিত। প্রস্থ-কার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন— "নমাপুজন, শান্তন তমশান্তন ভেদিনো ধক্ষুজালন্ত কচিন মুনিন্দোদাতরচিনো। পিজলাচার্ধ্য দিহিস্থকান্য দিত্যপুরা স্থদ্ধ মাগধী কানন তন ন সাধতি বথিচ্ছিত্যু॥ ততো মগধ ভাষের সতাবর বিভেদনন লক্ষণ সন্মুত্তন পশান্ত্র পদাক্ষম্। ইদম বুজোদরন নামা লোকীর চ্ছক্দ নিশ্যিতন্ অব ভিশ্যমহন দানি তেশম সুথ বিবুদ্ধিয়॥''

অর্থাৎ "মুনীক্রকে নমক্ষার, যিনি চল্রের স্থার
কিরণে ধর্মের উজ্জ্বলতা বুদ্ধি করেন, এবং যিনি
মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিল্পলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছল্পোঞ্ছ
দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা
যায় না, এজন্ম অতি স্থাম মাগধী ভাষায় এই
বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে উত্তমরূপ
মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া প্রচলিত ছন্দঃসমূহের
রচনার রীতি উদাহরণসহকারে প্রদর্শিত হইল।"
এই প্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। প্রস্কারের নাম সলরক্ষিত।

ধাতুমঞ্ছা।—এথানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ ছবির-কৃত। পালিভাষার ধাতুপাঠ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণ- সমত থাস্থ, এজন্ম ইহার অপার নাম কচ্চায়ন-ধাতু-মঞ্জুবা। থাস্থ্যের প্রারম্ভ-শ্লোক যথা—

নিক্তি নিকর পার পারাবারন্তগান্ মুনিন্
বিশ্বত ষাতৃমঞ্ষান্ ক্রমি পবচনান্ যশান
স্থাত গম মধম তন তন ব্যাকরণানিচ।" ইত্যাদি।
অর্থাৎ শব্দ সমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুরদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্মের মার্গব্দরপ এই ধাতুমঞ্জ্যা রচনা করিলাম। বৌদ্ধর্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তনরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ সহ্ধলন করিলাম।"

প্রস্কার এইরূপ আপনার পরিচর দিয়াছেন যথা—

"রচিতা ধাতুমঞুষা শিলাবংশেন ধীমতা সধন্ম পঙ্গেকহ রাজহংদ অসিত্থ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ যক্ষাদিলে নাম্য নিবাসবাদী যতীশ্বরে সোজমিদানু আকাশী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জ্বা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্ম পণ্ডিতবর শিলাবংশ কর্তৃক রচিত। এই শিলাবংশ এক জন মক্ষ্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথার অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধর্ম বহুকাল প্রচ-লিত থাকিয়া রাজহংসের স্থায় ধর্মপ্রস্কুপ পদ্মবনে বিরাজ করুক। ধাতুমঞ্যা।—ডন এনড়িশ সিল্ভিয়া বাতুবান্ত দেব নামক খৃষ্ঠধর্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি-ভাষার অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানপদীপি।—এখানি সংক্ষৃত অমরকোষের ফায় প্রাসদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণা-লীতে আফোপান্ত রচিত।

অস্থের মঙ্গলাচরণ যথা-

"তথাগতো কৰণাকরো করে। প্যায়তো মোসঞ্জ্থাপ পদান্পদান্ অক প্যাথান কলিসম্ভাব নমামি তান্ কেবল ছঃখ করণ করণ্'

অর্থাৎ আমি দয়ার সিদ্ধু তথাগতকে বন্দনা করি,
যিনি নির্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও
অত্যের স্থবর্দ্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের
অপার কফ স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রস্থু রচনার উদ্দেশ্য
রত্তান্ত যথা—

" সগ্গ কাণ্ডোচ ভুকাণ্ডো
তথা সামাত্ত কাণ্ডকান্
কাণ্ডাট্টভান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভূজগ বশাৰি

সকলাত্থ সমাভার দিপা নিরান ইহও কুশল মতীম সনারে। পাতু হোতি মহা মুনিন বচন।"

অর্থাৎ এই অভিধানপদীপিকা ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। যথা স্বৰ্গ, পৃথিবী ও সামাত্ত কাণ্ড। ইহাতে স্বৰ্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তি এই প্রস্থারন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রম-বাহুর রাজ্যকালে মোগ্গল্লায়ণ কর্তুক রচিত। পরা-ক্রমবাস্ত ১১৫৩ খ্রঃ অবে রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের निथिত अरस পानि जायामस्त्रीत गांकदन, श्राकु भार्ष, ছন্দোর্থান্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষার অকাক্ত সাহিত্য প্রস্থের বিবরণ নিমে সংক্ষেপে সারোদ্ত হইতেছে। আমরা পালিভাষায় সুপণ্ডিত নহি, এজন্ম সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণান্তর্গত বা অত্নবাদঘটিত দোষ মার্জনা করিবেন।

মহাবংশ।—ইতিপুর্বে সংস্কৃতভাষার নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কল-নের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও রহৎ কথার ন্যার অলীক গম্পপরিপূর্ণ প্রস্থে আমাদিণের যাহা কিছু পুরারত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্ত সত্য আবিষ্কার করা দূরপরাহত। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরারভমধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪० খ্रঃ অবে সম্ধলিত इहेग्ना ছिল। किन्न পালি-ভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বেদি-ইতিহাস-অন্তনিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল-দেশীয় পালি-বৌদ্ধ-ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরারতের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দীপের অনেক বৌদ্ধ-ধর্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি-বেদ্ধি-ঐতিহাসিক প্রস্তের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাযার হুইখানি পুরারত প্রচলিত, কিন্তু ছুইখানি প্রস্তের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন প্রস্থানি অভুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন ছবিরকর্ত্ক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাছার দারা ইছা সম্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুদেন এই প্রস্থের পাঠ অবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থথানি

ইহার পূর্বের রচিত। এই থাস্থে মহাদেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্রীঃ অব্দ) বর্নিত হইয়†ছে। দ্বিতীয় প্রান্তথ্যনি প্রথম প্রস্থার ইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাদেনের মৃত্যু পর্যান্ত ইতিহাস সঙ্গলিত হইয়াছে। এই অন্ত মহানামকৃত। প্রত্মধ্যে ৫৪৩ খ্রীঃ পুঃ ছইতে সিংহল দীপের প্রাচীন ইতিরত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্ম তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিব-রণও আছে ৷ কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক विवत्रणमभूह अञ्चलानी महकारत विविध व्याघीन নিংহলদেশীয় প্রস্থাইতে সম্পলিত হইয়াছে। আমা-দিগের সংস্কৃত পুরাণের ফার এ প্রস্থানি কেবল "काहिनी" नरह। महावर्रां छेठिहानिक मरठात অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খ্রু অন্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আচ্ছোপান্ত পালি কবিতায় অথিত। অম্বকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন। মহাবংশের আর এক অংশ আছে, ভাহার নাম

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, ভাহার নাম স্লুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খ্রঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্যান্ত কীর্ত্তিত হইরাছে। এই প্রান্ত্র শ্রীমহারাজের সমুজ্জামুসারে ও তিব্দ্বর দারা রচিত। .জর্জ টরনার মহোদয় দারা মহাবংশ অভ্নাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দীপবংশ।—মহাবংশের ন্থায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রদান পালি-ইতির্ভ। মেং টরনার সাহেব অভ্নান করেন, এই প্রস্থু উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থুবিরগণের মহাবংশ প্রস্থু। দ্বীপবংশ স্থুপালী অভ্নারে রচিত নহে, এজন্ম কেহ কেহ অভ্নান করেন, এই প্রস্থু এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই প্রস্থু বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাদিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালিভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাদলুবংশ, দাতাবংশ, ব্রহ্মজালমুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, স্থত নিপাত, মহা পরি-নির্মাণ স্থত, ধর্ম্মপদ প্রভৃতি অতিপ্রসিদ্ধ এবং সিংহল দৈশে প্রচলিত।

পালিভাষা একণে সিংহল দ্বীপে ও ব্ৰহ্মদেশে প্ৰচলিত আছে। এই ভাষার অনেক প্ৰস্থু চাইল্ডাৰ্শ, ফস্বুল, ক্লফ ও কুমার স্থামীর যড়ে মুক্তিত হইরাছে।

(वप।

The Vedre Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India.—Dr. Burnell's Elements of South Indian Paleography.

(वप।

বেদ হিল্পদিগের মূল ধর্মপ্রেন্থ এবং ইহা হইতেই
অক্তান্ত সামান্ত সকলিত হইরাছে। বেদে আর্যাজাতির
অটল বিশ্বাস। আ্যাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল
কার্যাই বেদমূলক। বেদ আমান্ত করিলে হিল্পধর্মের
জীবন নাশ করা হয়, স্থতরাং সনাতন হিল্পধর্মাবলম্বিগণের বেদ আমান্ত করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ
আবেস্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল
প্রকার ধর্মপ্রেন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুল ভূমগুলের
একমাত্র প্রাচীন প্রস্থাকর করিয়া বিদেশীয় পণ্ডিত্রগণ ইহার
বাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ্ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্ম ইহার প্রাকৃতিক অর্থ এই যে, জ্ঞানলাভ অথবা শ্রোয়োলাভ হয় যদ্বারা তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর নাম ত্রনী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋথেদে এই তিন বেদের " অহে বুধুর মন্ত্রংমে গোপারা ব মুষরস্ত্রী-বেদা বিছঃ ঋচো বজুংবি সামানি॥"

ভগবান্ মন্ ক্ছেন-

" অগ্নিবায়ুরবিভাস্ত তায়ং বাদা সনাতনং। হুদোহ যজানিদ্ধার্থ-মুগ্যজুঃসামলক্ষণং॥"

অর্থাৎ—''তিনি (ঈশ্ব) যজ্ঞকার্যা সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিহইতে সনাতন ঋক্বেদ, বায়ুহইতে যজুর্বেদি, এবং স্থাহইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।*

উপনিষদের সমর চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা—

"ত সৈতেন্ত মহতোভূতন্ত নিশ্বসিত মেতদ্যদৃগেদে।

যজুরেদঃ সামবেদে। ২থকা দিরস '' ইত্যাদি—

অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রমাত্ম হইতে, নিশাস যেমন প্রুষের প্রযন্ত্র বাতীত বহিগত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম ও অথকাজিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পেরিণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথবর্ধ, এই চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্ত মহাভারত, বিঞ্পুরাণ, মার্কণ্ডের পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওরা যার। বেদসমূহ মস্ত্র প্রাক্ষণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইনা আছে,

^{*} পণ্ডিত ভরতচক্র শিরোণি কর্ত্ব অর্বাদিত। মনুসং হিতঃ ১২ পৃষ্ঠা।

অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পভ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গছে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা। যথা—পাণিনির মতে "ব্রহ্মণো বেদন্ত ব্যাখ্যানম্" এইরপ বাক্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ নিষ্পার হওরার স্পষ্টই প্রতীরমান হইতেছে, অর্থে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইরাছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হলরা থাকে। বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লেকিক বাক্য সকল যেরপ পভ্য, গভ্য, গীত এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি

বেরূপ পতা, গাত, গীত এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ পতা গাতা গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পাতাগুলি ঋক্, গাতাভাগ যজুঃ ও গীতভাগ সাম। যথা—জৈমিনিস্ত্র "তেষামূগ্য-ভার্থবশেন পাদব্যবস্থা" "গীতিয়ু সামাধ্যা" "শেষে যজুঃ শকঃ।"

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গান্ত। অথবর্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইরা অথবর্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগা-যজ্জের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী।

ৈ জৈমিনি বেদকে পৌকষের অর্থাৎ পুরুষনির্দ্মিত বলেন না, ঈশ্বরনির্দ্মিতও নহে। তাঁছার মতে বেদের নির্মাতা কেছ নাই। শব্দ, অর্থ ও তত্ত্তারের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মন্ত্রের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধনিমাত, তাহার নিত্যতা নাই। ধনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবিভাব করিবার জন্ম ধনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধনি
দেশ, কাল, পাত্র ও অযুত্তেদে মন্ত্রের বাক্যন্তের তারতমাহেতু শব্দপ্রকাশক সঙ্গেতধনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধনি করিল ড্বণ—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল "মাত্রর্," একজন বলিল "মা," আর একজন বলিল "মাতারি," অপরে বলিল "মাদার্," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্মে জৈমিনি মীমাংসার প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,—

" ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্থার্থেন সম্বন্ধস্তস্থ জ্ঞানমুপ-দেশোহব্যতিরেকশ্চার্থেইলুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদ-রায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (১ম পাদ, ৫ম স্থৃত্র)

এই স্থৃত্ত হইতে ইহার অনন্তর একত্রিশ স্থৃত্ব পর্যান্ত সমুদার স্থৃত্তে শব্দ-সন্থান্ধর বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্ম লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কম্পানা করায় লোক্কিক শব্দ অনেক বাহুলা হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকক্কত সাঞ্জেতিক

मरकत आभाग गाह। लोकिक मंक्ट शिक्रस्य, কেন না পুৰুষে ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দারা স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সঙ্গেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অত্নমিতও হয় না। "বেদাং কৈচকে সন্নিকর্ষণ পুরুষাখ্যা" (২৭ সৃং) "অনিতা দর্শনাচ্চ' (২৮ মৃং) "সারস্বতং মৃক্তং" (অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত) " কঠ শাখা"—কঠনামক ঋষিপ্রণীত শাখা, এই-রূপ পৈপপলাদক, মেছিল, মৌদাল প্রভৃতি বেদ-ভাগের বক্তা বিবেচনা করিয়া এবং "ববরঃ প্রাবাহণি त्रकामञ्जल," "अमानिक त्रकामञ्जल," अहे मकन व्यक्तिष्ठि আখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্থুত্রদারা বেদ পুরুষনির্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাস ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্বপিক্ষ করিয়া পরিশেষে " উক্তন্ত শব্দপূর্ব্বহং" (২৯) " আখ্যাপ্রবচনাৎ" (৩০) ইত্যাদি স্থতে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাদের ব্যাঘাত জনাইরা দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি ঋষিমণ উহা প্রথমে বা প্রাধান্যক্রমে অভ্নষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এরপ সমাধ্যান হইয়াছে।

· সাংখ্যকার কপিল "ন ত্রিভিরপেকিষেয়ত্বাদেক্ত তদর্থস্যাতীন্দ্রির্বাৎ" (৫ অঃ ৪১ স্থ) এই স্থতে আরম্ভ করিয়া "ন পৌৰুষেয়ত্বং তৎক্ত্ৰঃ পুৰুষম্ম সম্ভবাৎ" (৫ অঃ ৪৬ফু) এবং অকাক বহুতর ফুত্রদারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (य, तिम कान श्रूक्य, तृक्षिष्ठां त्रां निर्माण करतन नाहे, ित्र-কালই আছে। তবে কম্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন-তিনি অর্থাৎ হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। স্বপ্ত ব্যক্তি প্রতিবৃদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার প্রবাভান্ত পদার্থ ভান হয়, সেইরূপ বেদও তাঁহার ভান প্রাপ্ত হর এবং পুরুষের যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, দেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত इत्र नाहे। (विमाखि अहेत्रिश वर्तन। (गीज्य वर्तन, विम জন্য বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ অপ্রাহ্থ নহে, কেন না ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত আপ্তপুক্ষ ইহার বক্তা। "মন্ত্রায়ু-र्यमधागानक उ९ थागानाम्" अहे स्वदाता (तरनत প্রামাণাপরিতাহের দৃষ্টান্ত দেখান। "মন্ত্র ও আয়ু-র্বেদ" গোতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বপ্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপ্তপুৰুষ ঈশ্বরব্যতীত আর কেহই নাই। মত্ন প্রভৃতি ঋষিদিগেরও এই মত। আস্তিক আর্থ্য প্রস্থকারদিগের মতে আপে কিষের বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মন্ত্রস্থাপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক, বৈদিক ঋষিগণই উহার প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্টসাধনের জন্য দেবতা-দিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়া ছিলেন যথা—

" अर्थ शिमान श्रयाता (मन जाम्ह्रामा जित्र जा धानि । "
रेनिक (छा जिनि । अक मारा त्र ति जित्र । जा धानि । स्वा अधिन । प्रा जा धानि । वर्ज भाग । वर्ष वर्ष वर्ष । वर्ज भाग । वर्ष वर्ष । वर्ज भाग । वर्ष मारा । वर्ष मारा । वर्ष मारा । वर्ष मारा । वर्ष वर्ष मारा । वर्ष वर्ष । वर्ष

' শ্রীমন্তাগবত ১২শ ক্ষম ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

" পৈল স্বীয় সংহিতা হুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্ঘা বিভক্ত করিয়া বোধা, যাজ্ঞবল্কা, পরাশর ও অগ্নি-भिज अहे हाति शिषातक छेशाम मितन अवः हेस-প্রমতি ও স্বীয় পুল্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সোভিরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাসা, মুদাল, শালীয়, গোধলা ও শিশির नामक औं ह निषातक अनान कतिरलन अवर मांकरलात শিষা জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া নিৰুক্তের সহিত বলাক, পোল, জাজল ও বিরজ্ঞ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বান্ধলি উক্ত সর্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক-খানি বালখিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজা ও কাশার এই তিন দৈতা তাহা ধারণ করিল " * ঋষেদ্সংহিতার শাকলা শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অফকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধাায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট ইয়। অন্যমতে ঋথেদ ১০

^{*} পণ্ডিতবর ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত ঞীম্ন্তাগ্রত।

মণ্ডলৈ এবং ১০০ শত অন্বাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্ৰ স্থক আছে। এই সংহিতায় সৰ্বাভন্ত ১৫৩৮২৬ পদ বৰ্ত্তমানসময়ে প্ৰাপ্ত হওৱা বাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণ-বৃহহ" প্ৰস্থান্ত্সাৱে বেদের অনেক অধ্যায় এ সময় প্ৰাপ্ত হওৱা বায় না, তাহা লোপ হইয়াছে স্থতৱাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋথেদের তুই খানি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খাায়ন বা কৌষিত্রী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকায় বিভক্তে, তাহার প্রতাকে ৫টা করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদার অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খাায়ন বা কৌষিত্রী ব্রাহ্মণে ৩০ টা অধ্যায় আছে। ঋথেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধ্বাচার্যা।

যজুর্বেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই ছুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈতিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কহে। ইহার শাখার নাম তৈতিরীয় মাধ্যন্দিন ও কাষ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের আহ্মণ তৈতিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ আহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ও আহ্মণের টীকাকার মাধ্যাচার্যা এবং শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত ও উহার আহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্যা। সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কোথ্য এবং বান্যায়ন। সামবেদের আট থানি বান্ধণ আছে; তাহার নাম যথা,— প্রেট্ বা পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, সামবিধান বান্ধণ, আর্বেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ এবং সংহিতোপনিষদ্ বান্ধণ।—সায়নাচার্য্য এই আট খানি বান্ধণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অভুত বান্ধণ নামক আর একথানি বান্ধণ বর্ত্তমান আছে।

প্রীমন্তাগবতের সপ্তম অধ্যার দ্বাদশ ক্ষন্ধে লিখিত আছে—" অথকাবিৎ স্থান্ত কবন্ধনামক শিষাকে স্থীর সংহিতা অধ্যরন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে ছই-ভাগ করিয়া পথা ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষাদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষা দৌল্কায়নি, ব্রহ্মাবলী, মোদোষ, পিপালায়নি। পথ্যের তিন শিষা কুমুদ, শুনক, ও জাজলি, ইহারা সকলেই অথকাবিৎ। অন্ধিরার পুত্র শুনক স্থীয় সংহিতাকে ছই ভাগ করিয়া বক্ত ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষা সাবর্গি প্রভৃতিরাও পরে তাহা প্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকপ্রা, শান্তিকশ্রুপ ও অন্ধিরা প্রভৃতি সকলে অথকাবেদের আচার্য্য ইইয়াছিলেন।" * অথকাবেদের

^{*} আমস্তাগবত। ৺অ:নন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত।

শোনক শাখামাত্র বর্তমান আছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথব্য বেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাক্ষের নিৰুক্ত অভুসারে বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিৰুক্তবিৰুদ্ধ বেদব্যাথা বুধমগুলীর অপাঠ্য। যাক্ষের পূর্বেও বেদশক্ষের নিৰুক্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাক্ষই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

" স্থূলোষ্ঠীবি র্ক্লপয়তি ন স্বেহয়তি—ত্রিভা আখ্যা-তেভাগ জায়তে ইতি শাকপুনিঃ—উর্গনাভনামকো-মুনিজুহোতি ধাতো কৎপল্লো হোতৃশকো মন্ততে।" ইত্যাদি।

স্থূলোষ্ঠাবি, শাকপুনি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিৰুক্তকার যাক্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাক্ষ মুনির নিৰুক্তের সাহাযো নিমে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সন্থয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋথেদের দেবতা। প্রথমতঃ দেবতা ছুই শ্রেণী।—যাগান্ধ দেবতা এবং স্তোত্তান্ধ দেবতা। স্তোত্ত বা শস্ত্র *। যাহার গুণমাহাত্মাদি বর্ণনাপূর্ব্বক প্রশংসা করা

^{*} স্তোত্র এবং শস্ত্র এতত্ত্তরের এইমাত্র প্রতেদ যে,গীতের উপযুক্ত মন্ত্রদারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র, আর যাহা গীতের অন্তুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শস্ত্র।

যার, সে সকল স্তোত্রান্ধ দেবতা। যজ্ঞকালে য়ত,
মধু, দিধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহাদের উদ্দেশে
আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগান্ধ দেবতা। ঋক্
সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ
আছে। ইদানীস্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার
নাম, রূপ, মাহাত্মাবর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না
শক্রান্ধ না যাগান্ধ, কেবল পূজা বা উপাসনার অভ্কশ্প
প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কিপাত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার
আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে,
তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, * বায়ু, ইন্দ্র-বায়ু, মিত্রাবকণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মকৎ, অগ্নিবিশেষ, (স্থামিদ্ধ, ইতীদ্ধ, সমিদ্ধ বাগ্নি, তন্ন শাৎ, নরাশংস, ইল, বহিদেবী, দ্বার, উজ্ঞানো, নক্তা,) দৈবা, হোত্যুগল, প্রচেতাদ্বর, সরস্বতী, নাভারতা, অন্থা, বনস্পতি, সাহারতি, রহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পুষা, ভগা, আদিতা (স্থাবিশেষ) মকদাণ, ব্দ্ধাপতি, সোম, সদসম্পতি.

^{* &}quot; অগ্নিবৈদেবতা তবৈশ্বতানি নামান—সর্ব ইতি প্রাচ্য আচক্ষত-তব ইতি যথা বাহিক পশ্নাম্পতি রুদ্রোহগ্নিরিতি তান্যস্যাসস্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাত্মাম্ " ইতি শতপথ ত্রান্ধণ।

इंस्न ।

2

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্বধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্বাগুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর স্থাবরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাখায়,
যাহাতে দেশের মানস ভুলায়
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

^{*} অতে। দেব। অবন্তুনে। যতে। বিষ্ণুবিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্ত-ধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুবিংচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূত্মস্য

2

এস এস দেব ছাড়ি স্থরপুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—
এহেন সঙ্গীত কর প্রবণ।
শুজ্ময় অদি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—কর্যোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আংরোহণ
এস এস ইন্দ্র এমর্ত্য ভবন
কৰুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেণে বজুনাদে বিমানপথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে স্থরবালা দলে
বিসায়-উৎফুল্ল-লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় স্থবর্গরথে।

পাংসুরে ঋধেদঃ ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্ত পোরাণিক চতুর্ভুজ বিফু বুঝাইতেছে না। যাক্ষ ঋষি ইছার অর্থ করিতেছেন " বিফুঃ আদিত্যঃ কথমিতি যথাহছঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধতে পদং নিধানং প।"

8

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধজ্বা নানা—সোম—স্থধাধার
(দেবের তুর্লভ অপুর্ব্ব ধন)
করবোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান
করিতেছি, শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

œ

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে স্মরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
স্থা-সোমরস করিয়া পান
জর জর দেব বজ্রনাদ কর।
বিপক্ষের ভর আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

উষা।*

3

পরিণেতা যে যা সমদীপ্তি দান মোদের হৃদয়ে—(স্থায়ে নিদান,)

^{*} এই কবিতাটা ইতিপুর্বের জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ হইয়াছিল।

তোমার কুপার, অয়ি উষাদেবি! ঘোর অন্ধকার হইল নাশ। উঠিল মানব তব পদ দেবি, তব কান্তিচ্ছটা হ'লো প্রকাশ॥

2

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হলো ধাবমান
হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কুপার নিদান
স্বর্ণ বরণ শোভা অশেষ॥

C

দাদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা অঙ্গে শোভে দদা রমণীয় ভূষা, স্তুতি প্রিয় অতি, মরণ-রহিত, এদ যজ্জানে ডাকি তোমায়। কর দেব-বালা আমাদের হিত নিয়োজিত মোরা তবপুজায়॥

8

যথা প্রভাতের হইলে আলোক, তোমার আজায় যত দেবলোক সোমরস পানে আমনন অন্তরে ব যজস্থানে সবে করে গমন। গো, অস্থ, অন্ন আমাদের ম্বরে তেমতি কুপার কর স্থাপন॥

k

ত্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।
বিচিত্র বসনা মন্দলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান
হই যেন মোরা বিপক্ষ জয়ী॥
অয়ি উষাদেবি! য়ালোক-য়হিতা,
বিশেষ্ঠ প্রভৃতি যাজিক-পুজিতা,
তোমার রূপেতে তমঃ হয় দূর—
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ।
তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর
হইয়াছি মোরা অতি লোলুপ॥৬॥

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শদই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শদ্বের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব নাই। যাগ-কালে দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রমাত্ত। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে।

"ফলার্থতাও কর্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্থাৎ"

ইত্যাদি মূত দারা দেবতাদিগের যাগ্যজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতা-দিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনি य मकन युक्ति धानर्भन कतिहार्हिन, ठाइ। वना याहे-তেছে। মৃত প্রভৃতি দ্রব্য বেমন যাগের একটি অন্ধ, দেবতাও তদ্রুপ একটি যাগের অজ। যাগকালে দেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগ্যমনকালে যজ্মানের প্রত্যক্ষ ছওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রতাক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এক-কালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সর্বতি গমন অসম্ভব এবং শান্ত্রাভুদারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্ৰই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ কৰুক না কেন, "ইন্দ্রায় স্থাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই यक मिकि इहेरवक। "वक्षहरख। श्रुतम्बदः" हेजानि শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্যমাত্র। জৈমিনি এইরূপ

দেবতা ও যজ্ঞসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ৰুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্ম গ্রহণ করিলাম না।

मामनजात छेत्स्थ (वनमर्था विटमयत्रि मुक्ठे इहेन्ना ধাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতাবিশেষ। সামবেদীয় ষড় বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে मामला পृथिवीमरधा आह छे९भन्न इन्न ना, अजना সোমযাণ প্রতিনিধি দ্রব্য দার। সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত इय जो हो देविक कारलंद श्रेकुछ मामलंडा नरह, किस् মেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ছৌগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, হুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিথিয়াছেন কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাছাতে নিধিত আছে সোমলতার রদ সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত ছর্ব-জনক যথা ঋথেদ-

^{*} Asclepias Acida.

[†] Ait. Br. vol. II, p. 439.

"বৎসানোঃ সাত্মাক্ছৎ ভূষা স্পষ্ট কতুং।
তদিলোহর্থং চেততি মুখেন রিট রেজতি।"
বংকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত
এক পর্বতশিধর হইতে শিগরান্তরে আরোহণ করেন,
তথনই তাঁহাদিণের সোম-বাগ আরম্ভ করা হয়।
ইন্দ্র তংকালে বজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের
যজ্তত্বলে আগমন করেন।

"প্রবো শ্রিয়ন্ত ইদং বো মৎসরা মাদরিষ্ণবঃ। দ্রুপ্সা মঞ্চ মুযদঃ।"

১ম, ২৬ ব, ৪ অভ্বাক ১৪ স্কু।
হৈ ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎক্ষরূপে সোম সম্পাদন করা ছইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিল্ক বিল্প করিয়া নিক্ষাসিত, অতি
মধুর এবং চমু অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে।
পুনশ্চ "অশ্বিনো পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার!
এই মাধুর্যাগুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্বত্রই
বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ উনিশবর্গে
সোমস্কু নামক ঋক্সমুহে সোমের স্পষ্ট মিষ্টাম্বাদ
বর্ণনা করা ছইরাছে। সোমের রস ছ্প্নের ক্রায় ও গাঢ়
যথা "সন্তে প্রাংসি সমুচন্ত রাজা" অর্থাৎ ক্লীর সকল

তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসম্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে—

"রাজোহতে বৰুণতা ব্রতানি রহস্পাতেবং তব সোম ধাম—''

অর্থাৎ হে দোম! তুমি রাজমান বকণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্গ এবং গান্তীর্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অভ্যন্তব হইতেছে, যে সোমের বর্গ জলের ন্যায় শুভ্র। গোমলতার আকার প্রতিকা * (পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার সন্তাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে পুত্তিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিমিধিঃ" শাস্ত্রকারের। কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্ত্রত্বের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন। সোমাভাবে পুত্তিকা বিধি যথা—

"দোমাভাবে পুত্তিকামভিষ্তৃয়াও।" শুতিঃ।

ষড়বিংশ ব্ৰাহ্মণ প্ৰভৃতি ব্ৰাহ্মণথ্যস্থে দোমাভাবস্থলে পুত্তিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

দোমতন্তু অৰ্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা যথা—

আপ্যায়স্থ মন্দিতম দোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।
ভরানঃ স্কুণ্ডব স্তুমঃ স্থার্ষে। ১৪ অ, ১৯ স্কুতা

^{*} Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ হে অতিশন্ন মদযুক্ত সোম। তুমি তোমার সমু-দায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আহে। যথা—

"গরস্কানো অমিহা বস্থবিৎপুঠিবর্দ্ধনঃ।" ১৪অ, ৯১স্। অর্থাৎ হে সোম। তুমি ধনের র্দ্ধিকারী, রোগ-সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুঠিকারক।

আর্থ কালের ঋষিগণই দোমলতা প্রকাশ করেন। যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রক্তিষামন্ত্রেবিপথাং।" অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্দিদারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিযব অর্থাৎ নিক্ষাসন করা হইত। ইহা রাথিবার পাত্তকে চমূ কহে। এই পাত্ত কাষ্ঠ বা গোচর্মনির্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্ত পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋথেদে পুৰুৱবা যযাতি প্ৰভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় যথা

"মন্ত্র্য দথ্যে অজির ফদাজিরে। যথাতিবৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।"

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাক্ষণে অমেক রাজা ও

অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদাভ্যায়ী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাণীর পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যাগণের প্রকৃতি এবং তাছাদের আচার ব্যবহার সমুদার পরিবর্ত্তনশীল। স্থতরাং সহজেই এইরপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্ধকালে এরপ ছিল না। কিরপ ছিল তাহাও নিরপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবিভূতি হইলে অনির্বাচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসদ্ধের বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গোল। ভাষা (১), পার্থিব অবস্থা (২), জীবপ্রকৃতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপদ্ধতি (৪), ইহার

^{° &}quot; ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং বজুষা সহ।" অথব্ব বেদ।

স্পষ্টতার জন্যে চারিটী কালেরও উল্লেখ হউক— বৈদিক কাল (১), আর্যকাল (২), আচার্যকাল (৩), পরাভূত কাল (৪), যেকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্যকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্যকাল ও পরাভূত কাল এত-হুভ্রের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূতকাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্যন্তে গ্রহণ করা গোল। এই চারিটী কালের সহিত উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসয়য়ে লেখা যাইতেছে।
ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য
ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরপ আদিনকালেও ছিল
কি না? অন্সন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়।
সংস্কৃতের অবস্থা কথঞিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে,
কিন্তু অন্য ভাষা কিরপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা
যায় না। বৈদিক প্রস্থু সকল পর্যালোচনা করিলে
স্পন্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার
ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় জ্বোবিশেষে বিভিন্ন
আকারে ছিল। দেবতারা কিন্তা আর্থেরা যাহাকে

"গৌঃ" বলিতেন, তৎকালে অম্বরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শক্তদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অস্থরেরা "হে লয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুক্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অন্থর, তাহারাই মধ্যকালের মেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতভু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" ইত্যাদি স্থুত্রদারা ফ্লেচ্ছ সাংকে-তিক পদার্থকেও যজ্ঞকার্য্যে গ্রাহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আমুরিক বাক্যকে মুেচ্ছবাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে निविष्ठे इहेब्राह्म, वस्तु छः अ मकल भक्त मश्कू उहे न (इ। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অন্থরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে *পিক," নামকে ও অর্দ্ধভাগকে "নেম," পদ্মকে "তাম-রস" বলিত। সংহিতা প্রস্থে যাহাদিগকে অস্থর বলা হইয়াছিল, ব্ৰাহ্মণগ্ৰস্থে তাহাদিগকে ফ্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্ধৌ মুেচ্ছ ও অমুর একপ্রকার অবস্থারিত বলিতে হইবে। তবে "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্ত কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার স্থায় সাধারণ ব্যবহার্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ
নাই ৷ বিশেষত,—

"তে২সুরা হেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূব তন্মা-দ্বাক্ষণেন ন মেন্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ মেন্ছোহবা যদেষ অপশবঃ।"

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যদ্বারা স্পর্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অস্থর, তাহারাই ফ্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "নাযজ্ঞিয়াং বাচং বদেং" ইত্যাদি মন্ত্র-কাণ্ডেও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত দিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋথেদের অথবা তৎসমজাতীয় প্রস্থের সংক্ষৃত আমরা
বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগৃঢ় কারণ আছে।
প্রথমতঃ বর্ত্তমানকালের সংক্ষৃত ব্যাকরণের অধীন,
বেদের সংক্ষৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই
বেদবাক্য অন্ন্সারে রচিত—যেহেডু ব্যাকরণ বেদের
অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার ও সংস্থান
এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পুর্বে যে
সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল,
এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু

বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধটনা এক্ষণকার রীতিবহিভূত। মনে কৰুন—"সত্যং ত্বেষা অমবস্ত धश्विका क जिल्लामः। भिरु कृत्रज्ञ वाजाः।" अर्थरम्ब ১ অং, ১ম অফক, ১ম, ২৮ স্থক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠ-মাত্রে, বোধ হয় কেছই বুঝিবেন না। না বুঝিবার অম্ব কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরপ রীতি আমরা কথন অভুভব করি নাই। "সত্তাং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গে**ল।** তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি —ছু + अया अरेक्स थारन किति उरे अथम उः धावि उरेद , কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরপ ছলে "বিষ্' শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে "তেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ শব্দেরই তুল্য। "অমবন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটা যে বলের একটা নাম তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না স্থতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধরঞ্চিদা" "ধরন্" মকভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। हैश तूबित्न व तूबा यात्र वरहे किन्छ "हिमा" वहे हिए শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। এ আকারটীর সহিত "অবাতায়ং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমস্তাং। এইরূপ অর্থ ছইবে, ইত্যাদি। পুর্বের ব্যাকরণ ছিল না। যথা—

"র্হস্পতি রিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহত্তং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচ নাস্তং জগাম।"

এই বেদবাক্য দারা প্রতীতি হয় যে, পূর্বকালে চীন দেশীয় বর্ণমালার ফায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া প্রস্থায়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই চারি জাতি শব্দ স্থির হইল।

"চত্ত্বারি শৃঙ্গা ত্রাহেশ্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোহস্তা ত্রিধা বদ্ধো র্যভোরোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিশেষ।"

শক্সমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি স্থ্নিয়ম সংস্থাপিত হইলে উপরোক্ত রূপক বাকাটী লোকে আন-দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলি উহাতে রুষকপে বর্লিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখাত, উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ থ রুষের শৃঙ্গ। তিনটী কাল তাহার পদ। স্থপ ও তিঙ্ তাহার মস্তক। সাতটী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ, কর্ণ ও মুর্না এই তিন স্থানে ঐ সমুদরা এই বিন করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা

নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জ্বে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাক-রণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব আচার্যাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন **প্রস্থে** দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিক্তকপ্রায়, বর্ত্তমান কোষগ্রস্থ এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় আত্ম ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব বাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিৰুক্তকার যাস্ত মুনিও অন্ত নিৰুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ **অস্তে**র পূর্বে "র্হহ্ণেলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষ-প্রস্থা ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্ৰাহ্মণ সৰ্ব্বস্থ" প্ৰভৃতি বেদমন্ত্ৰ ব্যাখ্যা প্ৰস্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্যায় **উদ্ধৃত** হইয়াছে। অত্ৰব পাণিফাদি সম্পূৰ্ণ আদিম আচাৰ্য্য नरहन। रिविनकथारङ् वरलत नाम आहे। हेम, मःथारमत নাম ছ-চল্লিশ, অপতোর নাম পনর, বাকোর নাম সাতার, ধনের নাম আটাইশ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম পঞ্চাশটী ছিল এখন পাঁচটীও নাই, এতদূর বিপ্র্যায় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজি পর্যান্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি মেল্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। মেল্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিহুর মেল্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিহুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

কল মুদ্ভোষাসম্বন্ধে যেরপ আর্থ্যশাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এইরপ অর্থ দাঁড়ায় যে, মুদ্ভোষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই মুদ্ভোষা। মুদ্ভোষা সম্বন্ধে এই-রূপ নির্গিয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইরা মেচ্ছভাষার পরিণত হইরাছে। কোন স্থূলে বর্ণাধিক্যবশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্যারবশতঃ, কোথাও বা বর্ণ লোপা বশতঃ স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিক্ত হইরা মেচ্ছভাষা নামে প্রচলিত হইরা যার। কার শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকপ্রম্থে উক্ত প্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন

ভক্ত ও ইতর লোকের কথাবার্তা বিভিন্ন, তদ্রপ বৈদিক প্রস্থেও দেবতাদিগের ও অস্তর শ্লেচ্ছদিগের কথাবার্তা বিভিন্ন। কান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে, ইন্দ্র অস্তর-দিগকে জিজাসা করিলেন "ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়া-মিষ্টকামুপধান্তে"—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেণ করি। অস্তরেরা উত্তর করিল "উপহি" এটা উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত, কিন্তু বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া শ্লেছ্ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরপ "তেইস্তরা হেলর হৈলর স্থানে দেবতারা বা আর্যোরা "হেইরয়" প্রয়োগ করিয়া-ছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্যায়ান্ত্র্যারী শ্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ভিয় ভিয় সময়ে বিভিয় অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খ্রফ জন্মপ্রহণের পূর্বের ও ব্রাহ্মণভাগ ১২০০ খ্রঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্বের বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত।

একণে স্বধারী বাক্ষণ যেমন এক জাতি হইয়াছে,
পূর্বে সেরপ ছিল না। বাঁছারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন,
অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্মের
প্রচার করিতেন, তাঁছারাই বাক্ষণ নামে বাচ্য হইতেন।
পরে ক্রমে উহা পুল্রপৌলাদির একটি ব্যবসা অভ্যারে
বাক্ষণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। বাক্ষণগণের
বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময়
"তরমুজের বোঁটাসম টাকি শোভে শিরে" ছিল না,
তাহা শাক্রাভ্যারে মন্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া
থাকিত, এই শান্তীয় টাকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভির
বংশ অভ্যারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিখা রাখার পদ্ধতি
ছিল যথা—

"দক্ষিণকপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেরাজ্রিকপার্দনঃ।
আ্কিরসঃ পঞ্চ্ছা মুণ্ডা ভূগবঃ শিথিনোহতে॥"
এইরপ শিথা রাখা কেবল টুশী বা পাগড়ীর প্রতি-নিধি। বৈদিককালে টুশী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে
হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত
যথা—মহর্ষি আ্পাপ্তম্ব কহিয়াছেন।

"নসমা রত্তাবপেয়ু বন্তন বীহারাদিত্যেকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এম রিজোবা পিহিত্তভোত্ত তদেব পিধানং যচ্ছিল।" অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুগুন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তির মস্তক আবরণশৃত্য হইলে, সে লোকের নিকট তুদ্ধ হর। এজতা যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণস্থানীয়।

বৈদিককালের আর্যোরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা ক্ষিকার্য্যেই বিশেষ স্থুপ অনুভব করিতেন। বেদের मर्पा थाम ७ हर्जुम्हरक थाही तरविष्ठ शूरत हेरल्थ আছে। ব্রাক্ষণপ্রস্থে দৃষ্ট হয়, বজবেদী ইষ্টকে নির্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গুহাদিও ইফীকদারা নির্মিত হইত; আদিমকালে অসভ্যজাতি অন্থরেরা দৌরাত্ম করিত এবং আ্যাগাণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ম সর্বাদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্ম প্রার্থনা করিতেন। রাজার দারা আমাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋথেদে আছে। দে সময় আর্ঘাজাতির ব্রীহি (ধান্ত) বব, মাষ-কলাই, তিল, ও্যধি (শস্য) বীকং (লতা) করম্ভ (ফল) *ব্রীহি মথো যব মথো মাস মথোতিলং' প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। স্ময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্যভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোমরদ এবং বিবিধ প্রকার স্থরার সে সময় অতান্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরাবিক্তেতারও অভাব ছিল না। ঋথেদমধ্যে আর্য্যজাতির নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকেই ব্যবসাকার্য্য দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। আদিমকালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মতু বলেন,—সতাযুগে মহুষোর আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দাপরে ২০০ বংসর, কলিতে ১০০ বংসর; এসকল কম্পানামাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুৰুষের আয়ু শত বংসর-"ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুক্ষঃ''—পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে দেখা যায় আ্রাগণ প্রার্থনা করিতেন "জীবেমঃ শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমি যেন শত বংসর জীবিত ধাকি এবং আশীর্কাদ করিবার সময়েও বলিতেন ''দাতা শতং জীবহু"—দাতা শত বৰ্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্ঘ্যজাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এম্বলে বাত্ল্য আলোচনা করিলাম না।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি ৷

Let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings.

(K. Richard), Richard II

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

স্বিখ্যাত শালিবাহন নূপতি মগ্ধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দারা খুক্তজন্মের আটাত্তর বৎসর পরে
শকের সৃষ্টি হয়। রহজ্জাতক ও রহৎসংহিতার টীকাকার ভট্ট ওপাল বিক্রমাদিতাকে শকের সৃষ্টিকর্তা স্থির
করিয়াছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমাদিতা বলিয়া
তাহার ভ্রম হইয়াছিল। শক্তয়য়মাহাত্মের মতায়্লসারে শকারি বিক্রমাদিতা ৪৬৬ শকে (৫৫৪ খুকাকে)
সিংহাসনার্চ হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমানিত্য ও শালিবাছনের কাল নিরপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদিগোর উদ্দেশ্ত বিভিন্ন। আমরা অভ্য মহারাফ্রীধিপতি শালিবাছনের বিবরণ লিপিবল করিব। ইনি মগ্রেশ্বর শালিবাছন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাফ্রপ্রদেশের প্রতী-ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরী-তটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন শক, এক্ষণে মহারাক্টপ্রদেশের নর্মদানদীর দক্ষিণে, এবং বিক্রমান্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন, তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জন ভূপতি এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনো
ততো নৃপঃ আাদিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্ত নাগার্জুনভূপতিঃ কলে
কল্কী যড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কছেন, যুধিষ্ঠিরের শক * ৩০৪৪ পর্যান্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জিয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসরমাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতীষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই

ইহার সহিত বৃহৎসংহিতার ১৩ অ২ ৩ শ্লোকের ঐক্য নাই।
 যথা " আসন্মহাস্থ দুনয়ঃ শাসতি পৃথীৎ মুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
 মড়দ্বিকপঞ্চিযুতঃ শক কালন্তস্য রাজ্ঞ ॥"

অর্থাৎ যুধিটির যখন পৃথিবা শাসন করিয়াছিলেন, তথন সপ্তার্থিন মণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। এই যুধিটিরের শক ২৬২৫ বৎসর শহান্ত ছিল।

এই স্নোকটা রাজতরঙ্গিণীতে অবিকল ঐরপে পঠিত হইয়াছে।

শকের পরে গৌড়দেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্চ্জুদের শক ৪০০০০০ বংসর এবং অবশেযে ষষ্ঠ নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বংসর প্রচলিত হইবে। আমাদিগের এই ভবিষ্যদাণীর উপর বিশ্বাস নাই, স্থতরাং তদ্বিষয় প্রসক্ষক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

জিনপ্রভাস্থা-প্রণীত কম্প্রদাপনামক জৈনপ্রস্থে সাতবাহন নৃপতির একটা গম্প লিখিত আছে। প্রস্তা-বের প্রারম্ভে প্রস্থকার মহারাফ্র প্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠান-পুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তথায় এক কুম্বকারগৃহে কতিপয় রাহ্মণ একটা ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তাহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষনাগ, তাঁহার রপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মন্ত্যাদেহ পরিপ্রহ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রেমান্ত-রাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মপ্রহণ করিলেন। জিনপ্রভাস্থা কহেন, লোকে তাহাকে এই কারণে সাতবাহন বলিত। যথা "সনোতে-দ্যাগ্র্যাণ লোকৈঃ সাত্বাহন* ইতি বাপদেশং

 ^{* &}quot; সাতবাহন ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ" এইরপ পাঠ বহু পুস্তকে
 দৃষ্ট হয়। এতদয়ুসারে এবং " প্রাক্ততে সাতবাহনঃ" এই বাক্য অয়ৄ-

লম্ভিতঃ'' অর্থাৎ সনধাতু-নিষ্পান্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধর্মের প্রবর্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাত-বাহন বলিয়া খাত করিয়াছিল। মহারাফ্টভাষায় শালিবাহনচরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিগিত আছে যে, বিক্রম সাত-বাহন দারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জায়নীতে পলায়ন क्रिजाहितन। थे छी छोन मा ज्याहरन जा जधानी। তাহা তিনি স্থরমাহশ্য-পরিখাবেটিত তুর্গদারা পরি-শোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোককে ঋণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পর্যান্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাম্বরী কহেন, তিনি জৈনধৰ্মে দীক্ষিত হইয়া স্থদৃশ্য চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া হ হানামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্ম সাত্রাহনের প্রয়ত্ত্ব উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধ-কোষেও সাত্ৰাহনকে মহারাফ্রপ্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠান-

সারে 'সাতবাহন'নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আর্ত্তি অনুসারে 'সতবাহন'নামও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পুরীর অধীশ্ব বলা হইরাছে। জিনপ্রভাস্থরী ১৫ শত
সম্বৎ মধ্যে ও তিলকস্বির শিষ্য রাজশেশ্ব ১৪০৫ শকে
বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেশ্বর চতুর্বিংশতি প্রবন্ধে
অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাত্বাহন, বঙ্কাস্কুল, বিক্রমাদিত্য, নাগাজুন, উদরন্, লক্ষণসেন এবং মদন বর্মাণ,
এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিরাছেন।

জিনপ্রভাস্থরী এইরূপ প্রতীষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজৈত্রং পত্তনং পূত্যেতক্যোদাবর্গা প্রীপ্রতীষ্ঠানসংজ্ঞং।
রত্থাপীড়ং শ্রীমহারাফ্রলক্ষ্মা
রম্যং হর্মের্নেত্রশৈত্যেক্ষ চৈত্যিঃ॥
মা
অফ্টার্মফিনের্গিকিকা অত্র তীর্থা
দাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ। ১॥
পৃথীশানাং ন প্রবেশোহত্র বীরক্ষেত্রত্বন প্রোচ্তেজাে রবীণাং॥ ২॥
নশ্রতীতি পুটভেদনতােহস্মাৎ
রক্তিযোজন্মিতঃ কিল বন্ধ্র।
বােধনায় ভৃত্তকচ্ছ্মগচ্ছদ্বাজিতাে জিনপ্রিঃ ক্ষচাল্কঃ॥৩॥

অন্বিতত্তিন্বতেন্বশত্যা

অতয়েত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।

কালকোব্যথিত বাৰ্ষিকমাৰ্য্য

পর্ব ভাত্রপদশুক্লচতুর্থ্যাম্॥ ८॥

তত্তদায়তনপংক্তি বীক্ষণা-

দত্র মুঞ্চতি জনে। বিচক্ষণঃ।

उएक्म ११ छ्र विमान १ भारती

ত্ৰীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং॥ ৫॥

সাতবাহনপুরঃসরা নূপা

শিচত্রকারি চরিতা ইহাইভবন।

रिनवरे उर्वह विरेध त्रिष्ठिए उ

চাত্ৰ সত্ৰসদৰাক্তনেকশঃ॥ ও॥

কপিলাত্তেয়-ব্লহস্পতি-পঞ্চালা

इंश मशेजुङ्ग पताधार ।

ग्रस्य हर्ने क थेरार्थाः

লোকমেকমপ্রধরন্॥ १॥

(সচায়ং লোকঃ)

জীর্ণে ভোজনমাতেরঃ কশিলঃ প্রাণিনো দরা। রহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চাল স্ত্রীয়ু মার্দ্ধং॥৮॥

অস্থার্থঃ।

শ্রীমান্ প্রতীষ্ঠান নগর জয়যুক্ত হউন্। এই নগর

গোদাবরী নদীর তীরসম্ভূত অতি পবিত্র ৷* মহারাষ্ট্রী লক্ষী কর্ত্তক আলিন্দিত। নয়নশীতলকারি চৈত্য ও রমণীর হর্ম্যসমূহে ভূষিত। এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন আচার্যা উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥১॥ এখানে শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না। বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি তীক্ষতেজা সূর্য্যও এখানে প্রথর কিরণ বর্ষণ করেন না ॥ १॥ জিননাথ কমচাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিত্ত **এই স্থান হইতেই ভৃগুকচ্ছে অশ্বারোহণে গমন** করিয়াছিলেন। তত্বপলক্ষে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রাসিদ্ধ পথ উদ্ভাবিত হইয়াছিল॥৩॥ এই জিনপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের পরে এই স্থানে ভাত্র শুক্ল চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্বা (উৎসব) হইয়া থাকে ॥ ৪॥ এই স্থানে প্রাসাদজেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দেবপুর দেখিবার কুতৃহল থাকে না॥ ৫॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজাগণ, মাহারদিগের চরিত্র অপূর্ব্ব ও কার্যা অদ্ভুত, তাঁহারা এই স্থানেই জিনায়াছিলেন। এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে ॥৬॥

^{*} মহাভারতে আর এক প্রতিষ্ঠান নগরের উল্লেখ আছে, তাহা প্রস্লাগের নিকটবর্ত্তী এবং তাহা হ্রস্থ মধ্য 'প্রতিষ্ঠান' শব্দের বাচ্য।

এই খানে কপিল, আত্রেয়, রহস্পতি, পঞাল ইহারা রাজার উপরোধে চারিলক্ষপরিমিত থাস্থের অর্থ অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিত্যাস করত একটা শ্লোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। (সে শ্লোক এই)॥ १॥ আতেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কশিল প্রাণীর প্রতি দয়া. রুহম্পতি অবিশ্বাস, পঞ্চাল দ্রীর প্রতি মুহু ব্যবহার॥৮॥ শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ প্রত্যুর। ইতিপুর্বে ভারতবর্ধের অনেক নুপতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংক্ষৃত থাস্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি এছর্বদেব-রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রেরদর্শনিকা নাটিকা। বিক্রমাদিত্য-কোষপ্রায় মুঞ্জ-মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা। ভোজদেব—* অশ্বায়ুর্কেদ, রাজ-বার্ত্তিক, (যোগাস্ত্রটীকা) যুক্তিকপাত্রক, কামধের, রাজমার্ত্ত গরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্ত্বপ্রকাশ। শুক্তক— মুচ্ছকটিক। কা্যুকুজাধিপতি মদনপাল—মদনবিনোদ, निचले तहना करतन। (इमाहार्था विक्रमानित्रा, मानि-বাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত প্রস্থকার

^{*} ভোজদেনের একথানি ব্যাকরণ আছে, তাহা স্থাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকোম্দীগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। যথা অত্র ভোজঃ দলিবলি শ্বলিরণি ধ্বনি ত্রণিক্ষণয়কোতি পপাঠ।

ইহা ভিন্ন বৈদিক নিষ্ঠ ুভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি নৃপতি প্রাসিদ্ধ বিদ্বান্। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে একজন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন।

"ধাতজ্বিরশেষযাচকজনে বৈরায়দে সর্বথা। যশাদিক্রমশালি বাহনমহীভূমুঞ্জভোজাদয়ঃ॥ "অত্যন্তংচিরজীবিনো ন বিহিতান্তে বিশ্বজীবাতবো। মার্কণ্ডগ্রুবলোমশপ্রভূতরঃ সৃষ্টাহি দীর্ঘায়ুয়ঃ॥"

অর্থাৎ, একজন যাচক বিধাতাকে সংস্থাম করিয়া বলিতেছে। হে বিধাতঃ! তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়াছ, যেহেতু যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ যাচকগণের জীবন সেই সমস্ত বাক্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্মজীবী না করিয়া মার্কণ্ড, ফ্রব ও লোমশ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্মণ্য মনুষ্যকে দীর্মায়ু করিয়াছ!!!

প্রবন্ধ চিন্তামণির চতুর্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০ গাখা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা (গাখা কোষ) নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই কোষ প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে,—

" অবনাশিনমগ্রামামকরোৎ সাতবাহনঃ। বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রজুৈরিব স্থভাষিতম্॥" অর্থাৎ সাত্রবাহন চিরস্থারী অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) এবং বিশুদ্ধজাতি (অর্থাৎ ছন্দো-বিশেষ,) দ্বারা রত্ন-ভাষিত কোষের ন্যায় অভিধান রচনা করিয়াছেন।

বোষাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ
মান্দলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাজীননিবাসী
কোন বাহ্মণের নিকট হইতে শালিবাহন সপ্তসতী
নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা
আত্যোপান্ত মহারাগ্রী প্রাক্ত ভাষায় রচিত। উক্ত
রাওসাহেব আধুনিক মহারাফ্রভাষার সহিত উহার
ভাষার এইরূপ ভিরতা দেখাইয়াছেন।

তাৰ্থ
বিতার ভগিনী
ছঃখ
পাওয়া
७ र्छ
তোমার
আমার
ঝিত্তক
পক
গাতী

মহারাঞ্জী	মরাঠি	তা র্থ
চিখিখনো	চিথল	कर्मभ
क ल्हे	ফাড়িতে	চক্ষের জল
চ্ছিল্লী	স†ল	রকের ত্বক্
পোট	পোট	উদর
শোণার	সেশ্পার	স্বর্ণক†র
রন্দো	রন্দ	প্রশস্ত
কুপ্পণ্	তুপ	য়ত
মঞ্রম্	মাঞ্জুর	गार्जात
জুনং	জুনেং	इ क्ष
ও ল্লং	७ ८न २	অস্ত্র
ट्र कर	किर्	ভূপ
ব োড়	মুল গা	বালক

মুঞ্জ সর্ব্যপ্তথম মরাসী কবি। তিনি ১৩০০ খ্রঃ অব্দের
প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর যানেশ্বর
ভগবদ্দীতার দীকা মরাস্তি ভাষার ১৩৫০ খ্রুষ্টাবদে
রচনা করেন। তাহাদিগের ভাষার সহিত শাদিবাহন সপ্ততীয় মহারাগ্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা
দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয় শাদিবাহন সপ্তশতী
প্রাচীন গ্রন্থ। সেরপ ভাষার অপর একথানিও গ্রন্থ
মহারাক্র প্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন সপ্তসতী সপ্তঅধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ একটা করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রিসি অ জন হি অ অ দ ই এ কই কছেল পামূহ সুৰুই ণি সাবি এ। সত্ত সত্তি সমতং পাঢ়মং গা'হা সতাং এ অম্॥

অর্থাৎ স্থরসিকগণের আ্বান্দবর্দ্ধিক কবিকুলচ্ড়ামণি কবিৎসলক্ত প্রথম শত গাখা (৭০০ মধ্যে) শেষ হইল। এই প্রস্থু সাতবাহন বা শালিবাহনকৃত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদা-বরী ও বিদ্ধাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্লু, সঞ্জ্য, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ইহার প্রচীনত্ত নিঃসংশয়ে প্রতিশন্ন হইতেছে। প্রস্থানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনীপ্রস্থত নহে, তাহার মধ্যে ছই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসাস্থাক কবিতা আছে। তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন-সপ্রশতীর দীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্বলিথিত কবির রচিত কবিতাও আছে। যথা,—

বোদিখ, চুল্লই, জমররাজ, কুমারিল, মকরন্দ সেন ও জীরাজ। জৈন লেখকগণ কছেন, শালিবাহন জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ঐ প্রেম্থের মজলাচরণ শোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষার কোন প্রস্থ রচনা করিরাছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা যাইতেছে
না। শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন তরিষয়ে
'প্রাকৃতে সাতবাহনঃ'' এইরপ বাক্য প্রচলিত আছে।
লক্ষণ সেনের সভাসদ জ্ঞীধরদাস সহক্তি কর্ণায়ত
প্রস্থে ৪৪৬ কবির কবিতা সংগ্রাহ করিরা প্রকাশ করিরাছেন কিন্তু তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই,
ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত
কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীরনিবাসী সোমদেব ভট্ট সম্বলিত কথা সরিৎসাগর প্রস্তের প্রথম লম্বকে যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচা ভূপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

রহৎ কথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক।
আমাদিগোর প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা
সাতবাহন। শালিবাহন মন্তসতীর প্রস্থকার ও মহারাফ্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্বেব বর্তমান ছিলেন। তাইার শক একালপর্যান্ত মহারাফ্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধদেবের দন্ত।

The tooth-relic, of a colour like a part of the moon, white as the kunda flower and new sandal-wood, caused with its radiance palace gates, mountains, trees, and the like to appear for a moment as if they were formed of polished silver.—The Dathávansa, Chap. V., translated by M. C. Swämy.

বুদ্ধদেবের দন্ত।

বৌদ্ধর্মে প্রবল বিশ্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধর্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্য করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নির্বাণের পর হইতেই তাঁহার
মূর্ত্তি সন্মানের সহিতমন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল।
বোদ্দের। ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্ত
রুদ্ধদেবকে দেববৎ সন্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে
এইরপ স্তব করিতেন যথা—

নেমি ঐশাক্যসিংছ-সকল-হিতকরং ধর্মরাজং মছেশং। সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবির-হিতং সৌগতং বোধিরাজং॥

এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিল্মণান্ত্রেও গুরুদেবের চরণপূজা প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাও দেইমত তাহা-দিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের মর্ক্তাণের পরেও তাঁহার মুর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা নহে, কেবল ভক্তিপ্রকাশক উপাসনামাত। অভাপিও সিংহলদীপে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খৃষ্ট জন্মের ৫৪০ বৎসর পূর্কে বৈশাখীয় পূর্নিমারজ-নীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতান্থিত ভস্ম স্থবর্ণপাত্তে বৌদ্ধ স্থবিরগণকর্তৃক নানাদেশে প্রেরিত হইয়া তাছার উপরে চৈত্য নির্দ্মিত ছইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ দারা তাঁহার অস্থিত সাদরে ব্ৰক্ষিত হইয়াছিল। ধশাশোক এই সকল অস্থিও এবং চিতান্থিত ভশ্ম পুনরায় বিভাগ করত নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া তত্তপরি চৈতা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বটরক্ষমুলে ছয় বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্মের নিগৃঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আদি রক্ষের শাধা হইতে উৎপন্ন রক্ষ এপর্য্যন্ত সিংহলদীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটরক্ষের শাখা, ধনাশোক ठाँ होत अछोनम वर्ष दां जामामनकारन अञ्चाधार्यस প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘাত্মের প্রমোদ-কাননে রোপিত হয়। যথা—মহাবংশ।

অথরসহি অসমহি ধন্মাশোকেশ রাজিনো। মহামেদ অনাবামে মহাবোধি পতিৎওহি॥

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্যশাসনকালে খঃ: পুঃ ২৮৮ বৎসরে ঐ বটরক্ষ রোপিত হয়। এই বটরক্ষ এপর্যান্ত সজীব আছে। ইহার বয়:ক্রম এক্ষণে ২১৬৪ वरमत वृद्धारमवरक स्पत्रन त्रांथियात जना (वीद्धार्गन अह-রূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার मर्था तुष्तामर्वत मे खे कर्मन शर्या अभिष्त । अहे मेख দেখিবার জন্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্স সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দীর মালি গাওয়া মন্দিরে অতি যত্ত্বের সহিত রক্ষিত আছে। বৃন্ধদেশের রাজদূত্রণণ ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইরা এই মন্দির ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। একাল পর্যান্ত বৌদ্ধাণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্তদর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিমে লিপি-বদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দত্তের ইতিরত বিবিধ পালিপ্রস্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদবংশ" বা "দাতধাতু বংশ" অতি প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খ্রুষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই প্রস্থ এক্ষণে স্থ্রাপ্য নহে; ইহার পালিভাষায় ধর্ম কীত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত "দাতবংশই" প্রসিদ্ধ

ও প্রচলিত। দাতবংশের রচনা অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জন। অভ্রাধাপুরের পালতীনগরের রাজ্ঞী নীলা-বতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খ্রুটাব্দে ধন্মকীত্তি বর্ত্ত-মান ছিলেন। " তিনি দাতবংশ " ভিন্ন চক্রগোমিক্কত সংস্কৃত ব্যাকরণের চীকা, ও পালি, বিনয় ও অঙ্গুত্তর আস্তের টীকা এবং বিনয়সজ্ঞবামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া-हित्नन। मश्वराम माजवरामत ७ तूक्षमाखत छेत्नथ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা।

নয়মিত স অসাম্ভি দাতধাতুম মহা মহে সিণো। ব্ৰান্দণি কচি অঘায় কলিজ্মছ ইধানয় ই॥ দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা সতন। গহৈত বহু মল্লেন কটরা গামন্যু মুত্রমন্।। পকিপিত করণ গ্রামি হি উসিদ্ধ ফলিকুস্তায়। দেবানন পিয়তীস্মেন রাজ উত্তমহি করোতি॥ ধন্মচকের গিছে অজয়ত্তিম মহীপতি। ততোপটেয়তন গেহনু দাথ ধাতু ঘরণ অহ।

অৰ্থাৎ

তাঁহার (এীমেঘবাহনের) নবমবর্থ রাজ্যশাসন সময়ে দাতবংশের বর্নিত বিবরণাত্মারে কোন বান্ধণ রাজী বুদ্ধের দম্ভ কলিন্ধ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি (রাজা) ভক্তিসহকারে "কালিক" প্রস্তরনির্মিত আধারে "দেবপিয়," তিস্স নির্মিত ধর্ম্যচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধাায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্কাণের পর (৫৪৩ খ্লঃ পঃ) কুশীনগর হইতে আময়ন করিয়া কলিজ প্রদেশের দন্তপুর* নগরাধিপ বন্দতকে প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দত ও তাহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং স্থনদ্ধের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসনপর্যান্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইরাছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দুষ্টে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অছ কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে ?" তাহাতে একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধচরিত্তের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধর্মে বিশ্বাস জান্মল। এবং তিনি সরাজ্য হইতে বৌদ্ধর্মের বিপক্ষ-

^{*} প্রাচীন তত্ত্ববিং কনিংবেম সাহেব অনুমান করেন ইহার আধু-নিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

वािमिग्गारक विङक्कि कतिया मित्ना। शिक्यधर्मावनिध-গণ এইরপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রা-ধিপ পাণ্ডুরাজের আত্রর গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দ্-धर्या वनची, তिनि अधर्या वनचिग ए । अभारने कथा শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ নুপতি চৈতন্তকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্দযাতা করিয়া তাঁহাকে পাটলীপুতে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আ্জা প্রদান করিলেন। চৈত্য অসংখ্য সৈত্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ফায় আলিন্ধন করিয়া রাজ-বাটীতে লইরা গেলেন। তথার উভরের কথোপকথনা-নন্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্তকে বুদ্ধদন্ত দেগাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতা-প্রভাবে বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করত দন্তের অদীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার দৈন্য ও দেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত ছইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করত মাণিক্যময় পাত্তে বুদ্ধদন্ত লইয়া জন্মুদীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈত্র ও তাঁহার দৈন্যাণের বৌদ্ধর্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া

क्लारभ जिप्तामा श्रेश डेिंग के किलन, धनः य मस्र अलार তাঁহারা অধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, মেই দন্তথণ্ড প্রজ্জ্বলিত ততাশনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্মের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে দন্ত ভন্ম না इहेन्ना तथहरकत नाम्न तहर शम् मर्था मिनमानिका আধারে উহা কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া বহিল *। পাণ্ড এতদ্টে আশ্র্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তিপদ দার! দলিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্ত তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহমুদ্ধার দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা সেই লৌহমুদারে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে স্থভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজায় উহা স্থানভ্ৰম্ভ হইয়া তাহার হস্তস্থিত স্থবৰ্ণ-পাত্তে পতিত হইল। রাজা পাণ্ এ সকল দুষ্টে এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্প হইলেন; অবশেষে বৌদ্ধর্মের "রভুত্তিতয়" অবগত হইয়া, স্থগতের পবিত্র

^{*} দাতবংশ তৃতীয় অধ্যায়।

পাঘ মধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় " ওঁ মণি পাঘহো ব্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের হৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম গ্রহণ করিলেন।* তিনি এই দল্লের নিমিত মনো-হর চৈত্য নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এক জন মৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটুলীপুত্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাও, দারা সমরে বিনষ্ঠ হইয়াছিলেন। পাওুর মৃত্যুর পর গুহদিংহ বুদ্ধদত্তখণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষেরগারের ভাতুপুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিৰুদ্ধে এই দন্ত পাইবার आमरत्र युक्तयोजा कतिरल छहिमश्ह आंशनारक शैनवन ভাবিয়া উহা গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজ-কুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্তথণ্ড লইয়া তামুলিপ্ত (তম্লুক) হইতে সিংহলে পামন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবা-নম্ পিয়" তিদ্স নির্মিত ধর্মান্দরে রাধিয়াছিলেন।

^{*} পাশ্তু বুদ্ধদন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তরস্তন্তে খোদিত আছে—"দেবানন পিয় পাশ্তু সোরাজা হিয়ন অহ সত্যয়িস্যতি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধ্মলিপি লিখ পিডাই। দম্ভপুরতো দশনন উপাদায়িন" ইত্যাদি।

এই পর্যান্ত দাতবংশ ৫ম অধ্যান্ত মধ্যে বুদ্ধদন্তের অনেক আলৌকিক বিবরণ বর্লিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্ত বিবরণ আমরা কতিপায় প্রামাণিক প্রস্থান্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহাসমারোহ সহকারে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

২২৬৮ श्रुकोरक এই मछ कान्मीत मानिशवा मनिदत রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাষায় স্থপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব करइन ১७०७ इहेरज ১७১৪ श्रुकोक मर्श व्यथम जूनरानक-বাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্তী সিংহল জয় করিয়া এই দন্ত-খ.ও পাণ্ডুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাঞুনগরাধিপকে পরাজয় করত সিংহলের মন্দিরে পূর্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্তলেথক কছেন যে, উহা ১৫৬০ শ্বফীব্দে পোটু গিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রা-গাঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিংহলবাদী বৌদ্ধ-গ্ৰ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা বুদ্দন্ত ধ্রংস হইবার নহে, ইহা মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া 'রাধিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিরত্তে লিখিত

मगां थ।

AITIHÁSIKA RAHASYA,

OR

ESSAYS

ON THE HISTORY, PHILOSOPHY, ARTS, AND SCIENCES OF ANCIENT INDIA.

BY

RÁM DÁS SEN,

Honorary Member of the Oriental Academy of Florence.

Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to see correctly, my sole ondeavour."

LODWIG FEUERBACH.

PART III.

CALCUTTA:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, 1249, BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED AT BERHAMPORE BY BABOO NEMY CHURN MUKERJEA.

1879.

ঐতিহাসিক-রহস্য।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

জ্ঞীনিমাইচরণ মুখে†পাধ্যার কর্তৃক বহরমপুরে প্রকাশিত।

Not to invent, but to discover, * * * has been my sole object; to see correctly, my sole endeavour."

Ludwig Feuerbach.

কলিকাতা।

📵 যুক্ত ঈশরচন্দ্র বস্থ কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

मन ১२४৫ माल ।



उत्तर्ग-पतम्।

अधिमशास्त्रपारंगत-म्मीखदेशोद्भव-अट्टोपनामक-

यीमो चछलार महोइय-

श्रीकरक्मलोपान्ते

घन्छोऽयं विनयादुपदी छातो-

ग्रन्थकारेण।



IS DEDICATED

Professor Maxmullen

AS A TESTIMONY

RESPECT AND ADMIRATION

BY

THE AUTHOR.

1879:

स्ठी भव ।

জৈনমত সমালে	চিন	•••		و
বোপদেব ও জী	ড াগবত	•••	•••	२०
বেদ-বিভাগ	•••	•••	•••	86
কুমারপাল	•••	•••	•••	69
বিদ্যাপতি বিহ্ন	ণ	•••	•••	90
वार्या-मञ्जाला	র আচার	ব্যবহার	•••	29
বৌদ্ধ-জাতক	•••	•••	•••	309
স্বর-বিজ্ঞান	•••	•••	•••	339
পাণিনি	•••	•••	•••	309
রাগ-নির্গয়	•••	***	•••	205

জৈনমত সমালোচন।

"For modes of faith let graceless zealots fight, His can't be wrong whose life is in the right."

Pors.

জৈন্মত সমালোচন

জৈনধর্ম. ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্নদেশে প্রচারিত হয় নাই। বিদেশীয়গণ বৌদ্ধর্মের স্থায় জৈনধর্মের কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়-দ্বিসের জন্ম উজ্জল দীধিতি বিকীণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, কাজেই বৌদ্ধর্মের স্থায় ইহা বৈদেশিকগণের স্বদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

েচনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ্ খেতাম্বর জৈন ও ভিক্ষ্মগুলীর বিবরণ তাঁহার সিংহপ্রত্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিথিয়াছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারতবর্ষের "চিং লিয়াঙপু" বা সন্মিত্য সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়েক জৈনধর্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা জৈননতের অপর নাম "সন্মতি," স্থতরাং তাঁহার মতে "সন্মিত্য" সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্ত ধর্ম্মাবলম্বী নহে। এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্ন অন্ত কোন বিদেশীয় প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনশত খুপ্তাব্দে বৌদ্ধেরা বারাণদী হইতে কাঞ্চীতে অব-ন্থিতি করিয়া স্থগতের বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তৎপরে ৭৮৮ খুষ্টাব্দে তথায় শ্রবণ বেলিগোলা হইতে অকলম্ক নামক একজন জৈনধর্মে স্থপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার বৌদ্ধভিক্ষ-গণকে বৌদ্ধ नृপ হিমশীতলের সন্মুখে ধর্মসম্বনীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নূপতির সাহায্যে দেশ হইতে বহিষ্ণত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তথা হইতে मिः हरत अञ्चान करतन। हिम्मी जन नृপতि **कामधर्या** मी किंछ হইয়া এই নবধশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমা-চার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও জৈনধর্মে দীক্ষিত করিয়া গুজ-ताए >२०० शृष्टीत्म टेबनधर्म প्राचन करतन । महीस्रदतत हम्ही নামক গ্রামের জৈন নূপতির তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তামশাদন ৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্বের কোন প্রামাণিক জৈনশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেলাল রাজগণ ও বিজয়নগরের নুপতির রাজ্যশাসনকালে ১৬০০ এবং ১৭০০ খুঁষ্টাব্দে জৈনধর্ম উক্ত রাজ্যসমূহে প্রচারিত ছিল। **ट्रिक्श ७ ट्रिक्श विकार** । ज्या का प्राप्त के प्राप्त জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের জৈন নূপতি বিজয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্ম প্রচার করেন। আমরা ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের জৈনধর্মের সমুন্নতির প্রামাণিক वृज्ञान्त प्रिरा शाहे ना। अधार्यक छहेनम्न ও कर्तन

মেকেঞ্জি ইহার পূর্বের জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই নম্বলন করিতে পারেন নাই; তদ্তির জৈন মাহাত্ম্যসমূহ জৈনধর্মের অলোকিক বৃত্তান্তপরিপূর্ণ, তাহা হইতে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মুধর্ম জৈনধর্মের প্রথম আচার্য্য। জমুম্বামী তাঁহার শিষ্য এবং শেষ কেবলি। তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্র স্থরি, বশোভদ্র স্থরি, সভুতিবিজয় স্থরি, ভদ্রবহু স্থরি, স্থলভদ্র স্থরি, এই ষট্ শ্রুজকাবলি ও আর্য্য মহাগিরি স্থরি, শুহষ্টি স্থরি, আর্য্য স্থিষ্টি স্থরি, ইন্দুলীন স্থরি, দীস্তু স্থরি, সিংহগিরি স্থরি, বজ্র-স্বামী স্থরি নামক দশ পূর্ব্বি দ্বারা মহাবীরের মৃত্যুর পরে জৈনধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুজকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই শ্রুজকাবলি ও দশপূর্ব্বিগণ জৈনধর্মের প্রথম আচার্য্য। তাহার পরে আচার্য্য হেমচক্র এই ধর্মের উন্নতিসাধন করেন।

আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈননীতির স্থূল স্থূল বিবরণ আলোচনা করিলাম।

জৈনধর্মের স্ষ্টিকর্ত্তা অর্হং। ইনি দক্ষিণকর্ণাটনিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর। অর্হং নূপতি শ্বযভ দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার মত ধর্মপরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত ধর্মগুরু হইয়াছিলেন। জৈনধর্মের দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মত তাঁহার পরে স্ষ্টি হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরূপে জৈনধর্মের প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীমন্তাগবতের ৫ম স্কন্ধে ঋষভদেবের বিষয় লিখিত আছে।
ইনি হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা ইহাকে
প্রথম আর্হত বলিয়া জানেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভদেবের দ্বুরিত্র
আদর্শ করত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য
তাঁহার আর্হত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে
ঋষভদেব অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের পিতা।

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বুলন 'অর্হং'ই, পরমেশ্বর। বীতরাগস্তুতি নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—

"क्सोंसि नित्यो जगतः स चैकः स सर्वगः स खवशः स नित्यः । इमास्तु हेयाः क्वविद्यन्वनाः सुत्रसेषां न येषामन्थासकस्वस् ॥"

এই জগতের এক অদিতীয় কর্তা আছেন। তিনি নিত্য, সর্বাগত, স্বাধীন, তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশু সমস্তই বিভূমনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান দৃষ্ট। হে অর্থন্! তৃমি যাহার শাস্তা বা নিয়স্তা নহ, এমন কোন বস্তুই নাই।

জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন শক্ষণাক্রান্ত। জৈনেরা পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন।

> सर्वत्तो जितरागादि दोषस्तै सोका-पूजितः। यथा स्थितार्थवादी च देवोऽच्चेन परमेचरः॥ (अश्रुक्त स्तिकृष चार्थनिकृतानकात)

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেধাদি সমস্ত দোষ জয়ী, ত্রিলোক মান্ত, সত্যবাদী (অর্থাৎ আপ্ত পুরুষ) অর্ছৎ দেবই পরমেশ্বর।

ইহাঁদের মতে ধর্মাই একমাত্র মুক্তির সাধন। ধর্ম দারা বন্ধ ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত উর্দ্ধানন। জৈনেরা এইরূপ বলেন, যথা

"स्वित्तिका-विविश्वसवाव द्रव्यं जवेऽधः प्रति—पुनर्पेतस्वित्तान् वन्यं सत् जहें गक्कति—तथा कर्ष्यक्विविनिमुक्त आला असङ्गलात् जहें गक्कति।"

জৈন আচার্য্যবৃন্দের এই মতপ্রকাশক শ্লোক যথা---

"गता गता निवर्त्तनो चन्द्रसूथीदयो यहाः। अद्यापि न निवर्त्तनो आखोकाकामभागताः॥"

ইহার মর্মার্থ এই যে, চক্রস্থ্যাদি গ্রহগণের আকাশ বা উর্দ্ধাতির সীমা আছে—তাহারাও উর্দ্ধামন করে এবং পুনশ্চ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে; কিন্তু যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর নিমে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত উর্দ্ধামন। দেহরূপ পাপভরে আত্মা অধঃপতিত আছেন—ইহার থগুন হইলেই আত্মা স্বীয় স্বভাব ধারণ করিবে। অনম্ভ আকাশ—স্বতরাং উন্নতিও অনস্ত। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অলাব্ ফলকে মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া অথবা গুরু বস্তু বাধিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভাসমান স্বভাব হইলেও নিম্নে ডুবিয়া যায়—পুনরায় সেই বর্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলম্পর্শ সমুদ্রের নিম্ন হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উথিত হয়—ইহাও ঠিক সেইরূপ।

এই মতে গুটী মাত্র মূলতত্ত্ব। একের নাম জীব, দ্বিতীর অজীব। তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব, আর অবোধাত্মক অজীব। এই গুই তত্ত্বের বিস্তার বহুবিধ; যথা পদ্মনন্দী বাক্য—

"चिद्चिट्दे परे तसे विवेकस्तद्धिवेचनम्।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ঐ জীবাজীব পদার্থের ভেদ এইরূপ—জীব দ্বিবিধ—সংসারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব বছবিধ যথা—অমনস্ক, ধর্মাধর্ম, পুদাল, (শরীর) অন্তিকায়, (তত্ত্ব) প্রভৃতি। জৈনেরা র্ক্ষলতাদিকেও জীবস্ত পদার্থ মধ্যে গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই এই মাত্র বলেন।

এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ত্ব সাত প্রকার "জীব; অজীব, আম্রব, সংবর, নির্জর, মোক্ষ, বন্ধ।" এতন্মধ্যে আম্রব, সংবর, নির্জর, এই তিন প্রকার পদার্থের লক্ষণ বলা যাইতেছে, অন্যগুলি স্পষ্টার্থ।

আত্রব—জঠরাগ্নি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিদ্ধির আত্মার ঐরপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটনা হওয়ার নাম যোগ। এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আত্মা বদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ যোগ ভাবের নাম আস্রব। কেবল ঐ যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম স্রবিত (আহত বা উৎপন্ন) হয়। যেমন আর্দ্রবিস্তেই ধূলা জড়ায়, সেইমত আস্রবার্দ্র আত্মার নানাবিধ কর্ম (পাপ) জড়ায়, স্মৃতরাং আত্মা মলিন থাকে।

দংবর—যে কার্য্য দারা আত্মার আস্রব অর্থাৎ আর্দ্রভাব নির্ত্তি হয়, তাহার নাম সংবর।

নির্জর—যে কার্য্যদারা আত্মার দংসার ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয় তাহার নাম নির্জর।

জৈন তত্ত্বজানীরা বলেন—

"संसारवीजमूतानां कर्मा यां जरणादि है। निर्जरा सा स्मृता देधा सकामा कामवर्जिता। स्मृता सकामा कामीनामकामा त्वन्यदेहिनाम्॥"

জনতত্বজ্ঞানীরা বন্ধমোক্ষের কারণ এইরূপ নির্দেশ করেন যথা----

"त्रास्त्रो वन्यहेतः स्रात् संवरो मोचकारणम । इप्तीयमार्हतीस्राक्तः-----॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত আশ্রবই জীবের বন্ধনহেতু এবং মুক্তির হেতু সংবর।

मूकि—''निःशेषकम् वस्त्रोच्छेदादसङ्गतत्वे नाबस्थानम् मोचः''—

কর্মজন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে জীব যে আপনার বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ। জৈনদিগের আগমসার নামক একথানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হতের বাক্য সংগৃহীত হইম্নাছে। ঐ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যথা—

" सस्यग्दर्भनज्ञानचारित्नाणि मोज्ञमार्गः।"

সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র, এই তিনটী মোক্ষের পথ। ইহার বৃত্তিকর্ত্তা যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন,—

"येन क्षेण जीनादार्थो व्यवस्थितास्तेन क्षेण अहता प्रतिपादितेऽचे निपरीताभिनिनेशराष्ट्रित्यक्षं अहानं सम्यक् दर्शनम् । येन खमावेन जीनादयो व्यवस्थिता स्तेनैन खमानेन संगय सम्मोज्ञादानाक्रान्तस्य
जीनक्ष गुरूपदिष्टपणा अन्यमननादाग्यासपाउनेन ज्ञानावरकाणां पूर्वो पपादितिभिव्याद्गेनानिरितप्रमादिनासुपभमे सित स्वयमेन ससुदेति ।
संसरणक्रेदायोदातस्य अह्थानस्य ज्ञाननतो जीनस्य पापकर्मा भ्यो निष्टिण्तः
सम्यक् वादित्रम् । एतानि सस्यक् ज्ञानादीनि ससुदितान्येन मोज्ञकारणम् । न ह्य प्रत्येकम् । एतन्त्यं चार्चते रत्नत्यपदेन व्यवद्वियते।"

অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ যে যেরপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের যাহা যথার্থরূপ, অর্থত অবিকল সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অর্থতের উপদেশ যেরূপ, তাহার বিপরীত অন্থভব না হইয়া যদি ঠিক অর্থৎ নির্দিষ্ট অর্থ ব্রিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্যক্ দর্শন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহরহিত হইয়া দৃঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্ জ্ঞান

শব্দে উল্লেখ করা যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্ জীবের গুরুপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন দ্বারা অভ্যাসপটু হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আচরণ বাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতি বিলয় হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাবতঃই উদিত হয়। সংসারের কর্ম্ম সমৃদয়ের ছেদ করিতে উদ্যুত শ্রদ্ধালু জ্ঞানবান্ জীব যে পাপ কর্ম্ম হইতে নির্ত্ত থাকে তাহার নাম সম্যক্ চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চরিত্র। অতএব জীব সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, ও সম্যক্ চরিত্র, এত্ত্রিত্যবলেই মুক্তি লাভ করে। এই তিন্টা মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্রত্যেকের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকেই অর্হতেরা 'রত্নত্ত্র্য়' নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জৈনদিগের করেকথানি দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যান্থযোগতর্কণার রচনা প্রাঞ্জল। দ্রব্য অর্থাৎ পদার্থ বিচার দ্রারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার উদ্দেশু। ইহার গ্রন্থকার আপনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তিকালে এইমাত্র লিথিয়াছেন।

" सं चा संख्या लच्चणाश्यो विभागं द्रव्यादीनां यो विदित्वा निषोऽत । वाचान्ते श्रीतीर्थ-नाथ प्रचीते श्रद्धां कुर्व्याद्विसन्तक्तक वोधः॥"

্ অর্থাৎ শ্রীতীর্থনাথ প্রণীত বাক্যে বাঁহারা শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদিগের নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হইবেক। এই শ্লোক ধারা স্পষ্ট গ্রন্থকর্তাকে ব্ঝাইতেছে না। তীর্থনাথ প্রণীত বাক্য বোধ হয় অর্হতবাক্য লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম তীর্থনাথ। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকর্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্তার নাম ভোজ। ইহাতে লিখিত আছে—

"तेषां विनेयले घेन भोजेन रचितोक्तिभिः। परञ्जात्मप्रवोधार्धे द्रव्यालुयोगतर्कणा॥"

বাঁহার। জৈনমুনি—তাহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য ভোজ কর্তৃক আপন এবং পরের আত্মজানের নিমিত্ত দ্রব্যান্থবাগতর্কণা প্রকট করা গেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে লিখিত আছে—

'মাজনি सङ्को तेन सन्दर्भ कर्तुनीम निदर्शनिमिति' অর্থাৎ ভোজ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভকর্তার নামও ভোজ। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"श्रीयुगादि जिनं नत्वा कत्वा श्रीगुरवन्दनम्। स्रात्मोपकतये कुर्ये द्या त्योगतर्कणाम्॥"

শ্রীযুগ প্রভৃতি জিন কুলকে নমস্কার করিয়া খ্রীশুরু দেবকে বন্দনা করিয়া আপনার উন্নতির নিমিত্ত দ্রব্যামুযোগতর্কণা নির্মাণ করিলাম। দ্রব্যামুযোগতর্কণা এবং তট্টাকাধৃত জৈন গ্রন্থের নামাবলি—

পঞ্চলয়, (ভাষ্য গ্রন্থ) ধর্মদাস (গ্রন্থকার), তত্ত্বার্থ সম্মতি, বোড়ষ বাক্, উপদেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তর, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অর্হৎপ্রবচন সংগ্রহ, আচারাঙ্গ, দ্রব্যসংগ্রহণাথা, নয়চক্র, ধর্মসংগ্রহণীস্থর, হরিভদ্র স্থরিক্ত ধর্মসংগ্রহণী চীকা, তত্ত্বার্থ ভাষ্য, দ্রব্যার্থিক নয়, সিদ্ধনেন ও দিবাকর, (গ্রন্থকার) আচারস্থর, ঋজুস্ত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নয়গ্রন্থ, বোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, মহানিশীথস্ত্র, বৃহৎকল্পগাথা।

দ্রব্যান্থযোগতর্কণা পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রথিত। এথানি শ্বেতা-ম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেননা ইহাতে দিগম্বর মতের থণ্ডন আছে এবং ঋষত নাথকে সমধিক মান্ত করা হইয়াছে।

জৈনমতে দ্রব্য বা পদার্থ ৬, হিন্দুদার্শনিকদিগের মধ্যে বেমন কেহ ১৬, কেহ ১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহারই বিভৃতি এই জগৎ, এই কথা বলেন। সেইরূপ জৈনেরা ৬ পদার্থ স্বীকার করত তাহারই বিভৃতি বা বিস্তার এই জগৎ, এইরূপ বলেন। যথা—

" धमा घमा निमः काली प्रत्नु जीव इत्यमी।
व्यर्थाः वर् समये व्याता जिनैराद्यन्तर्वाजताः॥"
(ज्रुताकूर्यात ১० अशाय)

ধর্ম (১) অঁধর্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনস্ত কাল (৪) পুলাল অর্থাৎ দেহ (৫) আর জীব (৬) এই ছয় প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ। এই পদার্থনিচয় আদ্যস্তবর্জিত অর্থাৎ নিত্য।

" बन्यक्लं हि द्यादानिक्रवामूनं प्रकीर्त्तितम्। विना तत् सञ्चरन् प्रक्षे जात्यन्त दव बिदाते॥"

(ज्वान्यांग > ज्यांग्र।)

কথিত ছয়টী দ্রব্য এবং তাহাদের গুল বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আত্মা সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ষ। এই সম্যক্তার মূল দয়া (জীব রক্ষা) দান (অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা ক্রিয়া। অভএব এই সম্যক্ষ ত্যাগ করিয়া যিনি ধর্মপথে ত্রমণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি জন্মান্ধের স্থায় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হয়েন, স্ত্তরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল চারিত্র মাত্রে সভ্তেষ্ঠ হইবেন না।

ঐ ছয়টী পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্ত পাঁচটির অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়—"অস্তয়ঃ প্রদেশাঃ তৈঃ কথ্যতে শব্দায়তে ইত্যন্তিকায়ঃ" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রদেশ অর্থাৎ সংঘাতবং বস্তু বুঝাইতেছে। তট্টীকা যথা—

"नतु कासाख्यास्तिकायात्वं कणं नास्ति ? तत्राच् कस्तय इति । कस्मिद्रपि काले कालद्रव्यस्य प्रदेशसंघातौ न विद्यते यत एकः समयः अन्यसात् समयात् न प्रसिष्यते । एवमन्येषामपि—"

বেহেতু একটি সময় অন্ত একটি সময় হইতে বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না এজন্ত উহার সংঘাত বা প্রদেশ নাই। যাহার সংঘাতভাব ও প্রদেশ নাই তাহার অন্তিকায়ত্ব নাই। জৈনেরা ধর্মা ও অধর্মকে দেছের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। যথা—

"परिणामिगतिर्धमाँ भवेत् प्रद्रस्तजीवयोः।
अपेचाकारणाञ्चोके मीनच्येव जलं सदा ॥"
(ज्वानूरवान २० अधात्र ।)

অর্থাৎ জল যে প্রকার মৎশ্রের গতি, সঞ্চরণ, হ্রাস ও বৃদ্ধাদি বিবিধ পরিণামের হেতু, এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যা-গতি প্রভৃতি বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্মদ্রব্য ও অধর্মদ্রব্য ।

জীব মুক্ত এবং সতত উর্দ্ধগমন স্বভাব; স্থতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ উর্দ্ধগমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্ম যদি না থাকিত, তবে অনস্ত আকাশে জীব নিরস্তরই উদগত হইত—নির্ভ হইত না অর্থাৎ তাহা হইলে এই সংসারে আর কোন দেহীই থাকিত না; আর যদি অধর্ম না থাকিত, তাহা হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত না। অতএব ধর্মাধর্ম থাকাতেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে। বথা,—

"सन्जोर्ह्व गस्त्रस्य धन्म च नियमं विना। कदापि गम्पेऽनन्ते भूमणं न निवसैयेत्॥ स्थितिन्देतयेदाधम्मी नोच्यते कापि च द्वयोः। तदा नित्यस्थितिः स्थाने कुत्नापि न गतिभैवेत्॥

(ঐ ১০ জ)

এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যান্থবোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেত্রাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও হেত্রাদ গুলি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ প্রাক্তবা চকাভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে। যথা,—

> "सूखाज हासमूत्तान नखा हं कवन्यवं निपाड़ि बाह्रह्यंजीवो विस सुत्तोन एखाइगडचिसंसारे।" (উত্তরাধ্যায়ন)

> "गियको नेवली चतुन्तिते ज्ञाननेय कथनेय ज्ञेत्रागद्वेष अनन्त करेस्स वज्जास वा।" (दृह९कन्नशांशो)

এইরূপ মহানিশীথ স্থা, নন্দিনেনাধিকার প্রভৃতি প্রাক্ত জৈন দর্শনশাস্ত্র হইতেও পদার্থ বিচার করা হইয়াছে।

रगानिष्टिनमूक्तर नामक धार निथि बाह-

"तात्कालिकपचपातभावसून्या च या क्रिया। खनयोरनारं ज्ञेयं भातुखद्योतयोरिव॥

বোগপক্ষ-নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন ক্রিয়া এতহভয়ের প্রভেদ স্বর্যা ও খদ্যোতের প্রভেদের ন্যায়। জ্ঞানসম্বন্ধে দ্রবান্মযোগটীকাকার লিথিয়াছেন—

"जानं हि जीवस्य ग्रुणो विशेषो जानं भवाक्ये सारणेषु पोतः। जानं हि विस्थालतमोविनाये भातः क्षणातः प्रमु कस्ये ॥ ज्ञानं निधानं परमं प्रधानं ज्ञानं समानं न वक्कियाभिः।
ज्ञानं मक्किन्द्रसं रह्स्यं ज्ञानं परं ब्रह्म जयत्यनन्तम्॥
वाद्याचारपराश्व वोधरहिता द्रज्याख्ययोगोद्वताः।
ये केऽपि प्रतिसेवनाविधुरितास्ते निन्दिता ग्रासने॥"

অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নোকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্মারপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্ত, জ্ঞানই পরম বন্ধ। যাহারা রহস্ত আচাবে রত, যাগ্যজ্ঞযোগে উদ্ধৃত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহারা জৈনশাস্ত্র-সম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।

জিনদত্ত স্থরিক্কত " বিবেক-বিলাস". প্রভৃতি গ্রন্থে জৈন-দিগের অভিমত নীতি গ্রথিত আছে। বিবেক-বিলাস হইতে কতিপয় জৈন নীতির বিষয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

বসতিযোগ্য স্থান-

" गुण्चिनः सुन्दतं भौचं प्रतिष्ठा गुणगौरवम् । व्यपूर्वज्ञानसामय यत्र तत्र वसेत् सुधीः॥"

বেখানে গুণবান্ লোক, স্ত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সন্তা-বনা, সেই স্থানেই বাস করা কর্তব্য।

"वाजराज्य मनेदाल हैराज्य यह वा भनेत्। स्तीराज्य मूर्कराज्य वा यह स्नामत नो वसेत्॥"

বালক, স্ত্রী ও মূর্থ যেথানে রাজা বা যেথানে ছইজন রাজা অথবা স্ত্রী-রাজা দেথানে বাস করিবে না।

ভ্ৰমণ—"ল সজীরিজ্মণ ক্ষিত্তি অর্থাৎ নিক্ষল গমন করিবে না।

> "एकाकिनान गन्तव्यं खपे बैकाकीनो ग्टहे। नैवोपरि नापि पथि विशेत् कस्थापि वेश्कानि ॥"

একাকী দ্রগমন করিবে না, একাকী একগৃহে শয়ন করিবে না। উচ্চ স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না।

> "न धार्या सत्तमे जीर्णं वस्तंन च मलीमसम्। विनारको तृपकंरक प्रश्नमञ्जून कराचन॥"

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার রক্তপুষ্প ধারণ করিবেন না।

> " देवा द्वास्त्र न प्राच्चै बेञ्चनीयाः कदाचन। भाव्यं प्रतिभुवा नैव दक्षिणे न च साचिषा॥"

যদি প্রাক্ত হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না-প্রতিভূ হইও না-সাক্ষী হইও না।

> " विक्तिऽध्यागतो गे इसपिष्य चर्ष स्वीः। कृष्ये ।दस्तपरावर्त्तं दे इग्रीचादि कर्षा च ॥"

বাহির হইতে ভ্রমণ করিরা আদিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনস্তর বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তংপরে হস্তপদাদি প্রকালন করিবে।

> "पेत्रची खण्डनी चुक्की गगेरी वर्डनी तथा। अभी पापकराः पञ्च गटन्छिचो धर्मा वाधकाः ॥"

পেষণ যন্ত্ৰ, ছেদন যন্ত্ৰ, পাকস্থান, জলাধার, (কুন্ত) বৰ্দনী (গাড়ু, ঘটা) এই পাঁচ ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ ঐ সকল হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলেও ঐ সকল স্থানে হিংসা ঘটে। কিন্তু—

> '' गरितोऽस्ति ग्टइस्थक्ष तत्पातकविघातकः। धर्माः सर्विसरो ढड्डे रत्रान्तः धर्मा माचरेत्॥"

ঐ সকল অবশুস্তাবী পাপবিনাশক ধর্মরাশি বৃদ্ধেরা অনেক প্রকার বলিয়াছেন,অতএব মহুষ্য নিরন্তর ধর্মাচরণ করিবেক।

> "दया दानं दमो देवपूजा भक्तिगुरौ चमा। सत्यं शौचं तपोऽस्तेयं धक्तीऽयं स्टक्सेधिनासृ॥"

দরা, দান, ইন্দ্রিরসংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্থা, চৌর্ঘ্যবিমুখ, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম।

" सारः परीयकार्य क्रमीधम् विदायसम् ।"

ধর্মের অবয়র বছরিস্ত ইইলেও তৎসমস্তের সার পরো-কার। ধর্ম ছই প্রকার। পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রায়শ্চিত) আর নির্বাণোপকারক। পাপনাশক ধর্মই এই—

> " हीनोद्धरणमद्रोहो विनयेन्द्रियसंयमे । न्यायष्टत्तिर्मृदुलञ्च धर्माोऽयं पापसंब्रिटि ॥"

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইক্রিয়সংযম, ভায়পূর্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃহতা, এই সকল ধর্ম পাপ নাশ করে।

" अतिथीनिर्धिनो दःस्यान् भिक्तः शक्तानुकस्पनैः। कला कर्तार्धिनो पश्चाद्गोक्, युक्तं मज्ञात्मनाम्॥"

অতিথি, যাচক, ছঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

> " आर्मसृष्णाचुषाभ्यां यो वित्वस्तो वा स्वमन्दिरम्। आगतः सोऽतिथिः पूज्योविशेषेष मनीषिणा॥"

পীড়িত, ক্ষ্ধা তৃঞ্চায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চনা করি বেক।

> "दुःप्रायं प्राय मातुष्यं कार्यं तत्किञ्चिदुत्तमेः। सुद्त्तमेकमयस्य नैव याति यथा दृथा ॥"

ছর্লভ মন্থ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে বে, যাহাতে এক মুহুর্ত্তও যেন রুখা না যার। হিন্দিগের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ, এই ছই সম্প্রদায় ক্রকদেশ ও একত্র বাসী এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব হিন্দিগের নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বোপদেব ও ঐীমন্তাগবত।

" द्यौर्व्याचस्पतिनेव पद्मगपुरी श्रेषान्दिनेवाभवत् येनैकेन विदुश्वती वसुमती मुखेन संस्थावताम् । सीऽयं व्याकरणार्थवैकतरणीसातुर्य्याचन्तामणि-जीवात् कोविदगर्व्यपर्वेतपविः श्रीवोपरेवः कविः॥"

বোপদেব ও শ্রীমন্তাগবত।

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারন উইলসন সাহেব দেবগিরির (দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দিবস হইল একটা প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু
সোট এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। তজ্জ্জ্জ্ই আমরা অদ্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক, বোপদেবের বিবরণ
স্বতম্বরূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

उरेनमन नारहरवत नात्र, श्रीयुक्त পश्चित जत्रताल निर्तामिश द्याप्त राप्त द्याप्ति नानश्य क्ष क्ष्मिना र र्याप्ति नानश्य क्ष क्ष्मिना र र्याप्ति नानश्य क्ष्मिना र र्याप्ति नानश्य क्ष्मिना र र्याप्ति नानश्य क्ष्माद्दिष खयं च्यातिः, यस्य समाप्ति महामहोपाध्यायः श्रीनोपदेन खासीत्, अनुमीयते पद्यवसुधरेन्द् मिते श्रवसम्बत्धरे दिन्नादिवत्सरन्यूनाधिकोन समजनिष्ट।" भिरत्नामि महानश्य श्रूनक निश्चित्तारहन "साम्यतं विद्याप्यते हमाद्वित्, देविजिरिस्थ-यादववंश्य-महाराजाधिराज-महादेव-चक्रवर्त्तिनो राज्ञो-धम्माधिकरण-पिद्धत खासीत्।"

^{*} Vide Wilson's Vishnu Purana vol. 1. Preface, page L. (Trubuer & Co.)

ইহাতে হেমাদ্রিকে যাদববংশাবতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্মা-ধ্যক্ষ বলা হইয়াছে এবং ইহা চতুর্বর্গ চিস্তামণি মধ্যে হেমাজি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য আছে: হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইল্সন সাহেব ও পণ্ডিত ভর্তচক্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নুপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এ বিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না ; স্থতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র এতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাদ্রি দানথণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্মাধাক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং চতুর্বর্গ চিন্তামণির প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন। यथा— "इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहारेवस्य समक्त-करणा - धीन्धर-सकल - विद्या - विशारद - श्रीहेमादि - विरचिते **चतुर्वर्ग-चिन्तामग्रौ दानखग्रः** " ইত্যাদি। হেমাদ্রি স্বীর পরিচর এইপর্যান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু বোপদেবকৃতমুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্ম্মাণ-কালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ বোপদেবক্তুত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

> " यस खाकरणे वरेष्णघंटनाः स्फीताः प्रवन्धा दण, मस्याता नव वैद्यकेऽच तिचिनिर्धारार्धमेकोऽद्वतः।

साहित्ये त्रय एव भगवत्तत्वीति * * * भूरन्तर्वाविधिरोमगेरिङ गुगाः के के न लोकोत्तराः ॥"

অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্ত্তি অস্কুত,—ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ,—বিভিন্তি তথান,—ভাগবতের উপর ৩টি প্রবন্ধ,—সেই অন্তর্বাণী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলোকিক ?

্বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন, "আমি হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবতব্যাখ্যা করিলাম।" যথা,—

" श्रीमङ्गागवतस्त्रन्थाध्यायार्थादि निरुष्यते । विदुषा वीपदेवेन मिन्हिमादितुष्टये ॥"

(বোপদেবক্বত হরিলীলাটীকা)

হেমাজি বোপদেবকৃত হরিলীলাটীকার টীকা লিখিরাছেন।
হেমাজি ও বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাজি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাজি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস
করিতেন।

. হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকায় "মল্লি-ছমারি-নুষ্ট্রই" এইরূপ লিথিয়া- ছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ্ হইলে কিঞ্চিং নত হই-য়াই লিখিতেন।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য বলেন, বিট্রলভট্ট-ক্লত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—"सचायं होमादिः द्वादशाधिक दादम भत (१२१२) भको द्व-दाचिषात्या बन्दी-ग्रामख-ज्ञाने श्वर-संज्ञक-भगवद्गत-कृत-गीता-खाखानी तर-कालिकः" "অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরুত গীতা ব্যাখ্যানের পরভবিক "হব নহাস্থিননম্ম-कालिक-वीपदेवमाकालिक " यकादश-शते शाके विंशत्यब्द-दये गते। अवतीर्थं मध्यमुनिं सदा वन्दे महागुरुम्।" इति सात्यर्ध-सागरादि-महानिवन्ध-महित - श्रीसदानन्दतीर्धभगवत् -पादाचार्यै:--" वर्था (इंगाजित्रं.वाथिक व्यवः नमनामित्रक বোপদেবের পূর্ব্বে ১১২৫ শকে মধ্বাচার্য্য জনিয়াছিলেন; ইত্যাদি। পুনরায় বোপদেবসম্বন্ধে নন্দমিশ্র কহেন "মুম্বরাবার্য্য-समयाद्त्तरे वत्सरस्तदये व्यतीते वीपदेवीऽभूत्" अर्था९ भक्रता-চার্য্যের সময় হইতে ২১০ ছইশত দশ বংসর অতীত হইলে বোপ-দেবের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভরতচক্র শিরোমণি বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইল্সন অফুেক্ট,* ও এষ্টার গার্ড +, কর্ণেল কেনিডি, কোলব্রুক, গোলড্ট কর ও

^{*} Aufrecht, "Catalogus" p. 174 b etc.

⁺ Radices Linguæ Sanskritæ.

বর্ণেল, সকলেই বোপদেবকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতান্দীর লোক স্থির করিয়াছেন, কেবল বর্ণুকের মতে তিনি ১৩০০ খৃষ্টান্দে বর্তমান ছিলেন।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদন্ত্সারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা;—

"विदद्धने भ-भिष्यः ॥ भिषक्कों भव-सूनुना । द्देमादिवीं पदेवेन मुक्ताफलमचीकरत्॥"

বোপদেব ভিষক-নন্দন বলিয়া,পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা;—"বীपदेवश्वकारेद विमी- वेदपदास्पदम्" বোপদেব বৈদ্যকুলে জনিলে তিনি কথনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন কিন্তু বিপ্র বলার অধিকার ব্রাহ্মণের ভিন্ন অন্যের নাই। পূর্কে এবং এহ্মণে দাহ্মিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয়-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা, প্রচলিত আছে।

প্রাজ্যভট্টক্বত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর জাতার নাম জন্ম- দেব। এই বোপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণেতা বোপদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধবিতয় (হরিলীলা, মুক্তাকল, ও পরমহংদপ্রিয়া,) শতশোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,
কবিকল্পজ্ম ও তট্টীকা, কাব্যকামধের, রামব্যাকরণ প্রভৃতি
লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রদিদ্ধ। ধাতু
পাঠের আরস্তে তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশক্রম্ঞ, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রিসিদ্ধ শাব্দিকের
নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থান্ত ক্রিয়াছেন।

মুশ্ধবোধ ব্যাকরণ এত সংক্ষেপে নির্মিত যে, বোপদেব পাণিনির সমুদর স্ত্রের মর্ম ইহার ১১১ শত স্থরে নিহিত করি রাছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাং নাম ও পরি-ভাষার অক্ষর পর্যান্ত কর্ত্তন করিয়াছেন। যথা; বৃদ্ধির—ব্রী, গুণের—পু, দীর্বের—র্য, সমাদের—স ইত্যাদি! লট, লোট, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, থি, গি, ঘি ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্যুক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

"আহিমীনা দ্বী" এই স্তু দারা বোপদেব পাণিনির ছইটি স্তু সঙ্গলন করিয়াছেন। "যজায়বায়াবীর দীদা" এই সত্ত্বে পাণিনির ছইটি স্তু নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও ছই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্য্যন্ত স্ত্ত্বের কার্য্য বোপদেবের এক স্তুত্বে নির্কাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ

वाकितन अठा छ कठिन इहेशा छेठिशां ए ; ठाशां छ जिना वाजी छ मः क्षांत्रनां एक आगा नाहे। मूश्वतां त्रं श्व छ नित्र छ छ जात अठि करितं व दक्षणं जनक। ठाशांत्र कांत्रन, २।०।८ वर्न धकर धवः धकरपारा, धक श्रेयर छ छ छ जात कित्र है । यथा— " अन च्त्रीको धो धीं दन् हुँ हो दखेः" " श्रु शों हान्ते नो दन पुन्त हे- दिखा हु पा पुन्त हो से प्रस्ति हैं के साच को सुन्त हा।" इत्याहि।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন এজন্য উদাহরণ সমস্ত বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন। বোপদেবের বা তচ্ছিষ্যের অভিপ্রায় এই যে ব্যাকরণশিক্ষা এবং হরিনাম কীর্ত্তন এই ছুইটি একস্থানে, পাওয়া স্কুর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত অন্ত ব্যাকরণে উহা লাভ হয় না, এজন্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য হউক। যথা—

"गीर्व्वाणवाणीवदनं मुकुन्दसङ्गीर्त्तनञ्च त्युभयं हि लोके। सुदुर्लभ तचन मुम्धवीधान्नलम्यतेऽतः पठनीयमेतत्॥"

বোপদেব "यस्त्रे दित्सासूया—" ইত্যাদি স্থত্তের উদাহরণ কেবল হরিনামঘটিত করিয়াছেন; 'ददातु सङ्गाः' ইত্যাদি।

মৃশ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ করেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক স্থত্ত, যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা মৃশ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক হইয়াছে। এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহা বৈকল্লিক অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না; এমন ছই একটি পদনিষ্পাদক স্থ্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্পদ্দ, পাণিনি, সংক্ষিপ্তদার প্রভৃতি ব্যাকরণের দারা (ঔজড়ৎ) পদ সিদ্ধ ক্র, মুগ্ধবোধ মতে তাহা হয় না, (ঔড়িচ্ৎ) হয়। দিবি দিবিঁ, মধু মধুঁ ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধমতে হয় না; স্থতরাং তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। গ্রেছকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধের ছ্র্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুস্থদন, দেবীদাস, রামভন্দ, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, দরারাম বাচম্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই সকল টীকার মধ্যে ছ্র্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর ম্প্রবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে "বোপদেব ও শ্রীমন্তাগবত" লিখিরাছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমন্তাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই
এবং বোপদেবের সহিত শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থের নাম কি জন্য
সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান করি
নাই। উপসংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভাগবতের
ভার উৎক্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ভার, সাদ্ধ্য, পাতঞ্জলাদি
সমস্ত দর্শনের সার ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত

গান্তীর্ব্যপূর্ণ যে, বিনা আয়াদে ইহার মর্ম্মোডেদ করা যায় না।
এজন্ত পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "বিদ্যাবনা সামেবন দহীলা"
বিদ্যান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত গ্রন্থবারা হয়। এতাদৃশ
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ
কেহ ইহাকে বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক
পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করতঃ ভাগবত ব্যাসপ্রণীত
সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা
অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত কি না,তাহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস
পাইতেছি না এবং সকল প্রাণই যে বেদব্যাসের দ্বারা রচিত,
ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক
এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত ছইয়াছে, ইহা
বলাও আমাদিগের উদ্দেশ্ত নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে এবং তাহা অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই
সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইতেছি।

যাহার। বলেন প্রীমন্তাগবত ব্যাসদেব ক্বত নহে, ইহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা;—

'∰क्षापक्ष विचिन्नत्व निवन्धानुदाह्नतत्वदृ एवन्धत्वपदचा चित्य-हेतुकप्रामाख्यानिधकरणमेत्त् ।"

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্ত সংগ্রহকারের। ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ধ গ্রন্থের স্তায় ভাগবতের বচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লিষ্ট শব্দের দারা এই প্রছের নির্মাণ এবং বেরূপ পদলালিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্য সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে ভাগবত ব্যাসকৃত নহে, ইহা বোপদেবকৃত; বোপদেবের রচনাপ্রণালী এইরূপই দেখা যায়।

"ভাগবতভূষণ" কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন ;—

১ম—কাঠক, কাপালক, মৌহল, মৌদাল প্রভৃতি বেদ-ভাগের নাম থাকিলেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্তৎশ্ববিকৃত শ্লা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—অপৌরুষেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্ত গ্রন্থ-কারেরা ভাগবতের প্রমাণ একেবারে ধরেন নাই, এমত নহে; আবগুকমতে বোপদেবের পূর্বভিবিক চিৎস্থ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে 👛 নমার্গ-প্রকাশক গ্রন্থ। দেই কারণেই ঔাহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থ্য আনমন করেন নাই। ৩য়—য়িদ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎস্থজাত প্রভৃতি যথন সম্পূর্ণ কঠিন, গন্তীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত

হইলেও তাহা আর্য হয়, তবে ভাগবত আর্য না হইবে কেন ? অনস্ত সংস্কৃত প্রাক্বত ভাষাভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছু নহে। তিনি অস্মদাদির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিন এক
সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই—যথ্ন সময়ভেদ আছে,
তথন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন ? আমরা অদ্য যে
রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পর্য লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন
প্রকার হইয়া যাইবে। ইত্যাদি বিচার দারা ভাগবতভূষণকার
আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ,
বোপদেব ক্বত নহে, শপ্রমাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বংসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিফুসহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্কবর্ত্তী হয়ুমং ও চিংস্থখ মুনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ক

" वोपदेवक्रतत्वेच वोपदेवपुराभवैः । कथं टीका क्रताःवै खुईनुमत्चित्सुखादिभिः ॥"

অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের ক্বত হয়, তবে তৎপূর্ব্ধবন্ত্রী চিৎস্থপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা

করিতে সমর্থ ইইলেন ? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না বৈদান্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পর পর শঙ্কর-শিষ্য পর্যান্ত উল্লিখিত আছে। যথা—

"नारायमं पद्मभवं निष्ठं प्रक्रिञ्च तत्पुत्रपराष्ट्य । यासं पुत्नं गौड्पादं महान्तं गोविन्दयोगीन्त्रमथास्य शिष्यम् । श्रीण्ड्वराचार्यमथास्य शिष्यम् * * * * * ।"

রামান্থজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ত ইইয়াছে।— শ্বতিকালতরঙ্গের মতে রামান্থজ ১০৪৯ শকান্দে বর্ত্তমান ছিলেন। স্কুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্তী।

কাশীরদেশীর কেনেক্র-প্রকাশে, কেনেক্র ভাগবতের উল্লেখ
করিয়াছেন। এই কেনেক্র রাজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন,
কেন না তিনি "ক্রামল্লফা ল্লেমাবলী" এই কথা বলিয়া
কেনেক্রকত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও
ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ভাগবত বোপ
দেবের বহুকাল পূর্কের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি
বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্বর্গ
চিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি যদি ভাগবত
বোপদেবক্বত ক্রত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের
প্রমাণ কথনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত •

আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতত্তদেব, রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দারা আদৃত হইত না। ভাগবত বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার স্থপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেথক-গণ কি জন্ত টীকা করিলেন ? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব ক্বত ৩ থানি টীকা আছে।—

"প্রথমীয়, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা, মুক্তাফল, পরম হংসপ্রিয়া, বিদংকামধের, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহদ্ম, স্থদর্শনী, মুনিপ্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাহপতী, বৃহজোষণী, চক্রবর্তীয়া, সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুস্থদনী ইত্যাদি।"

> যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, তাহার নামগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, কল-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রাণিকা, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, দিনত্রর-মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচারবৃহস্পতি-ব্যাখ্যা, স্থতি-কৌস্তভ, স্থত্যর্থ-সাগর, নির্ণররত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিক্বত জীবন্দুক্তিপ্রকরণ, হেমাদ্রিক্ত ব্রতথণ্ড ও দক্ষনথণ্ড, নির্ণরিসিন্ধ, ভট্টোজীদীক্ষিতক্বত পূজা-প্রকরণ, নাগোজিভটকত জাহিকশেখর, সংস্কারকৌস্তভ, মণুরাসেতু, প্রাদ্ধময়্ধ, ব্যবহারময়্ধ, কালদিনকর, বিধান-পারিজাত, ভোজনপ্রকরণ, প্রয়োগপারিজাত, জাচাররত্ন,

সংবৎসরপ্রদীপ, কলিধর্মপ্রকরণ, অদৈতানন্দসাগর, কাল-निर्गय, कालनिर्गयली शिका, कालनिर्गयविवत्न, मह्मता हार्या-কৃত বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ও তৎকৃত চতুর্দশ মতবিবেক, মহারাজীয়, গৌডুপাদকত পঞ্চীকরণব্যাখা, নন্দমিশ্রকত গোবিন্দাষ্টক, রামায়ণচন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্য-নিবন্ধ, উৎসবপ্রতান, শুদ্ধাহৈত মার্ত্তণ্ড, বিদ্বন্মগুল, পুরুষো-মহারাজক্বত স্থবর্ণস্ত্র, নিম্বাকীয়, স্বমতনির্ণয়সিন্ধু, হরিভক্তি-বিলাদ, রামান্ত্জীয় ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত-কৃত শিবতত্ববিরেক, বাচম্পতিকৃত ভক্তিপ্রকাশ, অদৈত-निक्षिका तर्कं ७ ७ छित्रमायन, नामरको मुनी, मछति जभीमाः मा, ভক্তিরত্বাবলী, ক্ষেমেক্সপ্রকাশ, ভাস্কর-রাজক্বত ললিতা-টীকা, নীলক্ষপ্ঠকৃত দেবীভাগবতটীকা, ভক্তিস্থত ইত্যাদি। এক্ষণে স্থবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেব-প্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্ত ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলো-চনায় ভাগবত কথনই বোপদেন-প্রণীত বলিতে সাহস করা याय ना । "प्रवादी वोपदेवीयी वन्ध्रापुत्रायते तरां" जान-বত বোপদেব-প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বুলা সমান। আমরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল বৈষ্ণবধ্দের প্রতি বিদ্নেষভাব প্রকাশ করিবার জন্ত অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধ অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই বলিলাম।

বেদ-বিভাগ।

"ननु कोऽयं वेदोनाम, के वास्य विषय-प्रयोजन-सम्बन्धाधिकारियाः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम् ? न खन्वे तिस्मान सर्वै सिम्बस्ति वेदो खाख्यानयोग्यो भवति ॥'' नायनाठाया ।

বেদবিভাগ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা "বেদপ্রচার ও বেদ" এই হুই প্রস্তাবে আর্যাদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থের সার মর্ম বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে প্রাচীন ঋষিগণ বেদবিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "চরণ-ব্যহ" ও "আর্যাবিদ্যাস্থধাকর" হইতে সংক্ষেপে নিমে অবি-কল সঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বতন্ত্ররূপে সঙ্গলিত করিলাম, কেন না, ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিক্কালে ও তৎপরভবিক শৌরাণিক সময়ে বেদশাস্ত্র যে কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়া ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন। যৈ যে শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহা যাহা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিব না।

ঋথেদের পরিমাণ চরণব্যুহে উক্ত হইয়াছে যুথা—

"ऋचां दशसहसािंग ऋचां पंश्वशतािंन च। ऋचामशीितः पादस (१०५ ८०) तत्पारायग्रम् चते ॥"

অর্থাৎ ১০৫৮০ টি ঋক্ সমষ্টির নাম পারায়ণ।

শোনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা— শাকল, বাস্কল, আখলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন, মাণ্ডুক। ইহার প্রমাণ—

" ऋचां समू हो ऋग्वे दक्तमभ्यस्य प्रयत्नतः ।

पठितः प्राक्तचेनादौ चतुर्भिक्तदनन्तरम्॥"

(শৌনকীয়প্রতিশাখ্য)

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ঋক্সমূহের নাম ঋগ্নেদ, ইহার সমস্তই সর্ব্বাত্তে শাকলমূনি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই চারিজন যথা—

" शाह्वग्रश्वलायनो चैव मांबूको वाख्तलखा। वक्कृचां ऋषयः सर्वे पश्चै ते रक्तवेदिनः॥" (শেনকীয় প্ৰতিশাখ্য)

শাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুক ও বাস্কল, ইহাঁরাই ঋগ্রেদী-দিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। (একমাত্র ঋগ্রেদই ইহাঁদের প্রধান অভ্যসনীয়।)

শৌনকের মতে ইহাঁরা ঋষি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহের মতে ইহাঁরা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেথানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তর্গণ করিতে হইবে বলিয়া স্বত্রদারা রীতিবদ্ধ করিয়াছেন সে স্থলে ইহাঁদিগকে ঋষিমধ্যে গণনা না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছেন। উলিথিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তিজন ঐতরেয়, কোষীতিকি, শৈশরী, পৈঙ্গী, ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়,
তাহা প্রধান শাখা না হইয়া প্রাতিশাখ্যমতে উপশাখা বলিয়া
পরিশ্বণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যথা—

" मुद्रनी गोकुनो वात्यः ग्रेशिरः ग्रिशिरन्तथा। यन्त्रेते ग्राकुनाः ग्रिथाः ग्राखाभेद-प्रवर्त्तकाः॥"

মৃদ্যল, গোকুল, বাৎশু, শৈশির, (শিশির) ইহাঁরা শাকলের শিষ্য এবং শাথাবিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্বসম্পত ঋণ্ডেদ ২১ শাথায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাথার কথাই লিখিত আছে। যথা মহাভাষ্য—

" रकविंग्रतिधा बङ्गचाः"

এইরপে অধ্যয়নও সম্প্রদায়ের প্রবর্তৃক শাকলপ্রভৃতি আদি শ আচার্য্যদিগের ভিন্ন ভাবের প্রবচন অনুসারে একমাত্র ঋথেদ অনেক শাথার বিভক্ত হইরাছে। সমুদর শাথা একত্র করিলে অত্যন্ত্র মাত্র তারতম্য দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থবোধক গ্রন্থ বুঝার। যথা—

"अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वेपवचनेषु च" (यज्ञ ७ जः)

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন-- " प्रकर्षे ग्रेवोच्यते वेदार्थ एभिरिति प्रवचनान्य द्वानि प्रिचानि दीनि" यक्षात्रा উত্তমরূপে বেদার্থ সকল ব্যাখ্যাত হয় তাহাই প্রবচন গ্রন্থ, অর্থাৎ শিক্ষাদি।

ঋথেদের স্কু এক সহস্র ১৭।২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ আধ্যার। ১০ মণ্ডল।৮ অস্টক।

रुरक्त नक्षन—"सम्पूर्णमृषिवाकान्तु सूर्क्तामत्यभिधीयते।"

নিরাকাজ্ঞ ছলোমর শ্লবিবাক্যের নাম স্কু অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই স্কু ।

এই স্কু তিন প্রকার। ঋষিস্কু, দেবতাস্কু, ছনঃস্কু। ঋষি ও দেবতাস্কুরে লক্ষণ,—

> "ऋषिसूतानि यावन्ति सूत्ताचोकस्य वैद्यतिः। स्तूयेतेकास्त यावत्स तत्सूतां देवतं विदुः" '(वृश्टाकवण)

একজন ঋষির ক্বত বা দৃষ্ট যতগুলি স্কু অর্থাৎ মহাবাকা বা বাক্য, সেইগুলি ঋষিস্কু ।

১ম অষ্টকের প্রারম্ভন্থ "অনিনীত্র" ইত্যাদি হইতে "হল্ফ বিস্মা অবীত্রয়ন্" ইত্যন্ত ঋক্ ভাগ (২০ বর্গাত্মক) একটি ঋষিস্ক্ত, কেন না ঐ সমস্ত ঋক্গুলি একমাত্র মধুচ্ছন নামক ঋষির কত, আর তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবস্থাক ১টি ঋক্ দেবতা স্ক্ত, কেন না ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্থোত্র প্রকাশ হইয়াছে। একচ্ছন্দে নির্ম্মিত পর পর ক্রমান্ত্র্সারে স্থাপিত হইলে তাহা ছক্তঃস্ক্ত। যথা—ঐ " **অগ্রিনীর্ত্ত**়" হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যস্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছক্তঃস্কুত্ত।

ঋথেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋথেদের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বদ্ধে সর্কান্তক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা—" य আজিহন্ধঃ ছীনন্ধীনী মূলা মার্যবং ছীননীऽমবন্ ল ফেন্ন্মনীবিনীর্থ মান্তব্যাদ্যয়ন্।"

অর্থ এই বে, ভার্গব আঙ্গিরদ বাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎস
মদ দিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই যে ২৮
মণ্ডলের সম্লায় স্থক্ত গৃৎসমদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্কাচন দেখিয়া বৈদিক
অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করেন যে—

तत्तर्दाघटशानां वह्ननां सूक्तानां एकि कर्तृकः संग्रेही मग्रहचम "इति।

অর্থ এই যে, বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক্মন্ত্র এক ঋষির দারা সংগৃহীত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণ্ডল।

ইহার দারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাদের পূর্ব্বেও সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা নির্ণয় করা স্থক্তিন। ঋথেদের > মণ্ডল।* এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্তা ঋষি দিগের নাম **আশ্ব**লায়ন গৃহস্থতে নির্ণীত হইয়াছে যথা—

" शति ने माध्यमा स्त्समदो विश्वामित्रोऽतिभेरदाजो विश्वरः प्रगाधाः पाचमान्याः चुद्रसृक्ताः महासृक्ताः" इति । भठी यथा—

"मधुक्कन्दः प्रस्तयोऽगस्यान्ता आद्यमखने । य सन्ति ऋषयस्ते वै सर्व्य प्रोक्ताः शतर्चनः।"

মধুচ্ছৃদঃ হইতে অগস্তা পর্যান্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাহারাই শতর্চি নামে প্রানিদ্ধ। এই শতর্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছৃদ্দ ঋষি ১০২ ঋক্ রচনা করিরাছিলেন স্থতরাং তিনিই শতর্চি হইতে পারেন কিন্তু অস্থান্ত ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উহার সহচর ছিলেন, এজন্ম তাহারাও শতর্চি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা—

"दरफाँदौ मधुक्छन्दोद्यधिनं यदवां फ्रतम्। तत्साहचर्यादन्येषि विचेयास्त फ्रतर्चिनः॥"

১১১ মণ্ডলের ঋষিরা ক্ষুদ্র হক্ত ও মহাহ্বক্ত নামেও প্রথিত। কেন না তাঁহারা ক্ষুদ্র হক্ত ও মহাহ্বক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করেন। মহাহ্বক্তের লক্ষণ শোনকক্কৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত আছে যথা—

^{*} কেছ কেছ ঋথেদের ১১।১২ মণ্ডলের কথা বলিয়া পাকেন। এতদ্বারা প্রমাণ ছইতেছে যে তাহা আর্যকালের পরভাবী, নিম্বতন পুরুষের রচিত।

"दशकेताया चिधकं महासूक्तं विदुर्वे धाः ॥"

দশ ঋকের অধিক ঋক্ষারা যে স্কু নিশ্বিত তাহা মহাস্কু। স্তুতরাং ১০ ঋকের ন্যুন হুইলে ক্ষুদ্র স্কু। এইরূপ মধ্যুন স্কু জানিবেন।

এতাবতা, কথিত প্রমাণ দারা এই রূপ অর্থলাভ হইতেছে
যে, শতর্চি থাবিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক। ২য় মণ্ডলের গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশামিত্র, ৪র্থ বামদেব, ৫ম অত্রি, ৬৪
ভরদাজ, ৭ম বশিষ্ঠ, ৮ম প্রগাণা, ৯ম পাচমান্ত, ১০ম ক্ষুদ্র স্থক ও
মহাস্থকীয় ধাষিগণ।

অধ্বর্, বা যজুর্বেদ—>০০ শাথার বিভক্ত, ইহা পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লিখিত দেখা যায়। .

চরণবূাহ গ্রন্থে লিখিত আছে; যজুর্বেদের ৮৬ শাথা; কিন্তু এই দকল শাথা আর এখন দেখা যায় না, নাম পর্যান্তও শুনা যায় না। তবে যে কয়েকটি শাথার নাম পাওয়া যায় তাহা এই—

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কাপিষ্ঠলকঠ, চারায়ণীয়, বারতস্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতান্তিনেয়, মৈত্রায়-ণীয়।

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ আছে। যথা— মানব, বারাহ, হুনুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয়, খামায়নীয়। চরক শাধার ২ শ্রেণী আছে, ঔথিয় ও থাণ্ডীকীয়। এই থাণ্ডীকীয় শাধাও ৫ প্রশাধায় বিভক্ত যথা—

আপস্তম্বী, বৌধায়নী,সত্যাষাটী,হিরণ্যকেশী ও শাট্যয়নী। বারতস্তবীয়, ঔথীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈন্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনি স্ত্রের "তিন্তিরি বরতন্ত থণ্ডিকো থাচ্ছিণ" দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও (কলাপি বৈশাম্পায়ণান্তে-বাসিভ্যশ্চ) ণিণিপ্রত্যয়-নিম্পন্ন।

যজুর্বেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা-

"অন্তাৰেম सञ्चलिति मन्द्रतासायोः सन् । यनुंधि यन पाठान्ते स यनुर्वेद उच्यते ॥' (চরণ বৃাহ) ইহা কৃষ্ণ यজুর পরিমাণ, শুক্ল যজু স্বতন্ত্র । যজুর্বেদে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ সহস্র গদ্যময় মহাবাক্য আছে ।

শুকুষজুর্বেদের ১৫ শাখা। কাণু, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধের, শাকের, তাপনীর, কাপীল, পৌপ্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পারাশরীর, বৈনের, বৌধের, ঔধের ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেরীশাখাও বলে। এই শুকু যজুর্বেদের পরিমাণ বথা—

दे सङ्खे शतन्यून मन्। वाजसनेयके। तावन्यान्येन संस्थातं वालसिस्यं सन्दित्रियं। शास्त्रबस्य समास्थातं घोता-मानाचनुर्ग्वाम्। (চরণ ব্যহ) এক শত ন্যূন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদে আছে। বালখিলা শাখাও এই পরিমাণ। এই উভয়ের ৪ গুণ অধিক ইহার বাহ্মণ।

নামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের দহস্র শাখা ছিল। ইক্র বজ্ঞাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমূগ্র্যা, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দ্ লীয়, কৌধুম। (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই)। এই কুখুম শাখার ছয় উপশাখা। যথা—আস্করায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্যা, নৈগেয়। ইহার পরিমাণ—

"बरो साम सहसाणि सामानिच चतु ६ ए। उल्लानि सर-इस्रानि * * * सामगणः स्मृतः ॥ (চর্ণ বৃাহ)

আট সহস্র ১৪ সাম এবং ইছা উষ্থ ও রহক্তের সহিত। অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা—

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোন্তায়ন, জাবল, ব্ৰহ্ম-পালাশ, কুনখা, দেবদশী, চারণবিদ্যা। ইহার পরিমাণ—

"दादणानां सच्चामि मदामां निम्नतानि च। गोपणं नास्ममं वदेऽथव्ये भ्रतपाठकम्।" (চরণ ব্যুহ)

অধর্ববেদের ১২ সহস্র ও শত মন্ত্র। এক শত প্রপাঠক (পরিচ্ছেদ) আর গোপথ নামক ব্রাহ্মণ। বেদান্স—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ষড় বিভাগ।

শিক্ষা স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শাস্ত্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচলিত। গৌতমীয়, নারদীয় প্রভৃতি শিক্ষা-গ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখ্যও শিক্ষাগ্রন্থ বিশেষ।

কল্প—বেদবিহিত কার্য্যকলাপের পূর্ব্বাপর কল্পনা বা ব্যবস্থা শাস্ত্র। ঝংগদের আখলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও শৌনক হত্র। নাম-বেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ হত্র। ক্লঞ্যজুর্বেদের আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যসদঃ, হিরণ্যকেশী, মানব, ভারহাজ, বাধুন, বৈধানস, লৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ ও বরাহহত্র। শুক্র যজুর্বেদের কাত্যায়ন হত্র। অথর্কবেদের কুশীক হত্র।

ব্যাকরণ—শকার্থ-ব্যুৎপত্তি-বোধক শাস্ত।

নিক্লক্ত—বৈদিক-পদ-পদার্থ-নির্ণায়ক শান্ত। যাস্ককৃত ১৩ অং। ইছার প্রারম্ভ বাক্য—

"समान्नायः समान्नातः स खावातयः—''

ছলঃ—অক্ষরপ্রস্তারনিরূপক শাস্ত্র। এফণে পিঙ্গলকৃত ছলঃ গ্রন্থই প্রাচীন। ইহার প্রারম্ভ বাক্য—"ধী শ্রী স্ত্রী ম্" জ্যোতিয—কালবাধক শাস্ত্র। গর্গাচার্য্য ইহার প্রথম নির্দ্ধাতা। তাহার প্রারম্ভ বাক্য—

" पश्च सम्बत्सरमयं युगाध्यत्वम् प्रजापितम्" ইত্যাদি। এতভিন্ন উপাক্ষ यथा—

"धर्माणार्खं पुराणच मीमांसा न्याय रवच।"

ধর্দ্মান্ত্র, পুরাণ, মীমাংদা, ভার এই ৪টা উপাঙ্গনামে বিখ্যাত।

কুমারপাল।

"To study men is more necessary than to study books."

LA ROCHEPOUCAULD.

কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করত জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্তসমূহ কুমারপাল ও হেমস্বির গুণামুবাদে পরি-পূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি স্থানিয়মে প্রাসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপি-বদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ ছুম্মাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ পুরাণের ভায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজভ তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রকৃত হইলাম। সোমস্থলর ইরির শিষ্য জিনমগুলোপাধ্যায় कुमात्रभान-व्यवस तहना करतन। ইशात मः स्कर्भ-विवत्रण स्टल গ্রন্থকার লিথিয়াছেন— 11

> "ततस्त्रीलुकावंग्रेनमीतितस्य महीजसः। श्रीहेमचन्द्र सरीन्त्रपादपद्मीपसेविनः॥ (७)

जिनधम्मरसावेशोक्षासोक्षासितचेतसः। क्रमैकप्राणनाथस्य (८) राज्ञः कुमारपाजस्य खरसज्ञापुपूर्वया। प्रवन्धं वज्ञमि किञ्चन ॥ (६)

চৌল্ক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমারপাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচক্র স্থরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্ম্মের রসাবেশে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কুপাদেবীর এক অর্থাৎ অন্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

हेक्निक्रश्य >, प्रश्वादः म २, हक्तवः म ७, यामवदः म ८, शत-भावतः म ६, माहमान ७, टिल्किंग १, दिक्क ४, निलाव २, रिम्नव २०, हार्तादक २०, প্রতীহার २२, हन्क २७, वाँ २८, क्পी २६, नाक २७, कतक २१, शाल २४, कतक २२, वाँ ल २०, वत्मल २२, উहिल्लश्र् २२, श्रीलिंक २७, सोबिक २८, मङ्ग्-ताकक २६, शाल्लाक २७, जाक्रशालक २१, जामक २४, निन्त् २२, मिलक्ष ७०, जूक्मिलयक ७२, जून ७२, हविक्क ७०, ने ७८, मान ७६, शावत ०७, हेशंत मस्याक्रमात्रशाल, टिल्का-वश्नीय।

কান্তকুজ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয়ড়নামক রাজা ছিলেন। ইহাঁর ক্তা মহলনা দেবী। ইনি গুর্জররাজ কুস্তকের পত্নী ছিলেন। গুর্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পদ্ধাসর গ্রামের এীএীল স্থরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতি-পালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়দে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং খ্রীগুরুতে বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামস্ত্রসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। नीनारिन शिर्जिन-अवसाय मृठ हरेरन मिन्नवर्ग जाहात छेनत হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূল-রাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামস্তসিংহের দিন দিন অনেক রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামস্ত সিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন कांत्रगवम् ज माजूनक विनाम कतिया श्रयः ताजा इटेलन। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নূপতি ছিলেন। তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবলপরাক্রম লাশোক-রাজকে পরাজর করিয়া একচ্ছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বংসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনস্তর বলরাজ রাজ্য গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর গুভা-**मृष्ठे राम त्राका इरेग्रा हिएनन । ৮०२ वर्ष औ औन एति रेकन**

মন্ত্রপূত করিয়া এপিতনে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বল-রাজ হইতে স্থাপিত শুর্জরীয় রাজা জৈন বাতীত কেই ভোগ করিতে পারিবে না, এই এক প্রদন্ধ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্য-ভোগকাল ৩৫ বর্ষ। তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫, কেম-রাজের ২৯। তৎপরে ভূরড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, রত্নাদিতা ৭, সামস্তদিংহ * * বর্ষ ব্রাজা করিরাছেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌল্ক্যকুলে ৭ রাজা হয়। তৎপরে এতদৌহিত্র সম্ভানের চৌলৃক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলৃক্য কান্তকুজীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহার কথা বলা হইয়াছে) ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণানিতা। তৎপুত্র চক্রাদিতা, তৎপুত্র সোমাদিতা; ইনি পরলোক গত হইলে চামুগুরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বলভরাজ ৬, তৎপরে ছর্লভরাজ ১১৷৬ মাস রাজ্য করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শক্রতা হইয়াছিল। ভীমের বৃদ্ধা রাজ্ঞী বকুলদেবীর গর্ভোম্ভব ক্ষেম-রাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী। ইহার সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষণের স্থায় সৌহন্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজিদিংহা-সন প্রদান করেন। ইহাঁর নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহাঁর পুত্র জয়-নিংহদেব। ধনেশ্বর স্থরি ও মদনপাল কর্ণরাজের সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন-

" अयानुङ्गरि तुन्वि अनुङ्गरितु तेहिं ति अवंसी अने अभवि असता अन्मोऽबरेजिन भवणं।"

"जिना भवसाइंजे मुङ्गविना भित्त पड़सी खपड़िआह. तेनुङ्गविना खण्यं भीमानुभव समदातु।"

> "माणिकाहेमरताद्धैः प्रासादान् कारयन्ति ये। तेवां पुण्णेकमू नीनां कोवेद प्रक्षम् त्तमम् ॥" "कारुदोनां जिनावासे यावन्तः परमाणवः। तावन्ति वर्षकचाणि तत्कर्तां खर्गभाग् भवेत्॥" "नवीनजिनग्रेहस्य विधाने यत् प्रकं भवेत्। तस्मादस्यद्रम् गुणं जीर्योद्धारेण जायते॥" "जीर्योद्धाराय विद्याः खजनेन न्यप्ततः। स्राष्ट्रोत्याहितं * * * भिक्क पुरं ययौ॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমাণিক্যাদি দারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কত করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণা-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফলপরিমাণ কত, কে বলিতে পারে ? তৃণ কার্চাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয়, দাতা তাহার প্রত্যেকের পরমাণ্-সমসংখ্যক লক্ষ বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। বিশেষতঃ নৃতন গৃহ নির্দ্ধাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহার মাতাওনানাবিধ সহুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

"दीपे मायित तैनपूरणविधिक्तीयस संग्रुष्यति । प्रावारो हिमसङ्क्रमे जन्म हर्द ग्रीश्म न्ये नागरे ॥ निर्वातं कवचं श्ररचितकरे रोगोद्ववे भेषजम्। धर्मोम् त्युमहाभये मतिमतां संसेवितुं युज्यते ॥"

এইরূপ নানা উপদেশে উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক চৈত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপ্রনী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্লজাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবত্ম নামে নগর নির্মাণ করেন। ইতি ২৯ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎপুত্র জয়িরিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহার খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্তী। ইনি ষোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচক্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্যপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন, "ত্রীবীর জিনেক্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে তাঁহার ব্যাথ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি সেই 'জৈনেক্র' নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি।" (আমাদের ব্যাকরণে "ইতি জৈনেক্রবৃদ্ধিপাদঃ" বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ঠ হয়) সিদ্ধ বলিলেন "পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নৃতন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না তাহাই বলুন।" হেমচক্র বলিলেন, "যদি সিদ্ধরাজ্ব সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ-ব্যাকরণ নির্মাণ করিতে পারি।" এই

কথার রাজা ১৮, নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইরা দিলেন; তাহা অবলম্বন করিরা হেম এক লক্ষ্ণ পঁচিশ সহস্র শ্লোকে গ্রন্থিত এক বহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণ যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল শ্লীসিদ্ধ হেমচক্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সক্ষার সক্ষিত্ত করিলে রাজার তার, (ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভার নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করাইয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন করান হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী-যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সম্বে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাখা পাঠ করিয়াছিলেন।

पाणिनिमर्पापतं कातवके का कथा, माकावीं कटुणाकटा-यनवचः चुत्रेग चान्त्रेग किम्।

••• ••• •••

श्रूयन्ते यदितावदर्धमधुराः श्रीसिदहेमोतायः ॥

অর্থাৎ যদি শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর, তবে পাণিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে স্থতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত্রকথাই নাই। শাক্টায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্তু
বড় কটু। ক্ষুদ্র চাক্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না।
ইত্যাদি।

দধিস্থলী পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেব-প্রসাদ। ইহাঁর পুত্র ত্রিভূবনপাল ও ভার্য্যা কশারা দেবী। ইহাঁ-রই গর্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সহুপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জ্মসিংহের সমীপে থাকিয়া পরিশেষে, দ্ধিস্থলীতে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সস্তান ছিল না। ইনি সস্তান-কামনার হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোতে ত্রিভ্বনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-হীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"भी कुमार! गुणाधार! नवाङ्के खर वत्सरे (१९८८) चतुर्थमां मार्गणीर्वस्य म्हामायां रविवासरे। पुष्पकचेऽपराक्के च तव राज्यं न जायते॥"—*

^{*} মেরুত্বাচার্যাকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রন্যার্কসময়াৎ প্রগতেষু নব নবত্যধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিকশুর্র-দশম্যাৎ কুমারপালস্য রাজ্যাভিষেকোবভূব।"

অর্থাৎ ১১৯৯ দম্বৎ অব্বের অগ্রহায়ণ ক্লফ চতুর্থীতে তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রীগৃহে লুকামিত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম স্থরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি भिथा। कतिया विनिद्यान " (এथारन नाई।" (इमाठाया मरन করিলেন "প্রাণপরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম।" মিথ্যা বলার পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে दिनम्बलखरन गमन करतन। এই दिनम्बन्यामी दे हारक श्रीय রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পুনর্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি कतिया छेड्बियनीटा गर्मन करतन। এथान विक्रमापिटात স্থ্যশঃ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "विक्रमामिट्यात निष्करमन मिवांकत नारम अक शार्शन ছिल्नन, তিনি জৈন মতাবল্ধী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপদেশ সতত গ্রহণ করিতেন।" কুমরি এথান হইতে নগেব্রপতনে ্রসমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি এক্সঞ্দেবের গুহে থাকিলেন। ই হার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্যান্ত ইনি ताका श्राश्च रायन नारे। देशांत भरतरे व्यवमत् करम थ्रुंग-धार्ताशृर्वक निःशामन धार्य केंद्रिन धवः त्मरे ममस्य विनया · हिल्न (य, "खब्गेनाक्रम्य भुक्कीत वीरभोग्यां वसुन्धराम्।"

এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সম্ভুষ্ট হইরা-ছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে পুনর্কার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ই**ই**ার বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত, সর্বপ্তণযুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বংসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের বৃদ্ধামাত্য কুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকেই বিনাশ করিয়াছিলেন। যথন কুমার-পাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যথা-পূর্বাদিকে শূর-रमन, कुमावर्छ, পाঞ्চाल, विरान्ह, ममार्ग, मगध हेलाहि । উछत দিকে কাশ্মীর, উড়ঃয়ন, জালন্ধর, সপাদ, লক্ষ্, পর্বত প্রভৃতি পার্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে স্থরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ এবং সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি। এই দিথিজয়-কালে দিরূর পশ্চিম পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্তা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে (মূল-তান) ভয়য়র য়ৢদ্ধ হইয়াছিল i তাঁহার সঙ্গে ১০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি দৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

> "बागङ्कमे न्त्रिमाविध्यां यास्यमासिन् पश्चिमम्। बातुरुक्तस्य नौवेरीं चीलुकाः साधियधित ॥"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিঞ্জাসা করিলেন, "শ্রীসিদ্ধ রাজার, কি আমার গুণ অধিক।" ইহাতে তাঁহারা কুমার-পালকে অধিক গুণবান্ বলিয়া তাঁহার সংগ্রামপটুতার বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিসম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈন মতে মাংসভোজন বড় নিষেধ। যথা,—

जातु मांसं न भोतायं प्राखैः करागतेरिष ।

জৈনেরা রাতে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অর মাংসত্ল্য জ্ঞান করে। "অলামী भोजनोदक।" (হেম- স্থরি।)

"लिय चार्लिमते देव आपोरिधिरम् चते"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমস্থরি উক্ত নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈঞ্চব, আর কেহ বৈঞ্চব নাই। কুমারপাল হেমস্থরির উপদেশক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমস্থরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিভ্বনপাল-নামক বিহার স্থাপন করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "বামানষ্টু मिविशामूचुः" কুমারপালের বাগভটনামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগ্-

ভট্ট। ইহাঁর ক্বত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈন-সাহিত্য-সংসার উজ্জল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটছ অর্থাৎ অহিংসা বোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কছে, দৈরুব, উচ্ছা, ভস্তেরী, মালব, মারব, কোন্ধন, স্বরাজ্য, কীব, জনোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমার-গিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয়, কোথাও বা বলপূর্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুলায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।

জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জন্ম। জৈন মুনিরা জন্ম-তীর্থ, আর তাঁহাদের দেবিত স্থান দকল স্থাবর তীর্থ। যথা—

> 'जङ्गमं स्थावरच्चे व तीर्थं दिविधम् चते । जङ्गमं मुनयः प्रोत्तं स्थावरन्तिं विवितम्॥'

শক্ৰাৰ, বৈৰত গিৰি, বৈভাৰ, অইপাদ গিৰি, সম্মেত শিখৰ, ইত্যাদি স্থাবৰ-তীৰ্থ। এতন্মধ্যে শক্ৰাৰ্থ সৰ্কাশ্ৰেষ্ঠ। শক্ৰাৰ্থ-যাত্ৰাৰ সকল তীৰ্থযাত্ৰাৰ ফল হয়। জিন-গণধৰ দকল জন্ম তীৰ্থ। শক্ৰাৰ্থাৰেৰ অনেক নাম; যথা—

> प्रच् झयः पुण्डरीकः सिद्धि च महावसं। स्राप्तेनो निमनाहिः पुण्यराग्निः * * *

पर्वतेन्द्रः सभद्रख दष्टशक्तिख कर्मकः। मृक्तिगेष्टं महातीर्थम् शाख्यतः सर्वकामदः॥ पुष्पदन्तो महापद्मं पृथीपीठं मभाग्रदम्।—

रेजािन। ১০৮ नाम आছে।

শক্রঞ্জয় পর্কতে কুমারপাল পার্ধনাথের মন্দির নির্মাণ করি-য়াছিলেন। জৈনেরা গুরুম্র্তি, গুরু-পাছকা, পার্ধনাথ প্রভৃতি জিন-মৃত্তির পূজা করে ও ধৃপদীপ নৈবেদ্য পুষ্প প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং এখানে নেমির নির্বাণ হইলে ৯০৯ বংসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রন্নদেব শ্রাবণ রৈবতে আসিরা যাত্রা মহোৎসব করিরাছিলেন। তদবধি এখানে যাত্রা মহোৎসব হইরা থাকে। সেই নেমিমূর্জি ব্রশ্বেক্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচক্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর চলনাগুরু প্রভৃতি দারা স্থান্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থানটি হেমবট্ট নামে প্রসিদ্ধ। হেমচক্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমার পাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া
• শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র অজয়গাল রাজ-

সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৪০ অকে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোমস্থলর গুরুর শিষ্য জিনমগুল উপাধ্যায় কর্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়।

কুমারপাল-প্রবন্ধে কুমারপালচরিত এইরূপ লিখিত হইরাছে। এই প্রস্তাবটী উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে
শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধর্কপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর,
কুমারগ্রাম, প্রভৃতি স্থান এবং মদনবর্দ্মা, শ্রীদন্তস্থরি, গুণসেনস্থরি, প্রহ্যমস্থরিও শ্রশেখর প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দের ও সিদ্ধান্তবৃত্তি,
নেমিচরিত্র, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের
উল্লেখ আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতক্থার নানা বিবরণ
আছে; তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা
কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের প্রতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্রুক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয়
কোন কোন বিষয় ক্লফাজী-প্রশীত রত্নমালা রাজশেখরকৃত
প্রবন্ধকোষ ও মেরুতৃঙ্গাচার্যাকৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন
করিয়া দিলাম।

বিদ্যাপতি বিহলণ।

Call it not vain;—they do not err Who say that when the Poet dies, Mute Nature mourns her worshipper, And celebrates his obsequies.'

SCOTT, LAST MINSTREL.

বিদ্যাপতি বিহলণ।

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার মধ্যে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের নাম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের কাবা ও নাটকনিচয় এ কাল পর্যান্ত বিদ্যার্থীগণ অতিশর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন: কিন্তু কবিবর বিহলণের নাম গন্ধও অনেকের कर्ণ-कूर्द अदिश कदि नारे। अभिक आनक्षादिकगण्य अन्-মধ্যেও উল্লিখিত কবিনিচয়ের কাব্য হইতে বহুল পরিমাণে উদাহরণ উদ্বত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিহলণের বিক্রমান্ধ-দেব-চরিত মহাকাব্য হইতে কোন উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই---এমন কি অনেক স্থপণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি জশল্মীর জৈন ভাগুার হইতে সংস্কৃতবিদ্যা-বিশারদ বুলার মহোদয় একখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত "বিক্রমান্ধদেব-চরিত" প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিশেষরূপে পরিদর্শনান্তর মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ যত্ন করিয়া প্রচার না করিলে কিছু কাল পরে উহার নাম পর্যান্ত দাহিত্যদংদার হইতে লোপ হইত। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কবি-বৃত্তাস্ত নিমে সঙ্কলন করিলাম।

"বিহলণ পঞ্চাশিকা" এই নামে ৫০ টী কবিতা-পূর্ণ এক-ধানি ক্ষুদ্র কাব্য কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই কৰিতাগুলি চোর-কৰিক্বত "চোর পঞ্চাশৎ" বলিয়া এতদেশে প্রসিদ্ধ। "বিহলণ পঞ্চাশিকায়" একটা ক্ষুদ্র পূর্ব্বপীঠিকা আছে। তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৃত। তাহাতে লিখিত আছে, বিহলণ গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ-তন্মা চক্রলেখা বা শশিলেখাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজকুমারী তাঁহাকে গান্ধর্ম বিধিতে বিবাহ করেন। রাজা এই গোপনীয় বিবাহব্যাপার অবগত হইয়া এক কালে ক্রোধে অধীর হওত বিহলণের শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিহলণ বধ্যস্থলে নীত হইলে এই "পঞ্চাশিকা" দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজা দূতদ্বারা সেই কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তে পরম স্থণী হওত বিহলণের প্রাণ দান করিয়া চক্রলেখাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। চোর-কবি সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যামুন্দরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চালদেশে এই গল্পটী ভিন্ন অবয়বে প্রচলিত আছে। যাহা হউক এ গুলি গল্পমাত্র, ইহাতে অণু-মাত্র সত্য নাই। বিশেষতঃ অনিহীলবারা পত্তনের নূপতি वीविमारेश विक्र्नालव अक्षेष्ठ वरमव शृद्ध (৯२० थृष्टी स्म) রাজ্য করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাঁহার নাম উলিখিত গল মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সমুদয় অলীক সপ্রমাণ হইতেছে। এতম্ভির স্থকবি বিহলণ বিক্রমান্ধ কাব্যে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে "পঞ্চাশিকা" কাব্যের উল্লেখমাত্র করেন নাই; এবং তিনি যে নানাগুণ-সম্পন্না নূপতি-তনয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েরও উল্লেখ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই "পঞ্চাশিকা"* চোর-কবি কৃত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইনি বিহলণ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি; সেই কারণেই বিহলণ সম্বন্ধে যে গল্প পূর্ম্ম পীঠিকায় লিখিত আছে, তাহাও সম্পূর্ণ মিথাা সপ্রমাণ হইতেছে।

বিক্রমান্ধদেব-চরিতের শেষ (১৮শ সর্গে) কবিবর বিহলণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিরাছেন। এই সর্গের প্রারম্ভে কাশ্মীর দেশের প্রকৃতি, জল, হুল, হুদ, নদী (বিশেষতঃ বিতস্তা,)ও পর্বতের উত্তম বর্ণনা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, কাশ্মীর মধ্যে "প্রবর" নামক পুরীই শ্রেষ্ঠ। এতৎপরে বিতস্তার পুণ্য

^{* &}quot; শাঙ্গ ধর পদ্ধতি " মধ্যে " পঞ্চাশিকা" বিহলণক্ত বলিয়া উদ্ধুত হইরাছে, কিন্তু ইহার রচনার দহিত বিক্রমান্ধ-চরিত কাব্যের রচনার কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ ভোজদেব "সরস্বতী-কণাতরণে" "পঞ্চাশিকা" হইতে গোক উদ্ধুত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিক্রমান্ধ-চরিতের একটা গোকও উদ্ধৃত হয় নাই। স্কুতরাং তাহার পূর্ববর্ত্তী চোর-কবিক্ত "পঞ্চাশিকা" তিনি উদ্ধৃত করিয়া-ছেন এবং বিহলণ তাঁহার পরবর্ত্তী কবি, এজন্য তাঁহার প্রস্কের উদাহরণ "সরস্বতী-কণ্ডাতরণে" প্রদত্ত হয় নাই।

সলিলের মনোহারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীর ললনাগণ ভূবিদ্যাধরী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় মাতৃ-ভাষার ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যথা—

"यच स्त्रीगामिष किमपरं जन्मभावेव देव। प्रत्यावासं विस्तर्वात बचः संस्कृतं मास्तरञ्च॥" श्रवाय कवि कांगीत-त्रभगिमश्वतः निथियाण्डन— "दृष्ट्या यिसान्निभनयकत्वाकीश्रःसं नाटकेष्ठ

स्टूबं वास्त्रज्ञाननवनावान। स्व नाटन सु स्मराचीयां मस्यान व्यासङ्गदत्ताङ्गहारम् । रम्भा फाम्भं भजति चभते चित्रचेखा न रेखाम् न्यूनं नाचे भवति च चिरं नोळेशी गळेशीला ॥"

অর্থাৎ যে কাশ্মীর-ফুলাক্ষীদিগের অঙ্গভঙ্গী দেখিলে রস্তা লুকায়িত হন, চিত্রলেথার রেথাও থাকে না, উর্কশীর গর্বাও ধর্বা হয়।

তিনি কাশ্মীরীয় কাব্যের অত্যন্ত স্থখ্যাতি করিয়া বলিয়া-ছেন "যে স্থান হইতে প্রকৃতি-স্থন্দর কাব্য ও কুন্ধুম উৎপন্ন হইয়া জগতের বল্লভ ও তুর্লভ হইয়া আছে।" যথা—

> " कार्य येथाः प्रकृति-सुभगं निर्गतं कुङ्ग् मञ्च। —उत्कर्षाद्ववित जगतां बह्वभं दुर्जभञ्च॥"

কাশীরের প্রসিদ্ধ সৌধনিচয়ের মধ্যে ভট্টারক মঠ, হলধর-নির্মিত অগ্রহার, ক্ষেম-গৌরীশ্বরের মন্দির, সংগ্রাম-ক্ষেত্র মঠ, রাজ-প্রাসাদ প্রভৃতির এই সর্গে উল্লেখ আছে। বিহলণ, গর্রের বর্ণনা করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাশ্মীরাধিপতিগণের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে কাশ্মীরের রাজা অনস্তদেবের বিষয় লিখিয়াছেন।
অনস্তদেব রামবংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রমপ্রভাবে দরদ
ও শকগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পা, দর্ভভিসর, (বিদর্ভসর) ও ত্রিগর্ভে স্বীর
শানন-প্রণালী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম স্কভট।
ইনি অতিপূণ্যশীলা ছিলেন। তাঁহার নারা একটা বিদ্যালয় ও
বিতস্তার তীরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্ঞী-ভ্রাতা
লোহরাপগুল বা ক্ষিতিপতি ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী এবং
ভোজের ন্যার স্পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং
সর্ব্বনা বৈষ্ণবর্গণ দারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

নৃপতি অনস্ত দেবের ঔরসে ও রাজী স্থভটের গর্ত্তে কলশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্যাবীর্যাশালী নৃপতি ছিলেন
এবং জন্মপীড়ের স্থান্ন কাশ্মীর-মণ্ডলে খ্যাত হইয়া কুরুক্ষেত্র
পর্যান্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার হর্ষ,
উংকর্ষ ও বিজন্মনার নামক নানাগুণ-সম্পন্ন তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে হর্ষদেব বীরত্বে পিতার সদৃশ এবং কবিত্বে
শ্রীহর্ষকেও পরাভব করিয়াছিলেন। যথা—

"श्रीहर्षादप्यधिककवितोत्कर्षवान् इर्षदेवः।"

তাঁহারভ্রাতা উৎকর্ষদেব ক্ষিতিপতির লোহার রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া, দ্রস্থ মেচ্ছরাজগণকে পরাভৃত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই প্রবরপূরের রাজিসিংহাসনে .আসীন ছিলেন। এইরূপ কাশার-রাজগণের বিষয় বর্ণন বিহলণ আপনার বংশ বিবরণ লিথিয়াছেন। তিনি লিথিয়া-করিয়াছেন, প্রবরপুরের ছই ক্রোশ দূরে 'জয়বন' নামে এক স্থান আছে। এস্থানে নাগরাজ তক্ষকের এক কুণ্ড ছিল। তৎসন্নিকটে 'থোলমুখ 'নামক গ্রাম আছে, .তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কুন্ধুম ও ক্রাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে কৌশিক গোত্তে মুক্তিকলশ নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-ক**লশ জগৎমা**ন্য মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ठाँरात ष्रमःशा हां हिन। टेराँत खीत नाम नागरमती, তাঁহারই গর্ব্তে বিহলণের জন্ম হয়। বিহলণদেব বেদ,বেদাঙ্গ, শব্দ-শাস্ত্র ও দাহিত্যে বিশেষরূপে শ্রিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দর্গ প্রকাশ করিয়াছেন—

"साङ्को वेदः प्रशिपितदृशा शब्दशास्त्रे विचारः।
पाणा यस्य श्रवशासुभगा सा च साहित्यविद्या ॥
कोवा शक्तः परिगर्शायितुं श्रूयतां तथामेतत्।
पञ्चादशौँ किमिति विमन्ते नास्त्रसंकान्तमासीत् ॥"
विस्ला विमानिकात अत्र नानारम् अतिव्यम कत्रुष्ठ वह

দর্শন লাভের জন্ম গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংলওে যুবকগণ যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস, ইটালী ও স্থইজরলও পরিভ্রমণ করত প্রাচীন কীর্ত্তি তথা স্বভাবের মনোহর শোভা সন্দর্শনে, মনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, এতদেশেও পূর্বে পণ্ডিতগণ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার গৌরবর্দ্ধি জন্ম নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করি-তেন ও বিবিধ জনপদের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বছ-দর্শন লাভ করিতেন। শ্রীহর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, কবিবর বাণভট্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াও কেবল বহুজ্ঞতা লাভের জন্ম বিদ্যাশিক্ষার পর নানা রাজ্য ও অনেক রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। বিহলণ দেইরূপ আপনার হৃদয়কে উন্নত করিবার মানসে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মথুরা, কান্যকুজ, প্রয়াগ ও বারাণসী গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্বাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার রাজ-সভায় কিছু-কাল অবস্থিতি করিয়া সভাপণ্ডিত গদাধরকে বিচারে পরাস্ত করিরাছিলেন। কর্ণরাজার আশ্রয়ে থাকিরাই তিনি 'রামস্তৃতি' গ্রন্থ রচনা করেন এবং এইথানিই তাঁহার প্রথম রচনা-কুস্কম।

বিহ্লাণ কর্ণরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধারাধিপ ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দৈব ছর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহার মানস সফল হয় নাই। এই ভোজ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ-প্রণেতা ভোজরাজ নহেন, তিনি বিহলণের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিহলণ অনিহীলবারাপত্তনে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সোমনাথপত্তনে গমন করিয়া ভক্তিসহকারে মহাদেবের মূর্ত্তি উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কতিপয় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সন্দর্শন করিয়া সেতৃবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। এইরূপে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বিক্রমের রাজধানী কল্যাণ নগরে আগমন করিয়াছিলেন, এবং এইখানে থাকিয়াই তাহার বিদ্যার গরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কল্যাণ-রাজধানীতে ত্রিভ্রবনমন্ন বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে তাহার জীবনের শেষকাল অতিবাহিত হয়। চৌলুক্যরাজ ত্রিভ্রবনমন্নদেব বিক্রমাদিত্য তাহাকে 'বিদ্যাপতি' থ্যাতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

"चौजुके उन्हाद जभत छती थोऽत्र विद्यापित त्यम्।" এই নৃপতিই পুনরায় 'পার্মাড়ি' নামে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিধিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে বিহলণ সম্বন্ধে এইরূপ লিধিত আছে। যথা—

" काम्मीरेस्रो विनिर्धान्तं राज्ये कसम्भूपतेः। विद्यापितं यं कर्माटस्वको पास्मीडिः भूपितः॥ प्रसर्पतः करटिभिः कर्माटकटकान्तरम्। राज्ञोऽस्रो दृहम् तुङ्कः यस्यैवातपैवारसम्॥

त्यागिनं इष्टेवं स श्रुत्वा सुकविवासवं। विक्रमो वस्तां मेने विभृतिं तावतामिष॥"

অর্থাৎ কলশরাজের রাজ্যে গমনার্থ কাশ্মীর হইতে নির্গত হইলে, কর্ণাট পার্মাড়িরাজ যাঁহাকে বিদ্যাপতি করিয়াছিলেন ; কর্ণাট সৈন্যের মধ্যে গমনকারী রাজার সন্মুখে যাহার আতপত্র দৃষ্ট হইয়াছিল; সেই বিহলণ কবিবাদ্ধব হর্ষদেবকে ত্যাগধর্মী শ্রবণ করিয়া আপনার তাবৎ ঐশ্বর্যকে বিজ্বনা মনে করিলেন।

ত্রিভ্বন-মলদেব কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত উপবিষ্ট ছিলেন, স্থতরাং বিহলণও এই সময় মধ্যে ভারতবর্ষে বর্তমান ছিলেন, স্থির হইতেছে। পুনরায় বিহলণ স্বয়ং লিথিয়াছেন, "কাশ্মীরাধিপতি অনস্ত ও কলশ উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক।"

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, " অনস্ত ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পুত্র কলশকে রাজ্যাভিষিক্ত করত তাঁহার' সহিত একবোগে পুনরায় পঞ্চদশ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন; তৎপরে কলশের অসচ্চরিত্রতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া ছই বৎসর ৬ মাস বিজয়-ক্ষেত্রে বাস করেন। অবশেষে নিদারণ কষ্ট সহ্ত করিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু-সন্থাদে স্থ্যমতী বা স্থভট জলস্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করত. বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" জেনেরেল কনিংহাম

সাহেব কহেন, "১০৮০ খৃষ্টান্দে অনন্তদেব আত্মহত্যা সম্পাদন করেন এবং তাঁহার পুত্র কলশরাজ ১০৮৮ খৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি বিহলণ তাঁহার আশ্রয়-পাদপ চালুক্য-বংশীয় কর্ণাট-রাজের (বিক্রম) সস্তোবের জন্য তচ্চরিত্র " বিক্রমান্ধ নেব চরিত" রচনা করিয়াছিলেন যথা—

"तेन पीत्ये विरचितिमदं कात्यमञ्जानतानां। कर्णाटेन्दोर्जगति विदुषां काळम्षात्मेतु॥"

পণ্ডিতবর বুলার সাহেব অনুমান করেন, এই কাব্য ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিহ্লণের প্রাচীন ব্যুদে এই কাব্য লিখিত হয়।

বিক্রমান্ধদেব-চরিত কাব্যের প্রথম সর্গে চালুক্য বা চৌলুক্য বংশের বিবরণ বিরত হইরাছে; তাহাতে লিখিত আছে, "ব্রহ্মার চুলুক অর্থাৎ আচমনীয় জল-গভ্ষ হইতে এক বীরপ্রক্ষ জনিয়াছিলেন। দেবতার হিতের জন্যই ব্রহ্মা ইহাঁকে স্করন করেন।" যথা—

"अथाविरासीत् सभटि इलोक नागापवीगा शुनुकात् विधातुः।"

ক্রমে ইহার বংশ-পরম্পরা পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বংশে হারীত প্রভৃতি মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

তংপরে মালব্য। ইনি অসাধারণ রাজা ছিলেন। তাঁহার নাগরথতে (গুজরাট) রাজধানী ছিল। যথা—

''चक्रे परं नागरखळचुन्नि पुगद्रमायां दिशि दिचाणस्याम्।'

क्रा मानतात अवस्य वराम सीरिजन क्रमाधर करत्न। ইনিই চালুকাচন্দ্র। এতৎপরে ইহাঁর সর্ববিজয়-রাজসিংহা-मत्न जमिरश्राव উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুল্র আহব-মল্লদেব, তাঁহার অপর নাম ত্রৈলোক্যমল্লদেব। কবির। ইহাঁকে দ্বিতীয় "রাম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি মহিষীর সহিত পুল্র-কামনায় তপস্থা করিয়াছিলেন। একদিন দৈব-বাণী হইল—''চৌলুক্য-রাজ! আর শ্রম করিতে হইবে না, কর্কশ তপস্থা পরিত্যাগ কর, অচিরে পুত্রমুখ দেখিতে পাইবে।" তৎপরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। ইহার নাম সোমদেব রাখিলেন। কিছু কাল পরে দ্বিতীয় পুত্র জনিলে, তাঁহার নাম বিক্রমদেব রাখিলেন। বালককালেই ইহাঁর শৌর্যা সন্দর্শনে, রাজা ও প্রোহিত তাঁহার বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক নাম প্রদান করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর বিষয়ই বিক্রমান্ধদেবচরিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য অষ্টাদশ দর্গে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমদর্গে বিক্র-নের বংশ—বিতীয়ে জন্মাদি—তৃতীয়ে দিঝিজয় ও যৌবরাজ্য ইত্যাদি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে নৈষধের স্থায় পদ-বিত্যাস দৃষ্ট হয় এবং ইহার আদ্যোপান্ত রচনায় গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বৈদর্ভী রীতিতে রচিত।

"শার্স্পর পদ্ধতি" মধ্যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত হুইতে প্রমাণ

উদ্ত হইয়াছে। অধ্যাপক আন্তেক্ট কহেন, শার্কধর চতুর্দশ গুটাব্লে বর্তুমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি বিহলণের কালিদাসের স্থায় সহদয়তা ছিল না ; তিনি আপনার কবিত্ব সম্বন্ধে অনেক গর্কোক্তি করিয়াছেন। যথা—

"सहस्रशः सन्तृ विशारदानां वैदभेनोनानिधयः पवन्धाः। तथापि वैचित्यरहस्यन्थाः श्रदां विधास्यन्ति सचतेसीऽत्र॥"

অর্থাৎ বদিও নিপুণ ব্যক্তিদিগের বৈদর্ভ (রীতি বিশেষ)
লীলার নিধি স্বরূপ অনেক প্রবন্ধ আছে, তাহা থাকিলেও বাঁহানের চিত্ত আছে এবং বাঁহারা রহস্তলুক, তাহাদিগকে আমার
এই গ্রন্থে অবশ্য শ্রদা করিতে হইবে। পুনরার লিথিয়াছেন—

"रसध्वनेरध्वन ये चरन्ति संत्रान्तवत्रोतिरहस्यमुद्राः। तेऽस्मात्रवन्धानवधारथन्तु कुर्वन्तु श्रेषाः गुकवाकायाठम्॥"

অর্থাৎ যাঁহারা রস ও ভাবরূপ পথে বিচরণ করেন, বক্রো ক্রির রহস্থোডেদ করিতে পটু, তাঁহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ করিবেন, তন্তির শাক্তিরা শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠমাত্র করিবে। ইত্যাদি।

বিহলণ "বিক্রমান্ধদেবচরিত" ও "রামস্ততি" রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আফুেক্ট কহেন, ইহা ভিন্ন তিনি এক-থানি অলম্বার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আর্য্যসম্পুদায়ের আচার**-**ব্যবহার।

"Then we have the great Hindu race, originally members of that primeval ramily who called themselves Arya or noble,—"

Professor Monier Williams.

। । ---- "सुरानव आर्था वता विस्तृजंती अधि च्रिमि"

ঋথেদ সংহিতা।

আর্য্যসম্পূদায়ের আচারব্যবহার।

বেদ সম্বনীয় প্রস্তাবে পুরাকালের আর্য্যগণের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া তিন্বিয়ে পুনর্কার লেখনী ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেজন্য অদ্য তাহা বিশেষ-রূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। একটা প্রবন্ধেই এই গুরুতর বিষয় শেষ না করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে

ইচ্ছা আছে।

আর্য্য শব্দ যে জাতিবাচক, তাহার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওরা বার না। তবে "আর্ফাবন্ন: पुर्ण्यभू मिर्मधं विन्ध्य हिमाल्योः।" এই অমরসিংহাক্ত বাক্যে যে 'আর্য্যা-বর্ত্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'আর্য্যাদিগের আবাসভূমি' কিন্তু এতদ্বারা আর্য্যনামক জাতির অন্তিত্ব প্রমাণ হয় না। সাধারণতঃ আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর ক্লন্থ সাঞ্চ্যসপ্ততির শেষে লিথিয়াছেন "আর্ফা দিনিদিঃ।" বাচস্পতি ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন "আর্ফা দানিফিয়।" বাচস্পতি ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন "আর্ফা দানিফিয় স্বাহ্মানেরিঃ।" আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠবৃদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। বাচস্পতি মতে 'আরাৎ' শব্দের

উত্তর 'য' প্রত্যয় এবং প্রোদরাৎ নিয়মে আর্যাশক নিদ্ধ হইরাছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে আর্য্যগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত ব্যুৎপত্তির দারা কথঞ্চিৎ আভাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তথা হইতে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা কোন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া यांग्र ना । क्ह क्ह अनुभान क्रांन एय, वर्डभान हिन्तुनिश्तत আদিপুরুষেরা উত্তর কুরুতে ছিল। সেই উত্তর কুরু যে কোথায় ছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে লিখিত আছে, যখন পাণ্ডু রাজা পুলোৎ-পাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে "উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে।" ইহাতে এস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্বাত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, মধ্য এসিয়ায় কোন স্থান কুরুদেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। মহাভারতের একস্থানে "ঈরিণ" শব্দের উল্লেখ আছে। বালুকাময় প্রদেশের নাম ঈরিণ, ইহাই তাহার অর্থ। যথা— "ईरि**से निर्ज**ले देशे" [वनशर्क]। তडिन्न 'झेनामा' नामक এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত 'ঈরিণ' দেশই ঈরাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালুকাময় জলশূভ 'ঈরিণ' বা ঈরাণ হইতেই আর্য্যাণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, ইহা অসম্ভব অমুমান নহে।

রাজতরিদ্বণীলেথক কহলণ পণ্ডিত বলেন, জলপ্লাবনের পর সর্বাত্রে কাশ্মীরদেশ প্রকাশ পাইয়াছিল "নির্মান নর্মান মুদী নাম্বাহা হিন মান্তবাদ।" ইহাতে অনেকে অমুমান করেন যে, কাশ্মীরদেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই মন্তব্যোৎপত্তির আদিভ্নি; সন্তবতঃ হিন্দুদিগেরও আদিভ্নি, পশ্চাৎ তথা হইতে দিগ্দিগন্তে বাস হইয়াছে। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নহে, কৈন না কহলণমিশ্র পৌরাণিক জলপ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন; স্কুতরাং তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাদিক সত্যলাভের সন্তাবনা নাই।

আর্য্যগণ ক্ষবিকার্য্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতিনানসে মধ্য এসিরার বালুকাময় ভূমি পরিত্যাগ করেন। পুল কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল দঙ্গে ভারতবর্ষের উর্বর ভূমিতে পদার্পণ করেন, তাঁহাদিগের চিরনীহারার্ত হিমালয়ের শৃঙ্গ-দর্শনে হৃদয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। স্নতরাং তাঁহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গভীরস্বরে সোম, আদিত্য, উষা, পৃষা, অগ্নিপ্রভৃতির স্ততিগান করিয়া অসভ্য বর্ষর জাতিকে স্পন্রহিত করিয়াছিলেন। সেময় আর্যাগণ দেবতাপ্রিয় ও দস্যাগণের শান্তিদাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সোমরস্পায়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহণ্যবের বেদধ্বনিতে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া উঠিল এবং

সভ্যতার বীজ অস্কুরিত হইলে ভারতবর্ষ ক্রমে রজতবিনিন্দিত শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত হয়।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষ আগমনের পূর্বে অগ্রি-উপাসক ছিলেন এবং এথানে আসিয়াও তাঁহাদিগের ভ্রাতা "আতস্ পরস্ত" (পাসাঁ) গণের ভ্রায় অগ্নি উপাসনা করিতে বিশ্বত হয়েন নাই, এজন্তই বেদে তাঁহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা করিয়া-ছেন—"অ্যাঃ দুর্ভ্রীনিস্ফ ঘিনিহীন্ত্রী নুরনীন্ত্রন" "অ্যাঃ হুর্ন হুলীনন্ত্র" "নামিহ্যিঃছিআঃ" ইত্যাদি।

আর্য্যদিগের লিথিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শাস্ত্র নির্মাণের ভাষা সংস্কৃত, তদ্ভিন্ন সর্কাদা ব্যবহার ও গৃহকর্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই অনুমান "লাদের্মানে ব ল মু ক্তিনে ব "—"যহাযদ্ধীয়া বালা বইনু" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিঃসংশয়িত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে যজ্ঞকার্য্যে অপভ্রংশ বা ম্রেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবেক না। যজ্ঞকালে যদি অযজ্ঞীয় অর্থাৎ অপভাষা বা চলিত ভাষা দৈবাৎ মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অযজ্ঞীয় বাক্যব্যয়ের জন্ম প্রায়শ্চিত্ত ক্রিতে হইবেক। স্কৃতরাং জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের অন্ম একপ্রকার ভাষা ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অন্তর্গন করিতেন। তাহাতে স্থরা ও নানাবিধ গ্রাম্য ও বস্থ পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিরা এককালে হতবৃদ্ধি হইবেন, যে কোন কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্যান্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা হইত। এই রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যনিন্দিনী শাখায় বর্ণিত আছে। এই যজ্ঞে পুরুষ, অয়, গো, অজ ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুগু গৃহীত হইত। পুরুষ-শির সম্বন্ধে যথা—

"श्वादित्यङ्गभैन्यय सामङ्धि सच्चत्य प्रतिमां विश्वरूपम्। परिव ङ्घि च्रसामाभिमण् स्थाः भ्रतायुषङ्ग् गृचिचीयमान।"

("পূর্ব্ব মন্ত্রে* গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে উথার মধ্যে উপধান করিবেক।")

চয়নকার্য্যে ব্যবহীয়মান;—"হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, সর্প্রাক্তস্কলর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শিরোগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতজোধ পুঠুও না। প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।"†

পুনশ্চ—" হে সহস্রাক্ষ হে অগ্নে! তুমি এই যজে চীয়মান, দ্বিপদ পশুর এই মুগু নম্ভ করিও না।"—‡

এতাদৃশ ভয়াবহ यक বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল।

^{*} ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

[†] যজুর্ব্বেদ সংহিতা। মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ কণ্ডিকা। ১৩ অধ্যায়। পণ্ডিতবর সভ্যত্রতী সামশ্রমী মহোদর কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ‡ ঐ অনুবাদ।

মধ্যকালের আচার্য্যগণ ক্লত্তিম পুরুষমুও যজ্ঞে স্থাপন করিতে।
বিধি দিয়াছেন।

পূর্বে আর্য্যগণের পশু ও শশুই প্রধান ধনমধ্যে পরিগণিত হইত। "पशुकामः पुनकामी भार्य्याकामः" ইত্যাদি ব্ৰাক্ষণ-বাক্যগত বিধি দৃষ্টে বোধ হয়, যে পশু, পুলু, ভার্য্যা আর্য্যদিগের প্রধান ধন ছিল। এই জন্যই তাঁহারা এ সকল লাভের নিমিত্ত কামনা পূর্ব্বক "পশ্বেষ্টি" "পুল্রেষ্টি" প্রভৃতি যাগ করিতেন। "रुष्टिकामः कारीर्घ्या यजेत" এই विधिषृष्टे (वाध रुग्र, তাঁহাদের কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর ছিল, তন্নিমিত্রই তাঁহারা সর্ব্বদা কারীরী নামক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান শদ্য यव, बीहि, र्शावृत्र, िंजन, भामकनारे। ध नकन क्रुष्ठे भंगा, ইহা ভিন্ন অকুষ্টপচ্য স্বচ্ছন্দজাত শস্যও ছিল। দধি, ছগ্ধ, ম্বত, ছানা, নবনীত বেদবাক্যে এসকলেরও উল্লেখ দেখা যায়, যথা— " सावैश्वदेवामीचाः" " दाः कावोऽकावे" " घृतवती भव-नानि विश्वा।" ইহা ভিন্ন বৈদি ह সময়ের আর্য্যগণ নানাবিধ গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা ফলমূল ভিন্ন গো, অশ্ব, অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতি পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট গোমাংস অতি উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইত। গোভিল, "तेषा ऊर्द अष्टम्यां गीः" এই স্থতে গোমাংসের দারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে বৈদিক কালে গোমাংসন্বারা শ্রাদ্ধ করা হইত এবং ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন। মহা-ভারতেও গোমাংসদারা শ্রাদ্ধ করা ও তদ্তহ্মণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট ভবভূতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"सौधातिक। इंविसहों! भाग्डायन। अधिकम्।

सौधा। म-ए उगा जानिदं, वन्धो वा बिक्रो वा एसो-ति। भाग्डा। चाः किम् तां भवति?

सौधा। तेग पराविङ्देग-कोव सा बराइया कह्नागित्रा मड्मड्राइदा।

भारता । समांसी मधुपके इत्यान्तायं बज्जमन्यमानाः श्रीति-याय-श्रभ्यागताय वत्सतरीं महोत्तम्बा महाजम्बा निर्वपन्ति महसेधिनः, तं हि धस्मेसूचकाराः समामनन्ति।"

(অর্থ)

"মৌধাতকি। আঁ। বশিষ্ঠ ! ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌধা। তাই হৌক্ বাবা! আমি মনে করেছিলাম বুঝি একটা বাঘ বা বুক এসেছে।

ভাণ্ডা। আঃ! কি পাগলের মত বকিদ্।

সোধা। কেন ভাই! ঐ ব্যাটা আস্বামাত্রই ঐ ব্যাচারি গাভিটীর ঘাড় মটকান হলো। ভাণ্ডা। 'সমাংস মধুপর্ক করিবে' গৃহস্থেরা এই বেদ-বাকাটী বহুজ্ঞান করিয়া শ্রোত্রিন্ন অতিথিকে মহারুষ কিন্তু: মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে। মন্তু, যাজ্ঞবন্ধ্য ও পরাশরাদি ধর্মশাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।" *

চরক, স্থশ্রুত, প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যকাচার্য্যদিগকেও রোগ বিশেষে গোমাংস ভক্ষণের দোষাদোষ বর্ণনা করিতে দেখা যায়। যথা—

> "ग्रह्मं केवल वातेषु धीनसे विषमञ्चरे । श्रूष्ट्रकाकाशश्रमानिम मांसच्चयहितञ्च तत्॥" जिन्नशोनविधि-अक्षात्रः

গর্দ্তাবস্থায় কিরপ তোজন হিতকর ইহার নির্ণয় ক তিত গিয়া স্কুশ্রুত স্কুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিরাছেন যে, গর্দ্তিণীকে গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তালার্দ্তের পুত্র বলিষ্ঠ ও শ্রমসফ্র্ণীল হয়; যথা—

> " ग्रवां मांसे च वित्तनं सर्बक्ते श-सहं तथा।" "तक्रसिद्धा यवागूः स्थाद्धृतव्यापदिनाशिनी। ते बव्यापदिशक्तततक्रपिण्याक साधिता। गव्यमांसरसे सामा विषमञ्चरनाशिनी॥" हतक मःहिला।

নহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য মংশু, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ,

বহুশৃঙ্গমূগ, বরাহ, শশক, মাংসদারা যথাক্রমে প্রাদ্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"मात्य द्वारिण मौरम शाकुनिक्दागपांधतैः। रैन रौरव वाराद्व शशैमांसैर्यथाक्रमम्॥"

রামারণে লিখিত আছে " **पञ्च पञ्चनला भन्द्याः**" (কিছিক্কা কাও।) এতদ্বারা বোধ হইতেছে, সজাক, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের মতে সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষা; যথা—

> व्यारखाः सर्व दैवत्याः प्रोक्तिता सर्वश्रोमृगाः। व्यास्त्येन पुरा राजन् मृगया थेन पूच्यते॥

আর্য্যগণ, শ্কর, কুরুট প্রভৃতি আর্ণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন প্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃলোককে মাংস দিয়া বিনি তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি নিন্দনীয় হইতেন যথা—

> " नियुक्तासु यथान्यायं थी मांसं नात्ति मानवः । स प्रत्य पशुतां याति सम्भवानेकविंशतिम् ॥" (ययूनः शिका ।)

পূর্কে কেহ স্ত্রীপণ্ড যজ্ঞে বধ করিত না বা ধাইত না, বথা----

> '' अवध्यास व्हियं प्राज्ञः तिर्य्यग्योनिगते व्विपि'' (रहितरः में ७ उक्तश्रुवान ।)

মন্থ বলেন " देवान पिटं सार्च यिला खादनासं न द्रायति' দেবতা ও পিতৃলোকের অর্জনার অবসানে তৎপ্রসাদ স্বরূপ মাংদ ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবতা ইহা বৃঝিতে হইবে যে, মন্থর সময়ে যজ্ঞকার্য্য ভিন্ন র্থামাংদ ভক্ষণ দোষাবহ হইরা উঠিয়াছিল। মন্থ্যংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংসা, অহিংসা বিলয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—

"या वेद विह्निता हिंसा नियतासिंखराचरे। ऋहिंसामेव तां विद्यादेदाइम्मीहि निर्व्व भी॥"

মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই "মা **ছি ন্যান্তর্জ্জ মুনানি**" জতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, সর্ব্বত্ত মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, কেবল যাগ বজ্ঞে ও শ্রাদাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম থাকিল।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান ও এক খণ্ড উত্তরীয় এবং উফীষ বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন। যথা "বল্লাফ্যোযুক্তর্কাদেন" (ঋথেদ)। ইহার পরেই আর্য্য-রমণীরা স্থানদ্ধ বস্ত্র অর্থাৎ 'ঘাগ্রা' পরিতে শিক্ষা করেন। ভাগবতের দশমে " स্चनहुं" বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘাগ্রার উল্লেখ আছে।

"মীর্মান্ত্রিলালি" এই ঋণ্ডেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে, যে জল বা রসাদি তরল পদার্থ রাথিবার আধার সমস্ত কার্চ বা ব্যচর্মে নির্মিত হইত। সে সমগ্র সকলে চন্দন-দ্রব, মৃগনাভি, কুন্ধুম সেবা এবং তদ্ধারা শরীরে অলকা তিলকা রচনা করিত।

বান্দণেরা উফীবের কার্য্যকারী শিখা (বেড়ী) রাখিতেন, সক্ষদা উঞীষ বাঁধিতেন না। ক্ষত্রিরো 'জুল্লি' (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা দ্রীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাথিতেন। স্মৃতি সংগ্রহ ধৃত বচনে তাহার প্রশংসা पृष्ठे रुष । यथां—"केश श्रमः श्राह्या धारयतां अध्या भवति सन्ततिः।" অনুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা (চর্মনিশ্মিত) পূর্বের ব্যবহার ইইত। यथा—"सोपानलः सदा वजेत्"(मञ्)। श्रात्यम मर्था जन्न ও तर्थत অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওরা যায়। যথা—"হত্য: खम्बी-उजरो बोडिन्त' "यो वामित्रान मनसो जवीयाग्रथः खन्यो विश चाजि गाति।" "निकः खन्यः" "नां नरः खन्या वाजयन्तः" "खर्यो वो अभीमन्यमानः" "रिझां देव यजसे खर्यः" "खर्यासः" "खन्यो अभे" हेजां नि अविज्ञ देविनक कारन मग्जगांगी त्नांका ছिल। यथा—''देवा थो वी**गाां पदमन्तरी द्वोगा पत**तां वेद नावः सम বিधः" (ঋথেদ) অর্থাৎ যে বরুণ সম্ছে অবস্থান করতঃ ত্র প্রচরমান নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি। পূর্ব্বে রাজগণ স্বাজ্যি হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদ-মণ্যে আছে। নিক্ষ নামক এক প্রকার স্থবর্ণ মুদ্রার বিষয় ঋণ্যেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের জন্ম ব্যবহৃত হুইত, স্নতরাং উহা মুদ্রা। বীরবেশধারী রুদ্র তীর, ধরুং ও া সমুজ্জল নিক্ষের মালা পরিধান কুঁরতঃ স্থসজ্জিত হইয়া আছেন • কল্পনা করিয়া ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন—

(ঋথেদ)

এই স্কুল পাঠে অনুমান হয়, উত্তর পশ্চিম. প্রদেশীয়গণ বেরপ স্বতন্ত্র থণ্ড থণ্ড মোহরের মালা গাঁথিয়া গলদেশে পরিধান করে, সেইনত বৈদিক কালের আর্য্যগণ নিম্নের মালা গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন। পাণিনিস্ত্রে নিদ্ধ ও দীনার নামক প্রাচীন স্বর্ণমূদার উল্লেখ আছে। মন্থ শতমান নামক রজতন্মদার বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান স্বর্ণনির্দ্ধিতও হইত; মথা—"ছিহত্যেন্, स্বর্জন্ ম্রেনানন্" (শতপথ ব্রাক্ষণ) স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা তির পূর্বের্ক তারে মুদ্রাও প্রচলিত ছিল; তাহার নাম কার্যাপণ। অতি পূর্বেকালে কাঁচের প্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়গাহত হইয়া উঠেন, পূর্বের্ক সেরপ ছিল না। স্কুঞ্রত মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

"सौवर्शे राजते काचे कांस्थे मिणमये तथा। पुत्रावनंसं भीमे वा सुजन्धि सिललं पिबेत्॥" यहालाद्राठ "अनाखताः खिया आसन्" हेलाहि शार्छ ताथ रुप्त, शृत्सं विवादरत नियम हिल ना ७ खीरलाक साधीन-ভাবে অবস্থান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেতকেতু নামা ঋবি-পুত্র হইতে স্বষ্ট হয়। ঋথেদে দৃষ্ট হয় "जारीवपत्य्राधती सवासा" जाता अर्थार शक्नीता सामीत मत्नातक्षनार्थ (तम-ভূষাবিতা হইত, এবং পতির অনুগত হইরা কার্য্যাচরণ করিত। একণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা অমূর্য্যস্পশ্যরূপা হইয়া আছে, বৈদিক কালে সেরূপ থাকিত না কিন্তু এক্ষণে বেমন দ্বীস্বাধীনতাপ্রিয় "রিফারমার" মহোদরগণ কুমারী রাজলক্ষ্মী দে, বা বসন্তকুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের স্থায় সাধীনতা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, দেমত স্বাধী-নতা পূর্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কথনই প্রদত্ত হয় নাই। দে সময় তাহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বত যাতায়ত করিতে পারিত। কিন্তু একাকিনী বা অন্ত কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না। রাজার স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত রাজকার্য্য, ত্রান্ধণের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত যুক্তকার্যা, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত ধর্মকার্য্য করিত। মন্ত্র স্ত্রীগণকে পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন, যথা-

"पिता रचित कीमारे, भर्ता रचित योवने। पुत्रो रचित वार्द्धको न स्त्रो स्वातन्त्रमहित॥"

विक्षूপুরাণে লিখিত আছে "ব্লিফ কিমদহাध्यन्ते দ্রন্থ-দিল্লহকী কিলা:।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, স্ত্রী- লোকেরা পূর্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আদিতে পারিতেন না।

শুণ্ডর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অব্পুঠন ধারণ করা পূর্বকালের রীতি, আধুনিক নহে, যণা—

"श्वषुरखाग्रतो यसार्क्सरः प्रक्तादनिक्रया"

(গার্গাসংহিতা।)

"पुरुषस्त्रे" চারিবর্ণের উরেপ আছে। ধর্মশাস্ত্রকণ ঋষিগণ, এই চতুর্বর্ণের আলার বাবহার সম্বন্ধে নির্মবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমর। এ সম্বন্ধে প্রান্তিন স্থতি হইতে কতিপর বিষয় নিমে গ্রহণ করিলাম।

পূর্বকালে সন্তান ভূমিট হইলে দশ দিনের দিন নামকরণ হইত। শর্মা, বর্মা, ঐথর্যাবটিত, আর সেবাঘটিত উপাধি যোগ করিয়া যথাজনে জ্ঞানমগলাদি, বলবিজ্ঞাদি, ধনাদি ও নিদ্দীয় কার্য্যকারণবোধক নাম রাথা ইইত। সে নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় তাহা জানা ঘাইত। যথা—শুভশর্মা, বলশ্র্মা, বস্ত্ভূতি, দীনদাস, ইত্যাদি। চারি বর্ণের আচার, বেশভূ্মা, থাদ্যনিয়ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থার অধীন ছিল।

ক্ষা পাইলেই ভোজন করা প্রাথমে ব্যবহার ছিল। তং-পরে ছই বারনাত্র আহার করিবার বিধি হয়— '' मुनिभिद्धि रणनं प्रोक्तं विष्यकां मर्व्यवासिनाम् ।'' (कांट्यायन)

এক্ষণে আর্য্যগণের প্রাত্যহিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাই-তেছে। প্রত্যুষকালে শৌচপ্রস্রাবাদি সমাধা করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্যক স্নান করিবেক। যথা—-

"अधाकाले तुसम्पाप्ते शौ चं क्रता यथाई तः। ततः स्वानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वेकम्॥

(府郡)

প্রতাহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, यथी—"प्रातः खाशी भवेब्रित्यं" স্নানের পর পবিত্র জব্য সকল স্পর্শ করিবেক। যথা—
"स्टानादनन्तरं ताबदूपस्पर्धनम् स्वते" (कक्ष) তৎপরে স্ক্রাউপাসনা, তাহার পর হোম করিবে; यथी—"सन्धा-कर्मावसा—
नेतु खयं होमो विधीयते" (कक्ष) ইহার পর দেবপূজা করিয়া
পুনশ্য মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবেক; यथी—"देवकार्य्यं ततः स्रत्या
गुर्म मङ्गलवीस्ताम्" প্রাতঃকালের কার্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যরনাদি করিবেক; यथी—"दितीये चैव भागतु वेदास्थासो
विधीयते।" শিক্ষা করা ও দেওয়া যে কিছু লেখা পড়ার কার্য্য
তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে করা হইত। তৎপরে তৃতীয় ভাগে
পোষ্যবর্গের এবং অর্থনাধন ঘটিত কার্য্য সমাধা করা হইত।
যথা—

"ढतीय चैव भागेतु पोष्यवर्भाचेसाधनम्" शूनर्कात हर्जूर्थ-

ভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে স্নানাদি করিবেক। যথা—"चतुर्धेतु तथा भागे स्तानाधें मृदमाहरेत्" পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ আড়াই প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মন্ত্র্যা, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে অরাদি থাদ্য দেওয়া হইত; যথা—

"पच्मेच तथा भागे सम्बभा ने यथाईतः।"

সকলকে আহার দিয়া গৃহস্থ শেকে ভোজন করিতেন।
যথা— "গুহুছঃ ছীষ্ট্রমূক্ মবন্" (দক্ষ)।

বঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ আলোচনার অতিবাহিত হইত। যথা—"হানিছা सपुराखादोः घष्ठञ्च सप्तम नियंत।" তাহার পর স্থ্যাস্তকালে নির্জন অরণ্য কি নদীতীরে বাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্যাস্ত উপাদনা করার বিধি দৃষ্ট হয়। তৎপরে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত; যথা—

"नित्यमहनिच तमिखन्यां सार्ड्ड पहरयामान्तर्"

(কাত্যায়ন)

প্রাদ্ধ করা মনুর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। যথা— "অথীন নান; স্থান্ত আন্তর্জ কর্মা মীনাত্র" (আপস্তম-ঋষি) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অরাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ এবং এই কার্য্য মন্ত্রপ্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেন—

"संस्कृतं यञ्जनाष्ट्रञ्च पश्रेदिधघृतान्वितं । स्रदया दीयते यस्मात् तेन स्राष्ट्रं निगदाते॥" অর্থাৎ দিধি, ছগ্ধ, স্বত, ব্যঞ্জনাদি যুক্ত সংস্কৃত আর পিতৃ-লোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় বলিয়া এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না।

যথা— "বাস্থনী মৃঞ্জীন" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৌন হইয়া
ভোজন করিবেক। তামুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ
নিষিদ্ধ ছিল। যথা—"सर्व्यदेशेखनाचारः पणि ताम्बूखभच्चाम्।" (মন্তু)

এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট, কিন্তু পূর্ব্বে ভোজনাবশিষ্টই উচ্ছিষ্ট বলা যাইত। অনাস্বাদিত অন্ন, স্পৃষ্ট হইলেই যে হস্ত ধৌত করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

় পূর্ব্বে আর্য্যমাত্রেরই এই সকল সদাচার অন্তর্গান করিবার বিধি ছিল—

> "दया चमानसूयाच श्रीचमायासवर्जनं। खकार्पेष्यमस्पृद्दनं सर्व्वसाधारवानिच।"

> > (যুহস্পতি)

"च्चमा सत्यं दया श्रीचः दानमिन्द्रियसंयमः। चर्ष्टिसा गुरुषुत्रुघा तोर्थानुसरग्रं तथा॥"

(বিষ্ণু)

ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়বিধ শৌঁচ, দান,

জিতে ক্রিয়তা, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈর্মানা করা, সারল্য, আয়াসবর্জন, অকার্পণ্য, বীতস্পৃহতা এই সকল ধর্ম্মের দারস্বরূপ এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা আচরণ করিতে পারে।

আর্য্যগণের আচারব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষপে এইমাত্র সমালোচিত হইল। ইহার পর এতৎসম্বন্ধীয় অন্তান্ত বিষয় লিখিবার ইচ্ছা আছে।

বৌদ্ধজাতক গৃস্থ।

Devadattani árabbha bhásitáni sabbáni játakúni. Dhammapadam. 4Edited by V. Fausböll.)

বৌদ্ধজাতক গ্ৰন্থ।

বৌদ্ধগণের জাতক নামে এক প্রকার ধর্ম-গ্রন্থ আছে। "থুদ্দকনিকেয়" দশম ভাগ "জাতকম্" নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা কহে "পরাম ধিকানি পরাশ জাতকা, শতানি" অৰ্থাৎ ৫৫০ শত জাতক আছে। এই সকল গ্ৰন্থ আদ্যোপাস্ত পালিভাষার রচিত। ইহার টীকা সিংহলীয় ভাষায় লিখিত হইরাছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই টীকা অশোক-পুত্র गरहक थुंछ जरमात ७०० भठ वरमत शृर्ख तहना कतिशाहितन। বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রবীণ বুদ্ধঘোষ নামক মগধদেশীয় প্রাহ্মণ ৫০০ শত খুষ্টান্দে জাতক গ্রন্থের কোন কোন অংশের অবতরণিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মের विवत्न, उथा नाना छेलाम्भून नन्न आएए। तोष्कता करहन, জাতকনিচয় শাক্যসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং এজন্তুই ইহা ধর্মপুস্তকের অন্তর্গত। সকল জাতকেই বুদ্ধ-ट्रिटवत्र अट्योकिक क्रमण ७ जाँशत ख्रेगावनी वर्गिण आदि। যথা— "দেব দত্তম অরভ ভাষিতানি স্বানি জাতকানি" আমরা অদ্য "দশর্থ জাতকের'' বিবরণ নিমে অমুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে বৌদ্ধেরা শ্রীরামচরিত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পিতৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর হইলে, তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্ত বুদ্ধদেব গল্পছলে তাহাকে নিয়লিথিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারাণদীতে দশরথ নামক একজন প্রবল পরাক্রমশালী নূপতি বাদ করিতেন। তিনি কিছুকাল সাংসারিক বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া অবশেষে ভায়পরতার সহিত রাজ্য শাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে প্রধানা মহিষীর ছই পুত্র ও এক কন্তা জিমিয়াছিল। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম ও অপর কুমার লক্ষ্মণ এবং কন্তার নাম দীতা। শ কিছুকাল পরে রাজ্ঞী লোকান্তর গমন করিলে রাজা শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন! পারিষদবর্গের সাত্ত্বনাবাক্যে নূপতি শোকবেগ সম্বরণ করি-লেন এবং পুনর্কার দারপরিগ্রহ করতঃ তাহাকে প্রাধানা মহিষীর স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র জিমিল, তাহার নাম ভরত রাখিলেন। রাজা পুত্রমুখ নিরীক্ষণে

^{* &}quot; অথ বারাণস্যাম দশরথ-মহারাজ্ঞ নাম অণাতি-গমনম পহায় ধম্মেন রাজ্য-মকরেসি। তদ্য ষোলসন্-মইন্থি-সহস্প্নন্ ক্ষেঠ্চিকা অগ-মহেষি দ্ব পুত্ত একন স ধিতরম বিজ্ঞারি। জ্যেঠ্চ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। তুতীয় লক্ষন কুমারো, ধিতা সীতা দেবী নাম॥" ইত্যাদি।

পুলকিত হইয়া রাজীকে তাঁহার অভিল্যিত বিষয় প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন; রাজ্ঞী তাহার কোন উত্তর না করিয়া প্রফুল্ল আননে নীরবে রহিলেন। রাজকুমার ভরত অষ্টম বর্ষ বয়:ক্রম প্রাপ্ত হইলে, রাজ্ঞী নুপতিকে কহিলেন, "মাপনি আমার যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অদা তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হউক।'' রাজা দশরণ প্রফুল্ল আননে সন্মত হইয়া রাজ্ঞীর অভিলাষ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! রাজপুত্র ভরতকে আগনার রাজ্য প্রদান করুন।" রাজা এতছ্রবে জোধে উন্নত হইয়া কহিলেন, "পাপিয়সি! আমার ছই পুত্র অগির ভার উজ্জল কান্তি ধারণ করিয়া ক্লহি-য়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তুই স্বপুত্রের রাজ্য-লাভের আশা করিদ।'' রাজার ক্রোধ-হতাশন প্রজ্ঞালিত দেখিয়া রাজ্ঞী ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি বিছুকাল পরে পুনরায় রাজাকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র সংখ্যাতিতা হইলেন না। রাজা তাহাতে সমত হইয়া ভাবি-त्नन, "श्वीत्नाक कथनरे कुठ्छा नत्र, তारात्नत दाता नाना বিপদ ঘটবার সম্ভব, স্নতরাং আমার পত্নী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া রামলক্ষণের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে।" এই মত চিন্তা করিয়া পুত্রদয়কে সমীপে

আনয়ন করতঃ তাহাদিগের আশু বিপদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিলেন: "হে কুমারদ্বয়। এখানে অবস্থিতি করিলে তোমা-দিগের বিপদের আশঙ্কা আছে। এজন্ত আমার শুকুত্রকাল পর্য্যন্ত তোমরা কোন নগরে কিম্বা অরণ্যে বাস কর, তৎপরে আমার পরলোকান্তে রাজ্যাধিকার করিতে যত্নশীল হইবে।'' এই বলিয়া তিনি গ্রহাচার্য্যকে তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে আদেশ করায়, তাঁহার দাদশ বৎসর ধরামগুলে জীবিত থাকিবার বিষয় অবগত হইলেন, এবং কুমারদ্যুকে সেই-কাল অন্তে স্বরাজা অধিকার করিতে আসিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্ম সজল নেত্রে পিতার চরণ বন্দুনা করিয়া বিদায় লইলেন। রাজকুমারী সীতাও পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহারা তিন জনে হিমালয় সন্নিকটে কুটার নির্মাণ করতঃ ফলমূল আহারে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষণ সর্বাদা ফলমূল আহরণ করিয়া রামচক্রকে প্রদান করিতেন।

ইহাঁদিগের বন গমনের নয় বর্ষ মধ্যেই রাজা দশরথের প্রশোকে মৃত্যু হইল। ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমা-পন করিয়া সিংহাসনার হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীগণ রাম জীবিত থাকিতে তিনি রাজ্যাধিকারী নহেন কহিলেন, স্ততরাং ভরত তাহা হইতে নিবৃত্ত হুইয়া অসংখ্য সৈত্যসামস্ত সমভিব্যাহারে রামের উদ্দেশে বনে গমন করি-লেন। পর্ণকুটীরে অরণ্য মধ্যে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। 🐠 নি দেখিলেন, শান্তমূর্ত্তি রাম স্পন্দরহিত হইরা বিদিয়া আছেন। ভরত তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতৃ-বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে গন্তীরভাবে রহিলেন, কিছুমাত্র শোক করিলেন না। ভরত এককালে শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সমরে ফলমূল লইরা কুমার লক্ষণের সহিত সীতা প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ভাবিলেন, লক্ষণ ও সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারিবেন না, স্কুতরাং ইহাদিগকে "পিতার পরলোক হইয়াছে" হঠাৎ এ কথা বলিলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিবেক। তিনি এজন্ম কৌশল করিয়া তাহা-দিগকে সমুথস্থ নদীর জলে অবতরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন "তোমরা অদ্য আসিতে কিঞ্ছিং বিলম্ব করায় এই শাস্তি দিলাম।" তৎপরে এই কবিতার্দ্ধ কহিলেন।

> 'ইথ লক্ষণ সীতাস উভ উতরথোদকানতি,

এই ক্বিতার্দ্ধ শ্রবণে লক্ষণ ও সীতা উভয়ে জলে অবতরণ ক্রিলেন, তৎপরে রাম অপরার্দ্ধ পাঠ ক্রিলেন। যথা—

"ইবম্ ভরতো আহ রাজা দশরথো মতোতি।" এই কথায় দশরথের মৃত্যু বার্তা শ্রবণে তাঁহারা শোকে অধীর হইলেন। রাম তিনবার এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্সবণে লক্ষণ ও সীতা তিনবারই জ্ঞানশৃত্য হইলেন; ভরতের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে জল হইতে উত্তোল করিয়া আনিলেন। তথন লক্ষণ, ভরত ও সীতা সকলেই শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভরত রামকে শোকসন্তপ্ত না েথিয়া, তাঁহাকে সাদরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানী রাম প্রত্যুত্তর করিলেন; সংসারের যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, সকলই মৃত্যুর অধীন। যথা—

"ধহরাস হি বৃদ্ধ স ই বল ই স পণ্ডিত অঋ স ইব দালিদ স সবিব মাস্ত্র পরায়ণ"

বেমন পক ফল শীঘ্ৰ ভূপতিত হইয়া থাকে নেই মত জীব মাত্রই সর্বাদা মৃত্যুমূথে পতিত হইতেছে, ইহার আর আশ্চর্যা কি ? যথা—

> "ফলনম্ ইব পকননম্, নিস্সম্পপাতন্ ভয়ম্, ইবম্যাতানম্মন্যান্ম, নিস্সম্মরণতো ভয়ম্,"

নির্বোধ লোক কেবল পরিতাপ করিরা ক্লেশের বৃদ্ধি করে, তাহাতে আপনার কিছুই উপকার দর্শে না এবং মৃত ব্যক্তিও প্রত্যাগত হয় না। মনুষ্য একাকী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং একাকীই সংসার হইতে গমন করিবে। সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্ত শোকাকুলু হওয়া কথনই জ্ঞানিব্যক্তির কর্তব্য নহে। রামের মুথবিনিঃস্ত এতাদুশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ

প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিলাপ পরিত্যাগ করিলেন। ভরত রামকে বারাণদীতে গমন করিয়া পিতার শৃত্য সিংহাসনে শাদীন হইতে কহিলেন, তাহাতে রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভাতঃ। পিতা আমাকে দ্বাদশ বর্ষ পরে বারাণসীতে গমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; এক্ষণে নয় বংসর মাত্র গত হই বাছে, এ সময় গৃহস্থাশ্রমে গমন করিলে পিতৃ-আক্তা উলজ্জন করা হয়, এজন্ত একণে তুমি লক্ষণ ও দীতা সমভিব্যাহারে বারাণদীতে গমন কর এবং বর্ষত্রিতয় আমার তৃণনিশ্বিত এই পাছকা সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া আমার সদৃশ হুইয়া রাজ্য শাসন করিবে। এতচ্ছবণে ভরত, লক্ষণ, সীতা ও সহিগণ সমভিব্যাহারে রামের তৃণ-নির্ম্মিত পাছকা দিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন এবং কুমার ভরত প্রতিনিধি স্বরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। রাম তিন বৎসর পরে বারাণসীতে প্রত্যা গমন করিলেন এবং দীতাকে বিবাহ করিলেন। প্রছা ও মন্ত্রী বর্গ মহাস্যারোহের সহিত এই নবদম্পতীকে সিংহাস্নার্জ্ क्रिलिन । * अंटे क्यू शीव महावन भ्राक्ता छ ताम ১७००० वर्म বাজা করিয়া পরলোক গমন করেন। যথা-

দশবধ্য সহস্দানি,

ষট্টী বধ্য শতানি চ।

^{* &}quot; তস্সাগতভাবাম্ নটুকুমার আমপ্সপরিবর্তুনম্ গভ সীতাম্ অগমহেষিম্কল উভিলম্ পি আভিষেকম্ করিমৃস্।"

কমুগীব মহাবাহু, রামোরাজ্জ্য অকারোতি॥

পাঠকগণ দেখন্ বৌদ্ধাণের হতে রামায়ণ কীদৃশ বিক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জাতকে লিখিত আছে, "তদা দশরথ মহারাজা স্থানেদনমহারাজ অহোসি, মাতা মহামায়া, সীতা রাহল মাতা, ভরতো আনন্দো, লক্ষণো সারিপুরেরা, পরিষা বৃদ্ধ-পরিষা, রাম পণ্ডিতো অহম্ ইব" ইতি (দশরণ-জাতক) অর্থাং দেই সময় দশরণ মহারাজ, স্থানেদন মহারাজ, রাম মাতা মহামায়া, সীতা রাহলের মাতা, ভরত আনন্দ, লক্ষণ দারিপুর, বৃদ্ধ পার্যদিগণ তাঁহাদের সঙ্গী ও মন্ত্রীবর্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং স্থপণ্ডিত রাম্বরণে আমি স্বয়ঃ (বৃদ্ধাক্য) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম। বৌদ্ধেরা এইরপ কৌশলে রামায়ণ লিখিয়াছে। এইরপ হেমচক্র ও জৈন রামান্দ্রণ শ্রীরামচক্রকে জৈনধর্মাবলম্বী লিখিয়া গিয়াছেন।

সুরবিজ্ঞান।

"स खरो यः श्रुतिस्थाने सनन् हृदय रञ्जकः॥"

সুর-বিজ্ঞান।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্তের প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্যান্ত সমুদয় বিবরণ সংক্ষেপে একটা প্রস্তাবে সমালোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন নাট্য ও নৃত্য সম্বনে ছইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্বার কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় ঋষিপ্রশীত এবং সঙ্গীতাচার্য্য-গণদারা নির্দ্মিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সারাংশ সমৃদ্ধৃত হইবে এবং ইহার আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গান করা মন্থ্য মাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ। গান মন্থ্যের স্থাধের সামগ্রী। গীতরস পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও আর্দ্র করে, এই জন্মই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে—"ছিম্মুন্রিনি মন্ত্রনি নিনি মীনেহা দালী" শিশু, পশু, অধিক কি সর্প যে এমন ক্রুব জাতি, তাহারাও গীতরসে মুগ্ধ হয়।

> "अज्ञातिवधयाखारी वांनः पर्याञ्चणाशी यः। करन् गीतामतं पीला चर्षोतुक्षं प्रपद्यते॥"

কোন বিষয়েরই আস্বাদ জানে না, ঈদৃশ পর্যাঙ্কশারী শিশুও রোদন করিতে করিতে গীতামৃতে শাস্ত হয় এবং আফ্লাদে মগ্ন হয়।

এই গীতরদ জীবমাত্রের আস্বাদ্য হইলেও তাহার বিশেষ আছে। যে অংশ উহার বিদ্যা, দে অংশের আস্বাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ভোগ করিতে পারেন না, এবং তজ্জগুই পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন যথা—

"वृद्धो ग्र-नन्दि-भरत-दुर्गा-नारद-को हलाः। दशास्य-वाय-रम्भादाः सङ्गीतस्य प्रकाशकाः॥"

আদি শরীরী ব্রহ্মা, তৎপরে নন্দী, তৎপরে ভরত, হর্গাদেবী, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়, রস্তা, ইহারা সঙ্গীত বিদ্যার সম্প্রদায় কর্তা। নিয়তন সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে ইহাদিগের প্রদর্শিত পথেই চলিতে হইয়াছে। নব আচার্য্যেরা সঙ্গীত বিজ্ঞানের কোন নৃতন বীজ স্পষ্ট করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন সঙ্গীত বিদ্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন মাত্র। মতি আদিম কালের গীত একপ্রকার ছিল, এখন তাহার মাকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এখন যেরূপ তাল, গমক (স্বরের কম্পন), মৃর্ছনা (সর হইতে স্বরাস্তরে প্রবেশ), কোমল, তীব্র (তিয়র), প্রভৃতি নানা পরিক্রদে বিভূষিত গীত উচ্চারিত হইয়া থাকে, আদিকালে এরূপ ছিলনা। শুদ্ধ স্বরকে কিরপে

বিক্কত করিয়া ঐ সকল নৃতন নৃতন আকার নির্মাণ করা যায়, তাহার কৌশলও বোধ হয় তাৎকালিক লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন না। সেই জন্মই আদিম কালের গান এখন আর কাহারও চিত্ত হরণ করিতে পারে না।

আদিমকালে শুদ্ধ স্বর অবলম্বন করিয়াই গীত হইত।
ইউরোপীয় জাতির গান এবং আমাদের বৈদিক গান তাহার
দাক্ষী। ইউরোপীয়গণ বরং কিছু উরতি করিয়াছেন, কেননা,
তাহারা শুদ্ধ স্বর ও বিক্ত স্বর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা
গমক (স্বরের কম্পন) কৌশল জানেন না এবং রীতিশুদ্ধ
নাও জ্ঞাত নহেন। আমাদিগের বেদগান আর উরত
হইল না, লৌকিক গানই সমধিক উরত হইয়াছে। বৈদিক
গান কেবল হা হী—বু—ইউরোপীয়গণের গানেও হাউ
হাউ হ—উচ্চ মধ্যম বা স্বরিত স্বরমাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে
গমক মৃচ্ছনাদির উৎকর্ষ নাই।

বেদ গানে ৩টি মাত্র স্বর লাগে। উদাত্ত, অনুদাত ও স্বরিত। কিন্ত লৌকিক গানে ইহার নাম গদ্ধও নাই। বৈদিক গানে দেখা যায়, ৩টি স্বর; কিন্তু লৌকিক গানে ৭টী স্বর, স্থা গ ম প ধ নি অর্থাৎ বড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্ম, ধৈবত, নিষাদ। পুরাতন কালের উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতের সঙ্গে এখনকার স্বরি গ ম প ধ নির সঙ্গে যে কিরূপ যোগ আছে, তাহা বুঝা ভার। কেননা, কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদাত্ত অনুদাতের উল্লেখ নাই। নব্যতম লোকিক গানের পুস্তকে উদাতাদির নাম লক্ষণাদি না থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বলেন, পূর্ব্বকালের উদাত্ত অনুদাত স্বরিত আর কিছুই না, উহা স্বরোচ্চারণের স্থানবিশেষ মাত্র। আমরা এখন যাহাকে উদারা মুদারা তারা বলিয়া থাকি, তাহাই পূর্ব্বকালের উদাত অনুদাত ও স্বরিত। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত আমাদিগের ভাল বোধ হয় না। কারণ স্বর-বিচারস্থলে কাশিকাকার বলিয়াছেন যে,

"उचैरिति च श्रृतिप्रकर्षों न गृह्यते। उचैभावते उचैः पठतीति।"

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, এইরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

অপিচ, উদারা, মুদারা, তারা; এই ত্রিবিধ স্বরের প্রত্যেকটিতে স ঋ গ ম প ধ নি অন্ধুগত আছে; কিন্তু বৈদিক উদাত্তে তাহা নাই এবং থাকিবার সস্তাবনাও দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, উহা স্বরে পরিমাণবিশেষের নাম। ইংরাজিতে ইহাকে টোন্ কহে। বৈদিক স্বরে যেমন তিন প্রকার পরিমাণ দেখা যায়, ইংরাজিতে সেইরূপ তিন প্রকার টোন্ আছে। মেজার টোন্ (১), মাইনর টোন্ (২), এবং সেমী টোন্ (৩)। এই কল্পনা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা

যায় না । পরস্ক এ বিষয়ে আমরা নিম্ন-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি ।

শিক্ষাগ্রন্থে ২ দ্বি≛িত স্বরকে উদাত্তজাতীয় বলা হইয়াছে। যথা—

"उदात्तौ निषाद-गान्धारी" भिका ।

ত্রিশ্রতি স্বরকে অনুদাত্ত জাত বলা হইয়াছে। যথা—

''अन्दात्ती ऋषभ-धैवती।'' शिका।

আর ৪ শ্রুতি স্বরকে স্বরিত বলা হইয়াছে। যথা—

" खरित-प्रभवा ह्येते षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः।" शिका।

কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরের পরিমাণ এইরূপ আছে। যথা—

স--- ৪ শ্রুতি।

ঋ-৩ শ্তি।

গ—২ শ্রুতি।

ম-- ৪ শ্রুতি।

প-8 শ্ৰুতি।

ধ-ত জতি।

बि-- २ व । *

উপরোক্ত শিক্ষাগ্রন্থের রচনামুসারে উদান্তাদি স্বরত্ররের সহিত স রি গম ইত্যাদি সপ্ত স্বরের এইরূপ সামঞ্জস্ত হয়— নি গ ২ শ্রুতিতে গঠিত স্কুতরাং নি গ উদাত্ত জাতীয়।

^{* &}quot; चतुस्रतुस्रैव षड्जमध्यमपश्चमा हे हे निषादगन्धारौ चिल्लिकः षमधेवतौ॥ (संतीतसिद्धान्त-सारसंग्रह।)

রি, ধ অনুদান্ত-জাতীয়। সমপ স্বরিত হইতে উৎপন্ন। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ইহাই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক স্বরূর ভাঙ্গিয়া লৌকিক সপ্তস্বর নির্মিত হইরাছে। বৈদিক কালের গান ত্রিস্বরেই হইত, অথবা বিক্কৃত স্বরপ্তলি গান কালে প্রকাশ পাইত, কিন্তু তাহা বৈদিক কালের হিন্দৃগণ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

পাণিনীয় স্বর-বিচারে বুত্তিকার উদাতাদির লক্ষণ যাহ। দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

(उच्चे स्टात्तः पा. ४, २, २६)

तृष्ठि—उदात्तादिशब्दः खरे वर्णधर्मी लोकवेदथीः प्रसिदः।
उद्ये रुपलम्यमानो योच् स उदात्तसङ्गी भवित । उद्येशित
च श्रुतिपक्षधी न ग्रह्मते। उद्येशीवते उद्येः पठतीति।
किंतिर्हि ? स्थानक्षतम् चलं संज्ञिनीविशेषणम्। ताल्वादिष्ठु
हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्यद्यन्ते। तत्र यः समाने
स्थाने उद्येभागनिष्यनोऽच् स उदात्तसङ्गो भवित। यिम्मञ्जः
चार्यमाणे गात्राणामायामो निग्नहो भवित। रुक्तता छिन्
स्थता खरस्य। संद्यता कर्ण्डविवरस्थ।

অর্থ—উদাত্ত, অনুদাতাদি শব্দ, স্বরের এবং বর্ণের ধর্ম।

যাহা উচ্চ বলিয়া বোধ হয় তাহাই উদাত্ত। এই উচ্চতা

শ্রবণ-গত উৎকর্ম অর্থাৎ বড় শব্দ হইলেই যে উদাত্ত হয় তাহা

নহে। তবে কি ? কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানের উদ্ধৃভাগ অবলম্বন

করিয়া উচ্চতম প্রযন্তে যাহা নিষ্পান হয়, তাহাই উদাত্ত স্বর । উদাত্ত স্বর উচ্চারণ করিতে গেলে শরীরে নিগ্রহ উপস্থিত হয়, টান পড়ে (কপ্ত হয়), স্বরটি বা ধ্বনিটি কক্ষ ও তীব্র অর্থাৎ অন্নিগ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় (স্পিগ্ধতা থাকে না।) কণ্ঠ-বিবর সঙ্গোচ করিয়া ইহা উচ্চারণ করিতে হয়।

পাঠকগণ! এখন বৃঝিয়া লউন যে উদাত স্বরটি কি? (अन्दात्त—" नीचैरनदात्तः" (पा, ३०)

वृि — नीचै रूपनभ्यमानो थोऽच् सोऽनुदात्तसच्चो भवति । नोचभागे निष्यमो योऽच् स चनुदात्तः । यश्मवृद्धार्यमाणे गात्राणामन्ववसगौभवति । चन्ववसगौ मादवम् । खरस्य मुदुता स्विग्धता । काळविवरस्य उरुता महत्ताच ।

অর্থ—বাহা অন্নজ বা নীচ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই
ফান্থলাত্ত । ইহাও ছোট স্বর হইলে হইবে না। উচ্চারণ
ফানের নিয় বা নীচ ভাগ অবলম্বন করিয়া উঠাইলে তবে
তাহা অন্নলত হইবে। ইহার উচ্চারণকালে শরীর শিথিল ভাব
মর্থাৎ মৃত্তা প্রাপ্ত হয়। স্বরটি মৃত্ত প্রিয় ভাবে প্রকাশ পায়।
কণ্ঠ-বিবর বড় হয় (হাঁ করিতে হয়)। অন্নলত স্বর কি
লতাহা এতদ্বারা বুঝিয়া লউন।

স্বরিত—" **समाञ्चारः खरितः।" (** পা, ৩১)

वृक्ति—उदात्तानुदात्तखरंसमाद्दारः खरितः। तौ समा-

অর্থাৎ যাহাতে কথিত হুই স্বরের (অন্তুদান্ত ও উদান্ত) সংগ্রহ হয়, হুই স্বরের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, তাহাই স্বরিত।

"तस्य खादित उदात्तमई इसम्" (পा, ७२)

এই স্বরিত স্বরের প্রথমে অর্দ্ধনাত্রাত্মক অংশ উদাত্ত হইয়। অবশিষ্ট অনুদাত্ত হইবে অর্থাৎ উদাত্ত স্বরে আরম্ভ এবং অনুদাত্ত স্বরে নমাপ্তি। আরম্ভের পরেই গমকের (কম্পন) মত ভক্ষ থাকিবে।

এতদ্বির আর এক স্বর আছে, তাহার নাম "এক শ্রুতি স্বর" ইহাতে উদাতামুদাত্ত স্বরিতের বিভাগ থাকেনা। অবিভাগে গীত হয়। দূর হইতে আহ্বান করিবার কালে ও রোদন সময়ে এই "একশ্রুতি" স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বরিত স্বর এতদ্বারা বুঝিয়া লইবার বিচিত্র নাই।

কথিত আছে যে বৈদিকগান হইতেই লৌকিক গান নির্মিত তাহা সম্ভব বটে। আদিম কালের ত্রৈস্বর্য্যগান উন্নত হইরাই ক্রমে উনবিংশ স্বর হইরাছে।—(শুদ্ধর ৭, বিকৃত ১২)। এবং তাহার কোমল তিওর, তত্নপরি গমক মৃচ্ছনাদির পরিপাটী বৃদ্ধি হওরাতে লৌকিক গান এত মধুর হইরাছে। পর পর উৎকর্ষ সাধনই হইরা থাকে।

বৈদিক কালের উদাত্ত অমুদাও ম্বরিত স্বরের কথা এখন আর সঙ্গীত ব্যবসায়িদিগের মুথে শুনা যায় না। তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধও নাই। তাঁহারা গানকালে বে প্রতি নিয়-তই উদাত্ত অনুদাত্তের ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা জানেন না যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর্গী কিরূপ।

নব্যসঙ্গীত গ্রন্থে উহার নামোরেথ না থাকিলেও বৈদিক শিক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, লৌকিক গানের গটি স্বর বৈদিক ত্রিস্বর হইতে লব্ধ অর্থাৎ উদাত্ত অন্থদাত্ত ও স্বরিত স্বর হইতেই স ঋ গ ম প ধ নি, এই সাতটী স্বর গঠিত হইয়াছে। যথা—

> "उदात्ती निवाद-ग्रान्धारी अनुदात्ती ऋषभ-धैवती। खरित-प्रभवा ह्येते— षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः॥"

উদাত্ত স্বর লইয়া নিষাদ ও গান্ধার (নি, গ) স্বর গঠিত হইয়াছে। অনুদাত্ত হইতে ঋ, ধ, অর্থাৎ ঋষত ধৈবত; আর স্বরিত স্বর হইতে দ, ম, প অর্থাৎ বড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

উদাত = নি—গ। অথবা গ = নি। অনুদাত = ঝ—ধ। অথবা ধ = ঝ। স্বরিত = স—ম প। এইরূপ হইবে।

(।) এইরূপ চিহ্নটিতে, উদাত সঙ্কেত, ইং। বেদের মস্ত্রের উপরে থাকে।—এই চিহ্নটী উপরে থাকিলে স্বরিত এবং উহা নিমে থাকিলে অনুদাত্ত। दिविक अत्र উচ্চারণ করিবার নিয়ম यथा—
निवेश्य दृष्टिं हन्ताये शास्त्राध्मनुचिन्तयन् ।
समागुचारयेदाचां हन्तेन च मुखेन च ॥
यथैवोचारयेदांगां स्तरीवैनान् समापयेत् ।
नातनीय भिका ।

অর্থাৎ হস্তাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রাথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া য়গপং হস্ত ও মুখ উভর দারাই উদাত্ত অনুদাতাদি ক্রমে উচ্চারণ করিবে। যে ক্রমে বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, সেই ক্রমেই হস্ত দারা সমাপ্ত করিতে হয়। *

বেদের মন্ত্রগুলি যদি শিক্ষা-কণিত নিয়মে অর্থাৎ উদাত্ত অনুদান্তগুলিকে স রি গ ম প্রাকৃতি স্বরে উপনীত করিয়। গান করা যায়, তাহা হইলে শুনিতে সন্দ হয় না এবং তাহাকে সপ্তস্বর্য্য গান বলা যায়। এই সপ্তস্বর্য্য গানই লৌকিক গানেয় বীজ। ত্রিস্বর্য্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের স্ষ্টি এবং সেই সপ্ত স্বরেই গান হইত। কুশীলব যখন রাম-সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, তথন তাহা শুদ্ধ স্বরেই গীত হইয়া-ছিল। বিকৃত ১২ স্বর যোগ ছিল কি না সন্দেহ।

বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া কুশীলবকে শিক্ষা

^{*} আমরা দেখিতেছি, ইহা এক-প্রকার তাল বিশেষ। এই হন্ত নিরম হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি ও ক্রমে বাদ্যের সৃষ্টি।

দিলে আচার্য্য ভরত তাহাতে স্বর-যোজনা করিয়া দিয়া-ছিলেন। যথা—

मृल—"तां स शुष्ठाव काकुत् खाः पूर्व्वाचार्य्यविनिक्सिताम्।"

जिका—गाचकानां गान-सिद्धये पूर्व्वाचार्येण भरतेन
निर्मिताम्।

ককুৎস্থবংশজ রাম সেই অশ্রুত-পূর্ব কাব্যগান শুনিতে পাইলেন, যাহা সঙ্গীতাচার্য্য ভরত নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখিতে হইবে শে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যকে কবি ভরত-রচিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, স্থতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে শে, বাল্মীকি-রচিত কাব্যে ভরতের স্বরসন্নিবেশ করা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার নিশাণ সম্ভবে না।

পুনশ্চ—" অদুৰ্ফা पाख-जातिञ्च गरेन समलङ्कृताम्। प्रमागोर्वेज्ञभिवेदां तन्त्रीलयसमन्तिताम्॥"

हैका--"पाश्चनातिं पाश्चस्य ग्रेयस्य नातिं षड्नादिस्वर-रूपाम्। ग्रेयेन गानधर्मीण खरिवश्चेष्ठण समलङ्कृताम्। प्रमाणै-र्ध्व निपरिक्के दसाधनैः दुत-मध्य-विलिम्बतारुक्तिभिवैक्कभिवैक्कः प्रकाराभिवैद्विताम्।"

কথিত শ্লোকটির এতাদৃশ ব্যাখ্যায় জানা যাইতেছে যে রামায়ণটি গান ধর্ম যাবৎ স্বরে গীত হইয়াছিল। কিন্তু অন্ত এক দীকাকারের ব্যাখ্যায় জ্বানা যায় যে, তাহা ষড়জানি স্বর ভিন্ন অন্য কোন বিক্বত স্বরের যোগে গীত হয় নাই। কেননা পাঠ্যজাতি শব্দকে গানাধার শব্দরাশির শ্বরূপ উচ্চারণ এবং গেয় শব্দে গান ধর্ম ধড়জাদি শ্বর বলিয়া ব্যাথ্যা করিতে দেথা যায়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্য-খানির সহিত ভরতের সম্বন্ধ আছে ইহাতে আর সংশয় নাই। বিক্লত স্বরগুলির ব্যবহার থাকিলেও তৎকাল সে সকলের বিশেষ বিশেষ নাম ও তাহা স্ক্রান্ত্স্ক্র্বপে ধর্তব্য ছিলনা বলিয়াই বোধ হয়।

এইরপে ত্রিম্বর হইতে সপ্তম্বর এবং সপ্তম্বর হইতে ক্রমে আর ১২টী স্বর জনিয়া এক্ষণে সংগীতটি পূর্ণাব্যব প্রাপ্ত হইন্
য়াছে। একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া তাহাকে উদান্ত অন্তদান্ত
ও স্বরিত প্রভেদ করিবার যে কোশল, তাহ। হইতে সপ্তম্বর
এবং নেই সপ্তম্বর হইতে অন্তবিধ ১২টী স্বর প্রভেদ করিবারও
সেই কৌশল। কোশল এক হইলেও আদিম মানব সদ্বে
তাহার সর্ব্বাংশ ক্ষুণ্তি পায় নাই বলিয়াই একবারে ১৯ স্বরের
জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।

কি প্রকারে একমাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ স্থার ও বিক্লত স্থার নির্দ্ধাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, সেতার বা বীণাতন্ত্রীতে আঘাত পাইলেই ধ্বনি উত্থিত হয়, বংশীতে ফুৎকার দিলেও ধ্বনি হয়। এইরূপ দেহদণ্ডের অভ্যন্তর যক্ত্রে আঘাত পাইলেও ধ্বনি হয়। কে আঘাত করে ? সঙ্গীত-বিজ্ঞানে লিখিত আছে। যে— "आत्मना प्रेरितं चित्तं विज्ञमाहिन्त देह्नम्। वस्त्रप्रित्यस्थितं प्रायां स प्रेर्यात पावकः॥ पावकप्रेरितः सोऽयं क्रमादूर्द्वपचे चरन्। चतिस्चाध्वनिं नाभौ हृदि सूच्यं ग्रांचे पुनः॥ पुष्टं भीषे त्रपुष्टञ्च कृतिमं वदने तथा।"

আত্মার প্রযন্ত্র (উচ্চারণেচ্ছা) বশতঃ দৈহিক তাপ বা উন্মতা (তড়িৎ) বেগপ্রাপ্ত হয়। দেই বেগ উদর-কন্দ-বের বায়ুকে আঘাত বা প্রেরণা করে। তছভ্রের সঙ্ঘর্ষে উদরাকাশে নাদ বা স্ক্র ধ্বনি উৎপন্ন হয়। দেই ধ্বনি গলগহ্বরে আসিয়া পুষ্ট (মোটা) বা স্কুল হয় এবং বাগ্যন্ত্র (জিহ্বা, দন্ত, তালু প্রভৃতি) দ্বারা তাহা কৃত্রিম স—খ—গ—ম ইত্যাদি নানা আকারে পরিণত হয়। যেরপ বংশীর বা সেতারের একমাত্র সরল ধ্বনিকে বংশীর ছিত্র চাপিয়া কি সেতারের পর্দা চাপিয়া কৃত্রিম (নানা আকার) করা যায়, গল-গহ্বরের ধ্বনিও সেইরূপ তালাদি স্থান চাপিয়া নানা আকারে পরিণত করা যায়।

পর্দা না ধরিরা দেতারের তারে আঘাত করিলে যে ধ্বনি হয়, প্রথম সপ্তকের প্রথম পর্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। দ্বিতীয় পর্দ্দা চাপিয়া আঘাত করিলে তদপেক্ষা উচ্চ ধ্বনি হইবে। কণ্ঠধ্বনিপক্ষেও এইরূপ প্রক্রিয়া বা নিয়ম দৃষ্ট হয়। হদুয়া, কণ্ঠ, মৃদ্ধা, এই কএকটা উচ্চতা বা ওজনের নিরুপক স্থান। কণ্ঠবিবরস্থ শিরা, পেনা, জিহবা ও ক্ষুদ্র জিহবা প্রভৃতি স্বর ভেদক যন্ত্র বা চাপিবার সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। হৃদয়াদি-ত্রিস্থানোৎপন্ন ত্রিবিধ ক্রমোচ্চ ধ্বনি তিনটির নামান্তর মন্ত্র, মধ্য, তার। হিন্দু স্থানীয় ভাষায় ইহাকে উদারা, মুদারা, তারা বলিয়া থাকে।

মন্দ্র স্বরের যে ওজন, মধ্যস্থর তাহার দ্বিগুণিত এবং তার-স্থর তাহার দ্বিগুণিত। সঙ্গীত দর্পণকার ইহা স্পষ্ট করিয়া ব্লিয়াছেন যথা—

"हिंदि मन्त्रो गर्ले मधीमूर्द्धि तार इति क्रमात्। दिगुगाः पूर्व्वपूर्वस्मादयं स्यादुत्तरोत्तरः॥ रवं शारीरवीणायां दारखाञ्च विषय्येयः॥"

প্রযন্ত্র বারা উর্ন্নভাগ চাপিয়া নাভি বা হাদয়-কলর হইতে ধ্বনি বাহির করিলে তাহা মন্ত্র, উর্ন্ন ও অধোভাগ চাপিয়া কেবল গল-গহ্বর বিস্তৃত করিয়া ধ্বনি করিলে তাহা মধ্য, হৃদয় পর্য্যন্ত চাপিয়া (প্রযন্ত্র বারা) তালু স্থান হইতে ধ্বনি বহির্গত করিলে তাহা তার। ইহারা পর পর দিগুণ-ওজন-যুক্ত কিন্তু কাঠ-রচিত বীণায় ইহার ব্যুতিক্রম আছে। নে ব্যতিক্রম এইরপ—শরীর যন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে উপরে উঠিলে উচ্চ হয়, আর সেতার বা বীণার উপর হইতে নীচে আসিলে উচ্চ

এক মাত্র খাড়া ধ্বনিকে এইরূপ প্রভেদ করিয়া আদিম

কালে ত্রৈস্বর্য্য গান প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে তদ্ধপ পত্থা অবলম্বন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে সপ্তস্বরের স্পষ্টি হয়। যথা— কোহলীয় সঙ্গীতগ্রন্তে—

"तं नादं सप्तथाऽकार्धोत्तथा षड् जादिभिः खरैः।

সেই আহত ও অনাহত দ্বিবিধ নাদ-নামক ধ্বনিকে সপ্ত প্রকারে ভেদ করিয়া তাহাতে ষড্জাদি স্বরের (স—ৠ—গ— ম—প—ধ—নি—) ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ষড্জাদি স্বর-গুলি সুল, ইহারই স্ক্র স্ক্র ওজনঘটিত অংশগুলির নাম শ্রুতি।

সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে নাদাত্মক ধানি হইতে ক্রতি নির্ণর করিয়া তাহার বারাই বড়জাদি স্বরের শরীর গঠিত হইরাছে এবং সেই স্বর হইতে মৃচ্ছে নাদির জন্ম হইয়াছে। যথা—

"नाराच श्रुतवी जातास्ततः षड्जादयः खराः। तेभ्यस मृच्छं नाः मोक्षास्तानाखा ग्रामसभवाः॥"

নাদাস্থক ধ্বনি হইতে কিপ্ৰকারে শ্রুতি জন্মিল এবং শ্রুতি হইতেই বা কি প্রকারে ষড়্জাদি স্বর উৎপন্ন হইল, তাহা সরল পদবী অবলম্বন করিয়া বলা মাইতেছে।

* শ্রুতি কি ? সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সংগীত অনুশাসন করিতে করিতে তাহা অনুভব করিতে পারেন। ফল, শ্রুতি অতি স্ক্র

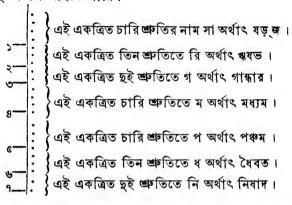
^{*} त्रवषातुः श्रुतिः।

স্বরাংশ। স্বরের আয়তনের নহে, ওজনের অংশ। উহা প্রবণ-গ্রাহ্য স্বর-ধর্ম বিশেষ বলিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—

"खरूपमान श्रवणात् नारोऽनुरणनात्मकः। श्रुतिरित्युचत भराष्त्रस्या दाविंशतिर्मताः॥"

যত নিম্ন হইতে পারে তত নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যত উচ্চ হুইতে পারে তত উচ্চ একটা ধ্বনি-রেখা কল্পনা কর। রেথা পদার্থ কি ? তাহা সকলেই জানেন। রেথা কতকগুলি পর-পর সংযুক্ত বা সংলগ বিন্দুর সমষ্টি স্বতরাং ধ্বনি-রেথাটিও কতকগুলি উত্তরোত্তর সংলগ্ন ধ্বনি-বিন্দুর সমষ্টি। ইচ্ছানুসারে এই ধ্বনি-রেখার কোন একটা স্থানকে বা কোন এক বিন্দুকে ভিত্তি বা মূল দীমা করিয়া তাহার উৰ্দ্ধভাগের কোন এক विन्तृत्क (भव मीमा कन्नना कन्न। এই विन्तृत्वत्वन्न सक्षावर्हिनी अन-রেথাকে ক্রনোচ্চরূপে অগ্রে এইরূপে উচ্চারণ কর—্যেরূপ উচ্চারণ করিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত স্বরটি অবিভাগে উচ্চারিত रत्र। मत्न कत्र, त्यन व्यथम विन्तृत्क अवनम्बन कतित्रा, म ति श म ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ না করিয়া, কেবল অবিভাগে ও ক্রমোচ্চ-রূপে সা-আ-আ-আ-আ-আ-এইরূপ উচ্চারণ করিলে। এই ধ্বনি রেখাটিকে যদি ভাগ করিতে হয় তবে যুক্তি ইহাকে অনেক ভাগ করিতে বলিবে। কিন্তু অত্যন্ত অনেক ভাগ করিলে তাহা অব্যবহার্য্য হইরা উঠে এজন্ত সঙ্গীতাচার্য্যেরা উহাকে

স্থূলতঃ বা মোটামুটি সাত ভাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই সাত ভাগ সাত স্বর বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু দেখিবে যে, সেই সাত ভাগ সমান সাত ভাগ নহে। যেহেতু ভাগলক স্বরগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা উত্তরোত্তর স্থ-পরিমাণে উচ্চ নতে। স্বতরাং তাহা ঠিক সমান সাত ভাগ নহে। সমান সাত ভাগ না হইবার হেতু এই যে স্বরগুলিকে ছোট বড় নানা আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে গান ক্রিয়া উত্তম হয় না। অতএব সেই ন্যুনাধিক সাত ভাগকে একটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মের অনুগত রাথিবার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় এই-পূর্ব্বোক্ত অথগু দণ্ডায়মান ধ্বনি রেথাকে সাত ভাগ না করিয়া, ২২ ভাগ করিয়া তাহার ২।৩।৪ অংশ একত্র कतिया अक अकी अतरक अक अकि निर्मिष्ठ नाम निया গ্রহণ কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সপ্তধা বিভক্ত স্বরের মধ্যে কোনটিতে ২। কোনটিতে ৩। কোনটিতে ৪ বিন্দু আছে। এই বিন্দু গুলিই শ্রুতি। এইরূপ তাতি নির্ণয় করিয়া স্বর নির্মাণ করিবার দিতীয় ফল এই যে, শ্রুতির হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া লইলে সেই সেই স্বর বিষ্কৃত হইয়া এক একটি অভিনব আকারের স্বর হইবে। এই জন্যই কি মনুষ্যক্রে কি বীণাতন্ত্রী কি অন্ত কোন বস্তুজাত ধ্বনির নীচ হইতে উচ্চতা-যুক্ত ধ্বনি-রেখাকে ২২ অংশ করিয়া ২২ শ্রুতি অবধারিত করা হইয়াছে এই ২২ শ্রুতিতে ৭ স্বর শুদ্ধ ঞুবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া বিক্কত ১২ স্বর রচনা করিবার প্রথা নিমলিথিত রেখা দৃষ্টে অনুভব করা যাইতে পারে।



শ্রুতি ও শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার বিষয় শার্স দেব ও সিংহ ভূপাল অতি বিশদরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও স্বর কি ? যদি বৃঝিতে চাও—তবে নিম্নলিথিত পস্থা অবলম্বন কর। ছইটি বীণা সর্কাংশে সমানরূপে প্রস্তুত কর। " एक वीक्रोव भासेते यथा है खिप प्रख्यातः।" ছইটি বাজাইলে যেন ঠিক একটি বীণা বাজিতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়। প্রত্যেকটিতে ২২ বাইশটি করিয়া তন্ত্রী থাকিবেক। যতদ্র মন্দ্র হইতে পারে অথচ রঞ্জকতার ব্যাঘাত না হয় এরপ মন্দ্র করিয়া প্রথম তন্ত্রটি বাঁধ। " হিনী এছি অনি দ্বাক্," দ্বিতীয়টি তাহা অপেক্ষা অরোচ্চ করিয়া বাঁধ। " দেই গ্রুত্রনা স্থাটি তাহা অপেক্ষা

এরপ অল্ল উচ্চ হইবে যে তহুভয়ের মধ্যে যেন আর স্বতন্ত্র বিসদৃশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। তাহার নীচে আর একটি ত্রিমে আর একটি, — ক্রমে বাইশটি তন্ত্রী বাঁধ। এই দাবিংশতি তন্ত্ৰী হইতে উৎপন্ন দাবিংশতি ধ্বনি ঐ শ্রুতি শব্দের বাচা। এই দাবিংশতি শ্রুতিতে সপ্তস্তর স্থাপনের বিধি এইরপ নির্দিষ্ট আছে। তন্ত্রীগুলিকে যদি বিন্দু মনে কর-তবে প্রথম দিতীয় তৃতীয় তন্ত্রী লোপ করিয়া চতুর্থ তন্ত্রী বা বিন্দু স্থানে বড়্জ অর্থাৎ সা স্থাপন কর। সপ্তম বিন্দু স্থানে রি; नवम विन् शांत भ ; जार्याम भ विन् शांत म ; मश्रम विन् স্থলে প; বিংশ বিন্দু স্থানে ধ; দ্বাবিংশ বিন্দু বা তন্ত্ৰী স্থানে নি স্থাপনা কর। শাঙ্গ দেব ও সিংহ ভূপাল এইরূপে শ্রুতি ও স্বরস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা ও শ্রুন্তি . বিষয়ক স্থক্তানের নিমিত্ত একটি " সারণা " নামক প্রকরণের উপদেশ করিয়াছেন। তাহা এ স্থানে ব্যক্ত করিতে গেলে গ্রন্থ বাহল্য হয়। এক্ষণকার স্বরস্থাপনার রীতির সহিত এই প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রীয় স্বরস্থাপনার অনেক প্রভেদ আছে। এক্ষণকার গায়কেরা ও গীতাচার্য্যেরা চতুর্থশ্রুতিতে দা-স্বরের স্থাপনা না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই সা-স্বরের স্থাপনা করেন। এই রীতিতে একটি মহান দোষ আছে। মনে কর, যদি প্রথম বিন্দু বা প্রথম শ্রুতি স্থানে বড়জ স্বরের স্থিতি হয় তাহা হইলে নিষাদের এক শ্রুতি মধ্যসপ্তকের অধিক্রবে যাইয়া পড়ে। ইহা সঙ্গীত শাস্ত্রের অন্থমোদিত নহে। সপ্তক শব্দের সারার্থ এই যে, প্রথম স্বরবিন্দ্কে ভিত্তি করিয় অপর একবিংশতি স্বরবিন্দ্ অবিভাগে উচ্চারিত হইয়া যে একটি স্বর-রেথার উৎপত্তি করিয়াছে এবং সেই বিন্দ্ময় স্বর রেথাকে বিভাগ করিয়াযে নাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারই নাম প্রথম সপ্তক। এই প্রথম সপ্তকের শেষ বিন্দুকে আদি-সীমা করিয়াযদি পুনশ্চ দ্বাবিংশতি বিন্দুময় স্বররেথা করিয়া তন্মধ্য হইতে সারি গম পধ নি বাহির করা যায়, তাহা হইলে তাহা দিতীয় সপ্তক হইবে। মন্ত্র্যা কণ্ঠে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক প্র্যান্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

শ্রুতি কি ? এবং স্বর ও শ্রুতির প্রভেদ কি ? ইহা নির্ণয়
করিতে গিয়া সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, স্বর ও
শ্রুতির প্রভেদ ছগ্ধ ও দধির প্রভেদের ন্যায়। অর্থাৎ ছগ্ধ হইতে
যেমন দধি প্রকাশ পায় সেইরূপ শ্রুতি হইতেই ষড্জাদি স্বর
প্রকাশ পায়। যথা—

"'तास्ताः श्रुतयः खर-रूपेण जायते।"

সেই সকল শ্রুতি (সংযুক্ত হইয়া পুষ্ট ও) স্বর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,

> " श्रुतिस्थाने खरान् वक्ष्णं नाजं त्रसापि तत्त्वतः। जजे वुचरतां मार्गो मोनस्नां नोपजभ्यते॥"

অর্থাৎ জলেতে মৎস্থা বিচরণের পথ যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ স্বর মধ্যে শ্রুতি সঞ্চরণ লক্ষ্য হয় না।

এক্ষণে নির্ণয় হইল যে, ২২ শ্রুতি হইতে ৭ স্বরের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ স্বরে কত শ্রুতি আছে? ইহার প্রমাণ ও তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

> "चतुभ्यों जायते घड्जो मध्यमः पश्चमन्तया । दाभ्यां दाभ्यां ग्रानी चेयौ रिधीच ब्यात्मकौ तथा।"

> > সা ৪
> > রি ৩
> > গ ২
> > ম ৪
> > প ৪
> > ধ ৩
> > নি ২
> >
> > নি ২
> >
> > দোহাঁ।

" खरज मकाम पञ्चम चारि। दोदो गान् हार निखाद विचारि॥ रिखव धैवत तिनो जान। वाखोइस शोरत एसाइ जान॥"

শুদ্ধ ৭ স্থর বিশেষ বিশৈষ স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া অর্থাৎ মন্ত্র, মধ্য, ও তার-স্থান ঐবলম্বনে উচ্চারিত (উত্থান) হয় বলিয়া তাহার ৩ প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে। দে পক্ষ ধরিলে ২১ বিশুদ্ধ স্বর বলা যাইতে পারে। যথা—

"श्रदाः सप्त खरास्ते च मदादिस्थानत स्त्रिधा।

কথিত প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যদি স্বর সংস্থাপন করা যার তাহা হইলেই সেই সেই স্বর গুলি বিক্বত হইয়া দাঁড়ায়। কোন এক নির্দিষ্ট স্বরের নির্দিষ্ট শ্রুতি ভাঙ্গিয়া লইয়া অন্ত এক স্বরে যোগ করিলে সেই উভয় স্বরই বিক্বত ভাব প্রাপ্ত হয় (তাহা এক্ষণে কোমল ও তীওর প্রভৃতি নামে চলিতেছে)। পরস্ত এতৎ পক্ষে একটু বিশেষ নিয়ম আছে এবং সেই নিয়ম বশতঃ বিক্বত স্বর ১২ টির অধিক হয় না।

স ২ প্রকার

রি ২ প্রকার

গ ২ ঐ

ম ২ ঐ

প ২ ঐ

ধ ১ ঐ

বি ২ ঐ

বি ২

সঙ্গীত রত্মাকর এই বিষয়টি বিশ্পিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যথা—

" तत्रेव विक्रतावस्था दादश प्रतिपादिताः। खतीऽच्ती दिधा षड् जी दिश्रतिविक्तीभवेत्॥ साधार यो काक चित्र निषादस्य च दृश्यते॥ साधारणे ऋतिं वाड् जी मुवभचेत् समात्रयेत्। चतुःश्रतिलमायाति तदैकोविक्रतोभवेत्॥ साधारमे चित्र्रतिः स्यादन्तरले चतुःश्रुतिः। गान्धार इति तहेरी दीनिः एक्नेन की तिती॥ मध्यमः षड्जवह् धाऽन्तरसाधारणाश्रयात्। पश्चमोमध्यमयामे चिश्रुतिः कैश्विकं पुनः॥ मध्यमस्य श्रुतिं प्राप्य चतुःश्रुतिरिति दिधा । धैवतोमध्यमग्रामे विक्ततः खाचतुःश्रुतिः॥ के भिक्ते काकचित्वे च निषादि चतुः श्रुतिः। प्राप्नोति विक्रती भेदी दाविति दादश स्थताः ॥ तैः मुद्धैः सप्तभिः सार्द्धं भवत्येकोनविंग्रतिः ॥

এই সকল শোকের সংক্ষেপার্থ এই যে, বড্জ স্বরটি ছই প্রকারে বিকৃত হয়। একের নাম চাতবড়জ, অপরের নাম অচ্যতবড়জ। বড়জসাধারণ অর্থাৎ নিবাদ সরটি যথন দিতীয় সপ্তকীয় বড়জের আদ্য শুতি আশ্রম করে তথন এই বড়জ স্বরটি আপনার স্থান চতুর্থশ্রুতি হইতে ল্রপ্ত হইয়া ভূতীয় শুচতিতে গিয়া অবস্থান করে, স্কুতরাং তথন ইহা বিকৃত এবং স্থান-চ্যুততা-হেতুক ইহা চ্যুত্রপ্ত্ জ বিলয়া উক্ত হয়। আর

নিষাদ যথন কাকলী হয় অর্থাৎ তাদৃশ যড়জের ছই চ্চাতি গ্রহণ করে, তথন যড়জস্বরটির আয়তন ছই চ্চাতি হইয়া পড়ে কিন্তু স্বস্থানে অর্থাৎ চতুর্যক্ষতিতেই থাকে, স্থতরাং ষড়জ স্বরটি স্বস্থানে থাকিলেও ছই চ্চাতির ন্যুনতাহেতু বিক্বত এবং তাহা অচ্যুত্যড়জ নামে উক্ত হয়। এইরূপে বিক্বতাবস্থ ষড়জ স্বরটি দিবিধ।

ঋষভ স্বরটি এক প্রকারেই বিক্বত হইয়া থাকে। বড়ঙ্গ সাধারণ অর্থাৎ নি-স্বরের পূর্কোক্ত প্রকার ব্যবস্থাকালে ঋষভ বড়ঙ্গ-স্বরের অন্তিম শুফতিটি গ্রহণ করে।' ত্রিশ্রুতিক ঋষভ চতুঃশ্রুতি হইলে স্কুতরাং তাহাকে বিক্বত ঋষভ বলিতে হয়। বি এতদ্বির অন্য প্রকার হয় না।

গান্ধার স্বরটিরও ছই প্রকার বিক্বতি। সাধারণগান্ধার ও অস্তরগান্ধার। গ নিজে ২ শ্রুতি, কিন্তু যথন মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তথন ত্রিশ্রুতিত ইয়া সাধারণ গান্ধার এবং যথন দ্বিতীয়া শ্রুতিতে উচ্চারিত হয়, তথন ৪ শ্রুতি হইয়া অন্তরগান্ধার নামে খ্যাত হয়। গান্ধারের এই ছই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার বিক্বতিত্ব নাই।

ষড়জের ন্যায় মধ্যম স্বরটিরও দ্বিবিধ বিক্কৃতি। তাহা মধ্যম সাধারণে ও গান্ধারের অন্তরতা কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মধ্যম গ্রামে, পঞ্চম স্বরটি ্সীন উপাস্ত্য শ্রুতিতে অর্থাৎ

তৃতীয় শ্রুতিতে প্রকট হইলে একশ্রুতি হীন হওয়ায় ত্রিঞ্জাতিক হইয়া পড়ে। ইহা এক প্রকার বিক্বত পঞ্চম। এবস্তুত পঞ্চম মধ্যমের এক শ্রুতি লইলে মর্থাৎ মধ্যম স্বীয় উপাস্ত্য শ্রুতিতে উচ্চারিত হইলে, চতুঃশ্রুতিত্ব লাভে বিক্বতভাব প্রাপ্ত হয়। স্থুতরাং পঞ্চমেরও দ্বিবিধ বিক্বতি।

ধৈবতের এক প্রকার মাত্র বিকার। ধ-স্বরটী পঞ্মের অস্তাত্ত্বতি লাভে (মধ্যম গ্রামে)চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন হইরা তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হয়।

নিষাদ স্বরটি স্বরূপতঃ দিশ্রুতিক, কিন্তু প্রথোমক্ত ষড়্জ সাধারণতা কালে দ্বিতীয় সপ্তকীয় ষড়জের প্রথম শুরুতি আশ্রয় করিয়া ত্রিশ্রুতিক এবং যখন কাকলী হয় তখন তাহার ছুই শুরুতি গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতিক হইয়া দাঁড়ায় স্কুতরাং নিষাদের ছুই প্রকার বিকার। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সন্দারে দ্বাদশ প্রকার বিকৃত স্বর আছে।

শুচতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত এই সকল বিক্বত স্বরগুলি কণ্ঠ-গীতে ছাত্রের পক্ষে সহজ বোধ্য নহে। সেতারের পর্দ্ধাতে ইহা উত্তম বুঝা যাইতে পারে। শুচতি ও তদমুগত নিয়ম অমু-সারে আবদ্ধ ১৯ থানি পর্দায় তিন সপ্তকের ২১ থানি শুদ্ধ স্বর সহজেই উচ্চারিত হইরা বাকৈ। বিক্বত স্বরগুলি প্রকাশ করিতে হইলে তন্ত্রী আক্ষণ করিবা অথবা পর্দা সরাইয়া প্রকাশ করিতে হয়। পর্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, পর্দাগুলি সম অন্তর বাঁধা নহে। সমান্তর না হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে স্থরগুলি সম-অন্তর নহে, ইহা ও একটি কারণ। কোন্ কোন্স্বর ৪ শুণ্ডি এবং কোন্কোন্ স্বর ২০৩ শুণ্ডির সমষ্টি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সেতার

_স (৪ আঞ্তির মাথায়)

: _রি (৩ আচতির মাথায়)

:_গ (২ ,, মাথায়)

_ম (৪ ,, মাথায়)

_প (৪ ,, মাথার)

: _ ধ (৩ ,, মাথায়)

: _নি (২ আঞ্তির মাথার)

্রা (৪ আঞ্তির মাথায়)

এক্ষণে পর্দা সরাইয়া বিক্নত (কোমল তিওর) কর। সা
নি—স্থরের ১ শুজতি লইতে পারে। লইলে তাহা অচ্যুত ষড়জ
হইবে। নীর পর্দাঝানি সা'র দিকে ১ শুজতি সরাইয়া লইলেই
উহা সম্পন্ন হইবে। আর এক শুজতি ত্যাগ (নির দিকে)
করিলে তাহা চ্যুত ষড়জ হইবে।

এইরূপে শুদ্ধ ৭ স্থার, তৎপত্তে গৈহার বিকার ১২ স্থার, সমুদায়ে ১৯ স্থার, গীত হইত ১ তৎপত্তে ক্রমে রাগ রাগিণীর

স্ষ্টি। রাগ রাগিণী আর কিছুই নহে, কেবল উল্লিখিত স্থর শ্রেণীকে ছন্দঃ ও অলস্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া ঞুক একটা আকৃতি নির্মাণ করা মাত্র। তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে মন মোহিত হয় ও অনুরক্তি জন্মে বলিয়া রাগ নাম হইয়াছে।

यह अदत अर श आवात ह श्रीकात एक आहि। वानी
 रि) मःवानी (२) विवानी (७) अञ्चलानी (६)। यथा—
 ते वादि-सम्बादि-विवाद्यन्वाद्यस्त्रिधा पुनः।
 स्रास्तु विधाः मोतास्त्र स वादी कथ्यते ॥
 मचुरो यः प्रयोगेषु विता रागादिनिस्थम्।
 समग्रु तिस्र सम्बादी पञ्चमस्य समः कृचित्॥
 गनी विवादिनौ स्थातां रिधयोवां तु तौ तयोः।
 स्रु वादी भवेच्छ व इति प्रिष्ठतसम्मतम्॥

অর্থাৎ গীত প্ররোগ সময়ে, যে স্বর প্রাচ্য্য হেতৃক রাগের বোধক হয়, তাহা বাদী স্বর। পঞ্চমের সম শুটতি স্বর সম্বাদী। গান্ধার আর নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবতের ক্রমান্তরে বিবাদী; এইরূপ ঋষভ ও ধৈবত, গান্ধার আর নিষাদের ক্রমান্তরে বিবাদী। বাদী সম্বাদী বিবাদী লক্ষণ স্পর্শ না করিলেই তাহা অনুবাদী হইবে।

নংগীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, উচ্চ উচ্চ স্থর হইলেই উচ্চ উচ্চ গ্রাম হ্য়ী বস্তুতঃ তাহা নহে। গ্রামের একটু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা-1"खराणां स्ववस्थानां समू हो ग्राम उच्यते।" "पञ्चस्वितिवितारः षड्जग्रामक्तरोच्यते। सोपान्तत्रश्रु ति-संस्थोऽयं ग्रामःस्थान्मध्यमक्तथा॥" "ग्रामः खर-समूहः स्था न्यूच्छे नादेः समाश्रयः। तौ दो धरातने तत्र स्थात् षड् ज्याम खादिमः॥ द्वितीयो मध्यमग्रामक्तयोर्न च्याम् च्यते। षड्जग्रामः पञ्चमे खचतुर्थश्रु तिसंस्थिते॥ खोपान्यश्रु तिसंस्थेऽस्मिन् मध्यम-ग्राम द्व्यते। यदा धिच्चश्रु तिः षड्जे मध्यमे तु चतुःश्रु तिः। रिमयोः श्रु तिमे केतां ग्रान्थारञ्चेत् समाश्रयेत्। प श्रु तिं धो निषादस्तु ध श्रु तिं सश्रु तिं श्रितः। ग्रान्थारग्राममाच्छे तदा तं नारदोम् निः। प्रवर्त्तते खरीनोके ग्रामोऽसौ न महीतने॥"

অর্থ—মৃচ্ছ নাদির আশ্রভ্ত স্বর সম্হের স্থাবস্থার নাম প্রাম। তন্মধ্যে ধরাতলে ২ প্রাম গীত হইরা থাকে। আদিম ষড়জ প্রাম, ২র মধ্যম প্রাম। এই ছইরের লক্ষণ উক্ত হই-তেছে। যথা পঞ্চম স্বর স্বীয় চতুর্থ শ্রুতিতে থাকিলে অর্থাৎ নির্বিকার থাকিলে তৎ-সম্বলিত স্বরসমূহ ষড়্জ প্রাম, আর সেই পঞ্চম উপাস্তাশ্রুতিস্থ হইলে তৎসংযুক্ত স্বরসমূহ মধ্যম প্রাম।

গ্রাম হইতে মৃচ্ছ নার জন্ম। 'মৃন্ধ না প্রতি গ্রামে প্রধানতঃ সাত সাতটি। ক্রমারয়ে জারোঞ্গ অবরোহণ ক্রিয়া সম্বদ্ধ স্বরসমূহের নাম মৃর্জুনা। এই মৃর্জুনা বীণাযন্ত্রে স্থুস্পষ্টবোধ্য। কোহলীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

> सप्तेव मृर्क्कनासात्र प्रतिग्रामं प्रकीर्त्तिताः। स्राहिदित्रिचतुः पञ्च षट् सप्तव्यपि ता मताः॥ षड्जादिषादपर्य्यन्तं निषादाद्वैवतान्तकम्। धेवतात्पञ्चमान्तन्तु पञ्चमान्त्रध्यमान्तकम्॥ स्रवसात् सान्तिमित्याद्धः षड्जग्रामस्य मृर्क्कनाः॥

অস্য প্রয়োগঃ।

न तिशिम পধ नि, निमितिशम পধ, ধ निमितिशम প, পধ निमितिशम, मि পধ निमितिश, গম পধ निमिति, तिशम পধ निम।

নদীতে প্রধানতঃ প্রতি গ্রামে সাতটি করিরা মূর্চ্ছনা কথিত হইরাছে তাহা প্রথম, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, বট্ও সপ্ত স্থারে অন্থ গত। বড়জ হইতে নিবাদ পর্যান্ত—নিবাদ হইতে ধ্বৈত পর্যান্ত—বৈবত হইতে পঞ্চম পর্যান্ত—পঞ্চম হইতে মধ্যম পর্যান্ত—মধ্যম হইতে গান্ধার পর্যান্ত—গান্ধার হইতে প্রবর্গ সা পর্যান্ত। এইরূপ স্বর পরিচালনাম্মক মূর্চ্ছনাকে বড়জ-গ্রামীয় মূর্চ্ছনা বলে। (উপরের লিখিত উদাহরণ দেখ।)

[🖊] অনন্তর মধ্যম গ্রামের মূছি না এইরূপে প্রদর্শিত হইরাছে।

" अथोचने पुरोधाय मध्यम-ग्राममू क्रेना । मार्गानां गार्बर्धभानां ऋषभात् सान्तमिष्यते ॥ साद्रगनां नेधेवतानां धात् पानां पाच मान्तकम्।"

অস্থোদাহরণম।

म প ধ নি म ति গ, গ म প ধ নি म ति, ति গ म প ধ নি म, म ति গ म প ধ নি, নি म ति গ म প ধ, ধ নি म ति গ म প, প ধ নি म ति গ म।

ম হইতে গ প্র্যান্ত,—গ হইতে রি প্র্যান্ত,—রি হইতে দা প্র্যান্ত,—দা হইতে নি প্র্যান্ত,—নি হইতে ধ প্র্যান্ত,—ধ হইতে প প্র্যান্ত,—প হইতে ম প্র্যান্ত। এইরূপ স্বর-ব্যবস্থাণটিত মৃচ্ছনা মধ্যম-গ্রামীয় মৃচ্ছনা। (উপরের লিখিত উলাহরণ দেখ।) গান্ধার গ্রামের মৃচ্ছনা লৌকিক গীতের অন্থপ্রোগী বলিয়া বিশেষ করিয়া বলেন নাই। "ম দ দ দ দি ক্রিনি মান্দ্রাম্যাদ্দুর্ক্তনা" এইরূপ সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন।

অপিচ, সঙ্গীত শাস্তে মৃচ্ছ নার নাম কল্পনা করা আছে ৷
যথা—

" लिलता मध्यमा चित्रा रोहिशो च मतङ्गजा । सौवीरी शुद्रमध्या च घड्ज-मध्या च पञ्चमी ॥ मत्सरी मृद्रमध्या च शुद्रान्ता र कलावती। तीव्रा रोही तथा वास्त्री स्थारी ज्वरा चरा ॥ सरावती विश्वांचा च चिव ग्रामेष मूर्क्कना। एकविंश्रतिरित्युक्का मूर्क्कनाश्चन्द्रमोनिना॥

ইহার অর্থ সহজ, মৃচ্ছ নার নাম ভিন্ন ইহাতে অন্ত কিছু নাই। এই একবিংশতি মৃচ্ছ না প্রধান, ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুতর মৃচ্ছ না আছে।

কোহল-ক্বত সঙ্গীত গ্রন্থ অপেক্ষা সঙ্গীত-দর্পণে কিছু এই দকল বিষয়ের বৈশদ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে এক সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার কি পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইয়াছিল তাহা বোধ-গম্য করাইবার নিমিত্ত সঙ্গীত-রত্নাকর হইতে মৃষ্ঠ নানিয়ামক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" क्रमात् खराणां सप्तानामारो इश्वावरो हणम्।
मूच्छे नेत्युच्यते ग्रामचये ताः सप्त सप्त च ॥

ख्यान-चय-समायोगे मूच्छे नारम्भसम्भवः।
तच मध्यस्य-घड्जेन घड्ज-ग्रामस्य मूच्छे ना ॥
पूळ्येमारम्यते नेस्तु निधादाद्यैरधस्तनेः।
मध्य-मध्यम-मारम्य मध्यमग्राम-मूच्छे ना ॥
खाद्या नेस्तद्योधस्तः खरानारम्य घट्कमात्।
घड्जेतूत्तर-मन्द्राद्या रजनी चोत्तरायता॥
खड्जेतूत्तर-मन्द्राद्या रजनी चोत्तरायता॥
खड्जेत्तर-मन्द्राद्या रजनी चोत्तरायता॥
स्ववद्या मस्यरीक्षतास्वकान्ताभिषद्दता।
सौवरी मध्यमग्रामे हान्द्रिकांस्वा ततःग्रम्॥
स्वात् कर्णोपनता सुद्वा मध्यम्वार्गीच सौर्वी।

हृध्यका सप्तमी प्रोक्ता मुर्च्छनेत्यभिधा इमाः ॥ नन्दा विशाला सुमुखी विचित्रा रोहिग्गी सुखा। व्यानापाचेति गान्धार-ग्रामे खः सप्त मूर्च्छ नाः ॥ पृथक् चत्विधाः यदाः काकनीकि चितास्तथा । सानाराक्तद्वयोपेताः षट्पञ्चाशन् मृर्च्छनाः। यदा निषाद-संज्ञेकः ऋति-दन्दं समास्रयेत्। तदूर्द्वमाय्य काकली तदा सा कथारते वृधेः॥ यदाश्रयति गान्धारोमध्यमस्य श्रुतिदयम्। तदासावन्तरः प्रोत्तोम्निभऋ तुसन्धिवत्॥ मुक्क नायां यावतिथी भवतां घड्जमध्यमी। ग्रामधीक्तावतिथेत्रव मुक्त्वा सा मकीर्त्त ता॥ प्रथमादिखरारसादेकेका सप्तधा भवेतु॥ तास्चार्यान्यखरान् तान् पृर्वानुचारयेत् क्रमात्॥ ते क्रमाः कथितास्तेषां संख्या नेत्राङ्करामतः ॥ इत्यादि । পূর্কে বাহা কিছু বলা হইয়াছে তদ্বারাই এই সকল শ্লোক গতার্থ হইরাছে। স্কুতরাং ইহার আর অন্তবাদ দিলাম না। ফল,

"यत्र खरोमू श्कित एव रागतां
प्राप्तश्च तामाज्ञरतश्च मूर्क्कनाम्।
यामो द्वान्तत् खर-सम्मय्क्ता
स्ताना भवेयुः प्रेति निर्वादिश्वतिः॥

विरुद्ध स्वरं तकन मृष्टि द्वार्भिश्विष्ठि ७ প्रतम्भत्र मः सिटे

হইয়াই রাগভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহার নাম মৃচ্ছনা। আবার এইরূপ স্বর-প্রয়োগের প্রভেদ হইতেই তানের উৎ-পত্তি, এবং তাহারও সংখ্যা প্রধানতঃ ২১ একবিংশতি।

মৃচ্ছে কা হইতে তানের জন্ম। এই তান দ্বিবিধ। শুদ্ধ ও কূট। তাহারই ভেদ অপূর্ণতান ও পূর্ণতান।

यदा तु मूर्च्छ नाः श्रद्धाः षाड्वीड्वितीक्तताः । तदा तु श्रद्धताना स्यः मूर्च्छ नाश्वान षष्ट्रजगाः ॥ सप्त-क्रमात् यदा चीनाः खरैः सरिपसप्तमैः । तदाश्वविश्वति-स्तानाः षाड्वाः परिकीर्त्ति ताः ॥

অর্থ,—মৃচ্ছন। যথন শুদ্ধ থাকে ও যথন তাহাকে ধাড়ব ওড়ব করা হয় তথনই শুদ্ধ তান এবং এই শুদ্ধ তানে ষড়্জ-থাকে। ক্রমে স রি গ ও সপ্তম স্বর দারা ক্রমশঃ বৃদ্ধিত করিয়া শামিনী মূর্ছনো যাড়ব তান সংখ্যা অস্তাবিংশতি হয়।

यदा तु मध्यमग्रामे मूर्च्चना सरिगोज्भिताः। सप्त क्रमात् यदा तानाः खम्तदा लेकविंग्रतिः॥

মর্ত্মার্থ এই বে—বখন মধ্যম গ্রামের মৃচ্ছ না স রি গ বর্জিত হয় তথন ক্রমান্থবায়ী ২১ ষাড়ব তান হয়।

> रवमेकोनपञ्चाशन्मिलिताः घाड्वा मताः। सपाभ्यां तिस्रुतिभ्याः स्थाभ्यां सप्त विक्ताः॥ ष्रहुजग्रामे एथक् ताने एकविंश्यतिरौड्वाः।

মর্মার্থ।

বাড়ব তান সমুদায়ে ৪৯। স প ও গ নি তথা রি ধ ক্রমা-বয়ে মৃচ্ছনায় বর্জিত হইলে যড়জ গ্রামে ২১ ওড়ব তান হয়।

विश्व तिभ्यां दिश्व तिभ्यां मध्यमग्राममूर्च्छनाः।
यदा होनास्तदा तानाश्चतुर्देश समीरिताः॥
स्वीड्वा मिस्तिताः पञ्च विश्वरत् ग्रामदये स्थिताः।
सर्वे चतुरशीतिः सुमिस्तिताः षाड्वीड्वाः॥

তাৎপর্যার্থ এই বে, মধ্যম গ্রামে ত্রিশ্রুতি ও দিশ্রুতি অর্থাৎ গ নি ক্রমান্বরে বর্জিত হইরা অর্থাৎ প রি ১৪ ঔড়ব তান হর। সম্দারে ৩৫ তান। এইরূপে ২ গ্রামে ৮৪ টি শুদ্ধ অসম্পূর্ণ তান আছে।

खसम्पूर्णां सम्पूर्णां खुत्कमोचारिताः खराः। मुक्तनाः कूटतानाः स्टरिति प्रास्नविनिर्णयः॥

তাৎপর্য্য—মৃচ্ছ না স্বর ব্যুৎক্রমে (অর্থাৎ উলুতপ্পুত রীতিতে)
অসম্পূর্ণা বা সম্পূর্ণা উচ্চারিত হইলে গীতশান্তে ঐ ঐ মৃচ্ছ নাকে কূট তান কহে।

पूर्णा पञ्चसत्त्वाणि चलारिश्रट्युतानि च। रक्षेकस्यां मुर्च्छनायां—

এক এক মূর্চ্ছনাতে ৫০৪০ ক্ষ্টি হাজার চল্লিশটি করিয়া শুদ্ধ, কূট ও পূর্ণ তান আছে, অপূর্ণ তান ইহার অনেক। অধিক। প্রধান মৃষ্ণ নার নাম—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সোবীরা, মধ্যমধ্যা, ষড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃছ্মধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবলী, তীব্রা, রোজী, বান্ধী, বৈষ্ণবী, থেচরা, চরা, সদাবতী, বিশালা (২১)।

কাব্যে যেমন স্থায়ীভাব ও সঞ্চারীভাব প্রভৃতি আছে, গানের মধ্যেও তাহা আছে। কাব্যের যেমন রস আত্মা, গানেরও তজ্ঞপ। স্থতরাং গান-কার্য্যেও স্থায়ী আদি লক্ষণ আছে।

গান-ক্রিয়া বর্ণ নামে উক্ত হইরাছে। সেই বর্ণ ৪ প্রকার নিরূপিত আছে। স্থায়ী, অবরোহী, আরোহী ও সঞ্চারী। হথা—

गान-कि भोचित वर्षः स चतुर्दा निरूपितः।
स्थायारो हावरोहीच सञ्चारीत्यथ चन्नगम्॥
स्थित्वा स्थित्वा प्रयोगः स्थारेनैकस्य खरस्य यः।
स्थायी वर्षः स विज्ञेयः परावन्वर्धनामकौ॥
रतत सम्मिश्रगादर्थः सञ्चारी परिकीत्ति तः॥

থাকিয়া থাকিয়া এক এক স্বরের পুনঃ পুনঃ প্ররোগ হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ কহে। আরোহী ও অবরোহী বর্ণের লক্ষণ এই বে, উহার বেমন নাম তেমনি অর্থ (অর্থাৎ কার্য্যেও আরোহী অবরোহী)। ইহা মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহা সঞ্চারী নামে কথিত শ্রু

স্থাগ্নী বর্ণের আর একটি স্পষ্ট লক্ষণ আছে তাহা এই— यत्रीपविद्यते रामः खरः स्थाधी स कष्यते।

় যে রাগটি যাহাতে উপবেশন করে সেই স্বর স্থায়ী নামে উক্ত হয়।

(গ্রহাদি।)

"गीतादी स्थापितो यस्तु स ग्रहस्वर उचते । न्यासस्वरस्तु विज्ञेयोयस्तु गीत-समापकः। वज्जनतं प्रयोगेषु स अंग्रस्वर उचते।"

অর্থাৎ গীতের প্রারম্ভে যে স্বর স্থাপনা করা যায় তাহার নাম গ্রহস্বর। যে স্বরে গিরা গীতটি সমাপ্ত হয় তাহাকে ন্যাসস্বর এবং প্ররোগ কাল মধ্যে যে যে স্বর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অংশস্বর বলে। আবার কাব্যের ন্যায় গানেও অলন্ধার আছে। গানের অলন্ধার কি তাহা গীতান-ভিজ্ঞদিগের বোধগম্যের নিমিত্ত এস্থলে তাহার আংশিক লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছি।

"विशिष्ट-वर्ण-सन्दर्भमनद्भारं प्रचन्नते। एकेकस्यां मुक्कं नायां निष्ठिक्दिता वृधेः॥"

বিশেষ বিশেষ বর্ণ (স্থারিপ্রভৃতি) সন্দর্ভের নাম অল-স্কার। সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে এক এক মৃচ্ছ্নাতে ৬৩টি করিয়া অলঙ্কার আছে।

অলফারের প্রস্তারের অর্থাৎ সাজান নিয়মের নিদুর্শন

স্বরূপ একটি উদাহরণ এই ঃ—সরি সরি গ, রিগ রিগ ম, গম গম প, মপ মপ ধ, পধ পধ নি, ধনি ধনি স।

(এইটি দ্বিতীয়)

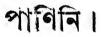
দ রি গ, রি গ ম, গ ম প, মপ ধ, প ধ নি, ধ নি দ।

এইরপ স্বর প্রস্তারের নাম অলহার। কলাবতেরা ইহা

অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অলহারের অত্যধিক
ব্যবহারে কি মন্ত্যা, কি কাব্যা, কি সন্ধীত কাহারও শোভা
থাকে না।

স্বরবিজ্ঞানের বিষয় অত্যধিক বিস্তার না করিয়া এই স্থানেই শেষ করিলান এতদ্বারা অন্তত্ত হইবে যে, এক মাত্র ধ্বনি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যেরা কতদূর পর্য্যন্ত মনশ্চালনা করিয়াছিলেন। *

শক্তজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি লিখিবার সময় আমার পরমবন্ধু সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন ত্ণ্লী নিবাসী
 শ্বিষ্ঠ বারু সারদাচরণ যোষ আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন।



"Panini's work is indeed a kind of natural history of the Sanskrit language."

1

PROFESSOR GOLDSTÜCKER.

পাণিন।

দংস্কৃত ভাষার উৎপতিভূমি বা প্রথম প্রচার ভূমি এক্ষণে কোথায় ও কি নামে লোক-গোচর হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে? এ ভাষার নির্মাতা কে? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন সময়েই বা কোন দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল ? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল ৭ ইহা কি আদিমতম ভারতবাসিদিগের নাতৃভাষা ছিল ? না তাঁহাদের অন্তবিধ ভাষা ছিল তাহাই সংস্থার পূর্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। এই वर्षीयमी ভाষার উৎপত্তিকাল निर्भय करत काहात मधि। উপরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই ব্যীয়দী ভাষার কত নিমের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বুদ্ধতম, কিন্ত এই ভাষার ক্রোড়ে বদাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রস্তুত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার 🏄 বিত্তবল চিন্তার পরপারে লুকায়িত

আছে। বৃদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে।আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাহাঁরা সংস্কারক বা উন্নতি কারক তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শত বর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না! তবে আমাদেরই ছই পাঁচ জন পূর্ব্ব পূরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ছই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস্করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাঁহার নাম অন্ধিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীরদিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীরেরা ইহার দ্বারা স্বর্গীর স্থা পানের ক্ষোভ নিরতি করিয়াছিলেন। ভাগুরি, ঔপমন্তব, যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈনিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশলী, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যুকুলের নিকট বিশেষ সমাদ্তা ছিলেন, তাঁহারাও যথাসক্ষ্ম আচার্য্যদিগের মধ্যে মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উলিথি

পাণিনি সর্কাকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, দর্বাকনিষ্ঠ পাণিনির মতই একণে প্রবল। যদিও ছুই একটি মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, নে দকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন ? তাঁহারই বা এত মান্ত কেন ? তিনি কোন্ দেশের লোক ? কোন্ সময়ের লোক ? কাহার পুত্র ? এ সকল জানিবার জন্ত অনেকেরই কুতৃহল উদ্দীপ্ত হইরা থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতৃহল চরিতার্থ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি ?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মৃচ্ ব্যক্তিরও বিষয়-প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেছ্টারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্মূল কল্পনার আশ্রমে থাকিয়া জিজ্ঞাস্ক্রদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্তই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সন্তও না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্মবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যাথার্থা নির্ণয় হঃসাধা। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভূতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমান লইরাই থাকে। অনুস্কৃতি কথন কথন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু ভ্রামান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্কট। ভাত্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ'। ঐতিহ কি ? তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ। য়দি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইদে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়পক্ষে যথন এত বাধা আছে, তথন আমিও যে অভ্যন্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিক্তা করিতে পারি না; তবে এই পর্যান্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া স্ক্রমন্তব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, স্বেছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নিমূল কল্পনা বর্জন করিয়া, অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

প্রাতর জানিবার ছইটি মাত উপায় আছে। যুক্তি ও ঐতিহা। অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিকরপে সমাগত বিধাসনোগ্য জনপ্রাদ, তংকালের কি তংপরবর্তী কালের লিপি, ঘটনা-বিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এ সমস্তই উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিরাই মুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান ক্রিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্কাপর' কিক্দ্র, এদিকে সংলগ্ন, অন্যদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি প্রিজিজা। ঐতিহ্ পক্ষেও এস্থলে স্থায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ঝ্লায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্থায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম উহা চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্ম, চাণক্য ও বাৎস্থায়ন যে এক ব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত; স্থতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাংস্যায়ন, মল্লনাগ, কোটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচক্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্তনামগুলিই পর্যায়বৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

" वात्यायने मस्तनागः कोटिनस्याकात्मजः।

'' द्रामिनः पचिनसामी विषाु गुप्तोऽङ्ग नस्य सः।''

(মর্ত্যকাও।)

ক্সারভাব্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের ক্বত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্র কৃত বার্ত্তিক, এবং বাচপতি মিশ্র-কৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ক্যায়শাল্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণ্ও অবগত আছেন। মলনাগ, পক্ষিল স্বামী, বাৎসায়ন এক ব্যক্তি এবং তিনিই চাণক্য। এই চাণক্য নীতিশাস্ত্রে ও শব্দশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শব্দশাস্ত্রে ইনি কোটিল্য-নামে বিখ্যাত।, সংস্কৃত "মুদ্রারাক্ষন" নাট-কের বহুতর স্থলে চাণক্যকে "কৌটিল্য" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এনকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এজস্ত এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্কৃত করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যথন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তথন অবশ্য তিনি চক্রপ্তপ্তের বা শেষনন্দের পূর্ববর্তী। ইহার দারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যন ২৩০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্ধারা কোন একটি নির্দ্ধিকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৩০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণা-লীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হইবে।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে ? সর্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্তিত্বা করালরাত্তের মধ্যভাগে বটরক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া জোনপুত্র, ক্বতবর্মা ও ক্লপাচার্য্য জীবশ্ন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়। নিমে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্তের যুদ্ধকালটির উরেথ মুহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্ধিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া সায় না। স্কৃতরাং অন্থ কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অন্পরণ করা মাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতিগ্রন্থি এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্ত-গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—

" ग्रतेषु षट्सू सार्द्वेषु व्यधिकेषुच वसरे। च्यभवन् कुरपाखवाः॥

কলির ৬৫৩ বংসর অতীত হইলে কুরুপাগুবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিরা উক্ত কালসংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দর্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্টিরাক্ব প্রচ্ছলিত ছিল। বিক্রমাদিত্যের সময় যৌধিষ্টিরাক্ব ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্যাভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্টিরাক্ব বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্টিরের বৃত্তান্তর্যটিত মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিক্ত আছে যে, যুধিষ্টিরের

রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়া-ছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষিমগুল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত ুবৎসরান্তে পরিবর্তিত হইয়া অন্ত নক্ষত্রে গমন করেন। স্থা্যের যেমন এক মাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ মপ্তর্ষিমগুলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই সকল প্রমাণ দারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্বন, তৎপুত্র অভিমন্ত্য, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তংপুল্র জনমেজয়: এই জনমেজয়ের সমকালে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্তেরে যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যুন ৩০০ শত বৎসর वावधान आद्य, रेश विनिद्धां त्वाध रय नमधिक त्नाय रय ना, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বংসরাস্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই মহাভারতে পুরাতন काला वर उरममकाला एक कान महाचा, मकलाई मितिवेष्ठे আছেন, किन्तु देशांद्ध यास्त्र, भात्रस्त्रत्, भाकणायनामित्र

উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী অক্তান্ত পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্তী বিষ্ণু-প্রাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসতা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় श्व के मकन वाक्ति अर्था९ योष, शातस्त्रत, भाकि । यनः ভারতীয় ব্যাদ, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল षालाहना कतिया (मथिल। ष्यवतार अनानीरक, कनित ছুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এথন পাঠকগণ प्रिथ्न, পाणिनि यूनि •काल्थामाप्तत कान् माशानिष्ठ বসিয়া ব্যাকরণস্ত্র রচনা করিতেছেন, যুক্তি-চক্ষুতে দেখুন, वर्जभान ममग्र रहेरल अनुग्न २००० वरमत्त्रत शृर्ख धवः किन-প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহ্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্ অবলম্বন ক্রিলেও উপরোক্ত নির্ণয় স্থির থাকে এবং আহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভা সতাটি দৃদু হয়। ঐতিহ্ গ্রহণ ক্রিবার অবলম্বন অধিক নাই, বৃহৎ-কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর* ও বৃহৎকথামঞ্জরী,† এই গ্রন্থত্তর মাত্র আছে। এই গ্রন্থত্তরেই পাণিনির
জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া
তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।
পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত
বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

র্হৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপ-বর্ষ নামক একজন শব্দ-শাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইরাছি। যথা;—

* সোমদেব ভট্ট এই গ্রন্থ, পৈশাচী ভাষার রচিত গুণাঢাক্ত রহৎ
কথা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র । রহৎকথা ছুই সহত্র বৎসর গত
হইল লিখিত হইরাছে। সোমদেব ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকর্তা কহলণ
পণ্ডিতের সমসাময়িক। ইহাঁরা উভরে কাশ্মীরদেশে অনুন এক সহত্র
বৎসর পূর্বেবর্ত্তমান ছিলেন।

† এই গ্রন্থ ক্ষেয়েন্দ্রকৃত। ইহা কথাসরিৎসাগর রচনার অতি
অপ্পর্কাল পূর্নের রহৎকথা হইতে অনুবাদিত হইরাছে। ক্ষেয়েন্দ্র আপনাকে ব্যাসদাস বলিরা পরিচয় দিরাছেন। তিনি অনস্তদেবের সময় কাশ্মীর প্রদেশে শৈবদার্শনিক অভিনব গুণ্ডাচার্য্যের নিকট অলকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁছার কৃত রহৎকথা-মঞ্জরীব্যতীত ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী, কালবিলাস্, দশাবতারচরিত্র, সময়-মাতৃকা, ব্যাসাইক, সুরত্তভিলক, লোকপ্রকাশ ও রাজাবিশ্ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাপ্তারে বর্ত্তমান আছে।

"यदाच भगवानुपवर्धः वर्णा एव चि प्रब्दाः" (शृज्जाया २ जः)

রহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনি নিজেই 'শালাত্রীয়' নাম দারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শালা-তুর নামক প্রদেশ জাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তদেশবাসী নহেন।ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য লুকায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিরা বাহুল্য রচনা করিয়া
থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তত্তির আকাশকুস্থমের
ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বিলিয়া পরিচিত হইতে
পারিত না, যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরপ। যথা;—

"प्रवन्ध-कल्पनां क्लोकसत्यां प्राचाः कथान्विदुः। परम्पराश्रया या स्थात् सा मतास्थायिका वृधेः॥"

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বৃহৎকথার যে যে অংশের সামঞ্জস্থ আছে, তাহা সূত্য বলিরা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি ? বৃহৎকথা পাণিনিকে নদের সমকালিক বলিরাছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। ব্লহৎকথা বলিয়াছেন, পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্ডষ্টু করের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বংসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তিব্বত-দেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন নন্দের সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। यদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তা। বঙ্গদেশীয় স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচম্পতি তারানাথও এইরূপ স্থির করিয়া-ছেন, किन्छ जामता शृर्क्त (मशाहेत्रा जानित्राष्ट्रि य नत्नत তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তথন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের সমকালিক হইতে পারেন না। আমা-'দিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাদের অধন্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, স্থতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণ-স্থত্তে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? ঠোঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এ বিষয়েরও অৱেষণ ক্রা যাউক।

शृत्स विनशा हि य शानिनित्र आत इहे । नाम आहर, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্ম-ভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাভুর প্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জনিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি ৰলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ স্থতে, **'অনিসনন্ত।'** এই স্ত্র সার তাঁহার শালাভুরীয় নাম, এই ত্বই একত্র হইয়া এ**কটি গৃ**ঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাভুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে, তবে কি ? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাস-ভূমি। যথা—পাণিনি 'অ**নিজনস্ব'** স্তত্ত্বের পূর্ব্বে '**নহন্য নিবাম্বঃ'** এই একটি হত্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই হুয়ের মধ্যে অবগ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা "यन संप्रत्यु खते स निवासः यन पूर्विपु विषेवितं सोऽभिजनः" যেস্থানে পূর্ব পুরুষের বায় ছিল, তাহা অভিজন এবং ষাহা বর্তুমান বাসস্থান তাহা নিবাম। এতাদৃশ অভিজন অর্থে

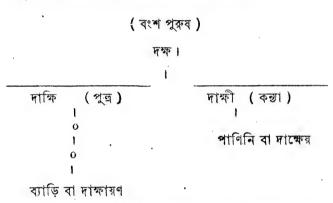
পাণিনি নিজে 'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পার করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—'অভিজনক' এই স্ত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, 'নুহীয়ালানুহবর্থনীক্ষু चবাহান্ত ক্র ' (৪। ৩। ৯৪) এই স্ব্রটি নির্দ্ধাণ করিয়া, শালাতুর শক্ষের উপরে অভিজন অর্থে ঢক্ প্রত্যের করিয়া 'শালাতুরীয়' রূপনির্দ্ধাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যথন "শালাতুর" গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তথন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। স্থতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেন না "অধিসলভ্গ্র" এই অর্থে নিষ্পার শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা লপ্রমাণ হইতেছে।

ক্কৃত লক্ষাকোত্মক-সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের ক্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

'शोभना खल् दाचा थणस्य संयद्धस्य क्रतिः' हे जानि । অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। "दचस्यापत्यं प्रमान दाचि, दचस्यापत्यं स्त्री दाची।" এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কন্মিন কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও उमीय 'माक्याय' नाम चाता नक इय अवः 'दाची-पनेष धीमता' रेजाि मि श्रे थेमान-वाका आहि। वजनव्याद्व, দাক্ষারণ বা ব্যাডির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে। দাক্ষির জীবদশাতেই ব্যাডির পাণ্ডিতা জনিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবংকালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির 'দাক্ষায়ণ' নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষায়ণ *।

^{*} ব্যাভির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রান্থপারে ইইরাছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদন্পারে ইহার 'নন্দিনী-তনর ' একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া 'বিদ্ধাবাসী' নামও ছিল। আচার্য্য হেমচক্র " অত্য ল্যাভি বিক্রবামী নন্দিনীনলয়ন্ত্র सः।" নাম্মালার গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

আর পাণিনির নাম দাক্ষের, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যুনাধিক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই। পরস্ক ব্যাড়ি অপেকা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—



" जीवति तु वंश्ले तदपत्यं युवा" পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদশার দস্তান ভিন্ন বে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিপান হয় না, সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্ড টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্মই তিনি পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐ ভুলটি তাহার সকল মিদ্ধাত্তের মূল শিথিল করিরা রাথিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহের দারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যুন সাদ্ধিদিসহস্র বৎসরের পূর্কো ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেনঃ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালা-তুর গ্রানে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোতের ও পণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাহার মাতার নাম দাক্ষী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাকিণাত্যবাদী ব্যাজির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সশার্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাও ছিল। ইহার পিতার নাম ঠিক জ্ঞাত इ ७ वा वा वा । तक ह तक वतन, जाराव नाम तनवन। कान् (एवन जारा जाना यात्र ना। कन मराजातजीत्र अवि বেবল নহেন। এক্ষণে আচার্য্য গোল্ড ষ্টুকরের মত সমা-্ণোচিত হইতেছে।

গোল্ড টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসরের পূর্বের জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, স্থায়ভাষ্যে পাণিনি-স্ত্র উদ্ধৃত হওরাতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ জন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার
সহিত আমাদিগের মতের জনৈক্য হওরায় আমরা ছঃখিত
হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্ন ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য
আবিদ্ধৃত হয় তাহার অপনান করিতে পারিনা। অতএব,

স্থবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগণ্ভত। মার্জনা করিবেন।

আচার্য গোল্ড ষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ হত্তের কতক-श्विन कथा नरेगा जनीय कान, तम वदः जनानी उन अशा-वनीत (य श्रवा निर्णय कित्रपाट्चन, जारा अत्योक्तिक। देवपा-কর্মিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত। এতদ্বির কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ন্বক বিশেষ मक्त वर्ष विरम्द वावष्टाशना कताहे वाक्तरलं भूथा উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিগৃঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছুমাত্র প্রভৃতা নাই, স্কুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য, নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে "पश्चाम्" "पश्चामरोपी नरकं न याति" व शकाय রোপণ করে তাহার নরকে গমন হয় না। এই পঞ্চাম্র শক্টির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। निम्न, अथथ, वहे, জाতिপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম বলে, ইহাতে আত্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাঁণিনির পরে হইয়া থাকে

এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্তী আচার্যোরা বা ব্যাকরণকর্তারা তাহা তাগি করিবেন কেন ? ইহাতে ব্ঝিতে হইবে
বে, ব্যাকরণ-নিয়নের মধ্যে তাদৃশ শক্রের সমাবেশ করিবার
সম্ভাবনা নাই এবং তজ্ঞন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শক্রের বর্জন
আছে।

আর একটা শব্দ আছে " যোড়নী"। এই শব্দের অর্থ পानिनि वनिरवन, यान मः थात भूतनी। कावा (नथरकता বলিবেন 'ব্ৰতা স্ত্ৰী।" পুরাণে বর্ণিত আছে, তীর্থপুলে প্রদন্ত উনবিংশ পিও, আবার বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই সোড় শা শক্ষটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত বন্ধা যায় না। যক্তিতে দেখা যায়, ইহা পাণিনির পূর্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিশের সর্ব্বস্থধন সোনের পাত্র বিশ্বত হইয়া যোল সংখ্যার পূরণ মাত্র विना काल रहेरा ना ।। किन्न शार्यकर्म, विना मिरा है। ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্বেদের সহস্র স্থানে আছে। "अतिराचे घोड्गी एकाति नातिराचे घोड्गी एकाति" ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দারা কোন ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ, এক শব্দকে ছুই वाकि घरे अर्थ वावशात के बिता विनिधा त्मरे घरे अत्नत गर्धा একটা লম্মান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরপ শিথিল-মূল যুক্তির আশ্রয় লইরা আচার্য্য গোল্ডটুকর ন্থার, সাখ্যা, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক,
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির
পরভাবী বলিরা লোকের র্থা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন।
উল্লিথিত সমন্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা
যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র
লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি স্থ্র আছে " অহত্যোল্ দল্ফ " মন্থ্য অভিধেয়ে " আহেত্যক:" এই পদ নিপান হইবে। যথা— "আহত্যেনা দল্ভা:" অর্থাং অরণ্যবাদী মন্থ্য। ইহা দেখিরাই তিনি দিল্লান্ত করিরাছেন যে, পাণিনির পূর্বের বা দম্যে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু উহা মন্থ প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের দন্যে ছিল। এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, তাঁছার উল্লিখিত দিল্লান্তে ভ্রম আছে।

ন্যায় দর্শন ও সাখ্যাদর্শন এই ছুইটা পারিভাষিক শক। পরিভাষাগুলি শিব্যসপ্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একণে আমরা যাহাকে বোগদর্শন ও পাতঞ্জল-দর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "সাখ্যা-প্রবচন"। আনুরা বাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তনর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাও"। এইরপ উপনিষদ শদ্ও সাম্বেত্ক। পাণিনি মুনি, ব্যাস ও তাহার ক্রমান্ত্রারে নিয়বর্রা প্রচলন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য

প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্টিরাদি রাজন্মবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় স্থ্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাজ্যা, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ববর্ত্তী উলিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল, ইহা কিরপ সত্য! বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উলিখিত ব্যক্তিরা যে উলিখিত গ্রন্তিরা বিচন আছে। এক দেশের নহে, ছই দেশের নহে, সকল দেশের প্রকেই তুলা পাঠ আছে। অতএব দেই শ্লোকগুলি আরুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"निर्व्याणोऽवाते" " आसर्प्यमनित्ये" এই गकन एख पिथिया এवः ইহার " अद्गुत इति वक्त अम्" ইত্যাদি বৃত্তি ওভাষা দেখিয়া গোল্ড ইকুর দিদান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্যা শব্দেরও অছুতার্থদ্যো-তকতা ছিলনা। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না; বেহেতু তাহা নিপ্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে, তিনি কি জন্য " पानं देशों" এই ত্ত্র লইয়া বিচার করেন নাই ? বোধ হয় তিনি, পান শব্দে তরল থাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা নিশ্চম করিতে পারেন নাই বলিয়াই, ঐ ত্রুতীর আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি " पानंदेशों" হত্র আছে বলিয়া বলিতে পারেন দে, পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে 'পান' শব্দে দেশ
বা স্থান বুঝাইত—তরল থাদ্য বুঝাইত না ? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্ড টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন
করিয়াছেন সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি স্ক্রন্থান মাত্র
বচনা করিয়া ছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব
অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার
নির্ণা হইতে পারেনা। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা
শব্দকে ছই ব্যক্তি ছই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে
তল্ভয় ব্যক্তির মধ্যে একটা স্থলিখিকাল ব্যবধান থাকিবেক,
তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আর একটি গুরুতর বিচার উপাপিত হুইতেছে। পণ্ডিতব্র গোল্ড থু কর পাণিনি হুত্রের মধ্যে অথর্পবেদের উরেপ দেখিতে পান নাই বলিরা অন্থান করিরাছেন নে, পাণিনি অথর্পবেদ অবগত চিলেন না। অথর্পবেদটো পাণিনির পর রচিত হুইরাছে। এইরূপ বাকা ব্যক্ত করাতে তাহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাই-তেছে কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—"আভ্রাজিন-ইএন নাম্মত্র শিল্প শ্রম্থী" " বাজিনামন হান্দিনামন শ্রম্থী শিলের প্র অর্থ তৎকালে কি ছিল ? আমরা দেখিতেছি, অর্থ্ শ্রের চতুর্থবেদবোধকতা ভির অন্ত কোন অর্থ ছিল না। অর্থ্য শক্রের যদি চতুর্থ বেদ

কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত, তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন ? এবিষয়ে তাঁহার হেতুবাদ এই বে, পাণিনি যখন অথর্কবেদ বা অথর্কাছিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার স্থায় পণ্ডিতের এই যুক্তিকৌশল দেখিরা আমরা ছঃখিত হইয়াছি। পাণিনি কেবল ''ছল্বাছিন'' "ছল্বাছিন'' "ছল্বাছিন" বলিয়া গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্রেদ,কোগাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে তাহার মতে বেদও ছিল না, বলা নাইতে পারে। পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ক বেদও থাকিবে না, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। ফল, পাণিনির বহু পূর্কের ঋগ্রেদেও অথর্ক শক্ষের উল্লেখ আছে।

শ্বংগ্রাদে যে যে স্থানে 'অথর্কন্' শব্দ আছে তাহা
নির্দেশ করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪।পুন্শ্চ ১০,
১৮, ২। তৎপরে ১০, ২১, ৫।৮, ৯৭।পুন্শ্চ ১০।৮৭।১২।
—৯ ১১।২।পুন্শ্য ১০, ১৪,৬।১।৮০।১৬।৮৩।৫।৬।
১৬।১৩। পুন্রায়। ১০।১২০।৯।১।১১২।১০।শ্বংগদ
সংহিতা দেখ।

অনেকের ভ্রম আছে, অথর্ক্তাঙ্গিরস মুনি অথর্কবেদের রচক।
কিন্ত অথর্কাঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে ? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি
জানেন না। মহর্ষি ব্যাস উদ্যোগণর্কে ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

ইনি রহপাতি। দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে অথর্কাঙ্গিরস উপাধি প্রদান করেন, কারণ ইনি অথর্ক-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিস্তে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আচার্য্য গোল্ড কর্ম তাঁহাকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই-কণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্বাঞ্চিরস মুনির অস্তিম্ব প্রমাণ হইতেছে। ইহা ভিন্ন তৎক্বত নৈঘণ্টুককাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে "আঙ্গিরস" এবং "আথর্ব্বণিক" শব্দ আছে। ইত্যাদি।

এইকপ পণ্ডিতবর গোল্ডপ্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না; কিন্তু তিনি যে, পাণিনি সম্বন্ধে অপূর্ব্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে, ইহাও নিশ্চিত আছে।

অতঃপর পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্বাদৌ কি আকারের ভাষা মানবকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চর করিয়া বলা বায় না। ফল, নেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ভাষা আর্যাদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ৠিষরা সানন্দ চিত্তে স্তোত্ত, শস্ত্র (স্তব বিশেষ), গীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন আরম্ভ হইল। তৎপরে শিক্ষার স্থগম উপায় করিবার নিমিত্ত সঞ্জাত শব্দের জাতিবিভাগ ও লক্ষণাদি নির্বাচিত হইতে লাগিল এবং তলারা অধ্যেত্গণের অনেক আয়াস লঘু হইয়া আদিল'। ভাগুরি, গালব, ব্যাঘ্রপাৎ, মিমত, তৌকায়ন প্রভৃতি ঋষিরা উহার হত্রপাত করেন। শাকটায়ন, যাস্ক, ব্যাড়ি প্রভৃতি ঋষিদিগের দ্বারা তাহার পূর্ণতা জন্মে। এতৎপরে অধিক সহজ উপায় অর্থাৎ সর্বতোমুধ হত্র রচনার উপায় স্থিরীকৃত হয়। হত্তনির্দ্ধাতাদিগের মধ্যে পাণিনি মুনিই শ্রেষ্ঠ।

স্ত্র দিবিধ—স্টক ও দর্মতোম্থ। স্টককারের স্ত্র বহু
পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্মতোম্থ স্ত্র মহাত্মা ইক্তদ্ত কর্ত্বক প্রথম বিরচিত হয়। ইক্তদত্তের প্রক্র ব্যাকরণ,
চন্দ্রাচার্য্যের চাক্র, কাশম্নির অঙ্গব্যাকরণ, ক্ষণাচার্য্যের ব্যাকরব, আপিশলির আপিশল স্ত্র, এতৎপরে পাণিনির অষ্টাধ্যান্ত্রী
স্ত্র, তৎপরে অমরসিংহের বর্গস্ত্র এবং অবশেষে জিনেক্র
বৃদ্ধিপাদ্যাচার্য্যের দংগ্রহস্ত্র জন্মলাভ করে।

এত উন্নতির সময়েও, ভাষার অধিকার এত অধিক হই-লেও, অনেক শব্দের রূপ নিপ্পত্তি হুত্র দারা নির্ব্বাহ হইত না। " उपस्रोः-निपाताः" এই বৃলিয়া যাস্কাদি আর্ঘ সময়েও নিপা-তের প্রয়োজন হইসাছিল। "নিপাত" শব্দের অর্থ এই যে " यद्यस्त्रच्योनान्त्पन्न तत्सर्व निपातनात्सिद्धम् (কাতন্ত্রীয়ে ছর্গিসিংহ) লক্ষণ দারা যে সকল পদের রূপনিষ্পত্তি না হয়, সে সমস্ত নিপাতন-সিদ্ধ জানিবে।

यात्र विनिशार्ष्टन " निपतिन्त उचावचे व्येष्ट् इति निपाताः" 'ব্ৰাৰৰ' অথাৎ শব্দ সকল বিচিত্ৰ অৰ্থে নিপতিত হইয়া নিপান হইলে তাহা নিপাত নাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ নিপাতের প্রয়োজন পাণিনির সমরেও ছিল, পাণিনিও ইহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অর্থাৎ সর্ব্ধতোমুখ স্ত্রদারাও সকল শব্দকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণিনি সংজ্ঞাপ্রকরণে বলিয়াছেন, "দামীস্মহারিদানাः" অর্থাৎ ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিপাতের অধিকার। এই নিপাতের ন্যায় আর এক প্রকার সঙ্কেত আছে। তাহার নাম পুনোনরাদি। ইহাও এক প্রকার নিপাতের জাতি। ইহার বলে নৃতন বর্ণের আগম, স্থিতবর্ণের বিপর্যায় ঘটনা প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা স্থ্র দ্বারা হয় না। সিংহ শব্দ পৃষোদরাদি-সিদ্ধ। হিস্থাতু ঘঞ, স্কারের স্থান পরিবর্তন ও অন্তস্থারের আগম ঐ প্রোদরাদি নিয়মে হই-য়াছে। পাণিনিকেও এই নিয়নের অধীন থাকিতে হইয়াছিল। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি,

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বর্ষ, উপবর্ষ, ব্যাড়ি, ভাগুরি, প্রস্থাত বৈয়াকরণিক আচার্য্যেরা বৈদিক ভাষার পরিবর্তন করেন। তৎপূর্ব্বেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন নিয়মের মধ্যে ছিল না। বৈদিক ভাষায় উচ্ছেদ না হয় এবং তাহা বুঝিতে পারা যায়, এই মাত্র রক্ষা করা উল্লি-থিত আচার্যাগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল আচার্যাগণের মধ্যেও পাণিনি বৈদিক ভাষার জন্য এবং তাহার বাক্য-বিন্যাস ও তাহার রূপনিপাত্তির আকার কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য 'ছান্দ্স 'প্রকরণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এটা কাজে কাজেই ঘটিয়াছে, কেন না সে সকল বিষয় স্ত্ত্ত-নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। সেই জন্য কেবল "ছন্দি" "আর্বে" ইত্যাদি প্রকার বলিয়াছেন। বৈদিক পদ পদার্থ আর কেহ বলেন নাই, কেবল পাণিনিই বলিয়াছেন। त्नोकिक नाक्तर्य नकात मगंदी, किन्ह देविक नाकतरा ১১টী, সেই অতিরিক্তটীর নাম 'লেট্'। এই 'লেট্'লকা-রের রূপ 'লট্'ল-কারের তুল্য, কিন্তু তাহার অর্থ ভিন। "विविद्धिन्त यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" हेलापि ध्कि বাক্যস্থ " বিবিহিঘন্দি " এই ক্রিয়াতে " লেট্ " লকারের বাবহার হইয়াছে।

বেদের ব্যাকরণের জন্য প্রাতি-শাখ্য পৃথক্রপে রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য * অতি প্রাচীন। ইহা পাণিনির পূর্বেব বর্তমান ছিল। অধ্যাপক গোল্ড ষ্টুকর

^{*} আনন্দপুর (কাশী ?) বাসী বজ্রাতের পুত্র, উয়ট ভট্ট ইহার

টীকাকার। এই টীকার নাম পার্যদ-ব্যাখ্যা। উয়ট ভোজ দেবের সময়ে
বর্ত্তমান হিলেন।

ও ওয়েইর গার্ড, ইহা যে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। ভট্ট মোক্ষমূলর, মস্কর রেণিয়ার ও স্থপিতে বর্ণেল, ঋয়েদ-প্রাতিশাখ্য পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য * ও বাজসনেয়ী বা কাত্যায়নপ্রতিশাখ্য † নামক যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য ও অথর্ব্ববেদের প্রতিশাখ্য আছে। নাগোজী ভট্ট সামবেদের প্রাতিশাখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "য়ামজল্লাম্য দানিয়াভ্রেম্ " কিন্তু একণে উহা এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। অধ্যাপক হৌগ সাহেব কহেন সামবেদের কোন প্রকার প্রাতিশাখ্য এখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ‡

^{*} তৈত্তিরীর প্রাতিশাখ্যের অনেক ভাষ্য ছিল, তমধ্যে এক্ষণে ত্রিভাষ্য রতুনামক ভাষ্যই প্রচলিত। এতং-পূর্নের ইহার বররুচির আত্রেয় ও মাহেষী ভাষ্য ছিল।

[†] উন্নট ভট্ট ইহার টীকাকার। ইহা ভিন্ন রাম্চন্দ্র-ক্বত প্রাতিশাখ্যের-জ্যোৎস্মা নামক একখানি আধুনিক টীকা আছে।

^{‡ &}quot;Ich Zweifle nicht, dass noch weitere Präticá-khyas aufgefunden werdon; so vermisse ich bis jetztdas Zuder Maiträyanī Samhitá, die so veiles Eigenthümliche hat, und gewiss ein beson-deres Präticä khya besitzt."

এই প্রস্তাব দেখার পর অবগত হওর। গেল যে পণ্ডিতবর বর্ণেল সাহেব মান্ত্রাজ প্রদেশে সামবেদের প্রাতিশাখ্য প্রাপ্ত হইয়াছের।

প্রতিশাখ্য এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে আছে। কেবল লোকিক শব্দের জন্ম-বিবরণ নাই। ফল, বেদব্যাখ্যার জন্যই ইহার নির্মাণ। প্রাতিশাখ্যে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস, সকলই আছে। কিন্তু তাহা কেবল বৈদিক পদসাধনের উপযোগী। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম হত্ত এই—"স্বাহ্য বর্মা-सমাদ্রাহাঃ" এই হত্ত দারা বর্ণ উচ্চারণ, অধ্যয়ন এবং প্রযক্তাদি ভেদের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তৎপরে ক্রমে জন্যান্য হত্তে জন্যান্য প্রকার সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—" স্বাহ্য নবাহিনঃ মমাদ্বাহ্যায়া (২) "ই ই सবর্মা হুল বীঘ্র" (৩) " ন মুর্ব মুর্ন্ন" (৪) " ঘীত্ত্মাহিনঃ অবংশং " (৫) " ঘীত্রম্প্রানি" (৬) ইত্যাদি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে ব্যাকরণ ছিল, তাহার আর সন্দেহ
নাই। কারণ পাণিনি স্বয়ং ৫ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—" खार्थ्याः

प्राचाम्" অর্থাৎ থারী-শব্দান্ত দিগু ও অর্দ্ধ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয়

হওয়া পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত। এইরপ—" खङः য়াক্রায়ন্ত্র্যয়

ইত্যাদি অনেক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,
পণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের আচার্য্য ছিল।

ব্যাড়ি-ক্বত লক্ষ-শ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ পাণিনির পরবর্ত্তী, কারণ স্বানিনি-ব্যাকরণের বিরুদ্ধ মত ইহাতে দেখা যায়। যিনি যিনি ব্যাকরণ করিয়াছেন সকলকেই পাণি- নির নিয়মায়গত থাকিতে হইয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণ তিদ্বিক্দন্মতাক্রাপ্ত এবং তিন্ন পদ্ধতিতে গ্রথিত। পাণিনি ইহা জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই ইহার বিরুদ্ধবাদিতার বিষয় স্বগ্রেই উল্লেখ করিতেন। ই, উ, ঋ, ৯, বর্ণের পরে স্বর্রবর্ণ থাকিলে মধ্যে য, ব, র, ল, ব্যবধান হওয়া কেবল ব্যাড়িও গালব এই ছই ব্যক্তির মত। যথা—" বিথনক संযমিক হর্মে" কালিদাসঃ। ত্রি + অম্বক। এই বিষয়ে প্রনাতক্ত পঞ্চাধ্যামী ব্যাকরণে এক স্ত্র আছে যথা—

"यगा व्यवधानं व्यादि-गालवधीः।"

এতত্তির ভাগুরি-প্রোক্ত ব্যাকরণ ছিল। ইহাঁর মতে অব ও অপি এই উপদর্গ দ্বরের অকার লোপ হইরা যায়, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা হয় না।

কথিত আছে, পাণিনি মহেশ্বরের নিকট বর্ণমাত্রের উপ-দেশ পাইয়া ব্যাকরণ রচনা করেন যথা—

> "येनाचर-समान्तायमधिगम्य महेश्वरात । कृत्सुं व्याकरणं प्रोक्तं तस्से पाणिनये नमः॥"

> > [লিঙ্গান্থশাসনের বৃত্তিকার প্রভৃতি]

এই মহেশর মন্ত্রা কি মহাদেব তাহা বলা যায় না। বৃহৎ-কথায় লিখিত আছে যে, মহাদেবের তপস্থায় দিদ্ধ হইয়া পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। যাহাই হউক, পাণিনি মুনি মহেশ্বরের নিকট যে বর্ণোপদেশ পাইরাছিলেন, তাহা তিনি শ্বয়ং निश्चित्राष्ट्रन, यथा अ हे छ न्। ৠ৯ ক্। এ ও छ। खे छ ह। हेन्जानि क्रांस विना পরিশেষে विनायष्ट्रन, "इति माचे श्व-राशि सूत्राशि" অর্থাৎ এই সকল মহেশ্বরপোদিষ্ট স্তা। কেহ কেহ বলেন "इति माचे श्वराशि सूत्राशि" এই বাক্য পাণিনির ম্থ-নির্গত বাক্য নহে। ইহা বার্ত্তিক-কারের বাক্য।

পাণিনির ব্যাকরণ ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, এজন্য ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী করিয়া পাদ আছে। ইহার সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। পাণিনি এই গুলি স্তান্বারা সন্ধি, স্থবন্ত, ক্লনন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যে কিছু বৈয়াকরণিক বস্তু আছে সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। পার্নিনির পূর্ব্বে এই সকল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাঠ করিতে হইত; এক্ষণে আর তাহা হয় না। তজন্য পৌর্ব্বকালিক শিক্ষা, কর, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত গ্রন্থ প্রভৃতি বিরল-প্রচার হইয়া উঠিয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ যথার্থ সর্বতোমুথ হওয়াতে লোক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি, বার্ত্তিক, ভাষ্য, টীকা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের মতসমালোচন ও প্রয়োগাদির পরিদর্শন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিয়াছে, তাহার একটা নামমালা এই প্রস্তাবের যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

চৈনিক পরিপ্রাজক ছিয়াও নিয়াওের (ফরাশীস অমুবাদিত) জীবনচরিতে লিখিত আছে, তিনি খুষীয় সপ্ত শতাদীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল স্ত্র ও তাহার সংশোধিত স্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণেল মহোদয় এই কথায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এ কথা য়্ক্তি-সিদ্ধ নহে, কেননা পাণিনি-ব্যাকরণের পাঠ পরিবর্ত হইলে তাহা অদ্যতনীয় আচার্য্যগণের গ্রন্থে অবশুই উল্লেখ থাকিত। বেদার্থ-প্রকাশক সায়নাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, ও ভরতস্বামী বেদ-ভাষ্যে পাণিনির অনেক স্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে পরিবর্ত্তিত পাঠ কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না।

কাত্যায়ন পাণিনি-স্ত্রের বার্ত্তিক-কর্তা। ইহাঁর নামান্তর বরক্ষচি, মেধাজিৎ, ও পুনর্কস্থ। বৌদ্ধ কাত্যায়ন ও ধর্মশাস্ত্র-বক্তা কাত্যায়ন হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি, কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর পতঞ্জলি "महाभाष्य" লিখিয়াছেন। পতঞ্জলির অপর নাম গোনদ্দীয়। ইনি গোনদ্দরাসী এবং ইহাঁর মাতার নাম গোণিকা; যোগশাস্ত্র-প্রতি। পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকর্তা পতঞ্জলি উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। আচার্য্য গোল্ড ইকুরের মতে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ১৪০ হইতে ১২০ খৃষ্ট-জন্মের পূর্কেবর্তিমান ছিলেন। পণ্ডিতবর রামক্ষণ গোপালভাণ্ডারকর পতঞ্জলিকে পাটলীপুরাধিপতি পুষ্পাদ্রের সমসাম্রিক স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে মহ্ভিাষ্যের তৃতীয় অধ্যায় ১৪৪ হইতে ১৪২ খৃষ্ট-জন্মের পূর্কেবি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু

অধ্যাপক ওয়েবর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই তিন জনে ব্যাকরণের পূর্ণ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় যে কীদৃশ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমাদিগের সামান্য বৃদ্ধিতে বৃঝিবার ক্ষমতা নাই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টীকার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কৈয়ট *
ইহার প্রণেতা। কৈয়টের টীকার উপর নাগোজী ভট্ট টীকা
লিখিয়াছেন; তাহার নাম "মাঘ্যের্থীঘীরীন" কৈয়টের
টীকার আর এক খানি টীকা আছে, তাহার নাম ভাষ্য-প্রদীপবিবরণ, ইহা ঈশ্বানন্দ কৃত।

কাত্যারনের ন্যার, বামন পাণিনির এক থানি বৃত্তি
লিথিরাছেন, উহার নাম কাশিকা বৃত্তি। ইহা অতি মান্য
গ্রন্থ, এবং আন্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও প্রদাদ-গুণবিশিষ্ট। যিনি
একবার এই গ্রন্থ দেথিরাছেন, তাঁহার আর সিদ্ধান্ত-কৌমুদী
স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হর না। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর গ্রন্থকার ভট্টোজিদীক্ষিত অন্তক পাণিনীর স্ত্র-সমূহের ক্রম ভঙ্গ করিয়া বুৎক্রমে
অর্থাৎ যেথান সেথান হইতে স্ত্র আনিয়া সন্ধলন করিয়াতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রন্থ সহজ করিবেন; কিন্তু

^{*} ইনি কাশ্যীরদেশস্থামপুরবাসী। স্থাপ্তিত বর্ণেল সাহেবের মভানুসারে কৈয়ট ১৩০০ খুটান্দে বর্তমান ছিলেন।

তাহা হয় নাই। " मनोरमा" " शेखर" প্রভৃতি ভূরি টীকাতেও তাহার সাধুঁছ সম্পাদিত হয় নাই। তাহা পাঠ করিতে
হইলে এখনও বেখানে সেখানে " ফাঁকি " উপস্থিত হয়।
এন্থ সকলের দোষেই ফাঁকি বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া
থাকে। বামন কাত্যায়ন অপেকা ক্রু-বৃদ্ধি এবং হীন, তথাপি
ইনি যেরূপ সরলভাবে স্ত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ
সারল্য কাত্যায়নের বৃত্তিতে নাই। কাত্যায়নের বৃত্তি দেখিয়াই বামন বৃত্তি লিখিয়াছেন, এজন্য কাশিকাবৃত্তি প্রাঞ্জল
হইয়াছে। কাশিকাবৃত্তির ছই খানি টীকা আছে। হরদভ্মিশ্রকৃত পদ্মপ্ররী ও জিনেক্রক্ত কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকা।

किष्ठ्य—रेंश भाउनदानांग कि भाउन्न-वानांग कर्ड्क महिन्छ। यथा—"इति शान्तनवानार्यः-प्राणीतेषु फिट्सूचेषु तुरीयः पादः।" "द्वारादीनाञ्च " (१,७,४) शांशिनिष्ठत्वत वाशाय रत्रप्र विक्याण्डन, "शान्तनुराचार्यः प्राणेता" भाउन्न जानांग रहात थांगा।

ইহা ৪ পাদে বিভক্ত। ১ম পাদে ২৪ স্ত্র, দ্বিতীয় পাদে ২৬টি, তৃতীয় পাদে ১৯টি, চতুর্থ পাদেও ১৯টি। বৈদিক পদের স্বর নির্ণয় রাখিবার জন্যই এই কএকটি স্ত্রের রচনা। কির্ন্ত্রীপদের কোন্ কোন্বর্ণে কি কি স্বর কথন উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করাও তাহা আনত রাখিবার জন্য ইহার স্ষ্টি। যথা প্রথম স্ত্রে "দিমৌৎন্ন্রীহান্নঃ" প্রাতিপদিকের

অনেক মতে শ্রীরাগের প্রথমোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা । রাগ। ইহার লক্ষণ এই যে—

"श्रीरागः स च विज्ञेयः सत्रयेग विभूषितः। पूर्णः सर्व्वगुणोपेतो मूर्च्चना मधमा मता। कचित्तु कथयन्ये नमुषभत्रयसंयुतम्॥"

স-ত্রে বিভূষিত প্রথম (ষড়জ) গ্রামীয় মূর্চ্ছ না। কে বলেন ইহা রি-অয়যুক্ত। উদাহরণ—স রি গম প ধ নি স।

রাগগুলির উদাহরণস্থলে এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা আছে তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিব না। কাল্পনিক ভাব উল্লেখ[।] করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিদর্শনের নিমিত্ত একটিমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"जीजाविद्यारेण वनान्तराजे चिन्वन् प्रसूनानि वधूसद्यायः। विजासवेणो धतदित्यमूर्त्तिः श्रीराग एवः कथितः कवीन्द्रेः॥"

্ উন্যানের মধ্যে, হাব ভাব বিলাসের সহিত, বধ্-সমভি-ব্যাহারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। কবিরা বলেন, এই শ্রীরাগের মূর্ত্তি স্বর্গীয় ও বিলাসোপযোগী বেশভূষায় পরিচ্ছন।

এক্ষণে রাগরাগিণীর এরপ র্থা বেশভ্ষার বর্ণনা না করিয়া, যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ বে যে রাগে বা যে যে রাগি-ণীতে যে যে স্থর আছে, কোন্টী ওঁড়ব, কোন্টী খাড়ব, কোন্ট্রীই বা সম্পূর্ণ, তাহাই সংক্ষেপে ব্যক্ত কবিতেছি। হদশী, দেবগিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা, হিন্দোলী,—
ারা বসস্তরাগের ভার্যা।

"भैरवी गुर्ज्जरी रामिनरी ग्रणिकरी तथा। वङ्गाली सैन्धवी चैव भैरवस्य वराङ्गणा॥"

তৈরবী, গুর্জারী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী, দৈন্ধবী,— হারা তৈরব রাগের স্ত্রী।

" विभावी चाथ भूपाली कर्णाटी वड्हं सिका। मानवी पटमञ्जय्या सहैताः पञ्चमाङ्गनाः॥"

বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংনিকা, মালবী, পটমঞ্জরী,— ইহারা পঞ্চম রাগের স্ত্রী।

> "मह्मारी सौरटी चैव सावरी कौणिकी तथा। ग्रान्धारी इरग्रङ्कारी मेघराग्रख थेघितः॥"

मलाती, मोति, मादवती, कोश्विती, शाकाती, रत्रश्याती,

—ইহারা মেঘের ভার্য্যা।

"कामोदी चैव कस्त्राखी खामीरी नाटिका तथा। सारक्षी नट्टच्बीरा नट्टनारायणाङ्गनाः॥''

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারজী, নট্রস্বরা,— ইহারা নট্টনারায়ণের স্ত্রী। এই ৩৬ রাগিণী।*

^{*} ছয় রাণ ছত্রিশ রাণিণী বলিয়া যে প্রাসদ্ধি আছে তাছা এই।
মতবিশেষে ইহার অন্যুপতি দৃষ্ট হয়। কল, প্রথমে ছয় রাণ ও ছত্তিশ রাণিণীই নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পরভাবী সঙ্গীতাচার্য্যেরা অনেক রদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, একলে অসংখ্য রাগরাণিণী হইয়াছে।

भोनवञ्जी—"मानवञ्रीख रागाङ्गा पूर्णा समयभूषिता। मूर्च्छनोत्तरमन्त्रा खाच्छुङ्गाररसमख्डिता॥"

উদাহরণ—স রি গ ম প ধ নি স। ত্রিবণী—রি ও প বর্জিত। ওড়ব রাগ। উদাহ: : —ধ নি স গ ম ধ। ধৈবতে আরম্ভ ও ধৈবতে সমাপ্তি। যথা—

" विवर्णी सा च विज्ञेया ग्रहांश्रन्यासधैवता। चौडुवा सा च विज्ञेया रिपहोना प्रकीर्त्त ता॥"

গৌরী —ওড়ব, রি প বর্জিত, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর বড়্জ। উদাহরণ—স গমধনি স। যথা—

मन् जग्रहां प्रकन्यासा रिपहीना तु औड़वा। मुर्च्छना प्रथमा जेया गौरी सा कथिता वृधेः॥

কেদারী—ওড়ব, রি-ধ-বর্জিত, তিন নিষাদযুক্ত, মার্গী মূর্চ্ছনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স, উদাহরণ—(স গ ম প নি স)।

थ्यगंग-केदारी रिधचीना स्वादौड़वा परिकीर्त्तं ता । नित्रया मूर्च्छना मार्गी काकिस्तरमण्डिता ॥

মধুমাধবী—ওড়ব, গধ হীন, প্রথম মৃচ্ছ না, আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স।

উদাহরণ-(म ति म भ नि म)।

थ्यगान-षड्जांसकग्रहन्यासा गधहीना तु माधवी। प्रथमा मुच्छेना जेया खोड्वा परिकीर्त्तिता॥

পাহাড়ী—ওড়ব রাগ, রি প বর্জিত, (তৈলঙ্গ দেশের) আরম্ভ ও সমাধি স্বর স।

উদাহরণ-(न গ ম ধ नि न)।

थ्यगान-विज्ञास पाहाड़ी स्थात् रिपहीना च कीर्ति ता। काया तेलङ्कादेशीया खालापे खीड़वा मता॥

বগন্ত—ষড্জ ও মধ্যম হইতেই ইহার উথান স্থতরাং ষড্জ স্বরই ইহার গ্রহ, গ্রাস ও অংশ। এই সম্পূর্ণ রাগটি বসন্তকালে গেয়।

थगान—षड्जान्मथमिकाज्जातः षड्जन्यासग्रहांशकः। ग्रेथी वसन्तरागीऽथं वसन्तसम्बे वृधेः॥

তোড়ী—সম্পূর্ণ রাগ, মধানে আরস্ত, মধানেই সমাপ্তি, মতান্তরে আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বর স। সৌবীরী মৃদ্র্যা। উদা—(ম প ধ নি স রি গ ম। কিমা স রি গ ম প ধ নি স)।

छेना—(म श्वनि म दिशेष। किया निविश्व मश्वनि म)। अभान—मध्यमां प्रयत्त्वासा सीवेरी मूर्चना मता।

सम्पृर्णा कथिता तज्ज्ञे स्तोडी श्रीकौणिक मता। ग्रहांण्न्यास षड्जा च कैंखिदच पचचते॥

ললিতা—ওড়ব, কোন মতে সম্পূর্ণ রাগ। রি-প-বর্জিত, শুদ্ধমধ্যা মূর্চ্চনা, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স। উদা—(সুগুনুধান স্টু। अभाग-रिपद्दीना च चित्तता खीड्वा सत्रया मता। मुच्छेना शुद्दमध्या स्यात सम्प्रणा केचिद्रचिरे॥

हित्मानी— ७ . तिथ विकिं . ० म, यूक्त, ७ कमधाम् र्घा, जातछ ७ मगिथि चत म। (म ग म भ नि म म)।
अमान — हिन्दो जिका रिधयक्ता समया गदिता वृधेः।

मूर्च्छना श्रद्दमध्या खादौड़वा काकनीयुता॥

ভৈরব—ওড়ব, বি-প-বজিত, ধৈবতাদি মৃচ্ছেনা, আরম্ভ ও সমাপ্তি সর ধ, অত্তেম, বিক্রতধ। উদাহরণ (ধ নি সগমধ)।

थ्यान-धैवतां प्रग्रहन्यासी रिपहीनोऽय मान्ताः। ब्रोडवः स तु विज्ञे ने धैवतारिकमूर्क्ता। धैवतो विक्रतो यत्र भैरवः परिकोर्त्ति तः॥

ইহার উদাহরণস্থলে এইরূপ মূর্ত্তি লিখিত আছে, যথা—

"गङ्गाधरः ग्रश्चिकचातिचकञ्चिनेत्रः

सर्थे विभूषिततनुभेजक्वित्तवासाः। भाखित्र युजकर यष चम्राखधारी

शुम्बाम्बरी जयति भैरवरागराजः॥

হন্মনাতেও ইহা ওড়ব রাগ। যথা—

धैवतां श्रयच्यासोरिपचीनत्वमागतः । भैरवः स तु विज्ञे शोधैवतादिकमूर्छना । धैवतोविद्यतोयत्र खोड्सः परिकोत्तिं तः॥ ভৈরবী—সম্পূর্ণা, সৌবীরী মৃচ্ছ না, মধ্যম গ্রাম ইহার গতি, আরম্ভ ও শেষ ম। প্রমাণ—सम्पूर्णा भैरवी चेवा ग्रहांग्रन्यासमध्यमा।

सौवीरि मूर्च्छ ना चेया मध्यमग्रामचारिगो।

দেশী—ইহা পঞ্মবর্জিত, রি-অর্যুক্ত, বিকৃত রি, কলোপনতিকা নামক মৃচ্ছ না। এটী ষাড়ব রাগ।

উদা-ति ग म ध नि म ति ति ।

थमान-देशी पञ्चमनामा स्यात् ऋवभत्रयसंयुता ।

कलोपनितका ज्ञेया मूर्च्छना विक्तविभा॥ वाक्नानी —ওড়ব, মতান্তরে পূর্ণ। রি-ধ-বর্জিত, গ্রহাংসন্তাস স্বর স, প্রথম মূর্চ্ছ না।

छेला-म श म श नि म।

थमान-वाङ्गालो खौड़वा चेया यहांश्रन्यासवड, जभाक्।

रिध होनाच विज्ञेया मूर्ज्जना प्रथमा मता। पूर्णो वा मच गेपेता कित्तवाधेन भाविता॥

কল্লিনাথমতে ইহা সম্পূর্ণ, ৩ ম যুক্ত। আরম্ভ ও শেষ ম।

উলা—মধ नि न রি গম।

দেবগিরি—ইহাতে সারঙ্গীর তুল্য স্বর। যথা—

"देवित्रयाः खराः प्रोत्ताः सारङ्गीसदृशा मताः।"

नৈজ্বী—পূর্ণ, কোন মতে খাড়ব, রি-বর্জিত, স রি গ ম পধ নি স । মতান্তরে—স গম পধ নি স । थ्या - मड्जग्रहां शक्यासा पूर्णी सैन्धविका मता।
मुक्के नोत्तरमन्त्रास्थात् के खित् वाड्विका मता॥

तांगिकती—मम्पूर्ण, এक প্রছत মধ্যে গেয়, আরম্ভ সমাপ্তি স্বর স, প্রথম মৃষ্ঠ্না। উদা—স রি গ ম প ধ নি স। প্রমাণ—प्रहराभ्यन्तरे चेया षड्जन्यासग्रहांग्रका।

प्रथमा मूर्च्छना चेया तज्जे रामिकरी मता॥

গুর্জরী—সম্পূর্ণা, আরম্ভাদি রি, সপ্তমী মৃচ্ছ্না, বছলীর সহিত নিপ্রিত।

উদা-রিগমপধনি সরি।

थरान-यहांशन्यासऋषभा सम्पूर्णा गुर्ज्जरी मता । सप्तमी मूर्ज्ज्ञ ना तस्यां बज्जन्या सह मिश्रिता ॥

গুণকিরী—ওড়ব, রি-ধ-বিজ্ঞিত, আরস্থাদি নি, কোন মতে স, ইনি ভৈরবের আশ্রিতা।

উলা—नि म গ ম প नि, मठा छ द म গ ম প नि म।

अगान-रिधहीना गुगानिरी खौड़वा परिकीर्त्तिता ।

निग्रहांगा तु निन्यासा के स्थित् षड्जनया मता ॥

পঞ্চম—ইহা খাড়ব, প-বির্জিত, প্রথমা মৃর্ছ্ত্না, আরম্ভাদি দ, মতান্তরে পূর্ণ। ইহা শৃঙ্গার রদের উত্তেজক।

উদা—স রি গমধ নি স। মতান্তরে স রি গম প ধ নি স।

প্রমাণ-रागः पञ्चमको ज्ञेयः प-चीनः खाडनो मतः।

प्रथमा मृक्हें ना यन'सन्तरेण विभूषितः। कोचिददन्ति सम्पूर्णः गुंक्ताररसपूरकम्॥ বিভাষ—ইহা ললিতার ন্যার, উদা স গ ম ধ নি স।
প্রমাণ— खिलाविद्यभाषा तु र वा मुक्करीवत् सदा।
ভূপালী—সম্পূর্ণ, মতান্তরে ওড়ব, রি-প-বর্জিত, শান্তিরদের
উত্তৈজক, প্রথমা মৃচ্ছ্না, আরম্ভ ও শেষ স্বর স।
উদা—স রি গ ম প ধ নি স। মতান্তরে স গ ম ধ নি স।

थ्यान—ग्रहां प्रन्यास घड्जा सा भूपाची कथिता वृधेः।
प्रथमा मूर्च्यं ना जेया सम्पूर्णा रसणान्तिके।

· रि-प-होनोडवा के श्विदियमेव प्रकीर्तिता॥

কর্ণাটী—সম্পূর্ণ, ইহাতে বিক্বত নি, মার্গী নামক মৃচ্ছ্না, আরম্ভ ও শেষ স্থর নি।

উদা-नि न ति ग म প ध नि नि।

र्थमान-निषादत्रयसंयुक्ता विक्ततोऽस्या निषादकः। मार्गाखरा मूर्च्छना मोक्ता कर्णाटी च सखपदा॥

বড়হংদিকা—ইহাতে কর্ণাটীকার স্থায় স্বর, কেবল মৃচ্ছ ন। ভিন্ন।

উলা—নি স রি গ ম প ধ নি নি।
প্রমাণ—কার্যানিকালে মানা বছ हं सा खरा वृधेः।
মালবী—ওড়ব, নিষাদে আরস্ত ও শেষ, রঞ্জনী মৃচ্ছনা,
রি-প-বর্জিত।

डेना-निम गम ध नि नि।

প্ৰমাণ—স্মীडवा मालवी प्रोक्ता निषादचयसंयुता। रञ्जनी मुर्च्छना ज्ञेया रि-प-हीना च सब्बेदा॥

পট্নপ্রী—সম্পূর্ণ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর পঞ্ম, স্বয়কা নামক মৃছ্না, ইহা রসিকদিগের প্রিয়।

উদা-পধ निम तिश म প।

প্ৰামণ — पत्रमां श्रयन्तरासा सम्पूर्णा पटमञ्जरी।

मूर्च्छना हृष्यका चेया रसिकैः प्रार्थिता सदा॥
हेउसानि।

এতদ্বির মেঘ, মলারী, সৌরাটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গার; এই কয়েকটি রাগ পর পর লিখিত আছে।

তৎপরে নটনারায়ণ, কামোদী, কাল্যাণী, আভিরী, নাটকা, সারঙ্গ, হাধীরা, এই কয়টি নির্দ্দিপ্ত আছে। এ সমস্তই প্রাচীন রাগ-রাগিণী।

এইক্ষণে সঙ্গীত পারিজাত হইতে ছই একটী নবীন প্রণালীর রাগ-লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি। কেন না, পারিজাতের লিপির সহিত এক্ষণকার গান পদ্ধতির উত্তম মিল আছে। এবং ইনি রাগ রাগিণীর স্বরগুলি স্পষ্ট করিয়া বলেন। যথা—

रि-खरादि खरारमा रि-कोमला ध-कोमला।
ग-तीवा म-नि-तीवा च गौरीन्यंशखरा मता॥
खारोहे ग-ध-होना सा नि-कम्पनमनोहरा।
खारोहे यदि गासारो मध्यमाविध मुक्केना॥

উদাহরণ।
রিম প নী সা নি ধ প ম গরি গরি সা,
নি সরি মা গরি গরি সা নি নি স নি স
নি ধ প ম প স ধ প ম প মা গরি গরি সা
নী সা নী সা, ম প ধ প ম গ রি স নী সা,
রিম প ম গ রি ম গ রি নী সা, রি মা
গরি গরি সা নী ম সা সা রি ম প ধ ম ম ধ
প ম রি ম, ম স রি ম রি ম প ধ ধ সা সা ধ প ধ
রি স সা সা ধ ম ম প ধ ধ ম ম রি সা, স স রি
ম রি ম প ম রি স রি স রি ধ স সা।

ইতি মেঘ মলারঃ সর্বাঃ।

कौमलौ रि-धौ तीनौ ग्र-नी वासन्तभेरवे। धैवतांग्रग्रह्मासो मध्यमांग्रोऽपि सम्सतः।

উদাহরণ।

स नि म ति श म शा भा श ती मा नी म।
ति नि मा नि सा, स नि मा।
म श ति म नि म ति नि मा नि सा,
स नी म म्मा, स नि म ति श न्या,
स स श म श म श न्या, म ति श म शति म नि स नी मा मा।
हिं त्मलुरे छ तर ।

বসস্ত ভৈরবের ঋষভ ধৈবতগুলি কোমল, গান্ধার ও নিষাদ স্বর তীব্র। অংশ ও গ্রহ স্বর ধৈবত, কোন কোন মতে মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ করিয়াও গান করা যাইতে পারে। সঙ্গীত পারিজাত এইরূপ ভঙ্গীতে সকল কথাই বলিয়া-ছেন। প্রদর্শনের নিমিত্ত লক্ষণসহ ছুইটী রাগ প্রদত্ত হুইল।

নারদসংহিতায় নিয়ালিখিত রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়। যথা—

" माजवस्रेव मञ्जारः श्रीरागः वसन्तकः । चिन्दोजस्वाय कर्णाट एते रागाः प्रकीर्त्ते ताः ॥ ''

মালব, মলার, প্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট; এই ছয় রাগ। ইহাদের ভার্যা। বথা—ধমনী, মালসী, রামকিরী, দির্জা, আশাবরী, ভৈরবী; (মালব-ভার্যা)। বেলাবলী, পুরুবী, কনজা, মাধবী, গোড়া, কেদারিকা; (মলারের স্ত্রী)। গাদ্ধারী, স্কুজা, গৌরী, কৌমারী, বল্লরী, বৈরাগী; (প্রীরাগের ভার্যা)। তুড়া, পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুর্জ্জরী, বিভাষা; (বসন্ত শাগের প্রিয়া) মালবী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী, মারহাটী; (হিন্দোলের ভার্যা)। নাটকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী, (কর্ণাটের ভার্যা)।

হত্মন্মতে রাগরাগিণীর অনেক প্রভেদ দেখা বার যথা— ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ; এই ছয় পুরুষ রাগ। যথা—

> भैरवः कौणिकंत्रैव हिन्दोनो दोपकस्तथा। श्रीरागो मेघरामस्य बहेते पुरुषाङ्गयाः॥

रेशामत श्वीगण।

মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈদ্ধবী; (তৈরবের স্ত্রী)। তোড়ী, থম্বাবতী, গৌরী, গুণজ্ঞী, ককুভা; (কৌশিকের ভার্য্যা)। বেলবলী, রামকিরী, দেশা, পটমঞ্চরী, ললিতা; (হিন্দোলের ভার্য্যা)। কেদারা, কানাড়া, দেশী, কামোদী, নাটিকা; (দীপকের ভার্য্যা)। বাসন্তী, মালবী, মালগ্রী, ধনাসী, আশাবরী; (গ্রীরাগের স্ত্রী)। মলারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জ্জরী, টঙ্গ, পঞ্চমী; (মেঘরাগের পত্রী)।

এই সকল মতভেদ থাকায় বুঝা যায় না বে, কোন্ ছয় রাগ এবং কোন্ ছয় রাগিণী প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাগটি প্রায় সকল মতেই আছে। বস্ততঃ—

" न तालानां न रागाणां अन्तः कुत्रापि विद्यते ।"

· হন্নান্ বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীর •ও তালের অন্ত নাই। তাহার পরেই বলিয়াছেন,—

" इदानीं रागरागिखोददा हरणमुखते ॥"

তথাপি সম্প্রতি রাগরাগিণীর উদাহরণ ব্যক্ত করিতেছি।
হমুমান্ এইরূপ ভূমিকা করিয়। বহুতর রাগরাগিণীর লক্ষণ,
স্বর, অলঙ্কার, মৃর্চ্ছনা প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই মতে রাগরাগিণীর স্বর্ঘটত অবয়বের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে।
অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল স্থরগুলি যে পরিপাটীক্রমে বিন্যাস
করা হইয়াছে, এ মতে তাহার কোন কোনটিতে ব্যতিক্রম

আছে; তাহা দেখান উচিত, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহা সন্তবে না। হতুমান ভৈরবকেই আদিরাগ বলিয়াছেন যথা—

" सुमाम्बरो जयति भैरव खादिरागः।"

হনুমনতে এই ভৈরব রাগ ওড়ব। এতদ্বি আর এক ভৈরব আছে, রাগার্ণবিমতে তাহাকে "শুদ্ধ ভৈরব" বলো। এই শুদ্ধ ভিরব সম্পূর্ণ। বিথা—

" घैवतांग्रयह्न्यासयुक्तः स्यात् श्रुद्धभैरवः। सकस्य-मन्द्र-ग्रान्थारो ग्रेजो मध्राह्नतः पुरा॥"

ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাদ স্বর ধৈবত, সকম্প স্থগভীর গান্ধার প্রধান, মধ্যাহের পূর্দের গেয়। যদি ওড়ব জাতীয় ভৈরব রাগ একটা না থাকিত, তাহা হইলে হন্ত্মানোক্ত নিয়-লিখিত ভৈরবীর লক্ষণ সঙ্গতি হইত না। যথা—

" सम्पूर्णा भैरवी जेवा यहां श्रन्थासमध्यमा । सौवेरी मूर्ज्जना जेया मध्यमग्रामचारिणी । के खिरेषा भैरववत् खरा जेया विचचणैः ॥"

ভৈরববং বলিরা ধ নি স গ ম ধ ইতি ভৈরব স্বর।

এতদ্ভিন্ন রাগার্ণবি নামক গ্রন্থে অনেক মতভেদ এবং
অধিক রাগরাগিণীর কথা আছে।

এখন আর কোন,একটা নির্দিষ্ট মতে গান দেখা যায় না। সকল ব্যক্তিই নানামত,মিশ্রিত করিয়া গান করেন। এখন যেমন যে সে রাগ, যে সে রন্ধ গীত হয়; পূর্ব্বে তাহা হইত না। এক এক প্রকার রাগের এক একটি অনুগত রস আছে। পূর্ব্বকালে যে যে রাগ যে যে রসে গীত হইত, এক্ষণেও সেরপ হওয়া উচিত স্কৃতরাং তাহা বলা যাইতেছে। সঙ্গীতনারায়ণে ব্যক্ত আছে যে, নটুরাগ সাংগ্রামিক। বেধগুপ্তরাগ বীররসে গেয়।

वमञ्ज त्राण, वमञ्ज नमरत्र ; यथा— मेयो वसन्तरामोऽयं वसन्तसमये वृधैः।

ভৈরব রাগ, প্রচণ্ড রদে। বৃদ্ধাল রাগ, করুণ ও হাস্যরসে গেয়; যথা—

> " प्रचाहरूपः किल भैरवीऽयम्, ग्रेयः करणचास्यकोः।" ইত্যাদি।

শেমরাগ, বীররদে এবং মেঘোদর সময়ে গের; যথা—
" रसे वीरे प्रयुच्यते ।

मेघच्हायागमे गेयः सोमरागी मतः सताम्॥"

কামোদ, করুণ ও হাদ্যরদে গেয় এবং ইহার কাল প্রথম প্রহরার্দ্ধ; যথা—

" कामोदः करुणे चास्ये यामाई गीयते सदा।"

रमरवत नमरत्र अवः वीत्रतरम रमवत्रांग रणतः , यथा—

" वीरे धांग्रग्रहन्यासः— ग्रेबो घनागमे मेघरांगोऽयं मन्द्रहौनकः।" গৌড় অনেক প্রকার। তুরক্ব গৌড় ও দ্রাবিড় গৌড় প্রভৃতি। তন্মধ্যে দ্রাবিড় গৌড় রাত্রে এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়; যথা—

"ग्रेबो दविड्गौडोऽयं वीरऋङ्गारयोर्निशः।"

তুরদ্ব গৌড় ওড়ব রাগ।

গুর্জরী, রাত্রে এবং শৃঙ্গাররদে গেয়; যথা-

"गर्जा रो रात्री मेया प्रदङ्गारवर्ष्ट्रिनी।"

তোড়িকা বা তোড়ী, মধ্যাক্ত সময়ে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়; যথা—

"-तोडि़का श्रद घाड़वा-

जाता मध्याज्ञसमये ग्रेवा ऋङ्कारवीरयोः।"

भानवञ्जी, भत्नरकारनव तांग (हेहारकहे मानमी विनिष्ठा थारक) भत्नरकारनहे हेहा रागता। यथा—"मानवस्त्री प्रस्तुया"—

নৈরবী বা নির্ভা, মধ্যাহের পর, শৃঙ্গার এবং করুণ-রদে গেয়। যথা—

सैन्धवी-"मध्याज्ञादूर्ह्व तो ग्रेया ऋङ्गारे करणेऽपि च।"

দেবকৃতিরাগ—সকল ঋতুতে ও বীররসে গেয়। কৃষ্ণদত্ত বলেন এইটি শুদ্ধ বসস্তের জাতি; বথা—

"देवक्रतिमेता—

चसारतुष् सब्बेष्ठ गातवा समयषु च ॥"

রামকিরী-এক প্রহরের মধ্যে গেয়। যথা-

"प्रहराभ्यन्तरे ग्रेया तज्हे रामिकरी मता।"

প্রথমমঞ্জরী — প্রাতঃকালে এবং শৃঙ্গাররসে ও উৎসবকালে গেয়। যথা—

"ऋदारे चौत्सवे ग्रेया प्रातः प्रथममञ्जरी।"

নট্রাগ—রাত্রে, মঙ্গলকার্য্যে; শৃঙ্গার, হাস্ত ও অভুত, এই তিন্টা রসে গেয়। যথা—

"नट्टा नट्टवदाखाता—

हास्वेऽद्भृते च प्रङ्गारे गातवा निशि मङ्गले॥"

বেলাবলী—শৃঙ্গার ও করুণরসে গেয়। নারদসংহিতায় ইহা ওডৰ রাগ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

" प्रहङ्कारे करामे चैव मेया वेचावची वुधैः।" रभोड़ी—वीत ७ भुनातहरम् रभत्र। यथा—

"-गौड़ी मालवकी शिवात्।

वीरप्रकारयो गैया सक्सान्दोनितस्रा ॥"

নাট রাগ-- রাত্রে এবং শৃদার ও বীররদে গের। যথা--

"नाटो निष्म सुची वीरे।"

নট্রনারায়ণ—দিবাতে গের। যথা—

"धैवतां ग्रयच्यासी नद्रनारा ग्यो दिवा।"

শঙ্করাভরণ-বীররদে এবং রাত্রে গেয়। যথা-

"वीरे निणि निवादां शः शङ्कराभरणः सदा।"

রাগ হরিনায়কের সম্মত কতকগুলি আছে। ষট্ স্বরের তাহা এই—

भीष, कर्नां , दिनी, धवानिका, दिनां ना, वहाती, (नगाथा), त्मोवीती, अशावकी व्र्वभूती, मलाती, इक्षिका।

"इत्याद्याः घट खरा रागाः हरिनायकसमाताः।"

रगोष्- वीत उ गुन्नाततम ও निर्नाच मगरत रगत। यथा-"—गौडुः स्थात् पच्चमोजिभतः।

वीरप्रकुरयोगीयो दिनानो विरचर्धभः॥"

(मनी এक প্রহরের মধ্যে এবং শান্ত ও করুণরুসে গেয়। বথা--

" वेरम मी द्वा देशो—

महरास्थलरे ग्रीया शान्ते च कर्ता रसे ॥" यथा— "रुषा धन्नासिका जे ग्रा—

रसे वीरे च परङ्कारे गातवा सर्वदा व्धेः ॥" বল্লারী এক প্রহরের পর শৃঙ্গাররদে গেয়। যথা-"वराश्चपाङ्गा वह्नारी—

प्रदुषाराखी रसे भी या हरिनायकसम्मता।"

গৌড়, আরও আছে। কর্ণাট গৌড় ও মালব গৌড়। मानव भी इ वी तबरम भाव । यथा-" वीरे मालवगीडकः।"

সঙ্গীতসারের মতে মলার রাগ—মেঘাগমে এবং শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা-

"मह्नारः स-प-हीनोऽयं— परक्वारे च रसे ग्रेयः पयोदागमने वृधैः।

क्ताती—नात्रःकाता विर वीत ७ मृत्तातत्राम राज्य। यथा— "स्से वीरे च ऋङ्कारे मेया सायमियं वृधेः।"

ইহাকে কোন কোন গ্রন্থে দেশকারী ও দেশপালী বলা হইয়াছে।

মালব—অপরাক্তে, রাত্রে ও বীর এবং শৃঙ্গাররদে গেয়। যথা—

"—मानवोऽपि रि-पोज्भितः— वीरफ्टङ्गारवोजेवो दिनान्ते निष्मि वा वुधैः।"

হিন্দোল—সকল কালে এবং বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—

"हिन्दोनो रि-प-वर्जितः वीरप्रदङ्गारयोः सदा।"

ভৈরব—মঙ্গলকার্য্যে গেয় ও মধ্যান্তের পূর্ব্বে গেয়। প্রমাণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

ললিতা —বাত্রিশেষে, দিনের প্রথমভাগে ও বীর, শৃঙ্গার-রসে গেয়।

> "——चिता चित्तवरा। ऋङ्कारवीरथोर्भेया निम्नान्ते च दिनादिने॥"

ছারাতোড়ী—দিবাতে (তোড়ীর স্থার)।গান্ধার—সকল কালে ও করণরসে গেয়।

"करणे सदैव"

বিহঙ্গড়া—মঙ্গলবিষয়ে ও অর্দ্ধরাত্রে গেয়। যথা—
"মথা বিহৃত্ধু ভূ ভীষা নিছাখি মঙ্কুলাখিমিঃ।"
গৌড় সারদী—মধ্যান্তের পরে বীর ও শান্তিরসে গেয়।
যথা—

"——वीरणान्तिरसाश्रिता। सन्पूर्णा गौनुसारङ्गी गेया मध्याज्ञतः परम्।"

খ্যাম—প্রদোষকালে গের। यथा—

"सम्पूर्णः श्वामरागः स्वात्— प्रदोधो गानकालोऽस्य निर्णीतो गानकोविदैः॥"

শঙ্করা—অর্দ্ধরাত্রের পর হাস্যরদে গের। যথা—

"---शङ्कराभिधा।

निशीथाच परं गेया रसे हास्य प्रयुच्यते ॥" জয়তশ্রী—রাত্রিতে শৃঙ্গার ও করণরসে। যথা—

" जयतश्रीख सम्पूर्णा----

तम्सिन्यां प्रगातवा प्रङ्कारे कर्षे रसे॥"

সংস্পীতদর্পণের মতাত্মসারে যে যে রাগ যে সময়ে গেয়, তাহা বলা যাইতেছে।

মধুমাধবী, দেশা, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মলারী বলারী, সামগুজ্জরী, ধনাত্রী, দাবলত্রী, মেঘরাগ, পঞ্চম, দেশ।

কারী, ভৈরব, ললিতা, বসস্ত ;—এই সকল রাগ নিত্য প্রাতঃ-কালে গেয়। যথা—

> "मधुमाधवी च देशाखा भूपानी भैरवी तथा। वेनावनीच महारी वहारी सामगुर्कारी। धनाश्रीमांनवश्रीख मेघरागख पद्ममः। देशकारी भैरवख निता च वसन्तकः। एते रागा प्रगीयन्ते प्रातरास्य नित्यशः॥"

গুজ্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, রামকিরী, সৌরাটী, এইগুলি এক প্রহরের পর গেয়। যথা—

> "गुज्जरी कौणिकश्चेव सावेरी गटमञ्जरी। रेवा गुग्गिकिरी चैव भैरवी रामिकिर्याप। सौरटी च तथा गेया प्रथम प्रहरोत्तरम्॥"

देवताणी, ट्यांज़ी, कार्यांनी, कूड़ांशिका, शाक्ताती, नाशमंकी, ट्रिमी, मक्षतां जत्र ;— এই मकल इंटे खेटरत्र अत राम । यथा —

"वैराटी तोड़िका चैव कामोदी च कुड़ायिका। गान्धारी नागण्ड्री च तथा देशी विशेषतः। ग्रङ्गराभरणो गेथो दितोयमच्चरात् परम्॥"

শ্রীরাগ, মালব, গোড়ী, ত্রিবণী, নট্টকল্যাণ, সারঙ্গ নট। সর্ব্ব প্রকারে নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আভারী, বড়হংসী পাহাড়ী, এই দকল তিন প্রহরের পর এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত গেয়। যথা—

"श्रीरामो मालवाख्य मोड़ा चिवणसिज्ञका।
नट्टकत्याणसज्ज्ञ सारङ्गनट्टको तथा।
सर्ज्ञ नाटाञ्च केदारा कर्णाञ्चाभीरिका तथा।
वड्हंसी पाहाडी च त्तीयमहरात् परम्॥"
यथानिकिश कांत्वरे गांन कित्रवक, बाजाञ्चाञ्चल कांतविठात कित्रव ना, मक्न ममराहे गांरेरवक। यथा—

"यधोक्तकाच रवैते ग्रेयाः पूर्व्वविधानतः । राजाच्चया सटा ग्रेया न तु काचं विचारथेत्॥" (পঞ্চম সারসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্গলিত ।)

বিভাষা, ললিতা, কামোদী, পটমঞ্জরী, রামকেলী রাম-কিরা (এই ছুইটা পরস্পর ভিন্ন, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রাম-কিরাকেই রামকেলা বলিয়া থাকেন) বড়ারী, গুর্জ্জরী, দেশ-কারী, স্থভগা, ভাবী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কোমারী;— এই পঞ্চদশ রাগিণী পূর্কাহ্নকালেই গান করিবেক। যথা—

> "विभाषा चिवा चैव कामोदी पटमञ्जरी। रामकेची रामिकरा वड़ारी मुर्च्च रो तथा। रेशकारी च सुभगा भीरीच पञ्चमी गड़ा। भैरवी चापि कौमारी रागिखो दश पञ्च च। रताः पूर्वाङ्गकाचे तु गैथास्तद्गानकोविदेः॥"

বরাটী, মালবী, রোদ্রা, রেবতী, ধামদী, বেলাবলী, মার-হাটী;—এই সাতটী স্ত্রীরাগ বা রাগভার্য্যা মধ্যাস্থকালে গান করিবে। যথা—

" वराटी मालवी रौड़ा रेवती चापि धानसी। वेलावली मारहाट्टी सप्तेता राग्योधितः। ग्रेया मध्याक्रकाले च यथा भावच्च भाषितम्॥"

গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাণী, প্রবরাবরী, আশাবরী, কান্দুলা, গৌরী, কেদারী, পাহাড়ী;—এই সকল রাগিণী পণ্ডিতের। সায়াছে গান করিয়া থাকেন। যথা—

"ग्रान्धारी दीपिकाचैव कल्याणी प्रवरावरी। ब्याप्रावरी कान्द्रचाच गौरी केदार पाहिड़ा। सायाज्ञे रागिणी रेताः प्रगायन्ति मनीविणः॥"

মেঘরাগ ও মন্নার কিন্ধা মেঘমন্লার বর্ধাকালের সকল সময়েই গেয়। রাজে দশ দভের পর অন্য সকল রাগের গান হইতে পারে। যথা—

> "मेघ-मल्लार-रागस्य गानं वर्षासु सर्वदा। दश दख्डात परं राजी सर्वे धां गानमीरितम॥"

এছলে দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতেরা বা গায়কেরা বলেন—দেশাখ্যা, ভৈরবী, রক্তদংশী, মাহুলা, এই কয়েকটি রাত্রে মনোরঞ্জন হয় না, সায়ংকালে বিশেষ নিশিত। যথা— অন্তাবর্ণ উদাত স্বর হইবেক। "ফিষ্" এই শৃকটি সংজ্ঞাশক ও ইহা পূর্কাচার্যাদিগের সঙ্কেত অথবা সংজ্ঞা। ইহা প্রাতিপদিকের সংজ্ঞান্তর মাত্র। এইরূপ উদাত্ত, অন্তদাত্ত, স্বরিত, এই কয়েকটি স্বরের নির্ণয় ভিন্ন অন্য ফল এতদ্গ্রন্থে পাওয়া যায় না! ইহাকে কেহ কেহ পাণিনির পূর্কবর্তী বলেন, কেহ কেহ পরবর্তী বলেন। পরবর্তী হওয়াই সন্তব। ফল, য়াহারা পূর্কবর্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনি সমস্তই নির্ণয় করিয়াছেন, স্কতরাং প্ররূপি এই সূত্র ছিট্ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

উণাদি বৃত্তি—পাণিনির পূর্ব্বেও এতবিষয়ের গ্রন্থ ছিল। তাহা কিরূপ ছিল বলা যায় না। ফল, পাণিনি-কৃত কুৎস্ত্র এবং উণাদি স্ত্র এই বৃত্তির অবলম্বন। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩২৫টী প্রত্যয় আছে, এবং "उखाद ীवक्क " (পাণিনি) ইত্যাদি স্ত্র দারা প্রকাশ আছে।

ব্যাকরণের উণাদি অংশের বৃত্তির মধ্যে উজ্জ্বল দত্তের বৃত্তিই প্রচলিত এবং মান্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণের দৌর্গসিংহীয় বৃত্তিও মান্যা। ব্যাকরণ মাত্রেই উণাদি স্থ্র আছে। সকল ব্যাকরণের রণে উহা সংক্ষেপ রূপে আছে, কেবল কলাপ ব্যাকরণের উণাদি কিছু বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলা-সম্পর। তদ্তির "উণাদি কোষ" নামক একখানি কোষ অর্থাৎ আভিধানিক গ্রন্থ আছে, তাহাও মন্দ নহে। বৃত্তিকার উজ্জ্বল দত্ত মুখবন্ধ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "আমি গণপতি, ঈশ্বর ও গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্মাণ করিলাম। বৃত্তিস্থাস, অনুস্থাস, রক্ষিত, ভাগরৃত্তি, ভাষ্য, ধাতুপ্রদীপ, তাহার টীকা আর উপাধ্যায়ের সর্বস্থ স্বরূপ স্বভৃতি, কলিঙ্গ, হড্ডচন্দ্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন এবং আলোচনা করিয়া ইহা প্রস্তুত করিলাম। উণাদি বৃত্তি অনেক আছে, সে সকল এখন হুত্র, শব্দ রূপ, ধাতুগত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে; তরিমিত্ত ত্মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়। সে সকল এবং অস্থান্থ গ্রন্থ বিচার করিয়া সে সকল হইতে শার আকর্ষণ করিয়া আমি এই বৃত্তি রচনা করিলাম।"

উজ্জল দত্তের অপর নাম জাজলি। ইনি স্বভূতিকারের শিষ্য। উজ্জল দত্ত কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইনি অমরের পরবর্ত্তা, কেন না তাঁহার বৃত্তিতে অমরকোষের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৃত্তিকার মুখবন্ধ শ্লোকে এইরূপ থেদ করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার এই বৃত্তি দেখিয়া নিজের পুরুষত্ব কামনায় আমার নাম লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হইবে।" (৭ শ্লোক)।

উণাদি স্ত্র ৫ পাদে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন, পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বহুতর গ্রন্থ জন্মিনীছে, তাহার কতকগুলির তালিকা নিমে প্রদত্ত হইল ! পুরুষোত্তমদেব-কৃত ভাষা-বৃত্তি। স্পষ্টিধর ইহার টীকাকার। টীকার নাম ভাষাবৃত্তার্থ-বিবৃতি।

ভটোজিদীক্ষিত-ক্বত শব্দকৌস্তভ। গ্রন্থকার এথানি সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই। বালাম ভট্ট ইহার টীকাকার। টীকার নাম প্রভা।

রামচন্দ্র আচার্য্য-কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী। ইহাতে পাণিনি-স্থ্য সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থানি পাণিনি ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার বিঠ্ঠল আচার্য্য-কৃত প্রসাদ এবং জয়ন্তচন্দ্র-কৃত তত্ত্বদ্র নামক ছইখানি টাকা আছে।

ভটোজিদী ক্ষিত-ক্কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার মনোরমা, * তত্ত্ববোধিনী, শব্দেন্শেথর, লঘুশন্দেন্শ্বর † প্রভৃতি টাকা আছে।

लपुरकीमूमी अ मधारकीमूमी - वतमताक-कृ ।

পরিভাষাসংগ্রহ, পরিভাষাবৃত্তি ও পরিভাষেন্দুশেখর— নাগেশভট্ট-ক্বত। বৈদ্যনাথ পাগুও ইহার টীকাকার।

ভর্ত্র-কারিকা বা বাক্যপদীয় ‡। ইহা আদ্যোপাস্ত

^{*} ছরিদীক্ষিত মনোরমার টীকাকার, পুনরার ইহার উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক এক টীকা আছে।

[†] ইহার উপর এক টীকা আছে, তাহার নাম চিদস্থিমালা।

[‡] কোলজক্ বাক্যপদীয় औমে,বাক্য-প্রদীপ ভর্তৃহরি-প্রণীত লিখিয়।-ছেন। বাক্য-প্রদীপ হরি-রুষত-ক্তু,তাহাত টীকাকার পুণ্যরাজ।

শ্লোকে রচিত। ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নামোল্লেথ করিলাম না।

কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ, অতি বিশদ এবং পাণিনি হইতে কিঞ্চিৎবিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ইহার প্রত্যন্ত্র, সংজ্ঞা, প্রভৃতি পাণিনির অন্তর্মপ। ইহাতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, ভাগুরি প্রভৃতি ব্যাকরণের সারাংশ সন্ধলিত হইয়াছে। পাণিনির ২। ৩ স্থ্র একত্র করিয়া ইহার এক একটি স্থ্র হইয়াছে ইহার উদাহরণ; যথা পাণিনি—

" द्वा वा पा जि मि खदि साध्यऽशूङ्उन्" "क्न्दसीयाः" "दूसनि जनि चरि चटिभ्योङ्ग्।"

এই তিনি স্থত্র একত্র করিয়া কাতন্ত্রের এক স্থত্র ;যথা।— "क नोपा जि मि खदि साध्यऽস্থ दूसनिजनिचरि चटिभ्य उण्"

কাতন্ত্রের অনেক স্থলে পাণিনির অবিকল স্থ্র আছে, এবং কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রক্ষেপ নিক্ষেপ আছে। ইহাতে একটী পরিভাষা অংশ এবং একটী পরিশিষ্ট থাকাতে বড় স্থগম হইয়াছে:

প্রয়োগ-রত্মালা—ইহাতে পাণিনি এবং কলাপস্থ একত্রে আছে। স্ত্রগুলি পদ্য-গ্রথিত। এই সকল স্ত্র পদ্যে রচনা করিতে গ্রন্থকার পুরুষোত্তম বিস্তর, পরিশ্রম স্বীকার করিরাছেন। পুরুষোত্তম ভূমিকায় লিথিয়াছেন—

"श्रीमह्नदेवस्य गुर्वेकिसन्धोर्म हीमहेन्द्रस्य यथा निदेशम्। यत्नात् प्रयोगोत्तम-रत्नमात्ता, वितन्यते श्रीपुरुषोत्तमेन॥"

এতদ্বারা তিনি খ্রীমল্লদেব রাজার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রকাশ করিতেছেন। খ্রীমল্লদেব কুচবিহারের রাজা ছিলেন।

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-স্ত্র-পাঠ ভিন্ন ধাতৃ-পাঠ, লিঙ্গান্ধশাসন ও শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রীধরদাস-সঙ্কলিত সহক্তি-কর্ণামৃত গ্রন্থে পাণিনির প্রণীত বলিয়া কয়েকটি কবিতা উদ্বৃত হইয়াছে, কিন্ত তাহা বলবৎ-প্রমাণাভাবে তদীয়-লেখনী-প্রস্ত বলতে পারিলাম না।

রাগ-নির্ণয়।

রাগ ভবভঞ্জক কহেন মুনিগণ।
অথচ মনোরঞ্জক সর্ব্বসাধারণ।
সঙ্গীত তরঙ্গ।

রাগ-নিণ্য।

আমরা স্বরবিজ্ঞান নামক প্রস্তাবে সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে অবগ্রজ্ঞাতব্য স্বরসম্বন্ধীয় উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনের নাম সঙ্গীত। তন্মধ্যে গীত প্রধান। প্রথমোলিথিত গীতের যথার্থরূপটা বলিতে হইলে তাহার মূল কারণ যে নাদ, তাহা না বলিলে বা না ব্রিলে গীতের ভাব ও শরীর কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। এই জন্ম প্রথমতঃ নাদ কাহাকে বলে, সঙ্গীতনারায়ণ তাহার নিরূপণ করিতেছেন—

तत्र प्रथमोदिष्टस्य गीतस्य वच्चमाणत्वाद्गादं विना तदनुप-पत्तेः प्रथमं तमेवाच्च तदुक्तम्।

खात्मा विवच्चमागोऽयं मनः प्रेरयते मनः।
देचस्यं विक्रमाचन्ति स प्रेरयति मारतम्॥
रेजािन।

অর্থ ;—শরীরসংস্থান ও শারীর পদার্থ সকল বলা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক রহস্য।

তন্মধ্যে আত্মা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই আত্মার ইচ্ছানামক এক গুণ আছে, যে গুণের উদ্ভব হইলে মন্থ্যের চেষ্টা জন্ম। আত্মার তাদৃশ ইচ্ছা যথন কিছু বলিবার নিমিত্ত উদ্ভব হয়, তথন সেই ইচ্ছা প্রথমতঃ মনকে সঞ্চালিত করে, (মনের চেষ্টা হয়), মন দেহস্থ তেজকে সঞ্চালিত করে, তেজ দৈহিক বায়ুকে প্রেরণ করে। স্থতরাং নাভিস্থানের আকাশে অর্থাৎ অবকাশময়স্থানে প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্লির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য নাড়ীকলাপ কম্পিত হইয়া এক অনির্বচনীয় প্রকার শব্দের উৎপত্তি করে। সেই উৎপন্ন শব্দটিকেই নাদ বলে। এই নাদ কতকগুলি স্ক্রা ধ্বনির সমষ্টিমাত্র। এতাদৃশ নাদের অবয়বীভূত ধ্বনি-স্ক্রাংশের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ২২ টির অতিরিক্ত নহে।

না, রি, গ, ম, প, ধ, নি, এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি ও পরি-মাণকাল প্রভৃতির জ্ঞান জন্মানই শ্রুতিজ্ঞানের ফল, অর্থাৎ কার্য্য। শ্রুতি ৭টি স্বরের উপাদান কারণ। যথা—

" षड् जादिकपरिचानं श्रुतीनां फलमेव तत्॥"

আছেতিগুলি শরীরের স্থানবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্থান ওটি। ক্লান্ব, কণ্ঠ, তালু। ২২টি শ্রুতি স্থানত্রয়ে উত্তরো-ত্তর ক্রমে দিগুণিত ভাবাপন্ন; অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি যে পরিমাণে উচ্চ, ত্রয়োবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ, পর্স্তানস্থ প্রথম শ্রুতি তদ-পেক্ষা দিগুণ যথা—

ৱাগ-নিৰ্ণয়।

" श्रुतयः स्थानसम्भूताः स्थानानि त्रीणि तत्र हि। इत् कण्ड भिर इत्यासां दिग्णस्थोत्तरोत्तरम्॥"

হদয়, মৃদ্ধা ও নাভিদংলয় প্রধানতঃ ২২টি নাড়ী আছে। ঐ
নাড়ীগুলি তির্যাক্দিগে আছে, উদ্ধভাবেও আছে। এই
নাড়ীগুলিই দেহয়য়র তার স্বরূপ, দৈহিক বায়ৢর আঘাত
লাগিবামাত্র ঐ সকল নাড়ী কম্পিত হয়, তাহাতেই প্রুতির
উৎপত্তি হয়, তাহাই ক্রমে স্থলতারূপে পরিণত হইয়া স্বররূপে
প্রকাশ পায়। উদরকন্দর ও নাড়ীপথ প্রভৃতি যে অবকাশময়
স্থান শরীরাভ্যন্তরে আছে, আর পিত্তনামক তৈজস পদার্থ
শরীরে আছে, এবং শ্বাস প্রশাসাদি ব্যাপার য়দ্বারা সম্পন্ন
হইতেছে; সেই বায়ু আর ঐ পদার্থত্রের বলেই প্রথমতঃ নাদ
(স্ক্র্ম অবিকৃতধ্বনি) জয়ে। পশ্চাৎ সেই নাদ ক্রমশঃ নাভির
উদ্ধে সঞ্চালিত হইশী ক্রমে হলয়, কণ্ঠ, মুথ ও গলগহ্বর
দিয়া বহির্গত হয়, তথন তাহা দন্ত, ওঠ, তালু অর্থাৎ ক্র্মে
জিহ্বা ও জিহ্বার সাহায্যে নানাপ্রকার বিস্পন্ত আকারে প্রকাশ
পায়। যথা—

"हुन्मूर्छनाभिकालया नाखोद्याविद्यातः सभाः। ताख वकार्त्तणोर्ष्ट स्था ध्वनिता मक्ताह्ताः॥" "व्याकाश्यामिमक्कातो नाभेरूष्ट्वं समुचरन्।" हेणाति।

श्वत, वर्ग ७ मृष्ट्रं नां निज्यि कतिया त्य ध्वनिविद्या छेका-

রিত হয়, সেই ধ্বনিবিশেষ জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে বলিয়া তাহার নাম রাগ। যথা---

"थोऽयं ध्वनिविश्वेषस्तु खरवर्णविभूषितः। रञ्जकोजनचित्तानां स रागः कथितो वृधेः॥"

এই রাগের অঙ্গ অর্থাৎ কতকগুলি প্রতিপোষক ক্রিয়া ও বস্তু আছে, তাহা রাগাঙ্গ নামে বিখ্যাত। রাগাঙ্গের স্থায় ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ নামে আরও কতকগুলি বিষয় আছে, তাহার লক্ষণ এই—

"रागच्छायानुकारित्वाद्रागाङ्गिमिति कथाते।"

যাহা রাগের ছায়ানুগায়ী তাহাকে রাগাঙ্গ বলে।

"भाषाच्छायात्रिता येन भाषाङ्गरीन कथाते।"

যেহেতু ভাষার ছারার আশ্রিত, সেই হেতু তাহা ভাষাঙ্গ নামে কথিত হয়।

"करणोत्साइसंयुक्तं क्रियाङ्गं तेन हेतुना।"

করুণ ও উৎসাহাদি রসগুলি যে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকে তাহাই ক্রিয়াঙ্গ।

" किञ्चिक्कायानुकारितादुपाङ्गिमित कथाते।"

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ কোন অংশে ছায়া লাগিলে তাহা উপাঙ্গ।

এতদ্ভিন্ন কাণ্ডারণানামক আ্রু/একটি গীতাঙ্গ আছে,
তাহার লক্ষণ যথা—

রাগ-নির্গয়।

" कार्खारया तु कथिता तारस्थानेषु शीघता। गमके विविधे युका कौश्रक्तेन विभूषिता॥"

তারস্থানেতে শীঘ্রতা, নানাবিধ গমক্যুক্ততা, **স্থকোশলে** স্থাপিতা হইলে তাহাকে কাণ্ডারণা বলা যায়।

রাগ ৩ প্রকার। শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালগ এবং সদ্বীর্ণ। যথা—

" शुद्धाश्वायाचगाः प्रोक्ताः सङ्गीर्वाञ्च तथैवच।"

কলিনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উচারিত স্বর রক্তিজনক হয়, এজন্য তাহা শুদ্ধ রাগ। অন্যের ছারাগামী হইয়াও রক্তি জন্মায় স্থতরাং তাহা ছায়ালগ রাগ। টিভয়ের প্রাধান্যেও আত্তরক্তি জন্মায় স্থতরাং তাহা সন্ধীর্ণ রাগ। যথা—

"तत्र शुदरागलं नाम शास्त्रोक्तनियमात् रञ्जकं भवति । .कायाचगलं नाम अन्यक्तायाचगलेन रिक्तहेतुलं भवति । सङ्गीर्य-रागलं नाम शुद्वक्तायाचगमुख्यलेन रिक्तहेतुलं भवति ॥"

রাগ ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। ৫ স্ববের রাগ ওড়ব। ৬ স্ববের রাগ যাড়ব। ৭ স্ববের রাগ সম্পূর্ণ। যথা—

"खोड्वः पञ्चभिः प्रोत्तः खरैः घड्भिञ्च घाड्वः । सम्पृषेः सप्तभिज्ञेय एवं रागास्त्रिधा मताः ॥''

« স্বরের ন্যুনে রাগ হয় না। মতবিশেষে সাধারণতঃ ২০টি রাগ প্রধান বা আদিম। এ, নট্ট, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, ষাড়ব,

ঐতিহাসিক রহস্য।

রক্তহংস, কোহলাস, প্রভব, ভৈরব, মেঘ, সোম, কামোদ, অমু
পঞ্চম, কন্দর্প, দেশ, ককুভা, কৌশিক, নট্টনারায়ণ। যথা—
"স্থীহামনষ্ট্রী বন্ধানী মাধ্যমধ্যদেশভ্রনী।

रक्षहंसय को क्रांसः प्रभवो भैरवोध्विनः ॥ मेघरागः सोमरागः कामोदी चामपञ्चमः। स्यातां कन्दर्पदेशास्त्रो काकुभान्तय को शिकः। नट्टनारायणयेति रागा विश्वतिरीरिताः॥"

প্রাচীনমতে প্রধান ছর রাগ। শ্রীরাগ (১) বসন্ত (২) ভৈরুই (৩) পঞ্চম (৪) মেঘরাগ (৫) বৃহন্নট (৬)। এই কএকটী রাগ পুরুষ জাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

> " श्रीरागोऽय वसन्तय भैरवः पञ्चमन्तया । मेघरागो रुइद्वाटः घडु ते पुरुवाङ्गयाः ॥"

রাগিণী অর্থাৎ রাগভার্যা। রাগের অন্থগত বলিয়াই রাগভার্য্যা বা রাগিণী নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রাগ-নামক কোন প্রাণী নাই স্কুতরাং তাহার পত্নীও নাই।

"मालश्री जिवणी गौरो केदारी मधुमाधवी।

ततः पद्दाबिका चेया श्रीरामस्य वराष्ट्राणाः ॥"

মালন্ডী, ত্রিবেণী বা ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পহাড়িকা বা পাহাড়ী,—ইহারা শ্রীরাগের ভার্যা।

" देशी देविगरी चैव वराठी बोडिका तथा।

चिता चाय इन्दोची वसनास्य वराष्ट्रणा ॥"